সরল সেটেলমেণ্ট সহচর।

দ্বিতীয় ভাগ।

(জঙ্গীপুর কোর্টের উকীল)

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভারতী বি, এল

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

জেলা মুর্শিদাবাদ, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী ষ্টীম মেসিন-যন্ত্রে

শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩৪ সাল।

মুল্য দেড় টাকা মাত্র।

নিবেদন।

অল্প কয়েক বৎসর হইতে এদেশে সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কোন স্থানে স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচার হইয়াছে, কোন স্থানে এখনও হয় নাই। চূড়ান্ত প্রচার হইবার পরেই সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫ ও ১০৫ (ক) ও ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা রুজু হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী পক্ষই ঐ সকল মোকর্দ্দমা করেন, ক্ষেত্র বিশেষে প্রজাপক্ষও যে না করেন এমন নহে; কিন্তু ঐ সকল মোকর্দ্দমা কোথায়, কি ভাবে রুজু করিতে হয় ও কি প্রণালীতে মোকদ্দমা চালাইতে হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। এদেশে বহুদিন হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হওয়ায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু দেশে সেটেলমেণ্ট ছিল না, ইহা এক নূতন জিনিষ; এই জন্য অনেকেই ইহার নিয়মাদি এখনও অবগত নহেন, অথচ এ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলেও চলিবার উপায় নাই। আমাদের দেশ কৃষিজিবী, জমী জমাই আমাদের দেশে প্রধান সম্পত্তি, আর জমী জমা লইয়াই সেটেলমেণ্ট; এই সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধে অন্ততঃ মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে জমী জমার ক্ষতি

হয়; সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্য জানা চতুর লোক ঠকাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যতে তাহার প্রতিকার করা যায় না, অথবা বহু চেষ্টায় ও বহু অর্থ ব্যয়ে প্রতিকার হয়। অনেকে সেটেলমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হইতে উকীল-বাড়ী দৌড়াদৌড়ী করেন; অনেক সময় উকীল বাবুকে বহু খরচ করিয়া অকারণে বা কারণে মফঃস্বলে লইয়া যাইতে হয়। সাধারণের এই অভাব দূর করিবার জন্যই এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা পাঠে সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য বুঝিতে ও স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; আর কেহ ঠকাইতে পারিবে না। কথায় কথায় উকীল-বাড়ী দৌড়িতে বা উকীল বাবুকে অকারণে মফস্বলে অর্থব্যয় করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না। যাঁহারা সামান্য লেখাপড়া জানেন তাঁহারাও অনায়াসে এই পুস্তক পাঠে সকল বিষয় বুঝিতে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকের ১ম ভাগ ছাপা হয়। উক্ত ১ম ভাগে আইন বা নজির দেওয়া হয় নাই। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পুস্তক আইন ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন এমন স্পর্দ্ধা আমার ছিল না; কিন্তু আইন ব্যবসায়ীগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাতে আইন ও নজীরাদী না থাকায় অসুবিধা বোধ করায় এই ভাগে আবশ্যকীয় স্থলে আইন ও নজীরাদি টীকা (টিপ্পনী) সহ দেওয়া হইল। ইহার দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকেরই সুবিধা হইবে।

সুদীর্ঘকাল ওকালতী করিয়া সাধরণের যে যে বিষয়ে যে যে অসুবিধা বুঝিতে পারিয়াছি সেই সকল অসুবিধার প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া ও তাহা দূরীকরণার্থ বিশেষরূপ ও বিশদরূপ বর্ণনা দিয়া পুস্তক প্রণয়নের সর্ব্বথা চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর সফলকাম হইয়াছি তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। এই পুস্তক পাঠে এক ব্যক্তিও উপকৃত হইলে নিজ শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি সন ১৩৩৪ সাল তারিখ ৬ই আশ্বিন—

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বিনীত—
গ্রন্থকার।



ত্রুটী স্বীকার।

অল্প সময়ে ছাপার কার্য্য শেষ করার জন্য পুস্তকের স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে ছাপার কার্য্যও বেশ সন্তোষজনক হয় নাই, এই মুদ্রাকর প্রমাদ জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত. কিন্তু এ জন্য কোন কথার অর্থবোধ করিতে কষ্ট হইবে না এবং কোন্ অক্ষর বা শব্দটী ভুল ও কি প্রকার ভুল তাহা সকলেই সত্বর ও সহজে বুঝিতে পারিবেন, এজন্য আর পৃথক ভাবে অশুদ্ধি-শোধন পত্র দিলাম না। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে যাহাতে পুস্তক-খানি সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি সন ১৩৩৪ সাল তারিখ ৬ই আশ্বিন।

বিনীত—

গ্রন্থকার।



সূচীপত্র।

—————:*:—————

প্রথম অধ্যায়।

বিষয় পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা

* মুদ্রাকর প্রমাদে এই পুস্তকের ৮২ পৃষ্ঠার পর পুনরায় ৫১ পৃষ্ঠাঙ্ক পড়িয়াছে এবং তদনুযায়ী পুনরায় ৮০ পৃষ্ঠাঙ্ক গিয়াছে। তারকা চিহ্নিত পৃষ্ঠাঙ্কগুলি এই ভ্রমের অন্তর্গত।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরিশিষ্টের সূচীপত্র।

———:*:———



সেটেলমেণ্ট সহচর।



দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

জরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত প্রচার পর্য্যন্ত হইয়া গেলেই সেটেলমেণ্টের এক দিকের কার্য্য শেষ হইয়া যায়; কিন্তু ইহাতেও সেটেলমেণ্টের জের সম্পূর্ণ মিটে না; ইহার পরেও চূড়ান্ত স্বত্ব-লিপিতে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তৎ সম্বন্ধে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া স্বত্ব-লিপি সংশোধন করা চলে; ইহাকেই সাধারণতঃ ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা বলে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনেরই ১০৬ ধারা মতে উক্ত প্রকারের মোকর্দ্দমা করিতে হয়। প্রজা বা ভূম্যধিকারী উভয় পক্ষই ঐরূপ মোকর্দ্দমা করিতে পারেন। ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা ছাড়া বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০৫ ধারা মতেও চূড়ান্ত প্রচারের পর মোকর্দ্দমা করা চলে; ইহাকেই সাধারণতঃ ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা বলে। চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে কেবলমাত্র গুজস্তা জমা অর্থাৎ যে খাজনা পূর্ব্ব হইতে ধার্য্য আছে তাহাই লিখিত হয়; উক্ত খাজনা

ন্যায্য ও উপযুক্ত নহে বলিয়া ভূম্যধিকারী বা প্রজা কাহারও আপত্তি থাকিলে উক্ত উভয় পক্ষ মধ্যে যে কোন পক্ষ চূড়ান্ত প্রচারের পরে ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া উক্ত খাজনা পরিবর্ত্তন করিয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিয়া লইবার জন্য এই ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকদ্দমা করিতে পারেন। যে জমীর পূর্ব্ব হইতে কোন খাজনা ধার্য্য নাই কিন্তু যাহা খাজনা ধার্য্যের যোগ্য (অর্থাৎ লাখেরাজ নহে) এবং ঐরূপ মর্ম্মে (অর্থাৎ খাজনা ধার্য্যের যোগ্য বলিয়া) স্বত্ব লিপিতে লিখিত হয় তাহারও খাজনা ধার্য্য জন্য এই ধারা মতে দরখাস্ত করিলে সেটেলমেণ্ট আদালত কর্ত্তৃক তাহারও ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য হয়। যে জমী লাখেরাজ বলিয়া স্বত্ব লিপিতে লিখিত হইয়াছে তাহা লাখেরাজ নহে বলিয়া আপত্তি থাকিলে ১০৬ ও ১০৫ ধারা এই উভয় মতেই মোকর্দ্দমা করিয়া তাহা খাজনা ধার্য্য যোগ্য থাকা সাব্যস্ত করিয়া লইবার ও তাহার জন্য ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিয়া লইবার জন্য মোকর্দ্দমা করিতে হয়। ঐরূপ যাহা খাজনা ধার্য্যের যোগ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে তাহা লাখেরাজ বলিয়া আপত্তি থাকিলে তাহার জন্যও ১০৬ ধারামতে মোকর্দ্দমা করা চলে। কৃষি কার্য্যের বহির্ভূত জমী (যথা বাস্ত) সম্বন্ধে ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা চলে না। উপরোক্ত বিষয় সমূহ ছাড়া আরও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা চলে; পরে যথাস্থানে তাহা বিস্তারিত লিখিত হইবে। ১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা ছাড়া প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০৮ (ক) ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া স্বত্ব লিপির ভুল সংশোধন করিতে পারা যায়; ক্রমে তাহারও সম্বন্ধেও যথাস্থানে বলা হইবে।

১০৬ ধারামতে মোকর্দ্দমা করিবার আবশ্যকতা।

চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্ব লিপিতে যাহা লিখিত থাকে তাহাই আইনমতে নির্ভুল বলিয়া ধরা হয়; চূড়ান্ত প্রচারের পর হইতেই বরাবরই তাহা নির্ভুল থাকা সাব্যস্ত করা হয় ও উক্তরূপে লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়াই ভবিষ্যতে সকল মামলা মোকর্দ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করা হয়; কেহ তাহাতে ভুল আছে বলিয়া আপত্তি করিলেই তাহা গ্রাহ্য হয় না; তবে যদি কেহ প্রমাণ দ্বারা স্বত্ব লিপিতে ভুল থাকা স্পষ্টভাবে দেখাইতে পারেন তাহা হইলে অবশ্যই স্বত্বলিপি ভ্রমাত্মক থাকা সাব্যস্ত করা হয়; কিন্তু বহুকাল পরে ঐরূপ ভুল থাকা প্রমাণ করা সুকঠিন হইয়া থাকে; অনেক সময় আদৌ সম্ভবপরই হয় না; এই জন্যই চূড়ান্ত প্রচারের পরই ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া স্বত্ব লিপিতে লিখিত বিষয়ে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হয়; ইহা ছাড়া ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা করিবার আরও কারণ আছে চূড়ান্ত রূপে প্রচারিত স্বত্ব লিপিতে যাহা লিখিত হয় তাহা সরাসরি মতে বিচার হইয়া লিখিত হয়; কেহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইলে এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া রীতিমত সূক্ষ্ম বিচার পাইতে পারেন। এজন্যও ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিবার আবশ্যক হয়। ১০৬ধারার মোকর্দ্দমায় স্বত্বলিপিতে লিখিত বিষয় ভ্রমাত্মক প্রমাণ করিতে না পারিলে উক্তরূপে লিখিত বিষয়ই বজায় থাকিয়া যায়; সুতরাং ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় স্বত্বলিপিতে লিখিত বিষয় সংশোধন (ভুল থাকা সাব্যস্ত হইলে) অথবা তাহা বিচারদ্বারা দৃঢ়ীকরণ (ভুল থাকা সাব্যস্ত না হইলে) করা হয়। ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার হইবার পর যাহা স্থির হয়

তাহাই পরবর্ত্তী কালে নির্ভুল বলিয়া আইন মতে গণ্য হইয়া থাকে। উক্ত বিচার ফল খতিয়ানে নোট করা হয়। মনে কর যদু স্বত্ব লিপিতে মকররী রায়ত বলিয়া লিখিত হইয়াছে যদি যদু প্রকৃত পক্ষে মোকররী রায়ত না হইয়া সাধারণ দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত হয়েন তাহা হইলেও স্বত্বলিপির বলেই তিনি বরাবর মকররী রায়ত বলিয়াই গণ্য হইবেন; ইহাতে ভূম্যধিকারী পক্ষের ক্ষতি আছে; এরূপ স্থলে ভূম্যধিকারীকে ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া "মকররী" শব্দ কর্ত্তন করাইয়া "দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট" শব্দ লিখাইয়া লইতে হইবে; নতুবা যদু মকররী রায়তই থাকিয়া যাইবে। ঐরূপ হরি যদি প্রকৃত পক্ষে মকররী রায়ত হয়েন কিন্তু স্বত্ব লিপিতে যদি তিনি দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত বলিয়া লিখিত হয়েন তবে তাহাতে হরির ক্ষতি আছে। এ স্থলে হরিকে ১০৬ ধারামতে মোকর্দ্দমা করিয়া "দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট" শব্দ কর্ত্তন করাইয়া "মকররী" শব্দ লিখাইয়া লইতে হইবে নতুবা মকররী রায়ত হইয়াও যদুকে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত হইতে হইবে। এস্থলে আরও একটী গুরুতর কথা সকলের স্মরণ রাখা আবশ্যক। চূড়ান্ত প্রচারের পর স্বত্ব লিপিতে লিখিত বিষয় নির্ভুল ধরা হয়; কিন্তু কেহ তাহাতে ভুল থাকা প্রমাণ করিতে পারিলে স্বত্বলিপি ভ্রমাত্মক সাব্যস্তও হইতে পারে; কিন্তু ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার যাহা বিচার নিস্পত্তি হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় গণ্য হইবে; উক্ত বিচারকালের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে বটে কিন্তু আপীল না করিলে ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় যাহা বিচার নিস্পত্তি হয় তাহা চিরকালের জন্য বাধ্য ও বলবৎ হইবে; তাহাতে ভুল আছে এ কথা কখনও বলা চলিবে না।

১০৫ ধারার মোকর্দ্দমার আবশ্যকতা।

অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে প্রজা কম খাজনা দিয়া বেশী জমী ভোগ করিতেছেন বা খাজানা না দিয়াই মালের জমী ভোগ করিতেছেন বা যে জমী ভোগ করিতেছেন তাহার জন্য ঐ শ্রেণীর জমীর উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা দেন না বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধানমতে অধিক খাজনা দিতে বাধ্য হইলে তাহা দেন না; পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় যে প্রজা যে পরিমাণ জমীর জন্য খাজনা দেন সেই পরিমাণ জমী ভোগ করিতে পান না বা যে জমীর যে জন্য যে খাজনা দিয়া থাকেন তাহা ঐ শ্রেণীর জমির উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা অপেক্ষা বেশী বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মতে কম খাজনায় জমী ভোগ করিতে অধিকারী হইয়াও অধিক খাজনা দিতেছেন; ঐ সকল স্থলে প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হওয়া বা কম হওয়া উচিত; কিন্তু স্বত্বলিপিতে গুজস্তা জমা বা সাবেক খাজনাই লিখিত থাকে; এরূপ স্থলে ভূম্যধিকারী বা প্রজা পক্ষকে মোকর্দ্দমা করিয়া উক্ত খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করিয়া লইবার আবশ্যক হয়; সুতরাং এই ধারামতে মোকর্দ্দমা করিবারও আবশ্যক হয়; পরেও ঐরূপ মোকর্দ্দমা করা চলে বটে, কিন্তু খাজনা বৃদ্ধি ও কমি সম্বন্ধে আইনে যে সকল বিধি আছে তাহা অনেকটা সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর করে; আজ যে জমীর খাজনা বৃদ্ধি হইবার যোগ্য পরে তাহার খাজনা কমি হইবার যোগ্য হইতে পারে; ঐরূপ আজ যে জমীর খাজনা কমি হইবার যোগ্য পরে তাহা বৃদ্ধি হইবার যোগ্য পারে; সুতরাং যখন যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে তখন সেইরূপ ভাবের ব্যবস্থা করিয়া না লইলে অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মনে কর রাম শ্যামের অধীনে ১২/০ বিঘা জমী ১২৲ টাকা খাজনায় বহু

কাল হইতে ভোগ দখল করিতেছে। যে সময়ে ঐ জমী বন্দোবস্ত হইয়াছিল সে সময়ে প্রধান খাদ্যশস্যের (যথা চাউল) দর যাহা ছিল বর্ত্তমান সময়ে যদি উক্ত খাদ্যশস্যের দর বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্যাম রামের নিকট হইতে উক্ত জমীর বাবত বৃদ্ধি খাজনা পাইতে অধিকারী; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পরবর্ত্তী সময়ে যদি প্রধান খাদ্যশস্যের দর কমিয়া যায় তাহা হইলে শ্যামের আর বৃদ্ধি খাজনা পাইবার অধিকার থাকে না; সুতরাং শ্যাম যদি যথা সময়ে খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা না করেন তাহা হইলে তাঁহার ক্ষতি হয়। ঐরূপ প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্য কমিয়া যাইলে যদি প্রজা রাম খাজনা কমির চেষ্টা না করেন তাহা হইলে পরে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আর তাহার খাজনা কমি পাইবার উপায় থাকে না; সুতরাং তাঁহার ক্ষতি হয়। এই জন্যই যখন যেরূপ অবস্থা তখন সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়; কাজেই ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিবার আবশ্যকতা হয়। যে স্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে সাধারণতঃ ঐ সকল স্থানেই ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

"১০৪ ও ১০৫ ধারা মতে কোথায় ও কিরূপে মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হয়।"

উক্ত উভয় প্রকার মোকর্দ্দমাই সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রুজু করিতে হয়। সেটেলমেণ্টের সদর আফিসে উক্ত প্রকারের মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিবার জন্য সেটেলমেণ্ট অফিসার জনৈক অ্যাসিসট্যাণ্ট (সহকারী) সেটেলমেণ্ট অফিসারকে ভারার্পণ করেন; তাঁহার নিকটেই মোকর্দ্দমা দায়ের করিতে হয়। জেলী বা তদ্রূপ

শুল্ক কাগজে লিখিয়া মোকর্দ্দমা রুজু করাই কর্ত্তব্য। ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার দেওয়ানী আদালতের স্বত্বের মোকর্দ্দমার ন্যায় দাবী অনুসারে কোর্টফি দিয়া এবং ১০৫ ধারায় মোকর্দ্দমায় ৫০ আনার কোর্টফি আটিয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হয়; প্রতিপক্ষের উপর সমনজারীর জন্য দেওয়ানী আদালতের ন্যায় কোর্টফি দিয়া তলবানাও দিতে হয়। একই মৌজার একই ভূম্যধিকারীর অধীনে একই স্বত্ব বিশিষ্ট একাধিক প্রজা থাকিলে আদালতের অনুমতি লইয়া একই দরখাস্ত দ্বারা সকলের বিরুদ্ধে ১০৫ ধারায় মোকর্দ্দমা করা চলে; কিন্তু পৃথক পৃথক জমার জন্য ৫০ আনা হিসাবে কোর্টফি দিতে হইবে। খতিয়ান নম্বর, জমীর দাগ নম্বর ও পরিমাণ ও চৌহদ্দী, খতিয়ানে লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম, মৌজার নাম ও নম্বর ইত্যাদি, চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ প্রভৃতি বিষয় দিয়া আর্জ্জি দাখিল করিতে হইবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে যথা স্থলে দেওয়া হইল।

"১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা দাখিলের পর কি হয়।"

সদর আফিসে মোকর্দ্দমা রুজু হইবার পরই সঙ্গে সঙ্গে তাহা সদর আফিসের সাধারণ রেজেষ্টারী বহিতে জমা হয়।

ঐ রেজিষ্টার বরাবর সদর আফিসেই থাকে; জমা হইবার পর দুই দিনের মধ্যেই তাহা পরীক্ষা করা হয় এবং তাহাতে কোন ভুল থাকিলে বা তাহা হইতে কিছু বাদ পড়িয়া থাকিলে তৃতীয় দিবসে বাদীর দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হয়; এজন্য স্বয়ং বাদী বা তাঁহার আম-মোক্তার বা তাঁহার উকীলকে তৃতীয় দিবসে

হাজির থাকিতে বলা হয়। ঐরূপ পরীক্ষা ও সংশোধন অন্তে ঐ সকল মোকৰ্দ্দমা মৌজাহার রেজিষ্টারী বহিতে জমা করা হয়; ১০৬ ও ১০৫ ধারায় মোকৰ্দ্দমার বিচার করিবার জন্য যে সকল ক্যাম্প বসে ঐ সকল ক্যাম্পে উক্ত মৌজাওয়ারী রেজিষ্টার পাঠান হইয়া থাকে এবং তাহাকেই মোকৰ্দ্দমার রেজিষ্টার করা হয়; এজন্য পৃথক কোন রেজিষ্টার থাকে না। ঐ সকল ক্যাম্পেই ঐ সকল মোকৰ্দ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হয়। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারগণ কর্ত্তৃক ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঐ সকল মোকৰ্দ্দমার বিচার হইয়া থাকে, সাধারণতঃ ডেপুটী সব ডেপুটী বা মুনসেফকে অ্যাসিসষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত করা হয়। ১০৬ ধারার মোকৰ্দ্দমা বিচার জন্য অনেক সময় দেওয়ানী আদালতেও পাঠান হয়।

"১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকৰ্দ্দমা কাহার দ্বারা দাখিল করিতে হয়"।

স্বয়ং বাদী বা তাঁহার আম-মোক্তার বা তাঁহার উকিল দ্বারা মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে; রেভিনিউ এজেণ্ট পাশ করা মোক্তার দ্বারাও ঐ সকল মোকদ্দমা দায়ের করা যায়; একাধিক ভূম্যধিকারী থাকিলে সকলকে একত্রযোগে ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিতে হইবে; সকলের পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন আম মোক্তার থাকিলে তাঁহার দ্বারাই কার্য্য হইবে; পৃথক পৃথক আম মোক্তার থাকিলে সকলকে একত্রযোগে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইবে। কোন সরিক ভূম্যধিকারী একা ১০৫ ধারা মতে মোকৰ্দ্দমা করিতে পারেন না; কিন্তু ১০৬ ধারা মতে মোকৰ্দ্দমা করিতে ঐরূপ কোন বাধা নাই; সরিকগণ মধ্যে যে কেহ একা বা সকল সরিক

একত্রে ঐরূপ মোকর্দ্দমা করিতে পারেন। ১০৫ ধারার মোকদ্দমা সাধারণতঃ সকল সরিককে একত্রে করিতে হইবে; কিন্তু যদি কোন প্রজা কোন সরিক ভূম্যধিকারী বরাবর তাঁহার অংশের বাবত পৃথক কবুলতি দেয় এবং পৃথক চুক্তি করে তাহা হইলে উক্ত ভূম্যধিকারী সরিক হইলেও একা ১০৫ ধারা মতে স্বীয় অংশের খাজনার জন্য ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা করিতে পারেন। (বিহারী বিঃ প্রিয় ২১ কঃ লঃ ৩০৫)

"১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা

কখন করিতে হয়"।

চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে ১০৬ ধারার ও ২ মাস মধ্যে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হয়; নচেৎবা তামাদি হইয়া যায়। কিন্তু ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা রুজু করিবার জন্য যে ৩ মাস সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে ছুটী পড়িলে তাহা বাদ পাওয়া যাইবে; মনে কর ১০ই জানুয়ারী তারিখে চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেট দস্তখত হইয়াছে এক্ষেত্রে ১০ই এপ্রিল মধ্যে ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হইবে; কিন্তু যদি ১০ই জানুয়ারী হইতে ১০ই এপ্রিল মধ্যে ১২টী রবিবার পড়ে ও ৪ দিন গুড ফ্রাইডের ছুটী ও ২ দিন শিবরাত্রির ছুটী থাকে তাহা হইলে ১২ + ৪ + ২ = ১৮ দিন অতিরিক্ত সময় পাওয়া যাইবে অর্থাৎ ২৮শে এপ্রিল মধ্যে ১০৬ ধারার মোকদ্দমা রুজু হইলেও তাহা তামাদী হইবে না। (১৫ কঃ উঃ ৪৫ নোট)

১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার

কি প্রণালীতে হয়

চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে ও পক্ষগণের স্বত্বলিপিতে লিখিত বিষয় সংশোধন জন্য বিবাদ উপস্থিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ; আছে ঐ সময় ঐরূপ বিবাদ উপস্থিত করিলে সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তাহার বিচার নিষ্পত্তিও হয়; চূড়ান্ত প্রচারের পর ১০৬ ও ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিলে তাহারও বিচার সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে; কিন্তু এই উভয় প্রকারের বিচার পদ্ধতিতে বিশেষ পার্থক্য আছে; চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার বিচার সরাসরি মতে হইয়া থাকে; কিন্তু ১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার সরাসরি মতে হইতে পারে না; দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে যেরূপ সূক্ষ্মভাবে ও শুদ্ধভাবে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হয় ১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকদ্দমার বিচারও সেইরূপ সূক্ষ্মভাবে ও শুদ্ধভাবে ও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান মতে হইয়া থাকে। দেওয়ানী মোকর্দ্দমার ন্যায় ইহার জজ কোর্টে ও মহামান্য হাইকোর্টে প্রথম ও দ্বিতীয় আপীলও চলে; আপীল শুনানির জন্য সাধারণতঃ জেলার জজ সাহেবকে স্পেশ্যাল (বিশেষ) জজ নিযুক্ত করা হয়। ১০৬ ও ১০৫ ধারা মতে যিনি দরখাস্ত করেন তাঁহাকে বাদী ও যাঁহার বিরুদ্ধে ঐরূপ দরখাস্ত হয় তাঁহাকে প্রতিবাদী বলিয়া গণ্য করা হয়।

"১০৬ ও ১০৫ ধারা মতে কোন কোন বিষয়ের বিচার হয়"।

চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে লিখিত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য না হইলে তাহা কমি বা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রজা বা ভূম্যধিকারী পক্ষ ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিতে পারেন; কোনও খাজনা ধার্য্য না থাকিলে তাহা ধার্য্য করিবার জন্যও মোকর্দ্দমা চলে অর্থাৎ কেবলমাত্র খাজনা ধার্য্য সম্বন্ধেই ১০৫ ধারায় মোকর্দ্দমা হয়; কিন্তু ১০৬ ধারা মতে স্বত্বলিপিতে লিখিত যে কোন বিষয় সংশোধন জন্য মোকর্দ্দমা করা চলে কিন্তু তাহা হইলেও ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার স্বত্বা স্বত্বের বিচার হয় না; সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যই কেবলমাত্র বর্ত্তমান দখল ধরিয়াই করা হয়; স্বত্বা স্বত্বের বিচার সেটেলমেণ্টে হয় না; সেটেলমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর ঐরূপে বিচার করিবার আদৌ কোন ক্ষমতা নাই; ১০৬ ধারা মতে বিচারকালেও কেবলমাত্র দখল দেখিয়া মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়; কেহ স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে হইবে; সেটেলমেণ্ট আদালতে হইবে না; যাঁহার দখল নাই তিনি দখল পাইবার জন্যও এই ধারামতে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে পারিবেন না।

১০৬ ও ১০৫ ধারায় মোকর্দ্দমা না করিলে অন্য কোন প্রতিকার আছে কি না?

সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা না করিলেও দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়াও স্বত্বলিপি সংশোধন করা

যায়; কিন্তু চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে ৬ বৎসর মধ্যে ঐরূপ মোকর্দ্দমা করিতে হইবে; নতুবা তাহাও তামাদি হইবে। ঐরূপ ১০৫ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য জন্য মোকর্দ্দমা না করিলেও দেওয়ানী আদালতে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৫৮ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া অথবা দেওয়ানী আদালতে রীতিমত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা করিয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু চূড়ান্ত প্রচারের পর ৩ মাস মধ্যে উপরোক্ত কোন প্রকারের মোকর্দ্দমা করা যাইবে না। তৎপরে পারা যাইবে। কিন্তু খাজনা ধার্য্যের যোগ্য জমীতে খাজনা ধার্য্যের জন্য দেওয়ানী মোকর্দ্দমা করিতে হইলে তাহা চূড়ান্ত প্রচারের পর ১২ বৎসর মধ্যে করিতে হইবে; নতুবা ভূম্যধিকারীর ঐরূপ স্বত্ব তামাদি হইবে। (৩৯কঃ ৪৫৩)

১০৫ ক ধারা।

১০৫ ধারা মতে স্থাপিত মোকর্দ্দমায় কেবলমাত্র উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবার বিধান আছে; কিন্তু ঐরূপ খাজনা ধার্য্য করিবার কালে আনুসঙ্গিক এরূপ অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিবার আবশ্যক হয় যাহা ১০৬ ধারা মতে স্থাপিত মোকর্দ্দমা ব্যতীত আইন মতে মীমাংসা করা যায় না। মনে কর একটি জমির খাজনা কখনও আদায় হয় নাই কিন্তু তাহা লাখেরাজও নহে: ঐরূপ জমীর জন্য উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবার জন্য ১০৫ধারা মতে দরখাস্ত করা হইলে সেটেলমেণ্ট আদালত কর্ত্তৃক তাহার একটি খাজনা ধার্য্য হয়; ভূম্যধিকারী পক্ষ উক্ত প্রকারে ধার্য্য খাজনা আদায় করিতে উদ্যত

হইলে প্রজাপক্ষ প্রায়ই দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা জুড়িয়া দেয় এবং উক্ত জমী লাখেরাজ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে; ফলে একই জমী সম্বন্ধে আবার নূতন করিয়া মোকর্দ্দমা লাগে; ইহা ছাড়া ১০৫ ধারা মতে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবার কালে প্রজাপক্ষ হইতে এরূপ আপত্তিও উঠে যে ঐ জমীর জন্য আদৌ কোন খাজনা ধার্য্য হইতে পারে না; ঐরূপ আপত্তি উঠিলে উক্ত জমী খাজনা ধার্য্য যোগ্য মালের জমী কি তাহা খাজনা ধার্য্যের অযোগ্য লাখেরাজ জমী এই বিষয় প্রথমেই বিচার করিবার আবশ্যক হয় কিন্তু ১০৫ ধারা মতে কেবল উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবার বিধান আছে সুতরাং যে স্থানে জমী খাজনা ধার্য্য যোগ্য থাকা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি না থাকে তথায় ১০৫ ধারা মতে বিচার হইবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না, কিন্তু কোন জমী খাজনা ধার্য্য যোগ্য বটে কিনা তাহার বিচার এই ধারা মতে হইতে পারে না ঐরূপে আপত্তি উঠিলে ১০৫ ধারার মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া পক্ষগণকে ১০৬ ধার মতে মোকদ্দমা করিতে আদেশ দেওয়া হয়; কিন্তু যে সময়ে ঐরূপ আদেশ দেওয়া হয় তখন ১০৬ ধারার মোকদ্দমা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়; এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই ১০৫ক ধারার নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে ১০৬ ধারার মোকদ্দমা না করিয়াও ১০৫ ধারার মোকদ্দমাতেই ১০৬ ধারার বিচার্য্য অনেক বিষয়েরও বিচার হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া ১০৫ ক ধারার সাহায্যে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমাতেই ১০৬ ধারার বিচার্য্য সমুদয় বিষয়ের বিচার হইতে পারে এরূপ নহে এবিষয়ে পশ্চাৎ যথাস্থানে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা ৷৵০ আনার কোর্টফি

দিয়াই রুজু হইবে কিন্তু ১০৫ ক ধারায় মোকর্দ্দমায় ১০৬ ধারায় মোকর্দ্দমার ন্যায় দেওয়ানী আদালতের নিয়মে রসুম দিতে হইবে।

সাধারণের কর্ত্তব্য।

১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা দেওয়ানী মোকর্দ্দমার ন্যায় একই প্রণালীতে বিচার হয় ইহা উপরে বলা হইয়াছে; সুতরাং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা যেমন উকীলের উপদেশ মত সকলে করিয়া থাকেন এই দুই ধারার মোকর্দ্দমাও সেইরূপ উকীলের উপদেশ মত করাই কর্ত্তব্য; ১০৬ ধারার আর্জি ও ১০৫ ধারার দরখাস্ত উকীলের সাহায্যে প্রস্তুত করাই উচিত এবং ঐ সকল মোকর্দ্দমা পরিচালনার জন্য উকীল নিযুক্ত করাও কর্ত্তব্য। রেভিনিউ এজেন্ট পাশ করা মোক্তার দ্বারাও ১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা রুজু করা ও পরিচালনা করা চলে; কিন্তু এই দুই মোকর্দ্দমায় যে সকল বিষয়ের তর্ক উঠে তাহা খণ্ডন করিতে উকীলগণই অভ্যস্ত। সেটেলমেণ্টের সকল কার্য্যই আম-মোক্তার দ্বারা করান চলে; সুতরাং ১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমাও আম-মোক্তার দ্বারা দাখিল করান যায়; ইহাতে প্রতি নম্বর মোকর্দ্দমার ওকালতনামাও দিতে হয় না; কিন্তু আম-মোক্তার আইনে পারদর্শী না হইলে মোকর্দ্দমার উপযুক্ত উপদেশ দিতে বা আর্জি ও দরখাস্ত লিখিতে পারেন না; উকীলকে আম-মোক্তারনামা দিলে মন্দ হয় না; তদভাবে উকীলের নিকট আর্জি ও দরখাস্ত লিখাইয়া আম-মোক্তার দ্বারা দাখিল করিলে অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়; মোকর্দ্দমার সময় ওকালতনামা দাখিল করিয়া উকীল দ্বারা অনায়াসে কার্য্য করান চলে। সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমার একই শ্রেণীর বহু মোকর্দ্দমার

একত্রে বিচার হয়; সকল মোকর্দ্দমায় বিচার্য্য বিষয় একই থাকে; একটী মোকর্দ্দমা পরিচালনা করার জন্য যাহা যাহা করিতে হয় তাহাতেই সকল মোকর্দ্দমার পরিচালনা করা হয়; সুতরাং অনেক বিষয়ে অনেক কম খরচে কার্য্য চালান যাইতে পারে। ১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা ক্যাম্পে হয় ইহাও উপরে বলা হইয়াছে; ক্যাম্প প্রায়ই মফঃস্বলে বসে; মফঃস্বলে সর্ব্বদা উকীল লইয়া যাওয়া বহু ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়াই উপরোক্ত কথাগুলি বলা হইল।

১০৬ ধারা মতে বিশেষতঃ ১০৫ ধারা মতে এক সঙ্গে প্রায়ই বহু মোকর্দ্দমা দায়ের করিতে হয়; ঐ সকল মোকর্দ্দমার আর্জি দরখাস্ত বা ওকালতনামা যথাসময়ে লিখাইয়া দাখিল করা কার্য্যও বড়ই কঠিন হয়; ইহার ফলে অনেক মোকর্দ্দমা তামাদি হইতে পারে; এই জন্য যাঁহাদের বহু মোকর্দ্দমা দাখিল করিতে হয় তাঁহাদের আর্জ্জি দরখাস্ত ও ওকালতনামা ছাপাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য; ঐ সকল কাগজ লোক দ্বারা হাতে লিখাইতে হইলে বহু সময় লাগে ও বহু খরচও পড়ে; ছাপাইয়া লইলে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে কার্য্য হয়। ১০৬ ও ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমায় খতিয়ানের নকল দাখিল করিলে ভাল হয়; ছাপাইয়া না লইলে বহু মোকর্দ্দমায় খতিয়ানের নকল দেওয়া বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে; ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমার দরখাস্তের সহিত জমি-জমার একটী তপশীল দিতেই হয়; বহু মোকর্দ্দমার তপশীল হাতে লিখিয়া দেওয়াও সুকঠিন।

১০৬ ও ১০৫ ধারা মতে এক সঙ্গে বহু ব্যক্তি বহু মোকর্দ্দমা রুজু করেন পূর্ব্ব হইতে যোগাড় না করিলে আবশ্যকীয় কোর্টফী পাওয়া যায় না; সুতরাং সকলের যথাসময়ে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য; নতুবা কোর্টফী অভাবে মোকর্দ্দমা দাখিল হয় না,

তামাদী হয়। সেটেলমেণ্ট আদালতে সর্ব্বদা উকীল লইয়া যাওয়া বহু ব্যয়সাধ্য; এজন্য যাঁহারা নিজে উপস্থিত হইতে না পারেন তাঁহাদের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে আম-মোক্তারনামা দিয়া তাঁহার দ্বারা মোকর্দ্দমার সাধারণ তদ্বির করা কর্ত্তব্য; উকীলের উপদেশ মত উকীলের মুহুরীর নিকট সমস্ত বিষয় লিখাইয়া লইয়া গিয়া আম-মোক্তার সেটেলমেণ্ট কোর্টে হাজির থাকিয়া তদ্বির করিতেও পারেন। সেটেলমেণ্টের কার্য্যের জন্য যে ব্যক্তিকে প্রথম হইতে নিযুক্ত করা হয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা কার্য্য করিলে সুবিধা হয় (সুদক্ষ আমিনকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে আরও ভাল হয়) চূড়ান্ত প্রচারের পর ২ মাস মধ্যে ১০৫ ধারার ও ৩ মাস মধ্যে ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা করিতে হয় ইহাও উপরে বলা হইয়াছে; ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা সাধারণতঃ খুব কম হইয়া থাকে; সেটেল-মেণ্টে ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা করা অপেক্ষা দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করাই অনেকে সুবিধাজনক বোধ করেন এবং প্রকৃত পক্ষে তাহা সুবিধাজনক বলিয়াই আমারও বোধ হয়; সুতরাং এজন্য বিশেষ চিন্তার কারণ নাই; কিন্তু ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে ঐরূপ কথা খাটে না; ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা প্রায়ই খুব বেশী হইয়া থাকে; ঐরূপ মোকর্দ্দমা না করিয়া ভূম্যধিকারী পক্ষ প্রায়ই ছাড়েন না; সুতরাং যাঁহাদের ঐরূপ মোকর্দ্দমা বহু পরিমাণে করিতে হয় তাঁহাদের চূড়ান্ত প্রচার হইবার পূর্ব্ব হইতেই তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। চূড়ান্ত প্রচার মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে হয়; কিন্তু ১০৬ ও ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা প্রায় বহু দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত সেটেল-মেণ্টের সদর আফিসে করিতে হয়; যথাসময়ে চেষ্টা না করিলে এজন্য অনেক অসুবিধা ঘটে। বড় বড় জমীদারগণের সেটেলমেণ্টের সদর

আফিসের অবস্থিতি স্থানে ও মফঃস্বলের ক্যাম্পের নিকটে সাময়িক বাসা করা ও কর্ম্মচারী রাখা কর্ত্তব্য ও সেটেলমেণ্ট আদালতে প্রত্যেক ধার্য্য দিনে হাজির হইয়া নিজ নিজ মোকর্দ্দমার তদ্বিরের যথাবিহিত ব্যবস্থা রাখাও কর্ত্তব্য।

উপরে ১০৬ ও ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সকল লিখিত হইল; ইহা পাঠে সকলের একটু মোটামুটি জ্ঞান হইবে; পরবর্ত্তী অধ্যায় সকল পাঠ করিলে সকলে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এই অধ্যায়টী প্রথমে দুই তিন বার উত্তমরূপে পাঠ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায় সকল পাঠ করিলে তাহা সহজেই সকলের বোধগম্য হইবে। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত এই অধ্যায়ে জটিল বিষয় সন্নিবেশিত করা হইল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১০৫ ও ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমা।

১০৫ ও ১০৫ ক ধারা মতে যে সকল প্রতিকার পাইবার জন্য মোকর্দ্দমা করা চলে ঐ সকল প্রতিকার পাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতেও মোকর্দ্দমা করা চলে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু দেশে সেটেলমেণ্ট আসিবার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী বা প্রজা উভয় পক্ষের কাহাকেও প্রায়ই ঐ সম্বন্ধে কোনও চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। সেটেলমেণ্ট হইবা মাত্রই যেন তাঁহাদের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তখন আর কোন বিলম্ব সহ্য হয় না। ভূম্যধিকারী পক্ষ হইতে একবারে ২০০ শত ৫০০ শত ১০০০ শত ২০০০ শত বা ততোধিক মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়া থাকে; প্রজাপক্ষও এখন আর মোকর্দ্দমা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। আমাদের দেশে যে সকল জমী জমা আছে তাহার অধিকাংশই প্রায়ই বহুকালের বন্দোবস্তী; পূর্ব্বে যে জমী অনুর্ব্বরা ছিল কালক্রমে তাহা শস্যশালিনী উর্ব্বরা জমী হইয়া উঠে; নদী তীরস্থ স্থানের জমী নদীর গতি অনুসারে সিকস্তী পয়স্তী দ্বারা কম বেশী হয়; নদীর গতি পরিবর্ত্তন জন্য নিকৃষ্ট জমী উৎকৃষ্ট জমী-তেও পরিণত হয়; আবার উৎকৃষ্ট জমী নিকৃষ্টও হয়; প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমানকালে যে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই; সুতরাং নানা কারণে ভূম্যধিকারী পক্ষের বৃদ্ধি খাজনা পাইবার কারণ ঘটিয়া উঠে; প্রজাপক্ষেরও খাজনা কমি পাইবার কারণ উপস্থিত হয়; কিন্তু সেটেলমেণ্টের পূর্ব্বে কেহ তাহা লক্ষ্যই করেন না; কিন্তু সেটেলমেণ্ট হইবার পরই তাহা

এমন সুস্পষ্ট ভাবে সকলের গোচরে আইসে যে তখন আর কেহ মোকর্দ্দমা না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না; বিশেষতঃ প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার বিধান মতে যে প্রজা ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তনীয় ও অপরিবর্ত্তিত হারে খাজনা আদায় দেওয়া দেখাইতে পারেন তাঁহাকে আইমানুসারে মোকররী রায়ত বলিয়া গণ্য করিবার বিধান থাকায় এবং অধিকাংশ জমার জমীই ২০ বৎসরের অধিককাল একই অপরিবর্ত্তিত জমায় ভোগ দখল হইতে থাকায় বহু দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা মকররী প্রজা বলিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হয়; ঐ সকল প্রজা সেটেলমেণ্টের পূর্ব্বে কখনও মকররী রায়ত হইবার দাবী করেন নাই কিন্তু সেটেলমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ আইনের বলে তাঁহাদিগকে মকররী রায়ত করিয়া দিলে তখন ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয় পক্ষেরই চক্ষু ফোটে। মকররী রায়তের অধিকার দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের অধিকার অপেক্ষা অনেক অধিক; জমার জমী দান বিক্রয় প্রভৃতি হস্তান্তর লইয়া প্রজা পক্ষের বিশেষতঃ দানগৃহীতা বা খরিদ্দারের সর্ব্বদাই ভূম্যধিকারী পক্ষের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; ইহার ফলে দান গৃহীতা বা খরিদদারকে সর্ব্বদাই ভূম্যধিকারীর নিকট জোড় হস্ত করিতে হয়; কিন্তু মকররী রায়তের ঐ সকল কোন বিপদ নাই; মকররী রায়তের জমী আইন মতে হস্তান্তর যোগ্য এবং ভূম্যধিকারী ঐরূপ হস্তান্তর স্বীকার করিতে বাধ্য দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু মকররী রায়তের খাজনা বৃদ্ধি হইবার উপায় নাই (জমী বৃদ্ধি ছাড়া); এই সকল কারণেও অন্যান্য কারণে প্রজা পক্ষ মকররী রায়ত হইতে যেরূপ লালায়িত ভূম্যধিকারী পক্ষ তাহাতে বাধা দিতেও সেইরূপ সচেষ্ট। ঐ সকল কারণেই সেটেলমেণ্ট হইবার পরই ১০৫ ধারা (তথা ১০৫ ক ধারা) মতে

বহু মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহা করিবার আবশ্যকতাও হয়; এই জন্যই এই অধ্যায়ে সর্ব্ব প্রথমে ১০৫ ও ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় বিবরণ লিখিত হইল।

১০৫ ও ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার পূর্ব্বে ১০৫ ও ১০৫ ক ধারা কি তাহাই সর্ব্বসাধারণের জানা কর্ত্তব্য। আইন ইংরাজী ভাষায় লিখিত; সুতরাং ১০৫ ও ১০৫ ক ধারাও ইংরাজী ভাষায় লিখিত। সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত প্রথমে উক্ত ১০৫ ও ১০৫ ক ধারার বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া হইল।

১০৫ ধারা। (১) যে স্থলে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না কিম্বা শীঘ্র হইবে না সেই স্থলে ১০৩ ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে স্বত্বলিপির চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে ভূম্যধিকারী বা প্রজা খাজনা ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রজার ভোগদখলী জমীর সম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন।

ব্যাখ্যা—কোন ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর মহাল কি মধ্যস্বত্ব বা তাহার কোনও অংশ কিয়ৎকালের জন্য ইজারা দেওয়া থাকিলেও তিনি খাজনা ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) যে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না

কিম্বা শীঘ্র হইবে না সেই স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০২ ধারার (ঞ)—দফানুসারে যদি এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, যে ভূমি নিষ্কর স্বরূপে ভোগ দখল করিবার দাবী করা হয় তাহার দখলীকার বিনা খাজনায় তাহা ভোগদখল করিতে স্বত্ববান নহেন এবং ভূম্যধিকারী বা দখলীকার ১০৩ ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে স্বত্বলিপির চুড়ান্ত রূপে প্রচারিত হইবার তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে যদি উক্ত জমীর খাজনা ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করেন তাহা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন।

(৩) আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনে যেরূপ বিধান আছে তাহা সত্বেও উপরোক্ত (১) বা (২) প্রকরণানুযায়ী দরখাস্তে ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যেরূপ নির্দ্দেশ করেন সেইরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(৪) এই ধারামতে খাজনা ধার্য্য করিবার কালে যাবৎ বিপরীত প্রমাণ প্রদর্শিত না হয় তাবৎ রাজস্ব কর্ম্মচারী বর্ত্তমান খাজনাই উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন এবং খাজনা বাড়াইবার বা স্থল

ভেদে কমাইবার সময়ে এই আইনে দেওয়ানী আদলতের উপদেশার্থ ঐ সকল বিষয়ে যে সকল বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

(৫) এই ধারামতে কার্য্য করিবারকালে যে কোন স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করেন পক্ষগণের নিকট তাঁহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে প্রস্তাবিত খাজনা পক্ষগণ মৌখিক বা লিখিত ভাবে গ্রহণ করিলে তাহাই উপযুক্ত খাজনা বলিয়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে ও তাহা এই আইনানুসারে যথারীতি ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) যে স্থলে পক্ষগণ নিজদের মধ্যে রফা করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে পরস্পর সম্মত হইয়া যে পরিমাণ খাজনা উপযুক্ত বলিয়া স্থির করেন সেই স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী উভয় পক্ষ মধ্যে স্থিরীকৃত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বটে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তাহা ঐরূপ বোধ হইলে উভয় পক্ষ মধ্যে স্থিরীকৃত খাজনাই উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন; কিন্তু ঐরূপ বোধ না হইলে তিনি

নিজে (৪) ও (৫) প্রকরণের বিধানানুসারে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।

(৭) যদি কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় ভূমিগুলি পৃথক পৃথক স্থানের অন্তর্গত হয় এবং উক্ত পৃথক পৃথক স্থানের জন্য যদি পৃথক পৃথক স্বত্বলিপি প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে উক্ত প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কথা যে স্বত্বলিপিতে সর্ব্বশেষে লিপিবদ্ধ হয় তাহা প্রচারিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে (১) প্রকরণে উল্লিখিত মিয়াদের কাল গণনা হইবে।

১০৫ক ধারা। এই ভাগ অনুসারে খাজনা ধার্য্য সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমায় যদি নিম্নলিখিত বিচার্য্য বিষয় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ:—

(ক) ঐ ভূমি খাজনা দিতে দায়ী কি না;

(খ) ঐ ভূমি নিষ্কর স্বরূপে ভোগ দখল করা হইতেছে বলিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হইলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে খাজনা দিতে দায়ী কি না;

(গ) রাজা প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না;

(ঘ) ঐ ভূমি ভুলক্রমে কোনও একটী বিশেষ মহালের বা প্রজার দখলী ভূমির অংশ বলিয়া লিখিত

হইয়াছে কি না অথবা কোন মহাল বা প্রজার দখলী ভূমি হইতে ভুলক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে কি না ;

(ঙ) প্রজা স্বত্বলিপিতে যে শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া লিখিত হইয়াছে তিনি তাহা হইতে ভিন্ন কোন শ্রেণীর অন্তর্গত কি না ;

(চ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ অথবা ঐ ভূমি সংক্রান্ত কোন পথ স্বত্ব বা অপর কোন স্বচ্ছন্দাধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি হয় নাই অথবা তাহা ভুল করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না ;

তাহা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐরূপ বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিয়া তাহার মীমাংসা করিবেন এবং তদনুসারে ১০৫ ধারানুসারে খাজনা ধার্য্য করিবেন।

কিন্তু একই পক্ষগণ মধ্যে কিম্বা উক্ত পক্ষগণ বা তাঁহাদের মধ্যে যে কোন পক্ষ যাঁহাদের অধীনে দাবী করেন সেই সকল পক্ষগণ মধ্যে যে বিষয় লইয়া সাক্ষাৎ ভাবে ও কার্য্যতঃ কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর সম্মুখে ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় বিরোধ উপস্থিত হইয়া তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বা পূর্ব্ব হইতে

স্থাপিত ঐরূপর মোকর্দ্দমায় বিচার্য্য বিষয় হইয়া আছে, উক্ত বিষয় রাজস্ব কর্ম্মচারী এই ধারা মতে বিচার করিবেন না।

উপরে ১০৫ ও ১০৫ ক ধারার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। ইংরাজী ভাষার বিশেষতঃ আইনের ইংরাজীর সরল ও শুদ্ধ বাঙ্গালা করা প্রায়ই কঠিন হয়; ঠিক যেরূপ ইংরাজী আছে ঠিক সেইরূপ বাঙ্গালা করিতে হইলে প্রায়ই তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে; অথচ নিজ ইচ্ছা-মত সরল ও শুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে ধারার মর্ম্মও ঠিক থাকে না; এই জন্যই প্রত্যেক ধারার মর্ম্ম সম্যক বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব সহজ বাঙ্গালায় উপরের অনুবাদ করা হইল। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সরল ও শুদ্ধ বাঙ্গালায় তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

১০৫ধারা পাঠ করিলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানা যায়:—

(১) যে স্থলে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা সত্বর হইবে না তথায় এই ধারার বিধান খাটে।

(২) চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ২ মাস মধ্যে এই ধারা মতে দরখাস্ত করিতে হয়।

(৩) ভূম্যধিকারী বা প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যে যে কোন পক্ষ খাজনা ধার্য্য করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।

(৪) ঐরূপ দরখাস্ত হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য হয়।

(৫) কোন ভূম্যধিকারী অন্য কোন ব্যক্তিকে ১০ কি ২০ কি ৫০ কি, ১০০ শত বৎসরের জন্য মহাল ইজারা দিয়া থাকিলে

প্রজাগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইজারাদারের অধীনে জমী ভোগ করে; কিন্তু তথাপিও উক্ত ভূম্যধিকারীর এই ধারামতে খাজনা ধার্য্য করিবার দরখাস্ত করিবার অধিকার আছে।

(৬) কোন জমী বিনা খাজনায় ভোগদখল হইতে থাকিলেও তাহা যদি প্রকৃত পক্ষে লাখেরাজ না হয় তাহা হইলে তাহার জন্যও উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য হইতে পারিবে।

(৭) ঐরূপ জমীর খাজনা ধার্য্য জন্য ভূম্যধিকারী বা দখলিকারকে দরখাস্ত করিতে হইবে।

(৮) গভর্ণমেণ্ট সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যেরূপ রসুম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এই ধারামতে দরখাস্তে সেইরূপ রসুম দিতে হইবে; ১৮৭০ সালের রসুম বিষয়ক আইনে অন্যরূপ রসুম দিবার নিয়ম থাকিলেও তাহা দিতে হইবে না।

(৯) যে খাজনা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে (গুজস্তা জমা) তাহাই উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে; কেহ তাহা ন্যায্য নহে বলিয়া আপত্তি করিলে তাঁহাকে রীতিমত প্রমাণ দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিতে হইবে।

(১০) দেওয়ানী আদালতে খাজনা বৃদ্ধি বা কমির মোকর্দ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান অনুসারে খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করা হয় এই ধারা মতে খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করিবার কালেও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

(১১) পক্ষগণের প্রমাণানুযায়ী খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করিবার পূর্ব্বে রাজস্ব কর্ম্মচারী নিজে যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া বোধ করেন, পক্ষগণকে সেইরূপ খাজনায় স্বীকৃত হইতে বলিতে পারেন; পক্ষগণ স্বীকৃত হইলে ঐ খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া

তাহাই ধার্য্য করিয়া দিতে পারেন।

(১২) পক্ষগণ মুখের কথায় বা লিখিত দরখাস্ত দ্বারা ঐরূপ স্বীকারোক্তি করিতে পারেন।

(১৩) ঐরূপ ভাবে স্বীকৃত খাজনা বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত না হইলেও তাহা এই ধারা মতে আইন সঙ্গতরূপে ধার্য্য খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৪) প্রমাণাদি না দিয়া উভয় পক্ষ নিজেদের মধ্যে রফা নিষ্পত্তি মতে কোন খাজনা স্থির করিলে তাহাই উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া রাজস্ব কর্ম্মচারী ধার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু উভয় পক্ষ স্বীকৃত হইলেই যে, তাহাই উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধার্য্য হইবে এরূপ নহে; "দায়মুদ্দ রাজী কি করিবেন কাজি" কথা এখানে খাটিবে না, উভয় পক্ষের স্বীকৃত খাজনা হাকিমেরও অনু-মোদন করা চাই; যদি হাকিম এরূপ মনে করেন যে, উভয় পক্ষের স্থিরীকৃত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য নহে তাহা হইলে উভয় পক্ষ একমত হওয়া স্বত্বেও তিনি উক্ত প্রকারে স্থিরীকৃত খাজনা উপ-যুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য নহেন; এরূপ স্থলে তিনি উভয় পক্ষের স্বীকৃত খাজনা বাদ দিয়া প্রমাণাদি লইয়া যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন তাহাই ধার্য্য করিতে পারেন।

(১৫) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে এক জমার জমী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হইলে এবং উক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব-লিপি প্রস্তুত হইলে যে স্বত্বলিপিটী সর্ব্বশেষ প্রচারিত হয়, তাহা প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ২ মাস মধ্যে এই ধারা মতে দরখাস্ত করিলে তাহা তামাদি হইবে না।

১০৫ ক ধারা পাঠ করিলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানা যায় ঃ—

(১) ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত হইলে কোন জমী খাজনা ধার্য্যের যোগ্য কি অযোগ্য তাহার বিচারও হইয়া থাকে।

(২) কোন জমী স্বত্বলিপিতে নাখেরাজ বলিয়া লিখিত হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে মাল কি নাখেরাজ তাহার বিচারও ঐরূপ দরখাস্ত মতে হইয়া থাকে।

(৩) পরস্পর বিরোধী উভয় পক্ষ মধ্যে রাজা প্রজা সম্বন্ধ আছে কিনা তাহারও বিচার হইয়া থাকে।

(৪) কোন জমী কোন্ মহালের বা কোন জমার সামীল তাহার বিচারও হইয়া থাকে।

(৫) স্বত্বলিপিতে প্রজাকে যে শ্রেণীর প্রজা (অর্থাৎ মধ্য স্বত্বাধিকারী বা মকররী রায়ত বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত বা দখলী স্বত্ব শূন্য রায়ত বা কোর্ফা রায়ত) বলিয়া লিখিত হইয়াছে প্রজা প্রকৃত পক্ষে সেই শ্রেণীর প্রজা বা অন্য কোন শ্রেণীর প্রজা তাহার বিচারও হইয়া থাকে।

(৬) জোতের জমী ভোগ দখল করা ব্যতীত প্রজার তৎসম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার বিশেষ কোন অধিকার (যথা জল সেচন) বা দায়িত্ব (যথা নিজের জমীর উপর দিয়া অন্য প্রজাকে জল সেচন করিতে দেওয়া) আছে কিনা তাহারও বিচার হইয়া থাকে।

(৭) একজনের জমীর উপর দিয়া অন্য একজনের যাতায়াত করিবার, গরু মহিষ লইয়া যাইবার প্রভৃতি কোন প্রকার অধিকার আছে কিনা তাহারও বিচার হইয়া থাকে।

(৮) প্রজার অন্য কোন বিষয়ে অন্য কোন প্রকার ব্যবহার স্বত্ব অর্থাৎ অন্য কোন কার্য্য করিবার (যথা ঘুটিং তোলা, কাঠ কাটা, মাটী তোলা, গরু চরান প্রভৃতি) কোন অধিকার আছে কি না তাহারও বিচার হইয়া থাকে।

(৯) ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমায় যে যে পক্ষ মধ্যে যে যে বিষয়ের বিচার একবার হইয়া গিয়াছে অথবা উক্ত ধারা মতে স্থাপিত মোকদ্দমার যে যে পক্ষ মধ্যে যে যে বিষয় এখনও বিচারাধীন আছে তৎসম্বন্ধে উক্ত পক্ষগণ মধ্যে ১০৫ক ধারা মতে আর বিচার হইতে পারে না। এস্থলে পক্ষ বলিতে যাঁহারা স্বয়ং পক্ষ থাকিয়া মোকর্দ্দমা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদিগকেও তাঁহাদের নিকট হইতে দান বিক্রয়াদি হস্তান্তর সূত্রে বা উত্তরাধিকারী সূত্রে যাঁহারা উক্ত পক্ষগণের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে।

১০৫ ও ১০৫ ক ধারা ও তাহার মর্ম্ম পরে লিখিত হইল।

১০৫ ধারা বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে; কিন্তু ১০৫ ক ধারা পূর্ব্বে ছিল না; ইহাতে বিচার কার্য্যের অনেক অসুবিধা হইত; তজ্জন্যই আইন কর্ত্তাগণ ১০৫ ক ধারায় নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন; এক্ষণে আর কোন অসুবিধা নাই; খাজনা ধার্য্য করিবার জন্যে ১০৫ ধারা মতে স্থাপিত মোকর্দ্দমার যে সকল প্রশ্ন সচরাচর উঠিয়া থাকে বা উঠিবার সম্ভব তাহা সমস্তই এক্ষণে ১০৫ ক ধারার

সাহায্যে ১০৫ ধারায় মোকর্দ্দমাতেই বিচার হইতে পারে; এজন্য অধিক খরচ করিয়া ১০৬ ধারায় মোকর্দ্দমা করিবার আর আবশ্যকতা হয় না; কিন্তু ঐ সকল বিষয় ছাড়া অন্যান্য কোন বিষয়ের বিচার করাইয়া স্বত্বলিপি সংশোধন করিতে হইলে ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করা ব্যতীত উপায় নাই। (১০৬ ধারা দেখ) ১০৫ ও ১০৫ ক ধারায় যে যে বিষয় সম্বন্ধে বিধান আছে উপরে তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। এক্ষণে নিম্নে প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইতেছে :—

১০৫ ধারা—

(১) যে স্থলে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা সত্বর হইবে না তথায় এই ধারার বিধান খাটে।

এ স্থলে রাজস্ব বলিতে গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব অর্থাৎ কালেক্টরীর খাজনা বুঝায়। এরূপ অনেক মহাল আছে যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামীল নহে; ঐ সকল মহালের গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট নাই; ঐ সকল মহাল গভর্ণমেণ্ট হইতে ১০ কি ২০ কি ৫০ বৎসরের জন্য মিয়াদী বন্দোবস্ত হয়, উক্ত মিয়াদ অন্তে আবার কিছুকালের নিমিত্ত বন্দোবস্ত হয়; সুতরাং নূতন রাজস্বও ধার্য্য হয়; নূতন করিয়া রাজস্ব ধার্য্যকালে মহালে জরীপ জমাবন্দী প্রভৃতি কার্য্য করিয়া স্বত্বলিপি প্রস্তুত করা হয়; যে সকল মহাল কোন কারণে বাজেয়াপ্ত হইয়া গভর্ণমেণ্টের খাসে আইসে তথায় ও যথায় নূতন চর ও দিয়াড়া জমীর সর্ব্বপ্রথম বন্দোবস্ত হয় তথায়ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব

ধার্য্য করা হয়; ঐ সকল স্থলে এই ১০৫ ধারার বিধান খাটে না। যে সকল মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামীল এবং যাহার রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তজ্জন্য যাহার রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা সত্বর হইবে না তথায় এই ১০৫ ধারার বিধান খাটে; ১০৫ ধারার বিধান মিয়াদী—বন্দোবস্তের সামীল মহালেও স্থল বিশেষে খাটিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমানে যে সকল সেটেলমেণ্ট হই-তেছে তাহা গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ধার্য্য করিবার জন্য হইতেছে না এবং গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ধার্য্য জন্য যে সেটেলমেণ্ট করা হয় তাহা বর্ত্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ও নহে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এই পুস্তকে অধিক কিছু বলা হইল না। যে সকল মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামীল সেই সকল মহাল সম্বন্ধেই বর্ত্তমানে দেশব্যাপী যে, সেটেলমেণ্ট হইতেছে তৎসম্বন্ধীয় বিবরণই এই পুস্তকে লিখিত হইল। উক্ত প্রকার সেটেলমেণ্টে ১০৫ ধারার বিধান খাটে।

(২) চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে এই ধারামতে দরখাস্ত করিতে হয়।

স্বত্বলিপি চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হইলেই তাহা যে চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হইল এই বিষয়ের প্রমাণ জন্য সেটেলমেণ্ট আফিসার উক্ত স্বত্বলিপির প্রথম পৃষ্ঠাতেই এই মর্ম্মে লিখিয়া দেন যে তাহা নিয়ম মত প্রস্তুত হইয়া চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাকেই চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেট বলে। উক্ত সার্টিফিকেটে সেটেলমেণ্ট অফি-সারের স্বাক্ষর থাকে ও স্বাক্ষরের তারিখও থাকে। উক্ত তারিখই

চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ ; উক্ত তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে ১০৫ ধারামতে দরখাস্ত করিতে হইবে।

দুই মাস বলিতে ৬০ দিন বুঝাইবে। কোন মাস কম কোন মাস বেশী থাকিলেও তাহা ধরা হইবে না। মনে কর ১লা ফেব্রুয়ারী চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটে দস্তখত হইয়াছে ; ২৮দিনে ফেব্রুয়ারী মাস ও ৩১ দিনে মার্চ্চ মাস হয় এ স্থলে মাস হিসাবে ধরিলে ৩১শে মার্চ্চ ১০৫ ধারার দরখাস্ত দাখিলের শেষ দিন হয় ; কিন্তু এ স্থলে দরখাস্ত দাখিলের শেষ দিন ১লা এপ্রিল ; কারণ ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ ও ১লা মার্চ্চ হইতে ১লা এপ্রিল গণনা করিলে ৬০ দিন হয় কিন্তু মাস হিসাবে গণনা করিলে ৫৯ দিনের বেশী হয় না। আইনানুসারে ঐরূপ হিসাবে তামাদি গণনা করা হয়। ১লা এপ্রিল রবিবার বা কোন সরকারী ছুটীর দিনে পড়িলে সোমবারে বা খোলা কাছারীর দিনে দরখাস্ত দাখিল হইলেও তামাদি হইবে না।

(৩) ভূম্যধিকারী বা প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যে যে কোন পক্ষ খাজনা ধার্য্য করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।

স্বত্বলিপিতে গুজস্তা জমা লিখিত হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মূল বন্দোবস্তকালে উক্ত খাজনাই হয়ত উক্ত জমীর উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ছিল ; কিন্তু কালক্রমে পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাবেক খাজনা হয়ত আর উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না (প্রায়ই তাহা পারে না) ; সুতরাং উক্ত খাজনার পরিবর্ত্তন (বেশী বা কমি) করা উচিত ও আইনসঙ্গত

হয়; সুতরাং ভূম্যধিকারীর বৃদ্ধি খাজনা পাইবার বা প্রজার খাজনা কমি পাইবার অধিকার জন্মে; সুতরাং অবস্থা বিশেষে উভয় পক্ষেরই ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিবার আবশ্যকতা হয়; এই জন্যই বর্ত্তমান ১০৫ ধারায় উভয় পক্ষকেই ঐরূপ দরখাস্ত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

মনে কর রাম প্রজা ও শ্যাম ভূম্যধিকারী; রাম ১৩০০ সালে শ্যামের নিকট হইতে ২০/০ বিঘা জমী ২০৲ টাকা জমায় বন্দোবস্ত লইয়া বরাবর উক্ত খাজনা আদায়ে জমীতে দখলকার আছে; এক্ষণে যদি পয়স্তি হইয়া রামের জমী ২৫/০ বিঘা হয় তবে অতিরিক্ত ৫/০ বিঘা জমীর জন্য শ্যাম ৫৲ টাকা অতিরিক্ত খাজনা পাইতে অধিকারী; যদি শিকস্তী হইয়া রামের জমী ১৫/০ বিঘা হয় তাহা হইলে রামও কমি ৫/০ বিঘা জমীর জন্য ৫৲ টাকা খাজনা কমি পাইতে অধিকারী; ইহা ছাড়া খাজনা বেশী কমি অন্যান্য (যথা খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির কমির জন্য খাজনা বৃদ্ধি বা কমি) কারণেও হয়। নিম্নে যথাস্থানে তাহা বলা হইল। ভূম্যধিকারী বলিতে যিনি খাজনা পান ও প্রজা বলিতে যিনি খাজনা দেন তাঁহাকেই বুঝায়; সুতরাং জমীদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদার, জোতদার প্রভৃতি সকলেই নিজ অধিনস্থ প্রজার নিকট এই ধারামতে খাজনা ধার্য্যে দরখাস্ত করিতে পারেন।

জমীদার পত্তনীদারের নিকট হইতে, পত্তনীদার দরপত্তনীদারের নিকট হইতে, দরপত্তনীদার ইজারাদারের নিকট হইতে (জমীদার বা পত্তনীদার ইজারা দিলে তাহারা ইজারাদারের নিকট হইতে) উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা পাইবার দাবীতে এই ধারা মতে দরখাস্ত করিতে পারেন। ঐরূপ পত্তনীদার জমীদারের বিরুদ্ধে দরপত্তনী-

দার পত্তনীদারের বিরুদ্ধে, ইজারাদার জমীদার, পত্তনীদার বা দর-পত্তনীদার, যাহার নিকট হইতে ইজারা লয়েন তাঁহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্যের জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন জোতদার কোর্ফা প্রজার বিরুদ্ধেও কোর্ফা প্রজা জোতদারের বিরুদ্ধে এই ধারা মতে খাজনা ধার্য্যের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু কোন প্রজার একাধিক সরিক ভূম্যধিকারী থাকিলে কোন এক সরিক একা ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিতে পারেন না; সকল সরিককে একত্রে ঐরূপে দরখাস্ত করিতে হইবে; নতুবা মোকদ্দমা অচল ও ডিসমিস হইবে।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সরিক যদি ভিন্ন ভিন্ন কবুলতি মূলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জমী জমা পত্তন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের আদায় যদি পৃথক থাকে তাহা হইলে সরিক ভূম্যধিকারীও এই ধারা মতে একা দরখাস্ত করিতে পারেন; ঐরূপ সরিকের মোকর্দ্দমা অচল বা ডিসমিস হইবে না (বেহারী বঃ প্রিয় ২১ কঃ লঃ ৩০৫) যদি ১০৫ ধারার দরখাস্ত দাখিল হইবার পর কোনও সরিক ভূম্যধিকারীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ওয়ারিশগণ পক্ষ ভুক্ত না হয়েন তাহা হইলেও উক্ত দরখাস্ত অচল হইবে না; বক্রী সরিকগণ মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন।

যদি সকল সরিকে ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিবার পরে কোনও এক সরিক আর মোকর্দ্দমা চালাইতে ইচ্ছা না করেন এবং তন্মর্ম্মে দরখাস্ত পর্য্যন্ত দেন তাহা হইলেও মোকর্দ্দমা অচল হইবে না। প্রথম দরখাস্ত করিবার কালে সকল সরিকে একত্র যোগে দরখাস্ত করিলেই ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা চলিবে।

(৪) ঐরূপ দরখাস্ত হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য হয়।

১০৫ ধারা মতে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক খাজনা বৃদ্ধির বা প্রজা কর্ত্তৃক খাজনা কমির দরখাস্ত হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী অর্থাৎ সেটেলমেণ্টের হাকিম প্রথমতঃ দরখাস্তকারী পক্ষের প্রমাণাদি লইয়া ও তৎপরে অন্য পক্ষের প্রমাণাদি লইয়া খাজনা বৃদ্ধি বা কমির ডিক্রি দেন অথবা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া গুজস্তা জমা অর্থাৎ প্রচলিত খাজনাই বজায় রাখেন। কোন দরখাস্ত না হইলে খাজনা ধার্য্য হয় না; সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের স্ব ইচ্ছায় খাজনা ধার্য্য করিবার অধিকার নাই।

(৫) ভূম্যধিকারী মহাল ইজারা দিয়া থাকিলেও তিনি খাজনা বৃদ্ধির দরখাস্ত করিতে পারেন।

মহাল ইজারা দেওয়া থাকিলে উক্ত ইজারার মিয়াদ কাল পর্য্যন্ত ইজারাদারই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খাজনা আদায় করেন; মহালের মালিক ইজারাদারের নিকট নির্দ্দিষ্ট খাজনা পান মাত্র; কিন্তু তথাপি মহালের মালিকের ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্য করিবার দরখাস্ত করিবার অধিকার আছে। এইরূপ বিধান না থাকিলে মহালের মালিকের বিশেষ ক্ষতি হয়; তজ্জন্যই এইরূপ বিধান করা হইয়াছে।

মনে কর রাম মহালের ইজারাদার ও শ্যাম উক্ত মহালের মালিক এবং ৫০ বৎসরের জন্য মহাল ইজারা দেওয়া হইয়াছে। ইজারা মধ্যে মহালের প্রজাগণের নিকট খাজনা আদায়, খাজনা বৃদ্ধি বা কমি সম্বন্ধে মহালের মালিকের কোন ক্ষমতা থাকে না; ইজারা শেষ হইলে

ইজারাদারেরও মহালের সহিত কোন সংশ্রব থাকে না। সুতরাং ইজারাদার রাম যদি প্রজাগণের নিকট মোটা টাকা নজর লইয়া তাহাদের খাজনা কম করিয়া দিয়া নিজে মোটা টাকা লাভ করিয়া চলিয়া যান তাহা হইলে ইজারা অন্তে মহালের মালিকের বিশেষ ক্ষতি হয়; অথচ ইজারার মিয়াদ মধ্যে মালিকের ইজারাদারের কার্য্যে বাধা দিবারও কোন উপায় থাকে না। ঐরূপ অন্যায় ও প্রতারণা-মূলক কার্য্য বন্ধ করিবার জন্যই মহালের মালিককেও ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্য করিয়া লইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে উপরোক্ত রূপে প্রতারণা করিবার উপায় নষ্ট হইয়াছে। চূড়ান্ত রূপে প্রচারিত স্বরলিপির খতিয়ানে যাঁহার নাম ভূম্যধিকারী বলিয়া লিখিত হয় নাই তিনিও এই ধারা মতে দরখাস্ত করিতে পারেন। মহালের জমীদার উক্ত মহালের অন্তর্গত কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বত্ব ক্রয় করিয়া থাকিলে যদিও খতিয়ানে তাঁহাকে মধ্যস্বত্বের অধিকারী বলিয়া তাঁহার নাম লিখিত না হইয়া থাকে তাহা হইলেও তিনি ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্য করিবার দরখাস্ত করিতে পারেন (উপেন্দ্র বঃ যামিনী মোহন ১৮ ক. উঃ ২৬৮) ; ঐরূপ জমিদার রাম যে জমীতে শ্যামকে প্রজা পত্তন করিয়াছেন উক্ত জমী দেওয়ানী ...লতের বিচারে যদুর জমাদারীর অন্তর্গত সাব্যস্থ হইলে যদুও ...খাজনা ধার্য্যের দরখাস্ত করিতে পারেন কালি ... কঃ উঃ ৩৪৮) ; মহালে একাধিক ভূম্য- ... । কোনও একজন সরিকের নিকট ...খলীকার থাকেন এবং পরবর্ত্তীকালে ... প্রজার বন্দোবস্তি স্থান অন্য সরিকের ...ক্ত সরিক প্রজাকে উক্ত জমী বন্দোবস্ত

না করিয়া থাকিলেও তাঁহার বিরুদ্ধেও প্রজা ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্য করিবার দরখাস্ত করিতে পারেন (দক্ষিণা দাসী বঃ মণ রাউত ১৯ কঃ উঃ ৪০৭)।

(৬) কোন জমী বিনা খাজনায় ভোগ দখল হইতে থাকিলেও তাহা যদি প্রকৃত পক্ষে নাখেরাজ না হয় তাহা হইলে উক্ত জমীর জন্যও উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য হইতে পারে।

উপরোক্ত বিষয় বুঝিতে হইলে প্রথমে আরও কয়েকটী বিষয় বুঝিতে হইবে। আমাদের দেশে দুই প্রকার নাখেরাজ দেখা যায়; (১) রাজস্ব বিহীন নাখেরাজ ও (২) কর বিহীন নাখেরাজ; এস্থলে রাজস্ব অর্থে গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব বা কালেক্টরীর খাজনা ও কর অর্থে ভূম্যধিকারীর (যথা জমিদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদার প্রভৃতি) প্রাপ্য খাজনা বুঝিতে হইবে; যে সকল জমীর জন্য গভর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দিতে হয় না এবং গভর্ণমেণ্টও যাহার রাজস্ব পাইবেন না বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহাই প্রকৃত নাখেরাজ; একশত বিঘার অতিরিক্ত যে সকল জমী নাখেরাজ বলিয়া লোকে ভোগদখল করিতে ছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে নাখেরাজ বটে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য এবং তাহা নাখেরাজ না হইলে তাহার উপর কর ধার্য্য করিবার জন্য ১৮১৯ সালের ২ আইন জারি হয়। উক্ত আইনের বিধান মত মোকর্দ্দমায় (যাহাকে সাধারণতঃ দোয়েম কানুনের মোকর্দ্দমা বলে) যাহা নাখেরাজ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত

নাখেরাজ ; ঐ সকল নাখেরাজের তালিকা কালেক্টরীর বি রেজে-ষ্টারীতে আছে ; থাক বস্ত নকসাতেও তাহা পৃথক্‌ভাবে দেখান আছে ; ঐ সকল নাখেরাজকে সিদ্ধ নাখেরাজ বা বি খালাসী নাখেরাজও বলে। ঐ সকল নাখেরাজের সহিত মহালের ভূম্যধিকারীর কোন সংস্রব নাই এবং ভূম্যধিকারীর তাহার কর ধার্য্য করিবারও অধিকার নাই।

একশত বিঘার অতিরিক্ত জমী প্রকৃত নাখেরাজ বটে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য ১৮১৯ সালের ২ আইন জারী হইয়া ঐ সকল জমী সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু একশত বিঘার কম যে সকল জমী নাখেরাজ বলিয়া লোকে ভোগ দখল করিতেছিল তৎ সম্বন্ধে কোন আইন জারী হয় নাই ; সুতরাং ঐ সকল জমী প্রকৃত পক্ষে নাখেরাজ বটে কিনা তৎ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই ; ভূম্যধিকারিগণ ঐ সকল জমীর মধ্যে অনেক জমীর এক প্রকারে কর ধার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন ; কিন্তু অনেক জমীর কর ধার্য্য হইতে এখনও বাকী আছে ; সুতরাং তাহা প্রকৃত পক্ষে নাখেরাজ কি মাল তাহা লইয়া বিবাদ মীমাংসা হইতেও বাকী আছে।

ইহা ছাড়া ভূম্যধিকারিগণও স্ব স্ব মহাল মধ্যে অনেক নাখেরাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাদের গুরু, পুরোহিত, প্রিয় কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে বিনা করে অনেক জমী ভোগ দখল করিতে দিয়াছেন, মসজিদ, মন্দির, প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ধর্ম্মশীল ভূম্যধিকারী অনেক জমী নিষ্কর করিয়া দিয়া গিয়াছেন ; ঐ সকল জমী করবিহীন হইলেও তাহা প্রকৃত নাখেরাজ নহে।

ইহা ছাড় প্রজাগণও কৌশলে অনেক নাখেরাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে কর রাম ১২॰ বিঘা জমীর কাও ১২৲ টাকার

একটী জমা রাখেন। উক্ত ১২/০ বিঘা জমী হইতে রাম ২/০ বিঘা জমী শ্যামকে নিষ্কর উল্লেখে বিক্রয় করিয়া বক্রি ১০/০ বিঘা নিজে ভোগ দখল করিতে থাকিলেন এবং ভূম্যধিকারীকে ১২৲ টাকা খাজনাই দিতে থাকিলেন; ভূম্যধিকারীও নিজ প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া পাইতে থাকিলেন; সুতরাং তাঁহার কোন বিষয়ে কোন তদন্ত করিবার আবশ্যক হইল না; ইতিমধ্যে মহাল ও জোত নানা প্রকারে নানা সময়ে হস্তান্তর হইল; এইভাবে দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর শ্যামের খরিদা ২/০ বিঘা জমী যে জমার জমী হইতে ছাঁট হইয়া নাখেরাজ করা হইয়াছে তাহা আর ধরাও কঠিন হইল। এই প্রকারের জমী নাখেরাজ নহে; কিন্তু বহুকাল পরে প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা বিশেষ সুকঠিন হয়, সুতরাং বিবাদও বাধে; নাখেরাজের দাবী হইলেই ভূম্যধিকারী পক্ষ সর্ব্বত্রই তাহাতে বাধা দিতে চেষ্টা করেন; দখলীকার পক্ষও প্রাণপণে নাখেরাজ সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন; ঐরূপ চেষ্টা করা উভয় পক্ষ মধ্যে কাহারও অন্যায়ও না হইতে পারে; বহুকাল পরে প্রকৃত অবস্থা জানিতে না পারায় উভয় পক্ষই সরল বিশ্বাসে স্ব স্ব স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করেন।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে যে সকল জমী সম্বন্ধে নাখেরাজের দাবী করা হয় তাহা প্রধানতঃ সিদ্ধ (বি খালাসী ও রাজস্ব বিহীন) ও অসিদ্ধ এই দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে অসিদ্ধ নাখেরাজ আবার নিম্নলিখিতরূপ ৩ ভাগে বিভক্ত।

(ক) একশত বিঘার কম যে সকল জমী লোকে বহু পূর্ব্ব হইতে নাখেরাজ স্বরূপে ভোগ দখল করিতেছেন।

(খ) ভূম্যধিকারীর দ্বারা সৃষ্ট নাখেরাজ।

(গ) প্রজা কর্ত্তৃক সৃষ্ট নাখেরাজ।

যাহা সিদ্ধ নাখেরাজ তাহা লইয়া গোলযোগ হইবার উপায় নাই; ঐ প্রকার জমী সম্বন্ধে গোলযোগ হইলে কালেক্টারীর বি রেজিষ্টারের নকল লইয়া দেখাইলেই সকল গোল মিটিয়া যায়।

কিন্তু যাহা অসিদ্ধ নাখেরাজ তাহা প্রকৃত পক্ষে নাখেরাজ বটে কিনা তাহা লইয়া বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তজদিকের সময় হাকিম দলিল পত্র দেখিয়া সিদ্ধ নাখেরাজ হইলে তাহা স্বত্ব লিপিতে লিখিয়া দেন এবং চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতেও ঐরূপ লিখিত থাকে; তজদিকের সময় ভূম্যধিকারী পক্ষও প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন; সুতরাং তজ্জন্য আর কোন গোলযোগ তুলিতে সাহস করেন না অথবা তুলিলেও তাহা বৃথা হয়; কিন্তু তজদিকের সময় যাহা নাখেরাজ বলিয়া লিখিত না হয় অথবা যাহা ভুলক্রমে নাখেরাজ সাব্যস্ত হইয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হয় তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রচারের পরই ভূম্যধিকারী পক্ষ ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া স্থল বিশেষে খাজনা ধার্য্য করিবার ও "নাখেরাজ" শব্দ কর্ত্তন করাইয়া তাহারও খাজনা ধার্য্য করিবার চেষ্টা করেন। যে সকল জমী বিনা খাজনায় ভোগ দখল হইতেছে অথচ যাহার সম্বন্ধে নাখেরাজের দাবী করা হয় না তাহার সম্বন্ধেও ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্যের দরখাস্ত হয়। মনে কর রাম মহালের একজন প্রজা ও তাহার অনেক জমী জমা আছে; রাম উক্ত মহাল মধ্যে ৫/০ বিঘার একটী পতিত ডাঙ্গা ভূম্যধিকারীর অজ্ঞাতসারে ভাঙ্গিয়া চাষ আবাদ করিতেছে; ভূম্যধিকারীর কর্ম্মচারীগণের অনবধানতা বা ষড়যন্ত্র জন্য ঐ বিষয় ভূম্যধিকারীর গোচরে আইসে নাই। সেটেলমেণ্টের সময় রাম তাহা কোন জমার সামিল দেখাইতে পারিল না কিন্তু নাখেরাজের দাবীও করিল না; উক্ত জমী

বিনা খাজনায় রাম ভোগ দখল করিতে অধিকারীও নহেন; ঐ জমী সম্বন্ধেও ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে পারা যায়।

যাহা নাখেরাজ নহে বলিয়া আপত্তি উঠে তাহার খাজনা ধার্য্য করিবার জন্য ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া খাজনা ধার্য্য করিয়া লওয়া চলে বটে; কিন্তু তাহা যে প্রকৃত নাখেরাজ নহে তাহা সন্তোষজনক রূপে প্রমাণ করিতে হয়। কোন জমী নাখেরাজ নহে বলিলেই তাহা মালের জমী হইয়া যায় না; ভূম্যধিকারী ও প্রজা কর্ত্তৃক অনেক মালের জমী ছাঁট করিয়া লাখেরাজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু যে জমী সম্বন্ধে খাজনা ধার্য্যের দরখাস্ত করা হয় তাহাও যে ঐ ভাবে নাখেরাজ করা হইয়াছে তাহা দেখাইতে না পারিলে ফল পাওয়া যায় না; ভূম্যধিকারী ও প্রজা কর্ত্তৃক অনেক মালের জমী নাখেরাজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে একথা যেমন সত্য, একশত বিঘার কম যে সকল জমী সম্বন্ধে ১৮১৯ সালের ২ আইন খাটে নাই তন্মধ্যেও অনেক প্রকৃত নাখেরাজ আছে একথাও তেমনি সত্য; সুতরাং যে জমী সম্বন্ধে খাজনা ধার্য্যের দরখাস্ত করা হয় তাহা ভূম্যধিকারী ও প্রজা কর্ত্তৃক সৃজিত মালের ছাঁট নাখেরাজও হইতে পারে, অথবা ১৮১৯ সালের ২ আইনের বিধানের বহির্ভূত একশত বিঘার কম সে সকল জমী সম্বন্ধে কোন বিচার হয় নাই সেইরূপ খাজনা ধার্য্য করিতে হইলে তাহা যে প্রকৃতই নাখেরাজ নহে এই লাখেরাজও হইতে পারে; যে ভাবের লাখেরা জই হউক সে জমী সম্বন্ধে "নাখেরাজ" নাখেরাজের দাবী হয় তাহার বিষয় সন্তোষজনক রূপে প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা হয়। চূড়ান্ত-রূপে প্রচারিত সর্ব্বলিপিতে ঐ প্রকার জমীকে "করধার্য্য যোগ্য"

লিখিত থাকিলেও তাহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না; কারণ চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে যাহা যাহা লিখিত হয় তাহা সরাসরিমতে বিচার করিয়া লিখিত হয় এবং তজ্জন্য ঐরূপ লিখিত বিষয়কে সত্য বলিয়া অনুমান করা হয় মাত্র; ঐরূপ লিখিত বিষয় দেওয়ানী আদালতের বিচার দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের ন্যায় চূড়ান্ত মীমাংসার ন্যায় বলবৎ হয় না। বিশেষতঃ ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমায় নূতন করিয়া খাজনা ধার্য্য করিবার কালে চূড়ান্ত রূপে প্রচারিত স্বত্ব লিপিতে লিখিত বিষয় ভ্রমাত্মক বলিয়া তাহাকেই আক্রমণ করা হয়; সুতরাং উক্ত লিখিত বিষয় নির্ভুল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না; তাহা পারিলে ১০৫ ধারার উদ্দেশ্যই বিফল হয়।

যে জমী সম্বন্ধে নাখেরাজের দাবী হয় সে জমীর খাজনা ধার্য্য করিতে হইলে তাহা যে প্রকৃত নাখেরাজ নহে ইহা ভূম্যধিকারী পক্ষকে প্রমাণ করিতে হয় বটে; কিন্তু এই সম্পর্কে একটী বিশেষ কথা সকলের স্মরণ রাখা আবশ্যক। মহাল বলিতে মহালের অন্তর্গত প্রত্যেক ভূমিখণ্ডকেই বুঝায়; উহা কালেক্টরি মহাল বা খাজনাদায়ী মহাল হইলে উক্ত সমগ্র মহালের (অর্থাৎ মহালের অন্তর্গত প্রত্যেক জমীর জন্য) গভর্ণমেণ্টকে বরাবর রাজস্ব দিতে হয়; সুতরাং মহালের প্রত্যেক জমীই সাধারণতঃ রাজস্ব দায়ী; সুতরাং প্রত্যেক জমীই মালের জমী; উক্ত মহাল মধ্যে কোন জমী রাজস্ব দায়ী নহে বলিয়া দাবী করিতে হইলে তাহা কি প্রকারে রাজস্ব বিহীন হইল তাহা দাবীদারকে প্রমাণ করিতে হয়; উপযুক্ত ব্যক্তির দেওয়া সনন্দ ব্যতীত জমী রাজস্ব বিহীন হইতে পারে না; সুতরাং দাবীদারকেই উপযুক্ত ব্যক্তির দেওয়া সনন্দ বা তায়দাদ দেখাইতে হয়; কাজেই নাখেরাজের দাবী হইলে

ভূম্যধিকারী পক্ষ হইতে দখলীকারের উপর অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রমাণের ভার পড়ে।

যে জমী নাখেরাজ বলিয়া দাবী করা হয় তাহা যে প্রকৃত পক্ষে কর ধার্য্য যোগ্য মালের জমী তাহা সচরাচর নিম্ন লিখিত ভাবে ভূমাধিকারী কর্ত্তৃক প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(ক) দাবীদার প্রজার দাখিলী রোডসেস রিটার্ণে দাবী কৃত জমী নাখেরাজ বলিয়া লিখিত হয় নাই। (কালেক্টরী হইতে রিটার্ণের নকল লইয়া দেখাইতে পারা যায়)।

(খ) দাবীদারের ঐ মহালে অন্য মালের জমী থাকায় বিবাদী জমী সম্বন্ধে দখলিকারের নাখেরাজের দাবী তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, (চিঠা, জমা ওয়াশীল বাকী প্রভৃতি কাগজ হইতে ইহা দেখান যাইতে পারে)

(গ) বিবাদী জমী নাখেরাজ বলিয়া কখনও দাবী করা হয় নাই (মৌখিক প্রমাণ দ্বারাও দেখাইতে পারা যায়।)

(ঘ) বিবাদী জমী জমার ছাট জমী (পুরাতন চিঠা, জমাওয়াশীল বাকী প্রভৃতি কাগজ হইতে ইহা দেখান যাইতে পারে)।

(ঙ) (খরিদা জমী হইলে) দাবীদার যাঁহার নিকট ঐ জমী খরিদ করিয়াছেন তাঁহার কোন নাখেরাজ জমী ছিল না (মৌখিক ও দলিলাৎ প্রমাণ দ্বারা ইহা দেখান যাইতে পারে)।

(চ) দখলীকার কোন সনন্দ বা তায়দাদ দেখাইলে উক্ত তায়দাদ উপযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক দেওয়া হয় নাই (মৌখিক ও দলিলাৎ প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারা যায়)।

(ছ) উক্ত তায়দাদের উল্লিখিত জমী বিবাদী জমী নহে (চৌহদ্দী মিল করিয়া ইহা দেখান যাইতে পারে)।

দখলীকার তায়দাদ দেখাইয়া উক্ত তায়দাদের চৌহদ্দী মিল করিয়া দিতে পারিলেও অনেক সময় কোন ফল হয় না ; ভূম্যধিকারী তায়দাদ দ্বারা কোন নাখেরাজের সৃষ্টি করিয়া থাকিলে উক্ত ভূম্যধিকারীও তাঁহার উত্তরাধিকারী বা তাঁহার নিকট হইতে খোস কোবালার খরিদদার, বা তাঁহার দেওয়া রেহাণ মূলে রেহাণ ডিক্রিজারীতে নিলাম খরিদদার মাত্র উক্ত তায়দাদে বাধ্য ; মহাল রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইলে যিনি তাহা নিলামে খরিদ করেন তিনি উপরোক্ত ভূম্যধিকারীর কৃতকার্য্যে বাধ্য নহেন ; নিলাম খরিদদার উক্ত প্রকারের নাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিতে ও তাহার কর ধার্য্য করিতে পারেন। পত্তনীদারের পত্তনী স্বত্ব নিলাম হইলে যিনি তাহা নিলামে খরিদ করেন তাঁহারও নাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া কর ধার্য্য করিবার অধিকার আছে ; (কিন্তু উপরোক্ত প্রকারের নিলাম খরিদদারগণকে খরিদের পর ১২ বৎসর মধ্যে ঐ সকল নাখেরাজ স্বত্ব ধ্বংস করিতে হইবে ; নতুবা আর ধ্বংস করা যাইবে না)।

নাখেরাজ সাব্যস্ত করাইবার জন্য দখলিকারের পক্ষ হইতেও সচরাচর নিম্নলিখিত রূপ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

(ক) উপযুক্ত ব্যক্তির দেওয়া সনন্দ বা তায়দাদ ; চৌহদ্দী থাকিলে চৌহদ্দী মিল করিয়া দিতে হইবে, তাহা না থাকিলে অন্য কোন প্রকারে জমী ঠিক করিয়া দিতে হইবে ।

(খ) কালেক্টরীর বি রেজিষ্টারের নকল।

(গ) ভূম্যধিকারীর দাখিলী রোডসেস রিটার্ণে ঐ জমীকে নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলে উক্ত রিটার্ণের নকল (কিন্তু দাবীদারের নিজ দেওয়া রোডসেস্ দেওয়ার রসিদ দ্বারা নাখেরাজ প্রমাণ হইবে না।)।

(ঘ) বিবাদী জমী কোন জমার সামিল বলিয়া ভূম্যধিকারী দাবী করিলে এবং উক্ত জমার সম্বন্ধে বাকী খাজনার নালিস হইয়া থাকিলেও উক্ত নালিসের আর্জিতে বিবাদী জমীর চৌহদ্দী না থাকিলে উক্ত আর্জির নকল।

(ঙ) বিবাদী জমীর পার্শ্ববর্ত্তী অন্য জমার জমীর বাকী খাজনার নালিসের আর্জির চৌহদ্দীতে বিবাদী জমীকে নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলে উক্ত আর্জির নকল।

(চ) দ্বাদশ বর্ষের উর্দ্ধকালের কোন সরকারী চিঠা বা নকসাতে বিবাদী জমীকে নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলে উক্ত চিঠা বা নকসার নকল।

(ছ) বিবাদী জমী দ্বাদশ বর্ষের উর্দ্ধকাল বিনা খাজনায় ও নাখেরাজের দাবীতে ভোগ দখল হইয়া থাকিলে তাহার মৌখিক ও দলিলাৎ প্রমাণ (এজন্য ভূম্যাধিকারীর আদায়ী কাগজ তলব করা সুবিধাজনক মনে করিলে উক্ত কাগজও তলব করা যাইতে পারে।

(জ) দ্বাদশ বর্ষের বহু উর্দ্ধকালের খরিদা কোবালার নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলে উক্ত কোবালা।

(ঝ) আদালতের রায় ফয়সালা।

(ঞ) অবস্থা বিশেষে অন্যান্য নানা প্রকার প্রমাণও দেওয়া যাইতে পারে।

উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া হাকিম যদি বিবাদী জমী নাখেরাজ সাব্যস্ত করেন তবে তাহার কর ধার্য্য হইবে না; যদি নাখেরাজ না হওয়া সাব্যস্ত করেন তবে উক্ত জমীর জন্য অন্যান্য জমীর ন্যায় উপযুক্ত ও ন্যায্য কর ধার্য্য করিবেন ঐ প্রকারে করধার্য্য হইলে দখলীকারকে খাজনা দিতে হইবে। ঐ জমী স্বত্বলিপিতে

"নাখেরাজ" বা "করধার্য্য যোগ্য" লিখিত থাকিলে এবং হাকিম অন্য রূপ সাব্যস্ত করিলে উক্ত "নাখেরাজ" বা "করধার্য্য" কথা কর্ত্তন করিয়া হাকিমের সাব্যস্থ মত কথা স্বত্বলিপিতে লিখিয়া দেওয়া হইবে, নতুবা যাহা লিখিত থাকে তাহাই বাহাল রাখা হইবে। কর্ত্তন বা বাহাল যাহাই করা হইবে তাহাই স্বত্বলিপিতে লিখিয়া দেওয়া হইবে।

(৭) ঐরূপ জমার কর ধার্য্য জন্য ভূম্যধিকারী বা দখলীকারকে দরখাস্ত করিতে হইবে।

যাহা ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয় পক্ষের স্বীকার মত জমার জমী তাহার কর ধার্য্য জন্য যেমন ভূম্যধিকারী বা প্রজা উভয় পক্ষের এক পক্ষ দরখাস্ত না করিলে সেটেলমেণ্টের হাকিম স্ব ইচ্ছায় তাহার কর্ত্তন করিতে বা তাহার কর ধার্য্য করিতে পারেন না; সেইরূপ যে জমী স্বত্বলিপিতে নাখেরাজ বা করধার্য্য যোগ্য বলিয়া লিখিত হয় সেটেলমেণ্টের হাকিম স্ব ইচ্ছায় তাহারও কর ধার্য্য করিতে পারেন না।

কোনও পক্ষ দরখাস্ত করিলেই হাকিম বিচার করিয়া প্রকৃত বিষয় নির্ণয় করত আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও খাজনা ধার্য্যযোগ্য হইলে খাজনা ধার্য্য করিতে পারেন; নতুবা স্বত্বলিপিতে যাহা লিখিত হয় তাহাই বাহাল থাকে এবং তাহাই নির্ভুল বলিয়া অনুমানও করা হয়; তবে কেহ দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিলে স্বতন্ত্র কথা।

(৮) গভর্ণমেণ্ট সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে রশুম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এই ধারা মতে দরখাস্তে সে রূপ রশুম দিতে হইবে।

গভর্ণর জেনারেল সাহেবের হুকুম অনুসারে ১০৫ ধারার দরখাস্তে ৵৹ আনার কোর্টফি দিতে হয়; প্রত্যেক জমার জন্যই ঐরূপ ৵৹ আনার কোর্টফি দিতে হইবে। একই মৌজায়, একই ভূম্যধিকারীর অধীনে একই স্বত্ববিশিষ্ট যত প্রজা আছে সকলের বিরুদ্ধে একই দরখাস্ত দ্বারা মোকর্দ্দমা রুজু করা যায়; কিন্তু একই দরখাস্তের কোর্টফি দিলে হয় না; এরূপ স্থলে এক দরখাস্ত দ্বারা মোকদ্দমা হইলেও প্রত্যেক জমার জন্য ৵৹ আনা হিসাবে কোর্টফি দিতে হইবে কিন্তু একই জমায় ৫।৭ জন প্রজা থাকিলে তজ্জন্য আর ভিন্ন কোর্টফি দিতে হইবে না। জমার সংখ্যা অনুসারে কোর্টফি দিতে হয়; প্রজার সংখ্যা অনুসারে নহে। যদি এক প্রজার ৪টী জমা থাকে এবং সমস্ত জমা কয়টীর জন্যই যদি ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করা হয় তাহা হইলে উক্ত ৪টী জমার প্রত্যেকটীর জন্য ৵৹ আনা হিসাবে ৩৲ টাকার কোর্টফি দিতে হইবে।

উকীল বা রেভিনিউ এজেণ্ট পাশ করা মোক্তার দ্বারা দরখাস্ত দাখিল হইলে প্রত্যেক জমার জন্য ১৲ টাকা হিসাবে ওকালতনামা বা মোক্তারনামা দিতে হইবে। আমমোক্তার দ্বারা দাখিল হইলে (উক্ত আমমোক্তার, উকিল বা মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তি যাহাই হউক না কেন) দাখিলের সময় কোন ওকালতনামা বা মোক্তার নামা লাগে না; যদি উক্ত আমমোক্তার, আমমোক্তার

স্বরূপেই মোকর্দ্দমা চালাইতে পারেন তবে পরেও লাগে না; কিন্তু যদি মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য পরে উকিল বা মোক্তার নিযুক্ত করিতে হয় তবে তখন ওকালতনামা বা মোক্তারনামা দিতে হইবে। উকীল বা মোক্তারকে আমমোক্তার নামা দিলে এ বিষয়ে অনেক খরচ বাঁচে।

দরখাস্তের কোর্টফি ও ওকালতনামা বা মোক্তারনামা ছাড়া প্রতিবাদী পক্ষের উপর নোটীশ জারী করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতের ন্যায় মেয়াদ বা তলবানা দিতে হয়। উক্ত তলবানা নিম্নলিখিত হিসাবে দিতে হয়।

প্রতিবাদীর সংখ্যা	তলবানার পরিমাণ
১	।৹
২	ঐ
৩	ঐ
৪	ঐ
৫	৸৹
৬	১৲
৭	১।৹
৮	১॥৹
৯	১৸৹
১০	২৲

অর্থাৎ এক, দুই, তিন বা চারিজন পর্য্যন্ত একই তলবানা (আনা) দিতে হয়; ৪ জনের অতিরিক্ত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির

।• আনা হিসাবে দিতে হয়। তলবানা না দিলে নোটীশ বাহির হয় না। এই নোটীশই সমনের কার্য্য করে।

উপরোক্ত খরচ দিয়া ১০৫ ধারার দরখাস্ত করিতে হয়। সকলের বুঝিবার জন্য এস্থলে একটী মোকদ্দমার খরচ নিম্নে দেওয়া হইল।

মনে কর রাম শ্যাম, যদু, হরি ও বলরামের উপর উকীল বা মোক্তার দ্বারা একটী ১০৫ ধারার দরখাস্ত দাখিল করিবে; এস্থলে রামকে দরখাস্ত জন্য ৵৹ আনার কোর্টফি, ওকালত নামা বা মোক্তার নামা জন্য ১৲ টাকার কোর্টফি ও তলবানা জন্য ॥• আনার কোর্টফি মোট ২।• টাকার কোর্টফি দিতে হইবে; ইহা ছাড়া আবশ্যকীয় ডেমী দিতে হইবে।

কোর্ট ফি ও ডেমী ছাড়া দরখাস্তকারীকে সমন লিখিয়া দিতে হইবে; যতজন প্রতিবাদী থাকে ততখানি সমন ও তদতিরিক্ত একখানি সমন লিখিয়া দিতে হইবে। সমনে ধার্য্য দিনের স্থান ফাঁক থাকিবে, উক্ত স্থান সেটেলমেণ্ট আফিসের আমলাগণ পূরণ করিয়া দিবেন। দরখাস্ত ও ওকালতনামা দরখাস্তকারীকেই লিখিয়া দিতে হইবে। উপযুক্ত কোর্টফিযুক্ত দরখাস্ত ও ওকালতনামা ও তলবানা ও সমন দাখিল হইলে মোকদ্দমার জন্য প্রথমে যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তৎসমুদায় কার্য্যই শেষ হইয়া যায় এবং দিন পড়ে ও প্রতিবাদীর উপর সমন জারীর জন্য সমন বাহির হইয়া সেটেলমেণ্ট আদালতে নিযুক্ত পিয়াদার হাতে দেওয়া হয়; ঐ পিয়াদার সঙ্গে নিসানদার দিয়া সরজমীনে অর্থাৎ বিবাদীর বাসস্থানে পাঠাইয়া সমন জারী করিতে হয়; সমন জারীর পর সমন জারীর এফিডেভিট করিতে হয়; এক পয়সার ডেমীতে এই এফিডেভিট হয়, কোন কোর্টফি লাগে না। এক কথায় সকল কার্য্য দেওয়ানী আদালতের ন্যায় একই

নিয়মে হয়। উপরে যে যে খরচ ও যে যে কাগজ লিখিয়া দেওয়ার কথা বলা হইল তাহা না দিলে মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যায় বা সমন বাহির হয় না। ১০৫ ধারা মতে প্রতিবাদীর উপর যে সমন জারী হয় তাহা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সমন অর্থাৎ সমনে উক্ত মোকদ্দমার যে দিন ধার্য্য হওয়া লিখিত থাকে উক্ত ধার্য্য দিনেই মোকর্দ্দমা শেষ হইয়া যাইতে পারে ; সুতরাং উক্ত ধার্য্য দিনে দরখাস্তকারী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই হাজির হওয়া কর্ত্তব্য ; দরখাস্তকারী হাজির না হইলে মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইতে পারে ; প্রতিবাদী হাজির না হইলে মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়া যাইতে পারে।

(৯) যে খাজনা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে তাহাই উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে।

যে সকল জমার খাজনা ধার্য্য নাই অথচ নাখেরাজও নহে তাহা "কর ধার্য্যযোগ্য" বলিয়া চূড়ান্ত স্বত্বলিপিতে লিখিত হয় এবং ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিলে ঐরূপ জমীর জন্য তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য একই প্রকার জমীর খাজনা দৃষ্টে উক্ত জমির জন্য নূতন করিয়া খাজনা ধার্য্য করা হয় ; কিন্তু যে স্থলে জমীর খাজনা পূর্ব্ব হইতে ধার্য্য হইয়া আছে অর্থাৎ বরাবর আদান প্রদান হইয়া আসিতেছে উক্ত জমীর খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করিবার জন্য ভূম্যধিকারী বা প্রজা

পক্ষ ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিলে পূর্ব্বাবধি প্রচলিত খাজনা পরিবর্ত্তন হইয়া খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হওয়া উচিত কি না ইহাই বিচার করিবার আবশ্যক হয়। ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত খাজনাকেই আইন মতে উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া প্রথমে গণ্য করা হয়; (ঐরূপ খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য না হইলে ভূম্যধিকারী বা প্রজা কেহ না কেহ পূর্ব্বে আপত্তি করিত) সুতরাং যিনি খাজনা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত করেন তাঁহাকেই বৃদ্ধি হইবার আইন সঙ্গত কারণ দেখাইতে হয়; ঐরূপ যিনি খাজনা কমি পাইবার দরখাস্ত করেন তাঁহাকেই কমি পাইবার কারণ দেখাইতে হয়; অর্থাৎ দরখাস্তকারীর উপরেই প্রমাণের ভার পড়ে এবং সর্ব্ব প্রথমে তাহাকেই মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিতে ও প্রমাণ দিতে হয়; এই প্রমাণ মৌখিক বা দলিলাৎ দুই প্রকারের যে কোন প্রকারের বা অংশতঃ মৌখিক ও অংশতঃ দলিলাৎ হইতে পারে; দরখাস্তকারীর প্রমাণ লইবার পর অপর পক্ষকে (প্রতিবাদী) মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিতে ও প্রমাণ দিতে হয়; উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণের পর হাকিম খাজনা বৃদ্ধি বা কমি যাহা হওয়া উচিত বোধ করেন সেইরূপ হুকুম দেন। দরখাস্তকারী যদি কোন প্রমাণ দিতে না পারেন তবে অপর পক্ষকে কোন প্রমাণ দিবার আবশ্যক হয় না এবং যে খাজনা প্রচলিত আছে তাহাই বাহাল থাকে; দরখাস্তকারী যদি প্রমাণ দেন এবং অপর পক্ষ কোন প্রমাণ দিতে না পারেন তবে মোকর্দ্দমা এক তরফা ডিক্রী

হয় ও দরখাস্তকারীর প্রার্থনা মত খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হয়; দরখাস্তকারী হাজির না হইলে মোকর্দ্দমা খারিজ হইয়া যায়। এক কথায় দেওয়ানী আদালতে যে নিয়মে দেওয়ানী মোকর্দ্দমার বিচার হয় ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমাতে সেই নিয়মে বিচার হয়।

(১০) দেওয়ানী আদালতে খাজনা বৃদ্ধি বা কমির মোকর্দ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান অনুসারে খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করা হয় তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

খাজনা বৃদ্ধি বা কমি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পুর্ব্বে একটী বিষয় সকলের জানা আবশ্যক। খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিধান মোটামুটী ২ ভাগে বিভক্ত, (১) জমীর পরিমাণ একই থাকা সর্ত্তেও খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হয় (২) জমীর পরিমাণের বৃদ্ধি বা কমি অনুসারে খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হয়। জমির পরিমাণের বৃদ্ধি বা কমি হেতু সকল শ্রেণীরই সকল প্রজারই খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারিবে। কিন্তু জমীর পরিমাণ একই থাকা সর্ত্তে সকল শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হয় না। জমির পরিমাণ একই থাকিলে মকররী প্রজার খাজনা কখনও বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে না; কিন্তু জমী কমবেশী হইলে তজ্জন্য মকররী প্রজারও খাজনা কমবেশী হইতে পারে। মকররী প্রজা ব্যতীত অন্য যে কোন শ্রেণীর প্রজার খাজনা জমীর পরিমাণ এক থাকিলেও বৃদ্ধি হইতে পারে। মকররী প্রজা ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণীর প্রজার বিরুদ্ধে একই সঙ্গে উপরোক্ত দুই প্রকারেরই (অর্থাৎ জমীর পরিমাণ এক থাকা সর্ত্তেও বৃদ্ধি এবং জমির পরিমাণ বৃদ্ধি জন্য বৃদ্ধি) বৃদ্ধির দাবীতে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা করা যাইতে পারিবে।

"এই আইন" বলিতে এ স্থলে বঙ্গীয় প্রজা-স্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন বুঝাইতেছে। উক্ত আইনানুসারে প্রজাগণকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা :—

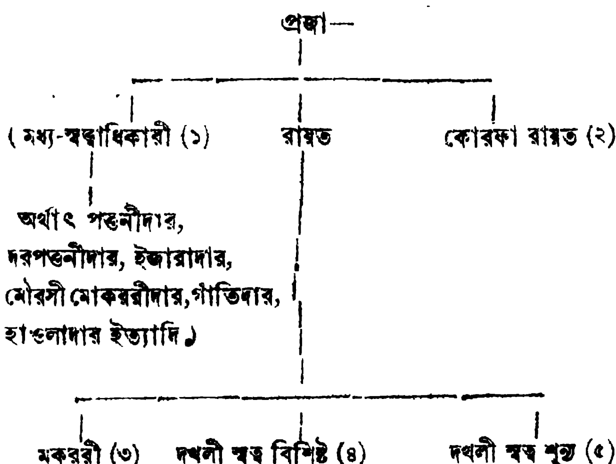
(ক) মধ্যস্বত্বাধিকারী যার অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারী—

(খ) রায়ত।

(গ) কোরফা রায়ত।

উপরোক্ত ৩ তিন শ্রেণীর প্রজা মধ্যে ২য় শ্রেণীর প্রজা অর্থাৎ রায়তগণকে আবার নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা :— (ক) মকররী রায়ত।
(খ) দখলি-স্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত।
(গ) দখলী-স্বত্ব-শূন্য রায়ত।

সকলের বুঝিবার নিমিত্ত নিম্নে এক স্থলে প্রজাগণের একটী রৈখিক চিত্র দেওয়া হইল।



উপরের রৈখিক চিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনানুসারে মাত্র ৫শ্রেণীর প্রজা আছে; ইহা ছাড়া যাহারা চাকরাণ জমী ভোগ করেন তাঁহারাও এক শ্রেণীর প্রজা। যাঁহারা নগদ টাকায় বা ফসলের দ্বারা খাজনা দেন তাঁহারা উপরোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কোনও একটী শ্রেণীর অন্তর্গত প্রজা কিন্তু অনেক স্থলে যে জমী ভোগ দখল করা হয় তাহার জন্য খাজনা বাবদ নগদ বা ফসল কিছুই দেওয়া হয় না; শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জমীর মালিকের কার্য্য করিয়া দেওয়া হয়; যে ব্যক্তি উক্ত প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দেন তিনি উক্ত পরিশ্রমের জন্য কোন মজুরী বা বেতন লয়েন না; জমীর মালিকও জমীর জন্য কোন খাজনা লয়েন না (আমাদের দেশের কোটালী জমী এই শ্রেণীর অন্তর্গত একপ্রকার চাকরান জমী)।

এই সকল জমীর জন্য নগদ বা ফসল খাজনা স্বরূপ দেওয়া না হইলেও এই সকল জমীর ভোগ দখলকারীও এক শ্রেণীর প্রজা। ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া ভূম্যধিকারী বা প্রজা খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করিতে পারেন বটে; কিন্তু সকল শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করা যায় না। মকররী রায়তের খাজনা কখনও বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে না; কিন্তু তদভিন্ন অন্য সকল শ্রেণীর প্রজারই খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে; চাকরাণ জমীর খাজনাই নাই; সুতরাং তাহার বৃদ্ধি হইবারও কিছুই নাই। কিন্তু এ স্থলে সকলেরই একটী বিশেষ আবশ্যকীয় কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক; ভূম্যধিকারী

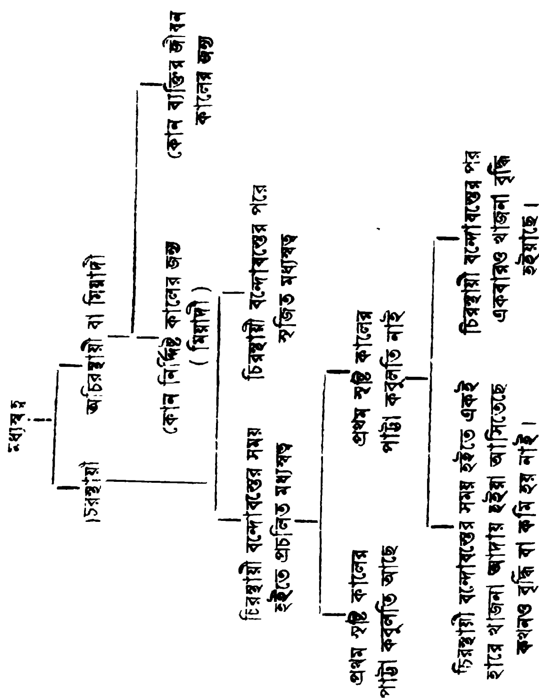
স্বেচ্ছায় কোন জমীকে মকররী করিয়া না দিলে যদিও তাহা সাধারণতঃ মকররী হয় না তথাপি প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার বিধান মতে অনেক জমী আইনের বলেই মকররী হইয়া যায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিই বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত হইয়া আছে; যে জমী সর্ব্ব প্রথমে যিনি বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন (ভূম্যধিকারী) ও যিনি বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন (প্রজা) তাঁহারা কেহ জীবিত থাকেন না; ঐরূপ বন্দোবস্ত দাতা বা বন্দোবস্ত গ্রহীতার উত্তরাধিকারিগণের দখলেও প্রায়ই অধিকাংশ জমী থাকে না, দান বিক্রয়াদি নানা প্রকারে হস্তান্তর হইয়া যায়; বন্যা অগ্নিদাহ, ও অন্যান্য নানা কারণে লোকের দলিল আদি নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সর্ব্ব প্রথম বন্দোবস্ত কালের কথা প্রমাণ করা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল প্রজার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; এই জন্যই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি কোন জমী সম্বন্ধে ক্রমাগত ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় জমী ভোগ করা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে উক্ত জমীকে মকররী জমী বলিয়া ধরা হইবে। যে সকল জমী ঐরূপ ভাবে আইনের বলে মকররী হয় তাহারও খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করা যায় না। সুতরাং যিনি প্রকৃত পক্ষে মকররী প্রজা এবং যাঁহার ঐরূপ মকররী স্বত্ব দলিল দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন তাঁহার খাজনা তো বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারিবেই না; অধিকন্তু যাঁহারা চেক দেখাইয়া ২০ বৎসর কাল একই হারে খাজনা আদায় দেখাইতে পারিবেন তাঁহাদের খাজনাও উক্ত ৫০ ধারার বিধান অনুসারে বৃদ্ধি

বা কমি হইবে না। এইরূপে অনেক দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা মকররী প্রজা হইয়া যায়, কিন্তু কোন কোর্ফা প্রজা বা দখলী স্বত্ব শূন্য প্রজা মকররী হইতে পারে না। উক্ত ৫০ ধারার বিধানানুসারে অনেক মধ্যস্বত্বাধিকারীও মকররী হইয়া যায়; যে সকল মধ্য স্বত্বাধিকারী ঐরূপে মকররী হইতে পারেন না তাঁহাদের খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে; তাঁহাদিগকে সেটেলমেণ্টে গড় মকররী বলা হয়। ঘাটয়ালী মধ্যস্বত্ব (যাহা বীরভূম জেলায় অনেক দেখা যায়) সম্বন্ধেও ৫০ ধারা মতে মকররী হইতে পারা যায় (গৌরী কান্ত বঃ রাজগোপাল ২ কঃ লঃ ৩৭৯) মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিতে পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদার, গাতিদার, হাওলাদার প্রভৃতিকে বুঝায়। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মতে কেবল মাত্র মকররী রায়ত ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে। দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমায় ঐ সকল শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে; ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমাতেও বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই একই নিয়মে কার্য্য হয়। কোন্ কোন্ শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে তাহা বলা হইয়াছে; কিন্তু কি কি কারণে বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে তাহা বলা হয় নাই। এক্ষণে তাহাই বলা হইবে। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে প্রজাগণকে 'প্রধানতঃ (১) মধ্যস্বত্বাধিকারী (২) রায়ত ও (৩) কোর্ফা রায়ত এই তিন ভাগে বিভক্ত করায় এবং ঐ তিন শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি ও কমি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নিয়ম থাকায় এ স্থলেও উক্ত তিন

শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি ও কমি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলা হইল।

(ক) মধ্যস্বত্ত্বাধিকারী

মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধি বা কমি সম্বন্ধে কি নিয়ম তাহা জানিতে হইলে প্রথমে আরও কয়েকটী বিষয় জানা আবশ্যক ; নিম্নে ক্রমে ক্রমে তাহাই বলা হইল। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে একটী রৈখিক চিত্র দেওয়া হইল :—


মধ্যস্বত্ব
চিরস্থায়ী
অচিরস্থায়ী বা মিয়াদী
কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য
(মিয়াদী)
কোন ব্যক্তির জীবন
কালের জন্য
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়
হইতে প্রচলিত মধ্যস্বত্ব
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে
সৃজিত মধ্যস্বত্ব
প্রথম সৃষ্টি কালের
পাট্টা কবুলতি আছে
প্রথম সৃষ্টি কালের
পাট্টা কবুলতি নাই
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই
হারে খাজনা আদায় হইয়া আসিতেছে
কখনও বৃদ্ধি বা কমি হয় নাই।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর
একবারও খাজনা বৃদ্ধি
হইয়াছে।

উপরের চিত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে কতকগুলি মধ্যস্বত্ব চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত আছে এবং কতকগুলি তৎপরে সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত আছে তাহার খাজনা সাধারণতঃ বৃদ্ধি হইতে পারে না; কিন্তু ঐরূপ মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে যদি পাট্টা কবুলতি পাওয়া যায় এবং উক্ত পাট্টা বা কবুলতির স্বত্বানুসারে যদি খাজনা বৃদ্ধি হইবার চুক্তি থাকে তাহা হইলে ঐরূপ মধ্যসত্বেরও খাজনা বৃদ্ধি হয়; পাট্টা কবুলতির সর্ত্তানুসারে বৃদ্ধি পাইবার চুক্তি না থাকিলে বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যদি পাট্টা কবুলতি না পাওয়া যায় তাহা হইলে খাজনা বৃদ্ধি হইবে কি না ইহা বিচার করিবার আবশ্যক হয়; এরূপক্ষেত্রে উক্ত মধ্যস্বত্বের খাজনা পূর্ব্বে কখনও বৃদ্ধি হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ লওয়া হয়; যদি পূর্ব্বে কখনও বৃদ্ধি না হইয়া থাকে এবং বরাবর একই হারে খাজনা আদায় হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারা মতে উক্ত মধ্যস্বত্বকে মকররী ধরা হয় এবং তাহার খাজনা আর বৃদ্ধি হইতে পারে না; কিন্তু পূর্ব্বে যদি একবার মাত্র বৃদ্ধি হওয়ারও সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় বৃদ্ধি হইতে পারে। যিনি খাজনা বৃদ্ধি পাইবার দরখাস্ত করেন তাঁহাকেই পাট্টা বা কবুলতি অনুসারে বৃদ্ধি পাইবার অধিকার থাকা বা পূর্ব্বে বৃদ্ধি হওয়া প্রমাণ করিতে হয়; যিনি বৃদ্ধি হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করেন তাঁহাকেও ঐরূপ বৃদ্ধি হওয়ার বিপক্ষে প্রমাণ দিতে হয়; কিন্তু দরখাস্তকারী কোন প্রমাণ দিতে না পারিলে অপর পক্ষকে (প্রতিবাদীকে)

কোন প্রমাণ দিতে হয় না, খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রীও হয় না।

যে সকল মধ্যস্বত্ব অচিরস্থায়ী অর্থাৎ ১০।২০।৫০ বা ১০০ বৎসরের জন্ত সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মিয়াদী মাত্র; উহা চিরস্থায়ী নহে; মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহার নূতন বন্দোবস্ত করা যায়; সুতরাং ইচ্ছামত খাজনা ধার্য্য করাও যায়। মিয়াদ মধ্যে খাজনা বৃদ্ধির স্বত্ব থাকিলে মিয়াদ মধ্যেও সর্ত্তমত খাজনা বৃদ্ধি হয়, (বামাসুন্দরী বঃ রাধিকা ১ উঃ রি ১৭২) কিন্তু ঐরূপ সর্ত্ত না থাকিলে মিয়াদী মধ্যস্বত্বেরও মিয়াদ মধ্যে খাজনা বৃদ্ধি করা যায় না; ঐরূপ ব্যক্তি মিয়াদ কাল পর্য্যন্ত মকররী বলিয়া গণ্য হয়। কোন ব্যক্তির জীবন কালের জন্য সৃজিত মধ্যস্বত্ব উক্ত ব্যক্তির জীবনান্তে তাঁহার ওয়ারিশগণ পায় না।

যে সকল মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে নিয়মাদি উপরে বলা হইল; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোন মধ্যস্বত্ব প্রচলিত ছিল তাহা প্রজার পক্ষে প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হয়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে; এই ১৩০ বা ১৩২ বৎসরের মনুষ্য কেহ জীবিত নাই; ঐ সময়ের দলিলাদীও প্রায়ই পাওয়া যায় না; এই দীর্ঘকাল মধ্যে অগ্নিদাহ বা জলপ্লাবন বা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জন্যও সম্পত্তি সকল সর্ব্বদাই হস্তান্তর হইতে থাকার জন্ত মূল দলীল যে কোথায় আছে বা আদৌ আছে কি না তাহা জানা যায় না; এই অসুবিধা দুর করিবার জন্ত

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার (২) প্রকরণে এই বিধান করা হইয়াছে যে যদি কোন প্রজা এইরূপ দেখাইতে পারেন যে তিনি ক্রমাগতে ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তনীয় হারে খাজনা দিয়া আসিতেছেন তাহা হইলে তাঁহার মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত আছে বলিয়া অনুমান করা হইবে এবং উক্ত প্রজাকে মকররী ধরা হইবে এবং ঐরূপ মধ্যস্বত্বের খাজনা আর কখনও বৃদ্ধি হইতে পারিবে না; সুতরাং এক্ষণে ২০ বৎসর কাল একই হারে খাজনা আদায় দেখাইতে পারিলেই আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না; মকররী প্রজা হওয়া যায়; কিন্তু ৫০ ধারার (২) প্রকরণের বিধান মতে কেবল অনুমান করা হয় মাত্র; যদি ভূম্যধিকারী পক্ষ ইহা দেখাইতে পারেন যে প্রজা ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত হারে খাজনা আদায় দিয়া আসিলেও তাহার মধ্যস্বত্ব ৫০ বৎসর কি ১০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইলে আর ২০ বৎসর কাল একই হারে খাজনা আদায় দেখাইলেও মকররী হওয়া যায় না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে সকল মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনেকটা আধুনিক। তাহার দলিলও প্রায়ই পাওয়া যায়; আইনানুসারে চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব দলীল ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না (কাশীশ্বরী বঃ হরিনাথ ৪০ ইঃ কে ১০০); সুতরাং ঐ সকল মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে পাট্টা কবুলতির সর্ত্তানুসারে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে বা পারে না।

১০৫ ধারা মতে কোন একজন সরিকের খাজনা বৃদ্ধি করিবার

অধিকার নাই (যতিন্দ্রনাথ বঃ প্রসন্নকুমার ১৫ কঃ উঃ ৭৪) ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু যদি মূল এষ্টেটে বিভক্ত হয় এবং উক্তরূপ বিভাগ বণ্টনের জন্য প্রত্যেক বিভক্ত অংশের মালিকের অধীনে পৃথক পৃথক মধ্যস্বত্বের সৃজন হয় তাহা হইলে প্রত্যেক বিভক্ত অংশের মালিকও খাজনা বৃদ্ধির দরখাস্ত করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন (হেমচন্দ্র বঃ কালীপ্রসন্ন ২৬ কঃ ৮৩২)

মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের মধ্যে কাহার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে ও কাহার পারে না তাহা উপরে বলা হয়, যাহাদের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাদের কোন কোন স্থানে বৃদ্ধি হইতে পারে ও কি নিয়মে বৃদ্ধি হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই বলা হইবে।

(ক) পাট্টা কবুলতি থাকিলে উক্ত পাট্টা কবুলতির সর্ত্তানুসারে বৃদ্ধি হইবে। এই বিষয়ে রায়ত (যথা দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট) ও মধ্যস্বত্বাধিকারী সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য আছে। যদি পাট্টা কবুলতির সর্ত্তানুসারে রায়তের খাজনা ১০ বৎসর অন্তর বৃদ্ধি হইবার চুক্তি থাকে বা টাকা প্রতি ৴০ আনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইবার চুক্তি থাকে তাহা হইলে উক্ত চুক্তি বে-আইনী ও তাহা বলবৎ হইবে না কারণ আইন মতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজনা ১৫ বৎসরের কমে বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং টাকা প্রতি ৴০ আনার অতিরিক্তও বৃদ্ধি হইতে পারে না; কিন্তু মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে ঐরূপ কোন আইন নাই; মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে পক্ষগণের চুক্তি মতেই কার্য্য হইবে। মনে কর কোন ভূম্যধিকারী ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর মধ্যে এইরূপ চুক্তি হইয়াছে যে উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা ৫

কি ১০ বৎসর পরে বৃদ্ধি হইবে এবং টাকা প্রতি ॥০ আট আনা হিসাবে বৃদ্ধি হইবে। এস্থলে ঐরূপ চুক্তি বে-আইনী হইবে না; যেরূপ চুক্তি আছে সেইরূপ বৃদ্ধিই হইবে।

(খ) পাট্টা কবুলতি না থাকিলে যে মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হয় উক্ত মধ্যস্বত্বের নিকটবর্ত্তী সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট অন্যান্য মধ্যস্বত্বের যে হারে খাজনা প্রচলিত আছে দাবী কৃত মধ্যস্বত্বের খাজনাও বৃদ্ধি হইয়া সেই হারে ধার্য্য হইবে। একটী কি দুইটী মধ্যস্বত্বের হার দৃষ্টে তাহাই প্রচলিত খাজনা ধরা হইবে না; অধিকাংশ মধ্যস্বত্বের খাজনা দৃষ্টে প্রচলিত খাজনা কত তাহাই স্থির হইবে।

(গ) যেখানে অন্যান্য মধ্যস্বত্ব সমূহের খাজনার হারের স্থিরতা নাই এবং তজ্জন্য প্রচলিত হার যে কি তাহা স্থির করা যায় না (প্রায়ই তাহা করা যায় না) সেই সকল স্থলে আদালত যেরূপ বৃদ্ধি হওয়া সঙ্গত বোধ করেন সেইরূপ বৃদ্ধি হইবে।

(ঘ) কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা একবারে সম্পূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি হইলে প্রজার কষ্ট হইবে বলিয়া যদি আদালতের বোধ হয় তাহা হইলে হঠাৎ বৃদ্ধি না হইয়া প্রতি বৎসর কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি হইবার মর্ম্মে আদালত আদেশ দেন; কিন্তু ৫ বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হইতে হইবে। মনে কর কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা ৫০০৲ টাকা; আদালত যদি উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা ১০০৲ টাকা বৃদ্ধি হওয়া সঙ্গত বোধ করেন কিন্তু হঠাৎ ৫০০৲ টাকা স্থলে ৬০০৲ টাকা হইলে প্রজার কষ্ট হইবে বলিয়া বোধ

করেন তাহা হইলে প্রতি বৎসর ২০৲ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি হইয়া ৫ বৎসরে ৬০০৲ টাকায় দাঁড়াইবে এইরূপ হুকুম দেন; কিন্তু ৬ বৎসরে ৬০০৲ টাকায় দাঁড়াইবে এরূপ হুকুম দিতে পারেন না।

(৫) মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করিবার কালে মধ্যস্বত্বাধিকারীর মোট আদায় কত তাহা প্রথমে স্থির করিয়া উক্ত মোট আদায়ের টাকা হইতে সরঞ্জামী খরচ বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহা হইতে মধ্যস্বত্বাধিকারীর মুনাফা স্বরূপে শতকরা অন্ততঃ ১০৲ টাকা বাদ দিতে হইবে; বক্রী টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯০৲ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। মনে কর কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর বাৎসরিক মোট আদায় ২০০০৲ টাকা এবং তাহাকে উক্ত মধ্যস্বত্বের জন্য ভূম্যধিকারীকে বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা খাজনা দিতে হয়; এবং উক্ত ২০০০৲ টাকা খাজনা আদায় জন্য গোমস্তা নগদী প্রভৃতির বেতনাদী ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ বাবত উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীর বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা খরচ হয়। এস্থলে মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করিবার কালে মোট আদায় ২০০০৲ টাকা হইতে প্রথমে সরঞ্জামী খরচ বাবত ৩০০৲ টাকা বাদ দিতে হইবে; বক্রী ১৭০০৲ টাকা হইতে মধ্যস্বত্বাধিকারীর মুনফা বাবত শতকরা অন্ততঃ ১০৲ টাকা হিসাবে ১৭০৲ টাকা বাদ দিতে হইবে; বক্রী ১৫৩০৲ টাকা মধ্যস্বত্বাধিকারীর বাৎসরিক খাজনা ধার্য্য হইবে; মুনফা বাবত মধ্যস্বত্বাধিকারীকে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে যাহা ধরিয়া দেওয়া হয় তাহা যতদূর সম্ভব কম মুনাফা; ইহা অপেক্ষা আর কম দেওয়া চলে না; কিন্তু আদালত উচিত

বোধ করিলে ইহার অধিক অর্থাৎ শতকরা ১৫৷২০৷২৫৲ বা ততোধিক টাকাও দিতে পারেন এবং কার্য্যতঃ প্রায়ই ১০৲ টাকার অতিরিক্ত দেওয়াও হয়; ১০০০৲ টাকা স্থলে ১৫৩০৲ টাকা খাজনার ডিক্রী প্রায়ই আদালত দেন না এবং ডিক্রী দিলেও হঠাৎ এত অধিক টাকার বৃদ্ধি হইতে দেন না; উপরের লিখিত মত ৫ বৎসর কাল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ১৫৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবার ডিক্রীই প্রায়ই দিয়া থাকেন; একটী মোকর্দ্দমায় নিম্ন আদালত সরঞ্জামী খরচ বাদে শতকরা ৭০৲ টাকা হিসাবে খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী দিয়াছিলেন; হাইকোর্ট তাহা অতিরিক্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। (রামকুমার বঃ রবার্টওয়াটসন ৯ কঃ উঃ ৩৩৪)

(ঙ) অনেক মধ্যস্বত্বাধিকারী জমী বন্দোবস্ত লইবার সময় ভূম্যধিকারীকে পন-সেলামী দেন; পতিত জমী বন্দোবস্ত লইয়া তাহা হাসিল করেন; জঙ্গল কাটিয়া জমী আবাদযোগ্য করেন; জলাভূমির জল নিকাশের ব্যবস্থা করেন; ঐ সকল স্থলে খাজনা বৃদ্ধি হওয়া উচিত কি অনুচিত তাহা বিবেচনা করিবার বিশেষ আবশ্যক হয় এবং বৃদ্ধি হওয়া উচিত বোধ হইলেও মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা তাহার পূর্ব্বাধিকারীর (পূর্ব্বাধিকারী অর্থে কেবল মাত্র পূর্ব্বপুরুষ বুঝায় না; পূর্ব্বে যাঁহারা মালিক ছিলেন তাঁহাদের সকলকে মায় বিক্রেতাকে বুঝায়) চেষ্টা, খরচ, পণ-সেলামী দেওয়া প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া খাজনা বৃদ্ধি দেওয়া হয়। এরূপ স্থলে আদালত প্রায়ই অধিক বৃদ্ধি দেন না এবং দেওয়াও উচিত নহে।

(চ) মধ্যস্বত্বাধিকারী বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর চেষ্টায় বা

খরচে জমীর উন্নতি হইয়া থাকিলে আদালত তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া বৃদ্ধি খাজনায় ডিক্রী দেন। মনে কর বন্যার জলে প্রতি বৎসর জমী ডুবিয়া যায় এবং তজ্জন্য ফসল নষ্ট হয়; জমীতে বালু পড়িয়া জমীর উর্ব্বরাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; এরূপ স্থলে যদি কোন মধ্য-স্বত্বাধিকারী বাঁধ বাঁধিয়া জমীকে বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা করেন এবং তজ্জন্য অধীনস্থ প্রজার নিকট হইতে বৃদ্ধি খাজনা আদায় করিতে থাকেন তাহা হইলে উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করিবার কালে মধ্যস্বত্বাধিকারীর উক্ত কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধি খাজনার ডিক্রী দেওয়া হয়; ঐরূপ না হইলে একজনের চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ের ফল আর একজন ভোগ করিতে পায়।

(ছ) অনেক মধ্যস্বত্বাধিকারী নিজ আত্মীয় স্বজন, গুরু, পুরোহিত, প্রিয় কর্ম্মচারী দেবসেবা প্রভৃতির জন্য জমী নিষ্কর করিয়া দেন; মধ্যস্বত্বাধিকারী ঐরূপ জমার খাজনা পান না বলিয়া মধ্য-স্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করিবার কালে উক্ত জমীর খাজনা বাদ দেওয়া হইবে না; উক্ত জমীর যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা হওয়া উচিত তাহা ধরিয়া মধ্যস্বত্বাধিকারীর মোট আদায় কত তাহা স্থির করা হইবে। মনে কর মহালে ১০০০/০ বিঘা জমী আছে এবং তন্মধ্যে ৯০০/০ বিঘা জমির জন্য মধ্যস্বত্বাধিকারী ৯০০৲ টাকা খাজনা আদায় পান এবং ১০০/০ বিঘা জমী তিনি নিজ গুরুকে নিষ্কর করিয়া দিয়াছেন; এস্থলে মধ্যস্বত্বাধিকারীর মোট আদায় ধরিবার কালে ৯০০/০ বিঘার বাবত মধ্যস্বত্বাধিকারী যে ৯০০৲

টাকা খাজনা পান তাহার সহিত বক্রী ১০০/০ বিঘা যাহা তিনি নিষ্কর করিয়া দিয়াছেন তাহার খাজনা ১০০৲ টাকা যোগ করিয়া মোট আদায় ১০০০৲ টাকা ধরিয়া সেই হিসাবে উপরোক্ত নিয়মানুসারে খাজনা বৃদ্ধি হইবে। ঐরূপ না হইলে ভূম্যধিকারীকে সহজেই প্রতারণা মূলে ফাঁকি দেওয়া যায়।

এস্থলে একটী বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক; মধ্যস্বত্বাধিকারী ভূম্যধিকারীকে বৎসরে যত টাকা খাজনা দেন তিনি যদি নিজ অধীন প্রজার নিকট তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আদায় করেন এইরূপ দেখা যায় তাহা হইলে সাধারণতঃ মধ্যস্বত্বাধিকারীর দেয় খাজনা সঙ্গত নহে ইহাই ধরা হয় এবং তাঁহার খাজনা বৃদ্ধি করা হয়।

যে যে কারণে ও যে যে নিয়মে মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা উপরে বিশদভাবে বলা হইল। উপরোক্ত বিষয় ছাড়া জমী বৃদ্ধির জন্যও মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে। মনে কর মধ্যস্বত্বাধিকারী রাম ভূম্যধিকারীর নিকট ১০০০/০ বিঘা জমী বাৎসরিক ৫০০৲ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে; কিন্তু যদি রামের দখলে ১২০০/০ বিঘা জমী থাকা দেখা যায় তাহা হইলে অতিরিক্ত ২০০/০ বিঘা জমীর জন্য রামকে বাৎসরিক অতিরিক্ত ১০০৲ টাকা দিতে হইবে। অতিরিক্ত জমীর জন্য কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইবে তাহা নিম্নে বলা হইল।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারি প্রকারে জমী অতিরিক্ত হইতে পারে।

(ক) বন্দোবস্তি জমীর পার্শ্বে অন্য পতিত জমী থাকিলে তাহা চাপিয়া লইয়া নিজ জমীর সামিল করিলে জমী বৃদ্ধি হইতে পারে।

(খ) বন্দোবস্তি জমির পার্শ্বে জঙ্গলাদি থাকিলেও তাহা নিজ জমীর সামিল করিয়া লইলে জমী বৃদ্ধি হইতে পারে।

(গ) বন্দোবস্তী জমীর পার্শ্বস্থিত অন্য প্রজার জমী নিজ জমীর সামিল করিতে পারিলে জমী বৃদ্ধি হইতে পারে।

(ঘ) পয়স্তী হইয়া নূতন জমী বন্দোবস্তী জমীর সংলগ্ন হইলে জমী বৃদ্ধি হইতে পারে।

উপরোক্ত প্রকারে জমী বৃদ্ধি হইলে প্রজাকে অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা দিতে হয় বটে; কিন্তু অতিরিক্ত জমীটুকু যদি পার্শ্ববর্ত্তী অন্য মহালের অন্তর্গত ও অন্য ভূম্যধিকারীর জমী হয় তাহা হইলে প্রজা উক্ত জমীর জন্য উক্ত অন্য ভূম্যধিকারীকে খাজনা না দিয়া তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে উক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা দিবে কেন একথা স্বতঃই মনে উদয় হইতে পারে কিন্তু আইন মতে প্রজাকে উক্ত অতিরিক্ত জমীর জন্য নিজ ভূম্যধিকারী-কেই অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইবে। প্রজা অন্য ভূম্যধিকারীর জমী চাপিয়া লইলে তাহা উক্ত প্রজার নিজ ভূম্যধিকারীরও উপ-কারার্থে করা হইয়াছে বলিয়াই ধরা হইবে (নদেয়চাঁদ বঃ মিঞাজান ১০ কঃ ৮২০)।

জমী অতিরিক্ত হইলেই প্রজাকে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জমী বৃদ্ধি হই-

য়াছে কি না অর্থাৎ বন্দোবস্তী জমী অপেক্ষা প্রজার দখলে সত্য সত্যই অতিরিক্ত জমী আছে কি না তাহা লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজাপক্ষে সর্ব্বদাই বিরোধ উপস্থিত হয়; সেটেলমেণ্টে যে হাত কাঠী ও যে মাপ প্রচলিত তাহার জন্তও এই বিবাদ আরও বেশী বাধে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ জমীই বহুকাল পূর্ব্বে বন্দোবস্ত হইয়াছে; ঐ সময়ের লোকজনও কেহ বাঁচিয়া নাই; ঐ সময়ের দলিলপত্রও প্রায়ই পাওয়া যাইত না; সুতরাং কোন্ জমী কি ভাবে প্রথম বন্দোবস্ত হইয়াছিল. তাহা জানিবার উপায়ও পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে দেশে ২০ ইঞ্চি ২২ ইঞ্চি প্রভৃতির হাতকাটী প্রচলিত ছিল; ঐরূপ হাতকাটীর ৪ হাতে এক কাঠা ধরা হইত; সেটেলমেণ্টে সর্ব্বত্রই ১৮ ইঞ্চিতে হাত ও উক্ত হাতের হাতকাটীর ৪ হাতে এককাঠা ধরিয়া স্বত্বলিপিতে জমির পরিমাণ লিখিত হয়; (জমীর পরিমাণ ইংরাজী-মাপে অর্থাৎ একর হিসাবে লিখিত হই-লেও একরকে অনায়াসে বিঘা কাঠায় পরিণত করিতে পারা যায়); ৩০ ইঞ্চি বা ২২ ইঞ্চি হাতের হাতকাটীতে বন্দোবস্তী জমী ১৮ ইঞ্চি হাতের হাত কাটীতে মাপ করিলে জমীতো নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে; ঐরূপ জমী বৃদ্ধির জন্য ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত খাজনা পাইতে পারেন না; ঐরূপ বৃদ্ধিও প্রকৃত বৃদ্ধি নহে। পূর্ব্বে দেশে কম্পাস বা প্লেন টেবল জরীপ ছিল না; বংশদণ্ড রশি প্রভৃতির দ্বারা মাপ করিয়া জমী বন্দোবস্ত হইত; ঐ সকল মাপ তাদৃশ সূক্ষ্ম নহে; সেটেলমেণ্টের সার্ভে জরীপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সূক্ষ্ম ভাবে মাপ

করা হয় ; দেশীয় প্রথায় স্থূলভাবে মাপ করা জমী সার্ভে জরীপে সূক্ষ্মভাবে মাপ করিয়া যে বৃদ্ধি পাওয়া যায় তাহা ধরিয়াও খাজনা বৃদ্ধি হইবে না (দেশীয় প্রথায় জমীর আইল বাদ দিয়াও সেটেলমেণ্টে আইল ধরিয়া মাপ করা হয় এবং তজ্জন্যও জমী বৃদ্ধি হয়) ; জমী বন্দোবস্ত কালে যে ভাবে ও যে প্রণালীতে মাপ করিয়া বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই ভাবে ও সেই প্রণালীতে মাপ করিয়া জমী বৃদ্ধি হওয়া চাই ; নতুবা খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভূম্যধিকারীর কাগজে লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত জমী পাওয়া গেলেই খাজনা বৃদ্ধি হয় না (২০ কঃ ৫৭৯).

জমীর বৃদ্ধির জন্য খাজনা বৃদ্ধির মোকর্দ্দমায় জমীর পাট্টা কবুলতি পাওয়া গেলে উক্ত পাট্টা কবুলতির লিখিত চৌহদ্দী সম্বন্ধে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা হয়। যদি কোন নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীর অন্তর্গত জমীই বন্দোবস্ত হইয়া থাকে এবং উক্ত চৌহদ্দীর অন্তর্গত জমীর পরিমাণ আন্দাজ মত দলিলে লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সেটেলমেণ্টের মাপে উক্ত চৌহদ্দী মধ্যে বৃদ্ধি জমী পাওয়া গেলেও তজ্জন্য খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না (কাজী আবদুল বঃ বরদাকান্ত ১৫ উঃ বিঃ ৩৯৪) কোন পাট্টা কবুলতির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন দাগের প্রতিদাগে জমীর যে পরিমাণ উল্লিখিত থাকে সেটেলমেণ্টের মাপে ঐ সকল দাগে অতিরিক্ত জমী থাকা সাব্যস্ত হইলেই তজ্জন্য প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না (মুদি হু দিন ধঃ সন্দেশ ১২ উঃ বি ৪৩৯)।

কিন্তু যদি চৌহদ্দীর সহিত স্থিরতা না পাওয়া যায় তবে দলিলে

জমির যে পরিমাণ উল্লিখিত থাকে তাহাই মূলে বন্দোবস্ত হওয়া ধরা হয় এবং সেটেলমেণ্টের মাপে অতিরিক্ত জমী পাওয়া গেলে খাজনা বৃদ্ধি হয়; (রামেশ্বর ধঃ রাম তারক ১৪ কঃ উঃ ২৬৮); কিন্তু যদি জমির পরিমাণ ও চৌহদ্দি উভয়ই বেশ পরিষ্কার ও নিঃসন্দেহভাবে পাওয়া যায় তাহা হইলে যেটী পক্ষগণের অভিপ্রায়ের অনুরূপ বলিয়া অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় সেইটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই খাজনা বৃদ্ধি করা হয় বা হয় না (দুর্গাপ্রসাদ বঃ রাজেন্দ্রনারায়ণ ৩৭ কঃ ২৩৯); (২০ কঃ ৫৭৯); ঐরূপ অভিপ্রায় অনুমান করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত অবস্থা ও পক্ষগণের পরবর্ত্তী আচরণের প্রতি দৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যদি এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে জমী মাপ করিয়াই জমীর পরিমাণ স্থির করা হইয়াছিল এবং ঐরূপ মাপের উপর নির্ভর করিয়াই খাজনা ধার্য্য করা হইয়াছিল তাহা হইলে কবুলতিতে জমীর চৌহদ্দী দেওয়া আছে বলিয়াই উক্ত চৌহদ্দীর অন্তর্গত জমিই প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এরূপ ধরা হইবে না; ঐরূপ ক্ষেত্রে উক্ত চৌহদ্দীর অন্তর্গত জমী বৃদ্ধি পাওয়া গেলে তজ্জন্য বৃদ্ধি খাজনা দিতে হইবে। (১৫ কঃ উঃ ৯২১)

প্রথম বন্দোবস্তকালে জমী মাপ করিয়া বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে এবং উক্ত বন্দোবস্তকালীন মাপে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহাই পাট্টা, কবুলতি থোকা বা মুড়ি চেকে উল্লিখিত থাকিলে পরবর্ত্তিকালে যদি মাপ করিয়া উক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি থাকা দেখা যায় তাহা হইলে প্রজা বন্দোবস্তের পর কোন প্রকারে অতিরিক্ত জমী

নিজ জমীর সামিল কারণ হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না; সুতরাং উক্ত অতিরিক্ত জমীর জন্য ভূম্যধিকারীর বৃদ্ধি খাজনা খাজনা পাইবার পক্ষেও কোন বাধা ঘটে না; কিন্তু যে সকল জমী বহু পূর্ব্বে বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে সকল জমী বন্দোবস্তকালের কোন লোক পাওয়া যায় না বা কোন দলিলও দেখা যায় না ঐ সকল জমী মাপ করিয়াই বন্দোবস্ত হইয়াছিল কিনা তাহা জানিতে পারা যায় না; এইরূপ গোলযোগ নিবারণ জন্য প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫২ ধারার (৬) প্রকরণে এই প্রকার বিধান আছে যে যে সময়ে জমী মাপ করিয়া পাট্টা কবুলতি থোকা বা মুড়িচেকে লিখিত জমী অপেক্ষা অতিরিক্ত জমী প্রজার দখলে থাকা দেখিতে পাওয়া যায় ঐ সময়ে মহালে মাপ করিয়া জমী বন্দোবস্ত করিবার প্রথা থাকা দেখা গেলে পূর্ব্বেও ঐরূপ মাপ করিয়া জমী বন্দোবস্ত করিবার প্রথা ছিল এইরূপ অনুমান করা হয় এবং অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনাও ডিক্রি হয় (২৫ কঃ উঃ ২৩০); মনে কর রাম ১০০০/ একটী মধ্য স্বত্বীয় জমীর প্রজা এবং বহুকাল পূর্ব্ব হইতে উক্ত মধ্য স্বত্ব প্রচলিত আছে এবং পাট্টা কবুলতিতে ১০০০/ বিঘা জমই উল্লিখিত আছে। ১৩৩১ সালের সেটেলমেণ্টের মাপে উক্ত মধ্য স্বত্ব মধ্যে ১২০০/ বিঘা জমী দেখা যাওয়ায়; ভূম্যধিকারী শ্যাম স্বত্ব লিপির চূড়ান্ত প্রচারের পর দুই মাস মধ্যে ১৩০০ সালে উক্ত মধ্য সত্বে ২০০/ বিঘা জমী অতিরিক্ত থাকার হেতুবাদে উক্ত ২০০/ বিঘা জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা পাইবার জন্য ১০৫ ধারা

মতে মোকদ্দমা করিলেন ; যদি ১৩১৮ সালে মহালে প্রচলিত প্রথা অনুসারে জমী মাপ করিয়াই জমী বন্দোবস্ত হওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকা দেখা যায় তাহা হইলে রামের ভোগ দখলি মধ্য স্বত্ব বহুকাল পূর্ব্বের বন্দোবস্তী হইলেও এবং উক্ত বন্দোবস্ত কালে মাপ করিয়া বন্দোবস্ত হইয়াছিল কি না তাহা স্পষ্টভাবে জানিতে পারা না গেলেও উক্ত মধ্য স্বত্ব প্রথম বন্দোবস্তকালে মাপ করিয়াই বন্দোবস্ত হইয়া খাজনা ধার্য্য হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা হইবে এবং উক্ত ২০০/ বিঘা জমীর জন্য রামকে অতিরিক্ত খাজনাও দিতে হইবে। এইরূপ স্থানে পরবর্ত্তীকালের প্রথা দেখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তীকালের প্রথা অনুমান করা হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে অসুবিধা আছে ; সুচতুর ভূম্যধিকারী দেশে সেটেলমেণ্ট আসিবার পূর্ব্বে মাপ করিয়া জমী বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধির অযোগ্য জমীকেও বৃদ্ধি যোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন ; কিন্তু ইহাই বর্ত্তমান আইন ও মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে সাব্যস্ত নজির ; সুতরাং উপায় নাই।

অতিরিক্ত জমীর জন্য যেস্থলে ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত খাজনা পাইতে হকদার সেই সকল স্থানে অতিরিক্ত জমীর জন্য ভূম্যধিকারী কি পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি পাইবেন ইহা লইয়াও আর এক বিরোধ উপস্থিত হয়। মধ্য স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা ধার্য্যকালে উক্ত মধ্য স্বত্বাধিকারী তাঁহার মধ্য স্বত্বের অন্তর্গত অন্যান্য জমী সম্বন্ধে যে হারে লভ্য পান সেই হারে

তাঁহার লভ্য বজায় রাখিয়া খাজনা ধার্য্য হইবে। মনে কর মধ্য স্বত্বাধিকারী রামের মধ্য স্বত্বের অন্তর্গত ১০০০/ বিঘা জমী প্রত্যেকের নিকট ২০০/ বিঘা হিসাবে ৫ জন প্রজার নিকট বন্দোবস্ত আছে এবং ৫ জন প্রজার প্রত্যেকের নিকট রাম বাৎসরিক ২০০ টাকা হিসাবে ১০০০৲ টাকা খাজনা পাইয়া থাকেন; উক্ত ১০০০৲ টাকা খাজনা আদায় করিতে রামের ২০০৲ টাকা সরঞ্জমী খরচা পড়ে এবং ভূম্যধিকারীকে ৩০০৲ টাকা বাৎসরিক খাজনা দিতে হয়; সুতরাং রাম ৫০০৲ টাকা দিয়া ৫০০৲ টাকা পান; কাজেই রামের মুনফা বা লভ্য ৫০০৲ টাকা মাত্র; এস্থলে রাম ৫০০৲ টাকা দিয়া ৫০০৲ টাকা মুনফা বা লভ্য পাইতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা শতকরা ১০০৲ টাকা বা টাকায় টাকা লাভ। যদি উক্ত মধ্য স্বত্ব মধ্যে ১২০০/ বিঘা জমীর জন্যও রামকে ঐ হারে মুনফা দিয়া অতিরিক্ত জমীর খাজনা ধার্য্য হইবে; যদি উক্ত ২০০/ বিঘা জমী রাম ২০০৲ টাকায় প্রজা বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে রামকে উক্ত অতিরিক্ত জমীর জন্য ১০০৲ টাকা মুনফা দিয়া খাজনা ধার্য্য হইবে অর্থাৎ অতিরিক্ত ২০০/ বিঘা জমীর জন্য মুনফা ১০০৲ ও সরঞ্জমী খরচ ৪০৲ টাকা বাদ দিয়া বক্রী ৬০৲ টাকা খাজনা ধার্য্য হইবে; যদি রাম উক্ত অতিরিক্ত ২০০/ বিঘা জমী ৪০০৲ টাকা খাজনার বন্দোবস্ত করিতে পারিয়া থাকেন তাহা হইলে রামের মুনফা ২০০৲ টাকা ও সরঞ্জমী খরচ ৮০৲ টাকা বাদ দিয়া বক্রী ১২০৲ অতিরিক্ত জমির খাজনা ধার্য্য হইবে। যে ভাবেই খাজনা

ধার্য্য হউক না কেন কোন ক্ষেত্রেই অসঙ্গত অনাহ্য খাজনা ধার্য্য হইবে না। অতিরিক্ত জমির জন্য অতিরিক্ত খাজনা ধার্য্যকালে প্রজা কতকাল যাবৎ নিরাপত্তে উক্ত অতিরিক্ত জমী ভোগ দখল করিতেছে ইহাও দেখা হয়।

জমী বৃদ্ধি জন্য ভূম্যধিকারী বৃদ্ধি খাজনা পাইতে পারেন বটে; কিন্তু অনেকস্থলে এরূপ দেখা যায় যে কোন মধ্য স্বত্ব মধ্যে প্রথমে ১০০০/ বিঘা জমীই বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু পরে তন্মধ্যে ২০০/ বিঘা জমী শিকস্তী হইয়া বহুকাল যাবৎ নদীর জলতলে ছিল; কিন্তু তজ্জন্য ভূম্যধিকারী খাজনা কমি দেন নাই বা মধ্য স্বত্বাধিকারী খাজনা কমি লয়েন নাই; যদি উক্ত ২০০/ বিঘা জমী পয়স্তী হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব জমির সংলগ্ন হয় তাহা হইলে ভূম্যধিকারী তজ্জন্য কোন বৃদ্ধি খাজনা পাইতে পারেন না; বহুদিন যাবত ৮০০/ বিঘা জমীর জন্য ১০০০/ বিঘার খাজনাই আদায় দিয়াছেন বলিয়া পয়স্তীর পর বৃদ্ধি ২০০/ বিঘার জন্য প্রজা বৃদ্ধি খাজনা দিতে আদৌ বাধ্য নহে; এস্থলে প্রকৃতপক্ষে কোন জমী বৃদ্ধি হওয়া বলা যায় না; কিন্তু যদি উক্ত ২০০/ বিঘার জন্য প্রজা খাজনা কমি পাইত তাহা হইলে পয়স্তীর পর জমী বৃদ্ধির জন্য খাজনা বৃদ্ধি দিতেই হইত।

জমী বৃদ্ধি জন্য কি কি ভাবে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা উপরে বলা হইল। সে সম্বন্ধে খাজনা বৃদ্ধির নিয়ম সকল শ্রেণীর প্রজা যথা মধ্য স্বত্বাধিকারী, রায়ত, কোর্ফা রায়ত ও সকলের সম্বন্ধেই এক। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫২ ধারার বিধানে

একই নিয়মে সকল শ্রেণীর প্রজারই খাজনার বৃদ্ধি বা কমি হয়; তজ্জন্য এই পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে উক্ত ৫২ ধারার বিধান মায় টীকা সন্নিবেশিত করা হইল। তাহা পাঠে এ সম্বন্ধে সকল বিষয় জানা যাইবে।

মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় নিয়ম বলা হইল; এক্ষণে খাজনা কমি সম্বন্ধে বলা হইবে।

মধ্য স্বত্বাধিকারীর জমীর পরিমাণ একই থাকা স্বত্ত্বেও মোকদ্দমা করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করা যায়, এবং তৎসম্বন্ধে প্রজাস্বত্ত্ব বিষয়ক আইনে বিধানও আছে; কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে মোকদ্দমা করিয়া খাজনা কমি পাইবার কোন বিধান নাই; কিন্তু জমীর পরিমাণ কম হইলে খাজনা কমি হইবার বিধান আছে এবং মোকদ্দমা করিয়া ঐরূপ কারণে খাজনা কমি করিতে পারা যায়। এস্থানে প্রমাণের ভার প্রজার উপরেই পড়ে। মহালে পরিমাপ করিয়া জমী বন্দোবস্ত হইবার প্রথা আছে কিনা বা মূল বন্দোবস্ত কালে পরিমাপ করিয়াই জমী বন্দোবস্ত হইয়াছিল কিনা; কি প্রণালিতে ও কিরূপ মাপে জমী পরিমাপ করা হইয়াছিল এই সকল বিষয় প্রজাকেই প্রমাণ করিয়া জমী কম হওয়া সাব্যস্ত করিতে হয়। জমি বৃদ্ধি জন্য খাজনা বৃদ্ধি পাইতে হইলে ভূম্যধিকারীকে জমী বৃদ্ধি দেখাইবার জন্য যেরূপভাবের প্রমাণ দিতে হয় জমী কমি জন্য খাজনা কমি পাইবার জন্য প্রজাকেও সেইরূপভাবে প্রমাণ দিতে হয়। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট ভাগে ৫২ ধারা ও তাহার টীকা দেখ।

মকররী রায়ত—এই শ্রেণীর রায়তের জমীর পরিমাণ একই থাকিলে তাহার খাজনা কখনও বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারে না; কিন্তু জমীর পরিমাণের তারতম্য অনুসারে খাজনা বৃদ্ধি ও কমি হইতে পারে। ইহাও ৫২ ধারার বিধান অনুসারে হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট ভাগে ৫২ ধারার বিধান দেখ। জমীর পরিমাণ একই থাকিলেও দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার খাজনা দুই প্রকারে বৃদ্ধি হইতে পারে; যথা মোকদ্দমা দ্বারা বা চুক্তির দ্বারা ভূম্যধিকারী প্রজার মধ্যে কৃত চুক্তি অনুযায়ী খাজনা বৃদ্ধি হইলে তাহা আপোষে ঐ জন্য মোকদ্দমা করিবার আবশ্যক হয় না; যে স্থলে আপোষ হয়; খাজনা বৃদ্ধি হয় না সেই স্থলেই বৃদ্ধি করাইবার জন্য মোকদ্দমা করিতে হয়; এ স্থলে মোকদ্দমা করিবার খাজনা বৃদ্ধির কথাই লিখিত হইল; কারণ ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করা মোকদ্দমা করিয়াই বৃদ্ধি করা মাত্র।

দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজনা মোকদ্দমা দ্বারা নিম্নলিখিত চারি প্রকারে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে:—

(ক) রায়তের দেয় বর্ত্তমান খাজনার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম থাকিলে।

(খ) প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে।

(গ) ভূম্যধিকারীর চেষ্টায় ও খরচে জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে;

(ঘ) স্রোতের গতি পরিবর্ত্তনে জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইলে।

যে সকল কারণে রায়তের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে তদসম্বন্ধে বিশদভাবে জানিবার পূর্ব্বে সকলে একটী প্রধানবিষয় স্মরণ রাখিবেন; খাজনা নগদ টাকায় দেওয়া যাইতে পারে; ফসল দ্বারাও দেওয়া যাইতে পারে। জমী ভোগ দখল জন্য প্রজা নগদ বা ফসল যাহা দেন তাহাই খাজনা (নগদ টাকা না হইলে যে তাহা খাজনা হয় না এরূপ যেন কেহ মনে করিবেন না) কিন্তু নগদ টাকায় খাজনা দেওয়া হইলে উক্ত খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে; ফসল দ্বারা খাজনা দেওয়া হইলে তাহা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না এবং তাহার জন্য ১০৫ ধারার মোকদ্দমাও চলিবে না। কতক ফসল ও কতক নগদ টাকার দ্বারা খাজনা দেওয়া হইলেও ঐ খাজনাও বৃদ্ধি হইতে পারিবে না (২৪ কঃ লঃ ৩৭৩)

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৩০, ৩১, ৩১ (ক) ৩১ (খ) ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭ ধারায় উপরোক্ত চারি প্রকারে কি কি ভাবে ও কি কি নিয়মে রায়তের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার বিধান আছে; দেওয়ানী আদালতে উক্ত বিধানানুসারে খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী হয়; ১০৫ ধারার মোকদ্দমাতেও উক্ত বিধানানুসারে খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী হয়; সুতরাং সকলের উক্ত বিধান গুলিও জানা আবশ্যক। এই জন্যই এ স্থলে ভিন্নভাবে খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষরূপ না বলিয়া এই পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে উক্ত বিধান ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখাসহ আবশ্যকীয় নজীরাদী উল্লেখ-পূর্ব্বক খাজনা বৃদ্ধির নিয়মাদী বিশদভাবে বলা হইল। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট ভাগ পাঠ করিলেই অবশ্য জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় জানা যাইবে।

উপরোক্ত কারণ ব্যতীত জমী বৃদ্ধি জন্য ও এই শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে এ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট ভাগে ৫২ ধারার বিধান দেখ। জমীর পরিমাণ একই থাকা স্বত্ত্বেও দাখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তজ্জন্য রায়ত ১০৫ ধারার মোকদ্দমাও করিতে পারে, কিন্তু এ স্থলেও নগদ টাকায় খাজনা দেওয়া চাই; নতুবা কমি হইবে না।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৩৮ ধারার বিধান মতে জমীর পরিমাণ একই থাকা স্বত্ত্বেও নিম্নলিখিত কারণে এই শ্রেণীর প্রজার খাজনা কমি হইতে পারে:—

(১) জমীর উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হইলে।

(২) প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য হ্রাস হইলে।

জমীর উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে প্রজার খাজনা কমি পাইবার অধিকার আছে বটে; কিন্তু প্রজার নিজ দোষে উক্ত উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হইলে তজ্জন্য প্রজা খাজনা কমি পাইতে পারে না; উক্ত উর্ব্বরতা শক্তি অস্থায়ীভাবে কিছুদিনের জন্য নষ্ট হইলেও খাজনা কমি হইবে না, স্থায়ীভাবে উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইলেই কমি হইবে; প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য হ্রাস হেতু খাজনা কমি পাইতে হইলে উক্ত মূল্যও স্থায়ীভাবে হ্রাস হওয়া চাই (প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা নিরিখ বৃদ্ধি থাকা হেতু ও খাজনা কমি পাওয়া যায় না) এ সম্বন্ধে এই পুস্তকের পরিশিষ্টভাগে ৩৮ ধারায় বিধান মায় টীকা সন্নিবেশিত করা হইল। তাহা পাঠ করিলে অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল বিষয় জানা যাইবে।

জমীর পরিমাণ কম হইলেও এই শ্রেণীর প্রজারা অন্যান্য শ্রেণীর প্রজার ন্যায় খাজনা কমি পাইবার অধিকার আছে। এ সম্বন্ধেও পরিশিষ্টভাগে ৫২ ধারার বিধান দেখ।

দখলী স্বত্ব শূন্য রায়ত :— এই শ্রেণীর প্রজার স্বত্ব অতি দুর্ব্বল। দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা খাজনা বাকী ফেলিলে তাহাকে তজ্জন্য উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না; নালিশ করিয়া বাকী খাজনা আদায় করিতে পারা যায় মাত্র; দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা খাজনাবৃদ্ধি দিতে স্বীকার না করিলে তজ্জন্যও তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না; নালিশ করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় মাত্র; কিন্তু দখলি স্বত্ব শূন্য প্রজার স্বত্ব এতই দুর্ব্বল যে এই শ্রেণীর প্রজা খাজনা বাকী ফেলিলে বা বৃদ্ধি খাজনা দিতে স্বীকার না করিলে তাহাকে জমী হইতে উচ্ছেদ পর্য্যন্ত করিতে পারা যায়। দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে কি ভাবে ও কি রূপে তাহা করিতে হইবে তৎ সম্বন্ধে যেরূপ বাধাবাধি নিয়ম আছে দখলীস্বত্ব শূন্য প্রজার সম্বন্ধে ঐরূপ বাধাবাধি নিয়মও নাই; এই শ্রেণীর প্রজা বহু পরিমাণে ভূম্যধিকারীর করতলগত; ভূম্যধিকারীর অনুগ্রহ বা নিগ্রহের উপরে এই শ্রেণীর প্রজার লাভ বা

লোকসান নির্ভর করে। কিন্তু তাই বলিয়া যখন যে ভাবে ইচ্ছা তখনি সেই ভাবেই যে এই শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করা যায় বা তাহাকে জমী হইতে উচ্ছেদ করা যায় এরূপ নহে।

এই শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলেও দুইটী নিয়মের অধীন কার্য্য করিতে হয়; প্রজা আপোষে খাজনা বৃদ্ধি দিতে স্বীকার করিলেও তাহার নিকট হইতে তন্মর্ম্মে রেজেষ্ট্রীকৃত চুক্তিপত্র লিখিয়া লইতে হয়; চুক্তিপত্র ব্যতীত অন্য প্রকারে আপোষেও খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না; কিন্তু যদি ক্রমাগত ৩বৎসর কাল প্রজা বৃদ্ধি হারে খাজনা আদায় দিয়া থাকে তাহা হইলে আর রেজেষ্ট্রীকৃত চুক্তি পত্রের আবশ্যক হয় না; প্রজা উক্ত বৃদ্ধি হারেই খাজনা দিতে বাধ্য হয়; ৩ বৎসরকাল বৃদ্ধি হারে খাজনা দিয়া পরে আপত্তি করিলে এ বিষয়ে তাহার আপত্তি আর গ্রাহ্য করা হয় না। কিন্তু যদি প্রজা কখনও বৃদ্ধি হারে খাজনা না দিয়া থাকেন এবং ভূম্যধিকারী বৃদ্ধি খাজনা দাবী করিলেও রেজেষ্ট্রারী কৃত চুক্তি পত্র সম্পাদন করিয়া না দেন তাহা হইলে ঐরূপ প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে ভূম্যধিকারীকে অগত্যা আদালতের আশ্রয় লইতে হয়; কিন্তু আদালতের আশ্রয়ে খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলেও প্রথমে প্রজার উপর আদালত সাহায্যে চুক্তি পত্র জারী করাইয়া প্রজাকে

উক্ত চুক্তি পত্র সম্পাদন করিয়া দিবার জন্য বলিতে হয়; প্রজা যদি উক্ত চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া আদালতে দাখিল করেন তাহা হইলে উক্ত চুক্তিপত্র অনুযায়ী ভূম্যধিকারী বৃদ্ধি খাজনা আদায় করিতে পারেন; প্রজা উক্ত চুক্তি পত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে ভূম্যধিকারী তাঁহাকে জমী হইতে উচ্ছেদ করিয়ার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন।

(পরিশিষ্ট দেখ)

১০৫ ধারার মোকদ্দমায় সেটেলমেণ্ট আদালতের খাজনা নির্ণয় (বৃদ্ধি বা কমি) করিবার অধিকার আছে; কিন্তু সেটেলমেণ্ট আদালতের কাহাকেও উচ্ছেদ করিবার অধিকার নাই; দখলিস্বত্ব শূন্য রায়তেরা বৃদ্ধি খাজনা দিতে অস্বীকার করিবার পরিমাণ জমী হইতে উচ্ছেদ হয়; সুতরাং এই শ্রেণীর প্রজা সম্বন্ধে সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫ ধারার মোকদ্দমা করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা বিফল। এই শ্রেণীর প্রজার খাজনা মোকদ্দমা দ্বারা বৃদ্ধি করিতে হইলে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করাই কর্ত্তব্য। তবে কেবলমাত্র জমী বৃদ্ধি জন্য খাজনা বৃদ্ধি পাইবার জন্য এই শ্রেণীর প্রজার বিরুদ্ধে সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫ ধারার মোকদ্দমা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্টভাগে ৫২ ধারার বিধান দেখ।

এই শ্রেণীর প্রজার জমির পরিমাণ একই থাকা স্বত্ত্বে মোকদ্দমা করিয়া খাজনা কমি পাইবার বিধান নাই; কিন্তু জমির পরিমাণ

কম হওয়ার জন্য খাজনা কমি পাইবার বিধান আছে। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট ভাগে ৫২ ধারার বিধান দেখ।

কোর্ফা রায়ত—এই শ্রেণীর প্রজার স্বত্বও অতি দুর্ব্বল। এই শ্রেণীর প্রজাও ভূম্যধিকারীর করতলগত ; ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করিলে এই শ্রেণীর প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা ঘটে না ; নোটীশ দিয়া এক বৎসর পরেই উচ্ছেদ করিতে পারেন। জমির পরিমাণ একই থাকা স্বত্বেও এই শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে রেজেষ্ট্রীকৃত চুক্তি পত্র না থাকিলে রায়ত নিজে তাঁহার ভূম্যধিকারীকে যে খাজনা দেন কোর্ফা রায়তের নিকট হইতে উক্ত খাজনার টাকার উপর শতকরা ২৫৲ টাকার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে না ; রেজেষ্ট্রীকৃত চুক্তিপত্র থাকিলে রায়তের নিজ দেয় খাজনার টাকার উপর শতকরা ৫০৲ টাকার অতিরিক্তও বৃদ্ধি পাইতে পারে না। মনে কর রাম শ্যামের অধীনে ১০০/ বিঘা জমির কাত সালিয়ানা ১০০৲ টাকার একটী রায়তি জোত রাখেন এবং উক্ত জোতের অন্তর্গত সমস্ত জমীই রাম যদুকে রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল ব্যতিরেকে সালিয়ানা ১১৫৲ টাকা খাজনায় কোর্ফা পত্তন করিয়াছেন ; যদি রাম যদুর নিকট হইতে উক্ত ১০০/ বিঘার বাবত ১১৫৲ টাকার অতিরিক্ত খাজনা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি ১১৫৲ টাকার স্থলে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারেন মাত্র ;

কারণ তিনি নিজে উক্ত ১০০/০ বিঘা জমির জন্য ১০০৲টাকা মাত্র খাজনা দেন; সুতরাং তিনি তাহার দেয় ১০০৲ টাকার উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে অর্থাৎ ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারেন; তদতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইতে পারেন না; যদি রাম উক্ত ১০০/ বিঘা জমি রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল মূলে যদুকে পত্তন করিতেন তাহা হইলেও ১০০/ বিঘার জন্য ১৫০৲ টাকার অতিরিক্ত খাজনা পাইতে পারিতেন না। যদি রাম তাঁহার জোতের অন্তর্গত সমস্ত জমি কোর্ফা পত্তন না করিয়া কতকাংশ কোর্ফা পত্তন করিতেন তাহা হইলে অবশ্য উপরোক্ত নিয়ম খাটিত না। বা শতকরা ২৫৲ বা ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত বৃদ্ধি খাজনা পাইতেও বাধা ঘটিত না (৩৯ কঃ ৮৩৯) কিন্তু সমগ্র জমী কোর্ফা বন্দোবস্ত থাকিলে উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী শতকরা ২৫৲ বা ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি পাইবার উপায় নাই।

সুতরাং যাঁহাদের জোতের অন্তঃর্গত সমস্ত জমী কোর্ফা বিলি থাকে তাঁহাদের ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি চলে না। ১০৫ ধারায় দরখাস্ত করিলেও উপরোক্ত মত শতকরা ২৫৲ টাকা বা ৫০৲টাকার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া যায় না; সুতরাং ভূম্যধিকারী উপরোক্ত নিয়মের অতিরিক্ত বৃদ্ধি খাজনার আশা করিলে তাঁহার ১০৫ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা করা ক্ষতি জনক; বিশেষতঃ যখন আইন মতে কোর্ফা প্রজাকে জমী হইতে উচ্ছেদ করিবার

অধিকার ভূম্যধিকারীর আছে তখন দেওয়ানী আদালতের সাহায্যে নোটীশ দিয়া একটা বৎসর অতীত হইয়া গেলেই দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া জমি খাসে আনিয়া নিজ ইচ্ছামত ব্যক্তিকে ও নিজ ইচ্ছামত খাজনায় পত্তন করাই সুবিধা ও লাভজনক। সমগ্র জমী কোর্ফা পত্তন থাকিলে আপোষে শতকরা ২৫৲ বা ৫০৲ টাকারও অতিরিক্ত (যথা শতকরা ৬০৲ টাকা) বৃদ্ধি খাজনা দিতে প্রজা স্বীকার করিলে বা তজ্জন্য রেজেষ্ট্রী কৃত চুক্তি পত্র সম্পাদন করিয়া দিলেও তাহা নিরাপদ নহে; আজ প্রজা দিতে স্বীকার করিয়া দুই বৎসর বাদে যদি অস্বীকার করে তবে শতকরা ২৫৲ বা ৫০৲ টাকার অধিক বৃদ্ধি বাবত ডিক্রী পাওয়া যাইবে না; শতকরা ২৫৲ বা ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত বৃদ্ধিটুকু বে-আইনি হেতু আদালত বাদ দিয়া শতকরা ২৫৲ বা ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধিরই ডিক্রী দিবেন (২৫ কঃ লঃ ৫৪০)। সুতরাং শতকরা ২৫৲ বা ৫০৲ টাকার অধিক বৃদ্ধি পাইবার আশা করিলে নোটীশ দিয়া উচ্ছেদ করতঃ পুনরায় পত্তন করাই ভূম্যধিকারীর পক্ষে লাভ জনক। উচ্ছেদের পর প্রজাকেও হাল বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। জোতের অন্তর্গত সমস্ত জমী কোর্ফা বিলি না থাকিলে সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা করা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হইলেও তাহাও বিশেষ সুবিধা জনক নহে। আদালতের

সাহায্যে বৃদ্ধি হইলে তাহা সর্ব্বত্র সকল সময়েই ন্যায্য ও সঙ্গত বৃদ্ধি হইবে; কেহ নিজ ইচ্ছামত বৃদ্ধি কখনও পাইবেন না। দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তকে ইচ্ছামত জমী হইতে উচ্ছেদ করা যায় না; সুতরাং ঐ শ্রেণীর প্রজা সম্বন্ধে ১০৫ ধারার মোকদ্দমায় আদালত কর্ত্তৃক যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া যায় তাহাতেই অগত্যা সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; কিন্তু কোর্ফা প্রজাকে যখন জমী হইতে সহজেই উচ্ছেদ করিতে পারা যায় তখন লাভের আশা করিলে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা না করিয়া নোটীশ দিয়া উচ্ছেদ করা ও পরে নিজ ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করাই সুবিধা জনক।

এই শ্রেণীর প্রজার বিরুদ্ধে জমী বৃদ্ধি জন্য ও ১০৫ ধারার মোকদ্দমা চলে। এ সম্বন্ধেও পরিশিষ্ট ভাগে ৫২ ধারার বিধান দেখ।

জমির পরিমাণ একই থাকা স্বত্ত্বেও এই শ্রেণীর প্রজা অবস্থা বিশেষে খাজনা কমির দরখাস্ত করিতে পারে। মনে কর শ্যাম কোর্ফা রায়ত ও রাম তাহার ভূম্যধিকারী। যদি রামের ৫০/০ বিঘা জমার কাত ৫০৲ টাকার একটী জোত থাকে এবং উক্ত জোতের অন্তর্গত সমস্ত জমিই শ্যামকে রেজেষ্ট্রীকৃত পাট্টা কবুলতি ব্যতীত বার্ষিক ৭০৲ টাকায় বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে শ্যাম

১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা করিয়া উক্ত ৭০৲ টাকার স্থলে ৬২।।০ টাকা খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে পারেন; রেজেষ্ট্রীকৃত পাট্টা কবুলতি মূলে বন্দোবস্ত থাকিলেও রাম ৭৫৲ টাকার অধিক খাজানা পাইতে পারেন না; যদি তাঁহার অতিরিক্ত খাজনা (যথা ৮০৲ টাকা) ধার্য্য থাকে তাহা হইলে শ্যাম ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা করিয়া ৮০৲ স্থলে ৭৫৲ টাকা খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে পারেন। রেজেষ্ট্রী পাট্টা কবুলতি থাকিলেও বে-আইনী খাজনা বজায় থাকিবে না; ঐরূপ বে আইনী খাজনা আদায় থাকিলেও তাহা বজায় থাকিবে না। জমির পরিমাণ কমি হইলেও এই শ্রেণীর প্রজা খাজনা কমি পাইবে। এ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট ভাগে ৫২ ধারার বিধান দেখ। কোর্ফা রায়ত বলিতে যে ব্যক্তি রায়তের অধীনে রায়ত কেবল মাত্র তাঁহাকেই বুঝায় না; তদধীনে রায়তকেও বুঝায়। মনে কর রাম একজন রায়ত এবং শ্যাম তাহার অধীনস্থ কোর্ফা রায়ত; যদি শ্যাম ঐ জমা যদুকে কোর্ফা বিলি করিয়া থাকেন এবং যদু হরিকে ও হরি কৃষ্ণকে কোর্ফা বিলি করিয়া থাকেন তাহা হইলে শ্যাম, যদু, হরি ও কৃষ্ণ সকলেই কোর্ফা রায়ত। সকলের সম্বন্ধেই খাজনা বৃদ্ধি কমি ও উচ্ছেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে একই নিয়ম।

মধ্য স্বত্বাধিকারী, মকররী রায়ত, দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, দখলি স্বত্বশূন্য রায়ত ও কোর্ফা রায়তের খাজনা বৃদ্ধি ও কমি সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সকল বিবরণ উপরে বিশদ ভাবে বলা হইল। সকলের বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে ঐ সম্বন্ধে একটী রৈখিক চিত্র দেওয়া হইল

(১১) পক্ষগণের প্রমাণানুযায়ী খাজনা বৃদ্ধি বা কমি করিবার পূর্ব্বেই রাজস্ব কর্ম্মচারী উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনার প্রস্তাব করিতে পারেন ও পক্ষগণ স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রস্তাবিত খাজনাই ধার্য্য করিতে পারেন।

দেওয়ানী আদালতের সকল মোকদ্দমাতেই প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা হয়; পক্ষগণ ইচ্ছা করিয়া সোলেনামা বা রফানামা দাখিল করিলে অবশ্য কোন প্রমাণ দিবার আবশ্যক হয় না; সুতরাং দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় পক্ষগণ প্রমাণ দিয়া বা সোলেনামা করিয়া বিরোধীয় বিষয় মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন, দেওয়ানী আদালতের হাকিম স্বয়ং কোন প্রস্তাব করেন না বা করিতে পারেন না; তিনি যাহা করেন তাহা তাঁহাকে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াই করিতে হয়; সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫ ধারার মোকদ্দমায় উক্ত আদালতের হাকিম কোনওরূপ প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াও তাঁহার বিবেচনা মত একটা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনায় স্বীকৃত হইবার জন্য, ভূম্যধিকারী ও প্রজাপক্ষের নিকট প্রস্তাব করিতে পারেন অর্থাৎ পক্ষগণ সোলেনামা বা রফানামা করিয়া পরস্পরে একমত না হইলেও হাকিম খাজনা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়া পক্ষগণকে তৎসম্বন্ধে একমত হইবার জন্য প্রস্তাব করিতে পারেন; যদি পক্ষগণ হাকিমের প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে উক্ত স্বীকৃত খাজনাই উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা

বলিয়া হাকিম তাহাই ধার্য্য করিয়া রায় দিতে পারেন এবং আর কোন প্রমাণ গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয় না; কিন্তু পক্ষগণ যদি তাহাতে স্বীকৃত না হন তাহা হইলে উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াই হাকিমকে বিচার করিয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিতে হইবে।

পক্ষগণ মুখের কথায় বা লিখিত দরখাস্ত দ্বারা ঐরূপ স্বীকারোক্তি করিতে পারেন।

হাকিমের প্রস্তাবে মুখের কথার দ্বারা স্বীকৃত হওয়া যায়; লিখিত দরখাস্ত দ্বারাও স্বীকৃত হওয়া যায়। যে ভাবেই স্বীকার করা হয় হাকিম তাহাই উল্লেখ করিয়া রায় দেন; হাকিমের প্রস্তাব গ্রহণ করিলে তদনুযায়ী হাকিম যে রায় দেন তাহাও ডিক্রীর ন্যায়ই গণ্য।

(১৬) বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত না হইলেও তাহা আইন সঙ্গতরূপে ধার্য্য খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে।

পক্ষগণের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া হাকিম যে রায় দেন তাহা যেরূপ আইন সঙ্গত ও বলবৎ ও সিদ্ধ হাকিমের প্রস্তাবে পক্ষগণ স্বীকৃত হইলে তদনুযায়ী যে রায় হয় তাহাও ঠিক সেই মত আইন সঙ্গত ও বলবৎ ও সিদ্ধ। প্রমাণ গ্রহণ করা হয় না বলিয়া তাহা কিছুমাত্র অসিদ্ধ বা পণ্ড নহে।

(১৪) পক্ষগণ পরস্পর একমত হইয়া রফা নিষ্পত্তি করিয়া যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া স্থির করেন হাকিম তাহাই উপযুক্ত বা ন্যায্য বলিয়া ধার্য্য করিতে বা না করিতেও পারেন।

দেওয়ানী আদালতে সোলেনামা বা রফা নামা দ্বারা যাহা স্থির করা হয় তাহা আইন বহির্ভূত না হইলে দেওয়ানী আদালতের হাকিম তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। উক্ত সোলেনামা বা রফানামাই বলবৎ হয়; যদি দেওয়ানী আদালতে খাজনা বৃদ্ধি বা কমির মোকর্দ্দমা করা হয় ও তাহাতে পক্ষগণ সোলেনামা করেন তাহা হইলে সোলেনামার স্বীকৃত খাজনা বে-আইনী না হইলে তাহাই ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধার্য্য হইয়া তদনুযায়ী ডিক্রী হয়; কিন্তু সেটেলমেণ্ট আদালতে তাহা হইতে পারে না। "দায় মুদ্দ রাজী, কি করিবে কাজী" একথা এখানে খাটেনা। পক্ষগণ পরস্পর স্বীকৃত হইয়া যে খাজনা স্থির করেন তাহা আইন সঙ্গত হইলেও সেটেলমেণ্ট আদালতের হাকিম উক্ত সোলেনামা অনুযায়ী ডিক্রী দিতে বাধ্য নহেন; উভয় পক্ষের স্বীকৃত খাজনা যদি পক্ষগণ উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন কিন্তু হাকিম যদি তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা না করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত সোলেনামা রহিত করিয়া উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া বিচার করিয়া খাজনা ধার্য্য করিতে পারেন; অথবা প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং নিজ বিবেচনা মত

খাজনার প্রস্তাব করিয়া উক্ত প্রস্তাবে পক্ষগণ স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রস্তাবিত খাজনাই ধার্য্য করিতে পারেন।

প্রজাগণ অধিকাংশই দুর্ব্বল মূর্খ অর্থহীন, দরিদ্র ও নির্ব্বোধ; অপরপক্ষ জমিদারগণ প্রায়ই প্রবল অর্থশালী ও শিক্ষিত; জমীদারের কর্ম্মচারিগণও প্রায়ই চতুর ও কর্ম্মকুশল; পাছে চতুর ও কর্ম্মকুশল জমিদারের কর্ম্মচারিগণ ভয় প্রলোভন দেখাইয়া বা কৌশল করিয়া অর্থহীন ও নির্ব্বোধ প্রজাকে প্রকৃত অবস্থা জানিতে না দিয়া অথবা প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটী সোলেনামা করাইয়া লইয়া অন্যায় মতে খাজনা বৃদ্ধি করেন এই আশঙ্কাতেই পক্ষগণের দাখিলী সোলেনামা অনুসারেই মোকর্দ্দমা নিস্পত্তি করিতে না পারিবার ও সোলেনামা রহিত করিয়া খাজনা ধার্য্য করিবার অধিকার সেটেলমেণ্ট হাকিম-গণকে দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্ট সেটেলমেণ্টের হাকিমগণকে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছেন। সোলেনামা দাখিল হইলেই হাকিম প্রত্যেক প্রজাকে এক এক করিয়া সোলেনামার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে তিনি প্রকৃত পক্ষে সোলেনামার দরখাস্তের লিখিত মত রফা নিস্পত্তি করিয়াছেন কিনা, যদি কোন প্রজা উক্ত বিষয় অস্বীকার করেন তবে ঐ সোলেনামা তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য হইবে এবং মোকদ্দমার বিচার হইবে; যদি প্রজা সোলেনামার লিখিত মত রফা নিস্পত্তি করা স্বীকার করেন তাহা হইলেও উক্ত রফা নিস্পত্তি সঙ্গত কি না এবং সোলেনামা অনুযায়ী ধার্য্য খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বটে কি না হাকিম তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন; যদি হাকিমের বিবেচনায় উক্ত প্রকারে ধার্য্য খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া বোধ না হয় তাহা হইলে তিনি উক্ত সোলেনামা অগ্রাহ্য করিয়া বিচার করিয়া

খাজনা ধার্য্য করিবেন ; কিন্তু যদি সোলেনামার দ্বারা ধার্য্য খাজনা হাকিমের বিবেচনাতেও উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে উক্ত সোলেনামা গ্রাহ্য হইবে এবং তদনুযায়ীই খাজনা ধার্য্য হইবে। সোলেনামা অনুযায়ী ধার্য্য খাজনা হাকিম উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করিলে তাঁহাকে ঐ বিষয় স্পষ্টভাবে লিখিয়া রায় বা হুকুম দিতে হইবে। সুতরাং কালে কৌশলে একটা সোলেনামা করিয়া লইতে পারিলেই ফল পাওয়া যায় না।

(১৫) এক জমার জমী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি হইলেও উক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইলে যে স্বত্বলিপিটী সর্ব্বশেষে প্রচার হয় তাহা প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ২ মাস মধ্যে ১০৫ ধারার দরখাস্ত দাখিল হইলেও তাহা তামাদি হইবে না।

এই বিধানটী কেবল মাত্র পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের জন্য করা হইয়াছে। মনে কর রামের ২০/০ বিঘা জমীর কাত ২০৲ টাকার একটী জমা আছে এবং উক্ত জমার জমী মধ্যে ১০/০ বিঘা জমী রামপুর মৌজা মধ্যে ও ১০/০ বিঘা জমী শ্যামপুর মৌজা মধ্যে অবস্থিত হয়। যদি রামপুর ও শ্যামপুর উভয় মৌজারই স্বত্বলিপি প্রস্তুত হয় এবং রামপুর মৌজার স্বত্বলিপি প্রচারের সার্টিফিকেট সন ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর দস্তখত হয় তাহা হইলে ১৯২৩ সালের

১৫ই ডিসেম্বর তারিখের পর ২ মাস মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত সমস্ত জোত অর্থাৎ ২০/০ বিঘা জমী সম্বন্ধেই ১০৫ ধারার দরখাস্ত করিলেও উক্ত দরখাস্ত তামাদি হইবে না।

পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার প্রদেশ সম্বন্ধে ঐরূপ কোন বিধান নাই, সুতরাং পশ্চিম বঙ্গে ঐরূপ যে মৌজার স্বত্বলিপি প্রচারের সার্টিফিকেট প্রথম দস্তখত হয় সেই মৌজার জমী সম্বন্ধে উক্ত সার্টিফিকেট দস্তখতের তারিখ হইতে ২ মাস মধ্যেই ১০৫ ধারার দরখাস্ত করা কর্ত্তব্য এবং অন্য মৌজার স্বত্বলিপি প্রচার হইবার পর ২ মাস মধ্যে সেই মৌজার জমী সম্বন্ধে অতিরিক্ত দরখাস্ত দাখিল করা কর্ত্তব্য। এস্থলে দুই মৌজার জমী একই জমাভুক্ত; সুতরাং কোর্টফী একই লাগিবে এবং মোকর্দ্দমা ও একই মোকর্দ্দমা গণ্য হইয়া বিচার হইবে, কিন্তু দরখাস্ত দুইবার করিতে হইবে; নতুবা তামাদী দোষে মোকর্দ্দমা অচল হইবে (সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল ১৯১৭ সাল; ৯৬ পৃষ্ঠা)

১০৫ ধারা সম্বন্ধে উপরে অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল বিষয় লিখিত হইল। এইবার ১০৫ ক ধারা সম্বন্ধে বলা হইবে। ১০৫ ক ধারা পূর্ব্বে ছিল না; ইহাতে অনেক অসুবিধা হইত; যদিও ১০৫ ক ধারা পৃথক একটী ধারা তথাপি তাহাতে ১০৫ ধারার উল্লিখিত বিষয়ের বিচার হইবে। ১০৫ ক ধারার বিধান উপরে উল্লিখিত হইয়াছে; উক্ত ধারায় যে সকল বিষয়ের বিধান করা হইয়াছে তাহাও পৃথকভাবে ও সরল ভাষায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে একে একে প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বলা হইবে।

(১) জমী খাজনা ধার্য্যের যোগ্য কি না ?

১০৫ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতের হাকিমের কেবলমাত্র উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবার অধিকার আছে মাত্র; সুতরাং কোন জমি সম্বন্ধে ১০৫ ধারায় দরখাস্ত হইলে ও উক্ত জমি খাজনা ধার্য্যের যোগ্য জমি এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি না থাকিলে উক্ত জমির কত টাকা খাজনা হওয়া উচিৎ ইহাই একমাত্র বিচার্য্য বিষয় হয় এবং হাকিমও বিচার করিয়া উক্ত জমির খাজনা ধার্য্য করিয়া দেন। কিন্তু যদি কোন পক্ষ এরূপ আপত্তি করেন যে উক্ত জমির জন্য আদৌ কোন খাজনা ধার্য্য হইতে পারে না তাহা হইলে তুইটী বিষয়ের বিচার করিবার আবশ্যক হয়। (ক) উক্ত জমির খাজনা ধার্য্য হইতে পারে কি না ইহাই সর্ব্ব প্রথমে বিচার করিবার আবশ্যক হয় (খ) বিচারে উক্ত জমির খাজনা ধার্য্য হইতে পারে ইহা সাব্যস্ত হইলে পর তবে তাহার জন্য উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবার আবশ্যক হয়; আর যদি তাহার খাজনা ধার্য্য হইতে পারে না এরূপ সাব্যস্ত হয় তবে তাহার জন্য কত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য তাহা স্থির করিবার আদৌ কোন আবশ্যক হয় না। সুতরাং কোন জমী সম্বন্ধে ১০৫ ধারার দরখাস্ত হইলেও কোন পক্ষ তাহা খাজনা ধার্য্যের যোগ্য নহে বলিয়া আপত্তি করিলে ঐ বিষয়ের বিচার হইয়া তৎপরে খাজনা ধার্য্য হয় অথবা হয় না।

মহালের অন্তর্গত প্রত্যেক ভূমি খণ্ডের খাজনা ধরিয়া উক্ত ভূমি খণ্ডগুলির খাজনার সমষ্টির উপর সরঞ্জামী খরচা, মালিকের মুনফা প্রভৃতির হিসাব করিয়া মহালের গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ধার্য্য হয়; সুতরাং

ভূম্যধিকারী যে রাজস্ব দেন তাহার মধ্যে মহালের প্রত্যেক ভূমি-খণ্ডের রাজস্ব থাকে ; কাজেই প্রত্যেক ভূমিখণ্ডই রাজস্ব দায়ী মা মালের জমী। কিন্তু যদি উক্ত মহাল মধ্যে কোন ভূমিখণ্ড সিদ্ধ নাখেরাজ হয় তবে তাহার খাজনা বাদ দিয়া গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ধার্য্য হয় ; সুতরাং যে মহালের জন্য গভর্ণমেণ্ট-রাজস্ব দিতে হয় উক্ত মহালের অন্তর্গত প্রত্যেক ভূমিখণ্ডকেই সাধারণতঃ মালের জমী ধরা হয় এবং মালের জমী হইলেই তাহা খাজনা ধার্য্য যোগ্য হয়।

যদি উক্ত মহালের অন্তর্গত কোন জমী মালের জমী নহে বলিয়া কেহ আপত্তি তুলেন তবে তিনি সাধারণ নিয়মের বিপরীত উক্তি করেন ; সুতরাং তাঁহার জমী সে সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ইহা তাঁহাকেই প্রমাণ করিতে হয়। মহালের অন্তর্গত অধিকাংশ জমীই প্রায় মালের জমি এবং ঐ সকল জমীর খাজনাও প্রায় ধার্য্য আছে ; কিন্তু অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে কোন এক জন প্রজা এমন এক বা একাধিক খণ্ড জমী ভোগ দখল করেন যাহা তাঁহার জমার সামিল নহে বা যাহা তাঁহার নাখেরাজও নহে অথচ যাহার জন্য তিনি কোনই খাজনাও দেন না ; ভূম্যধিকারী পক্ষের অসাবধানতায় তাহা যথা সময়ে ভূম্যধিকারীর গোচরে আইসে না ; কিন্তু স্বত্বলিপি প্রস্তুত করিবার সময় তাহা ধরা পড়িয়া যায়। ঐ প্রকার জমীকে স্বত্বলিপিতে "খাজনা ধার্য্য যোগ্য" বলিয়া লিখিত হয়। ঐরূপ জমী সম্বন্ধে ১০৫ ধারা মতে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য হইবার দরখাস্ত হইলেই দখলীকার ব্যক্তি প্রায়ই তাহা নাখরাজ জমী ও খাজনা ধার্য্য যোগ্য নহে বলিয়া আপত্তি দেন ; ঐরূপ আপত্তি দিলে ১০৫ ক ধারায় বিধান মতে হাকিম উভয় পক্ষের প্রমাণ আদি লইয়া প্রকৃত বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্য করেন। পূর্ব্বে ১০৫ ধারার মোকদ্দমায়

এইরূপ বিষয়ের বিচার হইত না; এজন্য ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিতে হইত; কিন্তু ১০৫ (ক) ধারার প্রচলন হইবার পর এক্ষণে আর এই জন্য ১০৬ ধারায় মোকর্দ্দমা করিবার আবশ্যক হয় না; ১০৫ ধারায় দরখাস্তেই এই বিষয়ের বিচার হয়, এবং হাকিমের বিচারে খাজনা ধার্য্য যোগ্য সাব্যস্ত হইলে ঐ জমির জন্য উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য হয়; নতুবা খাজনা ধার্য্য হয় না। স্বত্বলিপিতে খাজনা ধার্য্যযোগ্য লিখিত হওয়া স্বত্বেও যদি ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমায় তাহা খাজনা ধার্য্য যোগ্য নহে সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে স্বত্বলিপিতে হাকিম ঐ বিষয় নোট করিয়া দেন। অনেক সময় আবার এরূপ দেখা যায় যে প্রজা এমন এক বা একাধিক খণ্ড জমী ভোগ দখল করেন যাহার জন্য তিনি কোন খাজনাও দেন না বা নাখেরাজের দাবীও করেন না। ঐরূপ জমী পাওয়া গেলে প্রজা পক্ষ কখন কখনও তাহা নিজ ভোগ দখলী কোন একটী জমার সামিলে বলিয়া দাবী করেন। এরূপ স্থলে ঐ জমী প্রজার ভোগ দখলী কোন জমার সামিল বটে কি না ইহা বিচার করিবার আবশ্যক হয়; বিচারে অন্য কোন জমার সামিল সাব্যস্ত হইলে তাহার আর নূতন করিয়া খাজনা ধার্য্য হইতে পারে না, নতুবা খাজনা ধার্য্য হয়; বিচারে যাহাই সাব্যস্ত হউক না কেন তাহাই স্বত্ব লিপিতে নোট করা হয় ও তদনুসারে কার্য্য করা হয়।

জমী খাজনা ধার্য্য বটে কিনা এরূপ তর্ক উঠিলে ভূম্যধিকারী মহালের নক্সা চিঠা জমাবন্দি কবুলতি ও আদায়ী কাগজাদি দ্বারা ঐ জমী যে প্রজার দখলী অন্য কোন জমীর সামিলে নহে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন; এবং যদি প্রজা উক্ত জমী নাখেরাজ বলিয়া তাহার পোষকতায় প্রমাণ দিতে পারেন তাহা হইলে উক্ত প্রমাণ

খণ্ডন জন্য ভূম্যধিকারীকেও প্রমাণ দিতে হয়। কিন্তু যদি প্রজা নাখেরাজ প্রমাণের পোষকতায় কোনই প্রমাণ দিতে না পারেন তবে ভূম্যধিকারীকেও এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দিতে হয় না; কারণ মহালের সমস্ত জমীকেই সাধারণতঃ মালের জমী ধরা হয়। বিরোধির জমী কোন জমার সামিল বলিয়া প্রজা দাবী করিলে প্রজা পক্ষ মহালের নক্সা, পাট্টা, চেক, আমলনামা প্রভৃতি কাগজ দ্বারা বা ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে আবশ্যকীয় কাগজাদি যথা চিঠা, জমাবন্দী, কবুলতী ও আদায়ী কাগজাদী তলব করিয়া স্বীয় দাবী প্রমাণ করিতে পারেন। প্রজা নাখেরাজের দাবী করিলে প্রথমতঃ তাঁহাকেই ঐ বিষয় প্রমাণ করিতে হয়। উপযুক্ত ব্যক্তির দেওয়া সনন্দ কালেক্টরীর বি রেজিষ্টারের নকল সরকারী চিঠা ও নক্সা প্রভৃতি কাগজ দ্বারা নাখেরাজের প্রমাণ করা যায়। ভূম্যধিকারী বা প্রজা পক্ষের দাখিলী রোডশেষ রিটার্ণ দ্বারাও এ বিষয়ের প্রমাণের অনেক সাহায্য হয়। এ বিষয়ে নিম্নের (২) দফার নিম্নে লিখিত বিবরণও বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব বর্ণিত (১) দফার বিধান এই। (২) দফার বিধান পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও উক্ত উভয় দফার বিধানে বিশেষ কোন বিভিন্নতা নাই। চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে কোন স্থানে কোন জমিকে খাজনা ধার্য্য যোগ্য বলিয়া লিখিত হয়, কোন স্থলে "নাখেরাজ" বলিয়া লিখিত হয়। খাজনা ধার্য্য যোগ্য বলিয়া যাহা লিখিত হয় তৎসম্বন্ধে আপত্তি থাকিতে পারে, এবং নাখেরাজ বলিয়া যাহা লিখিত হয় তৎসম্বন্ধেও আপত্তি থাকিতে পারে। যে স্থলে খাজনা ধার্য্য "যোগ্য" বলিয়া লিখিত হয় সেই স্থলের জন্য ১ দফার বিধান ও যে স্থলে "নাখেরাজ বলিয়া লিখিত হয়

সেই স্থানের জন্য (২) বিধান হইয়াছে। কিন্তু উভয় প্রকার বিধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একইরূপ প্রমাণ দিতে হয় এবং বিচার্য্য বিষয়ও একই হয়। দুই ভাবেই রেকর্ড প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়াই দুই ভাবেই বিধান করা হইয়াছে এই মাত্র। কিন্তু খাজনা ধার্য্য "যোগ্য" লিখিত থাকিলে যিনি নাখেরাজের দাবী করেন তাঁহাকেই অগ্রে প্রমাণ দিতে হইবে ও অপর পক্ষকে তৎপরে প্রমাণ দিতে হইবে; আর "নাখেরাজ" বলিয়া লিখিত থাকিলে যিনি কর ধার্য্য যোগ্য বলিয়া দাবী করেন তাঁহাকেই অগ্রে প্রমাণ দিতে হইবে ও অপর পক্ষকে তৎপরে প্রমাণ দিতে হইবে।

(২) স্বত্বলিপিতে নাখেরাজ বলিয়া লিখিত হইলেও জমি প্রকৃত পক্ষে মাল কি নাখেরাজ।

যে জমী ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয় পক্ষেই কোন একটী জমার সামিল বলিয়া স্বীকার করেন ঐ জমীর পরিমাণ ও জমার পরিমাণ স্বত্বলিপিতে লিখিত হয় এবং ঐ জমী সম্বন্ধে ১০৫ ধারা মতে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য হইবার দরখাস্ত হইলে প্রচলিত খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হওয়া উচিত কি না কেবল মাত্র তাহারই বিচার হইয়া খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইয়া খাজনা ধার্য্য হয়। কিন্তু যে জমী সম্বন্ধে উভয় পক্ষ ঐরূপ ভাবে এক মত না হয়েন ঐ জমী মাল কি নাখেরাজ তৎসম্বন্ধে স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচার হইবার পূর্ব্ব হইতেই বিবাদ বাধে: ঐরূপ ক্ষেত্রে সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়া যাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ করেন তাহাই চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে লিখিত হয়। তৎপরে ভূম্যধিকারী বা প্রজা কোনপক্ষের ঐ সম্বন্ধে আপত্তি থাকিলেও

ঐ জমির খাজনা ধার্য্য জন্য ১০৫ বা ১০৫ ক ধারা মতে দরখাস্ত হইলে এই সময় পুনরায় তাহার রীতিমত বিচার হয়। এইরূপ মোকর্দ্দমায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ২ প্রকারের তর্ক উঠে :—

(ক) বিরোধিয় জমী কোন জমার সামিলও নহে বা নাখেরাজও নহে।

(খ) বিরোধিয় জমী অন্য কোন একটী জমার সামিল।

(গ) বিরোধিয় জমী নাখেরাজ।

যে জমী উভয় পক্ষ কোন জমার সামিলও নহে বা নাখেরাজও নহে বলিয়া স্বীকার করেন চূড়ান্ত রূপে প্রচারিত স্বত্ব লিপিতে তাহা "খাজনা ধার্য্য যোগ্য" বলিয়া লিখিত হয় এবং ১০৫ ও ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমায় অনায়াসেই তাহার খাজনা ধার্য্য হয়। কিন্তু যদি কোন পক্ষ (প্রায়ই প্রজা) বিরোধিয় জমী কোন জমার সামিল বলিয়া দাবী করেন এবং ভূম্যধিকারী পক্ষ তাহাতে আপত্তি করেন তাহা হইলে ঐ বিষয়ের তদন্ত হইয়া প্রজার জমার সামিল সাব্যস্ত হইলে চূড়ান্ত রূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে ঐ জমীকে ঐ জমার সামিলে রেকর্ড করা হয়। ঐরূপ সাব্যস্ত না হইলে তাহাও "খাজনা ধার্য্য যোগ্য" বলিয়া চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে লিখিত হয়। এইরূপ জমী সম্বন্ধে ১০৫ ও ১০৫ ক ধারায় দরখাস্ত হইলে পুনরায় তাহার রীতিমত বিচার হইয়া যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই স্বত্ব লিপিতে নোট হইয়া তদনুসারে কার্য্য হয়; অর্থাৎ ১০৫ ও ১০৫ক ধারার মোকর্দ্দমায় ঐরূপ জমী অন্য জমার জমীর অন্তর্গত সাব্যস্ত হইলে স্বত্ব লিপিতে "খাজনা ধার্য্য যোগ্য" লিখিত থাকিলেও ঐ জমির খাজনা ধার্য্য হয় না; নতুবা ধার্য্য হয়। ঐরূপ বিরোধিয় জমী নাখেরাজ বলিয়া প্রজা দাবী করিলেও ভূম্যধিকারী তাহাতে

আপত্তি করিলে তাহাও তদন্ত হইয়া যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই চূড়ান্ত-রূপে প্রচারিত স্বত্ব লিপিতে লিখিত হয়; নতুবা "খাজনা ধার্য্য যোগ্য" বলিয়া লিখিত হয়। এইরূপ জমী সম্বন্ধে ১০৫ বা ১০৫ ক ধারায় দরখাস্ত হইলে পুনরায় তাহার রীতিমত বিচার হইয়া যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই স্বত্ব লিপিতে নোট হইয়া তদনুসারে কার্য্য হয়; অর্থাৎ স্বত্ব লিপিতে নাখেরাজ লিখিত হইলেও যদি ১০৫ বা ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমার বিচারে তাহা মালের জমী সাব্যস্ত হয় তবে তাহার খাজনা ধার্য্য হয়; নতুবা হয় না।

জমীর খাজনা পাওয়ায় ভূম্যধিকারীর স্বার্থ, সুতরাং জমীকে খাজনা ধার্য্য যোগ্য রেকর্ড করাইতে ভূম্যধিকারী পক্ষ সদাই সচেষ্ট অপর পক্ষে প্রজা যে খাজনা দেন তাহাই বিরোধিয় জমিরও খাজনা ইহা সাব্যস্ত করায় বা নাখেরাজ সাব্যস্ত করায় প্রজার স্বার্থ; সুতরাং প্রত্যেক পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী কার্য্য করেন কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয় পক্ষকেই অন্যরূপ করিতে দেখা যায়; ইহা সাধারণতঃ অসম্ভব বোধ হইলে কার্য্যতঃ তাহা নহে; অন্য উপায়ে অন্যরূপ স্বার্থ লাভের জন্য ঐরূপও হইয়া থাকে। যে সকল জমী সম্বন্ধে "খাজনা ধার্য্য যোগ্য" বা নাখেরাজ বলিয়া স্বত্ব লিপিতে লিখিত হয় সেই সকল জমী সম্বন্ধে প্রায়ই বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ঐরূপ বিবাদও গুরুতর হয়। তজ্জন্য সকলের অবগতির জন্য নিম্নে একটী আবশ্যকীয় বিষয় বলা হইল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই প্রকারের জমী লোকে নাখেরাজ বলিয়া ভোগ দখল করে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রকৃত নাখেরাজ ও কতকগুলি প্রকৃত নাখেরাজ নহে। ১০০/০ বিঘার অতিরিক্ত যে সকল জমী লোকে নাখেরাজ বলিয়া ভোগ দখল করিতেছিল তাহা প্রকৃত পক্ষে

নাখেরাজ বটে কি না তাহা স্থির করিবার জন্য ১৮১৯ সালে ২ আইন নামক এক আইন জারী হয়। উক্ত আইনের বিধানমত মোকদ্দমায় (যাহাকে সাধারণতঃ দোয়েম কানুনের মোকদ্দমা বলে) যে সকল জমী নাখেরাজ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত বা সিদ্ধ নাখেরাজ ; ঐ সকল নাখেরাজের তালিকা কালেক্টারীর বি রেজিষ্টারীতে পাওয়া যায়। ইহা এক প্রকারের নাখেরাজ এবং প্রকৃত নাখেরাজ। ইহা ছাড়া আর এক প্রকারের নাখেরাজ আছে। ভূম্যধিকারিগণ নিজ নিজ মহাল মধ্যে স্বীয় গুরু পুরোহিত প্রিয় কর্ম্মচারী, বিদ্বান ব্যক্তি প্রভৃতিকে অনেক জমী বিনা খাজনায় ভোগ দখল করিতে দিয়া গিয়াছেন। অনেক জমী দেবত্তর পিরত্তর ব্রহ্মত্তর করিয়া তাহাও বিনা খাজনায় ভোগ দখল করিতে দিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল ভূম্যধিকারীর উত্তরাধিকারী বা তাহাদের নিকট হইতে খোস কোবালায় খরিদদার ঐ সকল নাখেরাজ স্বীকার করিতে বাধ্য ; কিন্তু যিনি রাজস্ব দায়ে বা অষ্টম নিলামে মহাল খরিদ করেন তিনি ঐ সকল নাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিতে ও তাহার কর ধার্য্য করিতে পারেন। এই শেষোক্ত প্রকারের জমি নাখেরাজ বলিয়া ভোগ দখল হইলেও তাহা প্রকৃত নাখেরাজ নহে। এই সকল জমীকে সেটেলমেণ্টে স্থল বিশেষে "খাজনা ধার্য্য যোগ্য" বা নাখেরাজ" বলিয়া চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্ব লিপিতে লিখিত হয়।

এই শ্রেণীর জমী লইয়াই অধিকাংশ স্থলে বিবাদ ঘটিতে দেখা যায় ; কিন্তু তাই বলিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর জমী অর্থাৎ যাহা দোয়েম কানুনের মোকর্দ্দমায় নাখেরাজ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হয় না এরূপ নহে। দোয়েম কানুনের মোকর্দ্দমা

বহুকাল পূর্ব্বে হইয়াছে; ঐ সময়ে যে সকল পরিচয় দ্বারা জমী ধরা যাইত বহুকাল পরে তাহা ধরা কঠিন হয়; সুতরাং ভূম্যধিকারী পক্ষের আপত্তি করিবারও সুযোগ ঘটে। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক সৃজিত নাখেরাজ প্রকৃত নাখেরাজ না হইলেও এবং রাজস্ব দায়ে বা অষ্টম নিলামে মহালের খরিদ্দার ঐ সকল নাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিতে অধিকারী হইলেও উক্ত খরিদ্দারকে খরিদের পর ১২ বৎসর মধ্যে ঐ প্রকার নাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার নোটীশ দিতে হয়; নতুবা এই শ্রেণীর নাখেরাজ স্বত্বও ধ্বংশ যায় না। এই প্রকারের নাখেরাজ সম্বন্ধে প্রজা পক্ষেরও আপত্তি করিবার সুযোগ হয়। সুতরাং প্রকৃত বা অপ্রকৃত যে প্রকারের নাখেরাজই হউক না কেন উভয় স্থলেই বিবাদ ঘটে। বিবাদ ঘটীবার আরও একটী কারণ আছে। দোয়েম কানুনের মোকর্দ্দমায় ১০০/০ বিঘার অতিরিক্ত জমী সম্বন্ধেই তদন্ত করা হইয়াছিল মাত্র; ১০০/০ বিঘার কম জমী ঐ আইনের আমলে আইসে নাই। কিন্তু ১০০/০ বিঘার কম জমিও তো নাখেরাজ হইতে পারে এবং ঐরূপ কম পরিমাণ নাখেরাজ জমিও তো ছিল এবং এখনও আছে। সুতরাং কালেক্টরীর বি রেজিষ্টারে না থাকিলেই তাহা ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক সৃজিত অসিদ্ধ নাখেরাজ না হইতেও পারে। মোট কথা নাখেরাজের দাবী হইলেই অধিকাংশ স্থলেই বিবাদ অনিবার্য্য। সুতরাং কোন জমী নাখেরাজ সাব্যস্ত হইবার যোগ্য ও কোন জমী কর ধার্য্য যোগ্য তাহা জানিতে হইলে কি প্রকারের নাখেরাজ সপ্রমাণ করিতে বা অপ্রমাণ করিতে হয় তাহা জানা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকারে নাখেরাজ প্রমাণ করা যাইতে পারে।—

(ক) উপযুক্ত ব্যক্তির দেওয়া সনন্দ দেখাইতে হয়; কিন্তু ইহাতে

সকল সময় ফল পাওয়া যায় না; বহুকালের চৌহদ্দীর সহিত হাল চৌহদ্দীর মিল করা যায় না; জমির পরিমাণেও মিল হয় না। উপযুক্ত ব্যক্তি বলিতে সাধারণতঃ সার্ব্বভৌম সম্রাটকে বুঝায়।

(খ) ভূম্যধিকারী প্রদত্ত রোড সেস রিটার্ণের নকল কালেক্টরী হইতে লইয়া তদ্দ্বারাও অনেক সময় নাখেরাজ প্রমাণ করা যায় কিন্তু দাবীদারের নিজ দত্ত রোড সেস রিটার্ণ দ্বারা ঐরূপ প্রমাণ হইবে না।

(গ) বিরোধীয় জমি কোন জমার অন্তর্গত বলিয়া ভূম্যধিকারী দাবী করিলেও ঐ জমার বাকী খাজনার নালিশ হইয়া থাকিলেও নালিশের আর্জিতে বিরোধীয় জমির চৌহদ্দী না থাকিলে ও নাখেরাজ প্রমাণের পোষকতা হয়।

(ঘ) বিরোধির জমির পার্শ্ববর্ত্তী জমির বাকী খাজনার নালিশে ভূম্যধিকারী পক্ষ বিরোধির জমিকে নাখেরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিলে তদ্দ্বারাও নাখেরাজ প্রমাণের পোষকতা হয়।

(ঙ) ১২ বৎসরের উর্দ্ধকালের কোন সরকারী নক্সা বা চিঠাতে বিরোধির জমিকে নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলে তদ্দ্বারাও নাখেরাজ প্রমাণ হয়।

(চ) ১২ বৎসরের উর্দ্ধকালের খরিদা কোবালায় বিরোধির জমিকে নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও নাখেরাজ প্রমাণের পোষকতা হয়।

(ছ) আদালতের রায় ফয়শালার দ্বারাও নাখেরাজ প্রমাণ হয়।

(জ) বিরোধির জমি ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল বিনা খাজনায় ভোগদখল হইয়া থাকিলেও তামাদী আইনের বলে নাখেরাজ প্রমাণ

হয়। অবস্থা বিশেষে অন্যান্য নানাপ্রকার প্রমাণ দ্বারাও নাখেরাজ সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকারের প্রমাণ দ্বারা নাখেরাজ খণ্ডন করা যাইতে পারে :—

(ক) প্রজার দখলী রোডসেস রিটার্ণে বিরোধিয় জমী নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত না থাকিলে কালেক্টরী হইতে উক্ত রিটার্ণের নকল লইয়া তদ্দ্বারা নাখেরাজ খণ্ডন করা যাইতে পারে।

(খ) দাবীদারের মহালে অন্য মালের জমী থাকায় বিরোধিয় জমি সম্বন্ধে নাখেরাজের দাবী ভূম্যধিকারী পক্ষ পূর্ব্বে কখনও জানিতে পারেন নাই এবং ঐরূপ দাবীও কখন হয় নাই।

(গ) প্রজা নিজ দখলি জমার জমি ছাঁট করিয়া নাখেরাজের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(ঘ) বিরোধিয় জমী অন্য কাহারও নিকট খরিদ হইয়া থাকিলে ও উক্ত খরিদা কোবালায় নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত না থাকিলে উক্ত কোবালার নকল দ্বারাও নাখেরাজ খণ্ডন করা যায়।

(ঙ) ঐরূপ খরিদা কোবালায় নাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও বিক্রেতার কোন নাখেরাজ জমি ছিল না ইহা প্রমাণ করিলেও নাখেরাজ খণ্ডন করা যায়।

(চ) অবস্থা বিশেষ অন্যান্য নানা উপায়ে নাখেরাজের দাবী খণ্ডন করা যায়।

(৩) রাজা প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না ?

কোন জমি সম্বন্ধে স্বত্বলিপিতে "খাজনা ধার্য্য যোগ্য" লিখিত থাকিলে উক্ত জমী সম্বন্ধে যিনি ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্যের দরখাস্ত করেন তিনি ঐ জমার খাজনা পাইতে অধিকারী এ বিষয়ে

কোন আপত্তি না থাকিলে উক্ত জমীর খাজনা প্রকৃত পক্ষে ধার্য্য হইতে পারে কি না তাহারই বিচার হয় মাত্র এবং "নাখেরাজ" লিখিত থাকিলে জমী প্রকৃত পক্ষে নাখেরাজ বটে কি না তাহারই বিচার হয়; কিন্তু অনেক সময় প্রজা পক্ষ ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্য করিবার জন্য দরখাস্ত হইলে দরখাস্তকারী ভূম্যধিকারীর সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধ থাকা অস্বীকার করেন। এরূপ ক্ষেত্রে পক্ষগণ মধ্যে রাজা প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না তাহারই সর্ব্ব প্রথমে বিচার করিতে হয়; কারণ কোন জমী খাজনা ধার্য্য যোগ্য হইলে উক্ত জমীর খাজনা যিনি পাইতে অধিকারী অর্থাৎ যিনি ঐ জমীর প্রকৃত ভূম্যধিকারী তাঁহারই দরখাস্ত মতে খাজনা ধার্য্য হইতে পারে; জমী খাজনা ধার্য্য যোগ্য বলিয়া লিখিত থাকিলেই যে কেহ দরখাস্ত করিলেই তো তাঁহার দরখাস্ত মতে খাজনা ধার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং প্রথমে রাজা প্রজা সম্বন্ধে আছে কি না তাহার বিচার করিয়া যদি ঐরূপ সম্বন্ধ থাকা সাব্যস্ত হয় তবেই জমী খাজনা ধার্য্য যোগ্য বটে কি না তাহার বিচার করা হয়।

ঐরূপ সম্বন্ধ থাকা সাব্যস্ত না হইলে খাজনা ধার্য্য যোগ্য বটে কি না তাহার বিচার করিবার আর আবশ্যক হয় না। কোন জমী কোন ভূম্যধিকারীর অধিনে কোন জমার সামিলে রেকর্ড হইলেও ঐরূপ আপত্তি উঠিতে পারে।

এক মহালের ছিট জমী (ইহাকে ঝুণ্ডু বলে) অন্য মহালে থাকিলে অনেক সময় এইরূপ গোলযোগ হয়। মহালের ভূম্যধিকারীর অধিনস্থ রায়ত বা কোর্ফা রায়তের অধীনে কোর্ফা বা দর কোর্ফা প্রজা থাকিলে এবং ভূম্যধিকারী উক্ত কোর্ফা বা দর কোর্ফাকে প্রত্যক্ষভাবে নিজ অধীনস্থ প্রজা বলিয়া দাবী করিলেও

এইরূপ গোলযোগ হয়। যিনি ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করেন তিনি মহালের প্রকৃত ভূম্যধিকারী না হইলেও এইরূপ আপত্তি উঠে।

এই আপত্তি উঠিলে ভূম্যধিকারী পক্ষকে রেভিনিউ নক্সা, অন্য কোন সরকারী বা বে সরকারী বিশ্বাস যোগ্য নক্সা, জমা ওয়াশিল বাকী কড়চা, মুড়ি, চেক, কবুলতি, রায় ফয়সালা ও আরজির নকল, রোডসেস্ রিটার্ণ, কবুলতি প্রভৃতি কাগজাৎ দ্বারা বিরোধীয় জমী দরখাস্তকারীর মহালের সামিল থাকা বা দরখাস্তকারী ভূম্যধিকারীর অধীনে প্রজাই স্বত্বে ভোগ দখল করা প্রমাণ করিতে হইবে। যদি বিরোধিয় জমী প্রকৃত পক্ষে অন্য মহালের ছিট জমীই হয় কিন্তু যদি দরখাস্ত কারী ভূম্যধিকারী বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল তাহাতে দখলিকার থাকা সাব্যস্ত হয় বা প্রজা দরখাস্তকারীর অনুমতি মতে ঐ জমী ভোগ দখল করিতে পাওয়া সাব্যস্ত হয় তাহা হইলেও দরখাস্তকারীর সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধ থাকা সাব্যস্ত হইবে। হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার সূত্রে ভূম্যধিকারী স্থলাভিষিক্ত হইলে দরখাস্তকারীকে তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে নানারূপ জটীল প্রশ্ন উপস্থিত হয়; সকল বিষয়ের আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে হওয়া অসম্ভব; বিশেষতঃ এই সম্পর্কীয় সমুদয় বিষয় বর্ণনা করা বর্ত্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ও নহে। সাধারণতঃ যাহা জানা আবশ্যক তাহাই এস্থলে লিখিত হইল। ইহা ছাড়া অন্য জটীল প্রশ্ন উপস্থিত হইলে উকিলের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভূম্যধিকারী পক্ষের আপত্তি খণ্ডন জন্য প্রজা পক্ষও দলিলাৎ ও মৌখিক প্রমাণ দিতে পারেন। প্রজা পক্ষ উক্ত জমীর জন্য অন্য কোন ভূম্যধিকারীকে কবুলতি দিয়া থাকিলে বা তাহাকে খাজনা

আদায় দিয়া থাকিলে উক্ত ভূম্যধিকারীর কাগজ তলব করিয়া বা নিজ দাখিলা বা পাট্টার দ্বারা দরখাস্তকারীর প্রমাণ খণ্ডন করিতে পারেন। থাক বা রেভিনিউ নক্সা বা অন্য কোন সরকারী বা বে-সরকারী বিশ্বাসযোগ্য নক্সা, রায় ফয়সালা, রোডসেস্ রিটার্ণ প্রভৃতির দ্বারাও দর াস্তকারীর প্রমান খণ্ডন করিতে পারেন। এই সকল ক্ষেত্রে অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা করিতে হয়; এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম হইতে পারে না।

অনেক সময় একই জমির জন্য একই প্রজার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভূম্যধিকারীকে ভিন্ন ভিন্ন কবুলতি লইতে দেখা যায়; ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রজা প্রকৃত পক্ষে কাহাকে খাজনা দিয়া জমি ভোগ করে তাহার প্রমাণ লইয়া প্রকৃত বিষয় নির্ণয় করা হয়; উভয় ভূম্যধিকারী খাজনা আদায়ের প্রমান দিলে এবং কে প্রকৃত পক্ষে প্রজার নিকট খাজনা পান তাহা স্থির করিতে না পারিলে থাক্ নক্সা প্রভৃতি দেখিয়া বিরোধীয় জমি যাঁহার মহালের সামিল দেখা যায় তাঁহাকেই ভূম্যধি-কারী গণ্য করা হয়।

যে জমী নাখেরাজ বলিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হয় তৎসম্বন্ধেও এস্থলে একটী বিষয় জানা আবশ্যক; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নাখে-রাজ দুই প্রকারের; (ক) সিদ্ধ বা প্রকৃত নাখেরাজ (খ) অসিদ্ধ বা ভূম্যধিকারিগণ কর্ত্তৃক সৃজিত নাখেরাজ। যে নাখেরাজ প্রকৃত বা সিদ্ধ তাহা সম্রাটের অধীন; ঐরূপ নাখেরাজ সম্বন্ধে উপরিস্থ স্বত্বের ঘরে সম্রাটের নাম লিখিত হয় এবং যে সকল নাখেরাজ ভূম্যধিকারি-গণ কর্ত্তৃক সৃজিত নাখেরাজ তাহার উপরিস্থ ঘরে ভূম্যধিকারীর নাম লিখিত হয়। যাহা সম্রাটের অধিনস্থ নাখেরাজ তাহার সম্বন্ধে ১০৩ ধারার দরখাস্ত হইলে তাহা সিদ্ধ নাখেরাজ প্রমাণ করিলেই

আর খাজনা ধার্য্য হয় না ; যাহা ভূম্যধিকারীর অধীনস্থ নাখেরাজ তাহা যদি দরখাস্তকারী ভূম্যধিকারীর পূর্ব্ব পুরুষে নাখেরাজ করিয়া দিয়া থাকেন অথবা দরখাস্তকারী বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী যাঁহার নিকট খোষ কোবালায় খরিদ করিয়াছেন তিনি যদি নাখেরাজ করিয়া দিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐরূপ নাখেরাজেরও খাজনা ধার্য্য হয় না ; কিন্তু দরখাস্তকারী ভূম্যধিকারী বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী যদি কালেক্টরীর নীলামে বা অন্য নিলামে মহাল খরিদ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐরূপ নাখেরাজেরও কর ধার্য্য হইবে। দেন ডিক্রী বা রেহান ডিক্রীতে যিনি মহাল খরিদ করেন তিনিও তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী কার্য্যে বাধ্য। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর সৃজিত না খরাজেরও তিনি কর ধার্য্য করিতে পারেন না।

(৪) কোন জমী কোন মহালের বা কোন্ জমার সামিল ?

চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে জমী ও জমা দুইই লিখিত হয় এবং উক্ত জমী কোন মৌজার সামিল ও কোন জমার সামিল তাহাও লিখিত হয়। অনেক সময় ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি উঠে যে বিরোধীয় জমী যে মৌজার সামিলে রেকর্ড হইয়াছে ঐ জমী উক্ত মৌজার সামিল নহে বা যে জমার সামিল বলিয়া রেকর্ড হইয়াছে উক্ত জমার সামিলও নহে।

ভূম্যধিকারী বা প্রজা যিনি ঐরূপ আপত্তি তুলেন তাঁহাকেই প্রমাণ দ্বারা উক্ত আপত্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিতে হয়। পাট্টা, কবুলতি, চেক, দাখিলা, জমা ওয়াশিল বাকী, আদালতের রায়

ফয়সালা, সরকারী বা বে-সরকারী নক্সা, চিঠা প্রভৃতির দ্বারা ঐরূপ আপত্তি প্রমাণ বা খণ্ডন করা যায়।

কোন জমী কোন মহালের সামিল ইহার মীমাংসা করাইয়া লওয়া ভূম্যধিকারীর পক্ষে যেরূপ আবশ্যক কোন জমী কোন জমার সামিল তাহার মীমাংসা করাইয়া লওয়া প্রজার পক্ষেও সেইরূপ আবশ্যক। মনে কর ভূম্যধিকারী রাম কৃষ্টপুর ও হরিপুর দুইটী মহালেরই মালিক এবং তাঁহার অধিনে শ্যামের ৮০/০ বিঘা জমীর মধ্যে ৪০/০ বিঘা কৃষ্টপুরের সীমানা মধ্যে অবস্থিত এবং ৪০/৭ বিঘা হরিপুরের সীমানা মধ্যে অবস্থিত। একই ভূম্যধিকারী উভয় মহালের মালিক হওয়ায় ও উভয় মহালের জমির জন্য একই ব্যক্তি খাজনা পাইতে অধিকারী থাকায় উক্ত ৮০/০ বিঘার জমার জমী কোন একটী মহাল বা উভয় মহাল মধ্যে অবস্থিত কি না তাহার তদন্ত করিবার সাধারণতঃ কোন আবশ্যক হয় না; উভয় মহাল মধ্যে যে কোন মহালের সামীলেই হউক না কেন খাজনা আদায় হইলেই ভূম্যধিকারীর কোন ক্ষতির কারণ থাকে না। যদি সেটেলমেণ্টে একই ভূম্যধিকারীর অধীনে উক্ত ৮০/০ বিঘা জমীর মধ্যে ৪০/০ বিঘা জমীর কাত ৪০৲ টাকা কৃষ্টপুরের সামিলে ও বকী ৪০/০ বিঘা জমির কাত ৪০৲ টাকা হরিপুরের সামিলে রেকর্ড হয় তাহা হইলে উভয় শঙ্কট ঘটে ও তাহাতে ভূম্যধিকারীর ক্ষতির কারণও ঘটিতে পারে। সেটেলমেণ্টের পর প্রজা যদি খাজনা না দেয় তবে তাহার নামে দুইটী মৌজার জমী বাবত দুইটী বাকী খাজনার নালিশ করিলেও প্রজা ৪০/০ বিঘা জমীর কাত ৪০৲ টাকার জমা সম্বন্ধে রাজা প্রজা সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া জবাব দিয়া ৮০/০ বিঘা জমির কাত ৮০৲ টাকা জমার চেক দাখিলা দাখিল করিলে মোকর্দ্দমা ডিক্রী

হওয়া সুকঠিন হয়; আবার ৮০/০ বিঘা জমির কাত ৮০৲ জমায় নালিশ করিলে প্রজা, রাজা প্রজা সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া সেটেলমেণ্টের পরচা দাখিল করিলে তাহাতেও ডিক্রী পাওয়া সুকঠিন হয়। এক জমার জমী অন্য এক জমার সামিল রেকর্ড হইলে প্রজারও ক্ষতি আছে। মনে কর শ্যামের ১০/০ বিঘা জমীর কাত ১০৲ টাকার একটী ও ২০/০ বিঘা জমীর কাত ২০৲ টাকার একটি জমা আছে যদি ১০/০ বিঘা জমার অন্তর্গত ২/০ জমী ২০/০ জমায় অন্তর্গত বলিয়া রেকর্ড হয় তাহা হইলে ২০৲ টাকার জমায় ২২/০ বিঘা জমী হইবে; এরূপ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী ২০৲ টাকার জমায় অতিরিক্ত জমী থাকার হেতু বাদে নালিশ করিয়া উক্ত জমার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন; প্রজাপক্ষও ১০৲ টাকার জমায় ৮/০ বিঘা জমী থাকার হেতুবাদে নালিশ করিয়া জমা কমি পাইতে পারেন সত্য; কিন্তু তাহাতে লোকসান ভিন্ন লাভ নাই; অনর্থক দুইটি মোকর্দ্দমায় জড়ীভূত হইতে হয় ও মোকর্দ্দমার খরচ বহন করিতে হয়। আরও মনে কর শ্যামের একটী বহুকালের জমা আছে ও একটী হাল বন্দোবস্ত জমা আছে। বহুকালের জমার জমির একই অপরিবর্ত্তিত হারে ২০ বৎসর কাল খাজনা আদায় দেখাইতে পারিলে ঐ জমা রামের মকররী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে; কিন্তু হাল বন্দোবস্তি জমা সম্বন্ধে ঐরূপ মকররী হওয়া যায় না; সুতরাং যদি বহুকালের পাকা জমার অন্তর্গত জমীর কোন অংশ হাল বন্দোবস্তি জমার সামিলে রেকর্ড হয় তাহা হইলে শ্যামের তাহাতে ভবিষ্যতে ক্ষতির কারণ ঘটিতে পারে। ঐরূপ যদি একটী দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট ও অন্য একটী দখলিস্বত্ব শূন্য দুইটী জমা থাকে এবং দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট জমার জমির কোন অংশ দখলিস্বত্ব শূন্য জমার জমির সামিলে রেকর্ড হয় তাহা

হইলে তাহাতেও প্রজার ক্ষতি হয়। সুতরাং এক জমার জমী অন্ত জমার সামিলে যাহাতে রেকর্ড না হয় তৎপ্রতি প্রজা পক্ষেরও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ। চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে ঐরূপ ভুল রেকর্ড হইলে ১০৫ ক ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

এক মহালের জমী অন্ত মহালের সামিলে রেকর্ড হইলেও প্রজার ক্ষতি হয়। মনে কর শ্যামের কৃষ্টপুর মহালে ১০/০ বিঘার একটী জমা ও হরিপুর মহালে ২০/০ বিঘার একটী জমা আছে এবং শ্যাম কৃষ্টপুর মহালের ১০/০ বিঘা জমী রায়ত স্বরূপে ১২ বৎসরের উর্দ্ধ-কাল ভোগ দখল করিতেছেন ও হরিপুর মহালের ২০/০ বিঘা জমি ৮ বৎসরকাল রায়ত স্বরূপে ভোগদখল করিতেছেন। এস্থলে শ্যাম কৃষ্ট-পুর মহালের ১০/০ বিঘা জমী সম্বন্ধে স্থিতিবান প্রজা এবং তাহাতে তাঁহার দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে (কায়েমী স্থিতিবান রায়ত হইলেই দখলি-স্বত্ব জন্মে) কিন্তু শ্যাম হরিপুর মহালের ২০/০ বিঘা জমী দ্বাদশ বৎ-সরের কম সময়ের জন্য ভোগ দখল করায় ঐ মহালের জমী সম্বন্ধে স্থিতিবান রায়ত হইতে পারেন নাই এবং তাহার দখলী স্বত্বও জন্মে নাই; সুতরাং শ্যামের ভোগ দখলি কৃষ্টপুর মহালের ১০/০ বিঘার অন্তর্গত কোন জমী হরিপুর মহালের ২০/০ বিঘার সামিলে রেকর্ড হইলে শ্যামের তাহাতে ক্ষতি আছে। কৃষ্টপুর মহালে শ্যাম উপরোক্ত ১০/০ বিঘা ছাড়া অন্য কোন জমী বন্দোবস্ত হইলে তৎসম্বন্ধেও দখলী স্বত্ব লাভ করিবার জন্য উক্ত জমী শ্যামকে ১২ বৎসর কাল ভোগ দখল করিতে হইবে না; ১২ দিনের ভোগ দখলেও তাহাতে শ্যামের দখলী স্বত্ব জন্মিবে; অর্থাৎ কোন গ্রামের কোন একটী জমী রায়ত স্বরূপে ১২ বৎসর কাল ভোগ দখল করিয়া ঐ গ্রামের জমী

সম্বন্ধে একবার স্থিতিবান রায়ত হইতে পারিলেই প্রজা ঐ গ্রামের যে জমী যখন রায়ত স্বরূপে ভোগ দখল করিবে তাহাতেই তাহার দখলি স্বত্ব জন্মিবে (হস্তান্তরের অযোগ্য দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট জোতের খরিদদার সম্বন্ধে এইনিয়ম খাটে না); সুতরাং কৃষ্টপুর মহালের স্থিতিবান প্রজা শ্যামের উক্ত মহালের উপরোক্ত ১০/০ বিঘা জমী ছাড়া অন্য জমী বন্দোবস্ত লওয়া থাকিলে উক্ত বন্দোবস্ত জমী যাহাতে কৃষ্টপুর মহালের সামিলেই রেকর্ড হয় তত্ত্বপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা শ্যামের একান্ত কর্ত্তব্য ; যদি ঐ জমী কৃষ্টপুরের সামিলে রেকর্ড না হইয়া হরিপুরের সামিলে রেকর্ড হয় তাহা হইলে শ্যামের তাহাতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবার সুযোগ নষ্ট হইয়া যায়। যে মহালের সামিলেই রেকর্ড হউক না কেন জমীতো হাত ছাড়া হইবে না এরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। ভুল রেকর্ড হইয়া থাকিলে ১০৫ ক ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা পরে ঠকিতে হয়। দুই মহালের ভূম্যধিকারী এক থাকিলে কতক রক্ষা আছে ; নতুবা অনেক সময় দোকড় খাজনাও দিতে হয়।

৫। প্রজাকে যে শ্রেণীর প্রজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে প্রজা প্রকৃত পক্ষে সেই শ্রেণীর প্রজা বটে কিনা ?

জমী নাখেরাজ কি মাল ইহা লইয়া যেরূপ গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হয় প্রজা কোন শ্রেণীর প্রজা ইহা লইয়াও সেইরূপ গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হয়। প্রজা স্বত্ব বিষয়ক আইনে প্রজাগণকে মধ্যস্বত্বাধিকারী (মায় অধিন মধ্যস্বত্বাধিকারী), মকররী রায়ত দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত, দখলীস্বত্ব শূন্য রায়ত ও কোর্ফা রায়ত এই

৫ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে; উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রায়তের অধিকারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; কোন শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে, কোন শ্রেণীর প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না; কোন শ্রেণীর প্রজার নিজ ভোগ দখলি জমী দান বিক্রয়াদী করিবার অধিকার আছে; কোন শ্রেণীর প্রজার ঐরূপ কোন অধিকার নাই; কোন শ্রেণীর প্রজা নিজ ভোগ দখলি জমীতে পুষ্করিণী খনন, বাগান নির্ম্মাপণ, ইষ্টকাগার নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারে; কোন শ্রেণীর প্রজা তাহা পারে না; সুতরাং যে ব্যক্তি উচ্চ শ্রেণীর প্রজা তিনি নিম্ন শ্রেণীর প্রজা বলিয়া রেকর্ড হইলে প্রজার ক্ষতি আছে; ঐরূপ নিম্ন শ্রেণীর প্রজা উচ্চ শ্রেণীর প্রজা বলিয়া রেকর্ড হইলে ভূম্যধিকারীরও ক্ষতি আছে; সুতরাং প্রজা পক্ষ সর্ব্বদাই উচ্চ শ্রেণীর প্রজা বলিয়া রেকর্ড হইবার চেষ্টা করেন অপর পক্ষে ভূম্যধিকারীপক্ষও সর্ব্বদাই প্রজাকে নিম্নশ্রেণীর প্রজা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন; বিশেষতঃ প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার বিধান মতে যে প্রজা ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় জমী ভোগদখল করা দেখাইতে পারেন তাঁহাকে আইনানুসারে মকররী রায়ত গণ্য করিবার বিধান থাকায় এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিই ২০ বৎসরের অধিক কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনার ভোগ দখল হইতে থাকায় প্রজার শ্রেণী বিভাগ লইয়া বড়ই বিবাদ উপস্থিত হয়; সেটেলমেণ্টে অনেক দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকেও অন্যায় মতে মধ্যস্বত্বাধিকারী লিখিত হয়; এজন্যও অনেক বিবাদ বাধে; অনেক সময় দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তও দখলী স্বত্ব শূন্য রায়ত বা দখলী স্বত্ব শূন্য রায়ত দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া রেকর্ড হইয়া যায়; ইহাতেও অনেক বিবাদ উপস্থিত হয়। অনেক সময়

কোর্ফা রায়তও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হইয়া যায় এবং তজ্জন্যও বিবাদ বাধিয়া যায়। সরিক ভূম্যধিকারী প্রজার স্বত্ব লাভ করিলে তাহার কিরূপ স্বত্ব হইবে ইহা লইয়াও বিবাদ উপস্থিত হয়। মোট কথা প্রজার শ্রেণী বিভাগ লইয়া বড়ই গুরুতর বিবাদ বাধে এবং ভূম্যধিকারী বা প্রজা উভয় পক্ষই এই বিবাদ উপস্থিত করে।

ঐরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে যিনি ১০৫ ক ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া চূড়ান্ত রূপে প্রচারিত স্বত্বলিপি ভ্রমাত্মক থাকা সাব্যস্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকেই প্রথমে প্রমাণ দিয়া স্বীয় দরখাস্তের উক্তি প্রমাণ করিতে হয়। দরখাস্তকারী প্রমাণ দিতে পারিলে তবে অপর পক্ষকে স্বীয় দাবির সত্যতা সপ্রমাণ করিতে হয়। কোন স্থলে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে তাহা বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক শ্রেণীর রায়ত সম্বন্ধে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হইল। যিনি মধ্যগত স্বত্বের অধিকারী তিনিই মধ্য স্বত্বাধিকারী। এক দিকে ভূম্যধিকারী ও অপর দিকে প্রজা; এই দুইএর মধ্যে যিনি থাকেন তিনিই মধ্যস্বত্বাধিকারী। যে ব্যক্তি প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিয়া জমী ভোগদখল করিবার জন্য কোন ভূম্যধিকারীর নিকট জমী বন্দোবস্ত লয়েন তিনিই ঐরূপ মধ্য স্বত্বাধিকারী। আমাদের দেশে পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, সেপত্তনী-দার, ইজারাদার পূর্ব্ববঙ্গে গাঁতিদার, হাওলাদার প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রজা বা মধ্য স্বত্বাধিকারী; ঐ সকল ব্যক্তি স্বহস্তে চাষ আবাদ করিয়া জমী ভোগ করেন না। তাঁহারা প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিয়া উপরিতন ভূম্যধিকারীকে (জমিদার প্রভৃতি) তাঁহার সহিত চুক্তি মত প্রাপ্য টাকা বা খাজনা দিয়া বক্রী নিজে লয়েন। এই সকল ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে মধ্যস্বত্বাধিকারী; সুতরাং তাঁহারা

মধ্যস্বত্বাধিকারী রেকর্ড হইবার যোগ্য; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মূলে চাষ আবাদ করিবার জন্য জমী বন্দোবস্ত লইয়া তাহাতে চাষ আবাদ না করিয়া প্রজা-পত্তন করেন এবং প্রজার নিকট বরাবর খাজনা আদায় করিতে থাকেন তাহা হইলে তিনি মধ্য স্বত্বাধিকারী নহেন; প্রকৃত মধ্যস্বত্বাধিকারী যে ভাবে জমী ভোগ করেন মূলে চাষাবাদ করিবার জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা ব্যক্তিও ঠিক সেই ভাবে জমী ভোগ করিলেও তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী নহেন; কারণ প্রকৃত মধ্যস্বত্বাধিকারী মূলে প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিয়া জমী ভোগদখল করিবার জন্য বন্দোবস্ত লয়েন কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি মূলে চাষাবাদ করিয়া জমী ভোগদখল করিবার জন্য জমী বন্দোবস্ত লয়েন; মূল বন্দোবস্ত লওয়া কালের উদ্দেশ্যের পার্থক্য অনুসারে একজন মধ্যস্বত্বাধিকারী ও অপর জন রায়ত হইবে; কিন্তু অনেকস্থলে প্রকৃত রায়তকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া অন্যায় মতে রেকর্ড করা হয়। মনে কর যদু চাষাবাদ করিবার জন্য ৫০/০ বিঘা জমী ৫০৲ টাকা জমা ধার্য্যে বন্দোবস্ত লইয়াছেন; উক্ত বন্দোবস্ত লইবার পর যদু যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে উক্ত ৫০/০ বিঘা জমিতে প্রজা পত্তন করিয়া তাহাদের নিকট খাজনা আদায় করায় তাঁহার পক্ষে অধিকতর লাভজনক এবং তজ্জন্য যদি তিনি উক্ত ৫০/০ বিঘা জমীতেই প্রজা পত্তন করিয়া খাজনা আদায় করিতে থাকেন তাহা হইলে সেটেলমেণ্টে প্রায়ই তাঁহাকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া লিখিত হয়; উক্ত ৫০/০ বিঘা জমী হইতে ২৫/০ বিঘা নিজ খাসদখলে রাখিয়া চাষাবাদ করিতে থাকিলে এবং বক্রী ২৫/০ বিঘায় প্রজা পত্তন করিয়া খাজনা আদায় করিতে থাকিলেও অনেক সময় সেটেলমেণ্টে শেষোক্ত ২৫/০ বিঘা সম্বন্ধে তাঁহাকে অন্যায় মতে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া লিখিত হয়;

নিজের জমী নিজে চাষাবাদ না করিয়া ভাগে বিলি রাখিলেও উক্ত জমির মালিক রায়ত বই কিছুই নয়; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও অন্যায় মতে ভাগীদারকে রায়ত ও জমীর মালিককে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া সেটেলমেণ্টে লিখিত হয়; রায়তের অধীনে কোর্ফা রায়ত থাকিলে অনেক সময় অন্যায় মতে সেটেলমেণ্টে কোর্ফা রায়তকে রায়ত ও প্রকৃত রায়তকে মধ্যস্বত্বাধিকারী লিখিত হয়; জমীর মালিককে ভদ্রলোক পাইলে এবং তদধিনে কৃষিকারী ব্যক্তি পাইলে অনেক সময় অন্যায় মতে উক্ত ভদ্রলোককে মধ্যস্বত্বাধিকারী ও উক্ত কৃষি-কারিকে রায়তও লিখিত হয়; মোট কথা যে স্থলে জমীর মালি-ককে খাসে চাষাবাদ করিতে না দেখিয়া নগদ বা ফসল দ্বারা খাজনা আদায় দেওয়া দেখা যায় প্রায় সেই সকল স্থলেই জমীর মালিককে সেটেলমেণ্টে মধ্যস্বত্বাধিকারী ও তদনীধস্থ কৃষিকারী ব্যক্তিকে রায়ত লিখিত হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া যে সকল ব্যক্তির একই জমার সামিলে ১০০/০ বিঘার অতিরিক্ত জমী থাকে তাহাদিগকেও সেটেলমেণ্টে মধ্যস্বত্বাধিকারী লিখিত হয়; প্রজা স্বত্ব বিষয়ক আইনের ৪ ধারায় (৫) দফার বিধানানুসারে এক জমায় ১০০/০ বিঘার অতিরিক্ত জমী থাকিলে উক্ত জমীর মালিককে মধ্যস্বত্বাধিকারী ধরিবার বিধান আছে বটে, কিন্তু উক্ত ১০০/০ বিঘার অতিরিক্ত জমী থাকিলেই যে মধ্যস্বত্ব হইবে এরূপ নহে; ১০০/০ বিঘার অতিরিক্তএমন কি ৬০০/০ বিঘা জমী থাকিলেও মধ্যস্বত্ব না হইতে পারে; ৫০/০ বিঘা জমী থাকি-লেও মধ্যস্বত্ব হইতে পারে। মূল বন্দোবস্ত কালের প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত বন্দোবস্ত কি উদ্দেশ্যে লওয়া হইয়াছিল তাহা স্থির করিয়াই মধ্যস্বত্ব বা রায়ত নির্ণয় হইবে। ১০০/০ বিঘার অতিরিক্ত

জমী যদি মূলে চাষাবাদ করিবার জন্ত বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে জমায় ১০০/০ বিঘার অতিরিক্ত জমী থাকিলেও উক্ত জমীর মালিক রায়ত হইবে; মধ্যস্বত্বাধিকারী হইবে না। ৫০০/০ বা ৭০০/ বিঘা জমী এক জমার সামিলে থাকিলেও যদি তাহা মূলে চাষাবাদ জন্য বন্দোবস্ত লওয়া হয় তাহা লইলেও উক্ত জমীর মালিক রায়ত হইবে; মধ্যস্বত্বাধিকারী হইবে না; কিন্তু সেটেলমেণ্টে এক জমায় ১০০/০ বিঘার অতিরিক্ত জমী পাইলেই উক্ত জমীর মালিককে প্রায়ই মধ্যস্বত্বাধিকারী লিখিত হইয়া থাকে।

সেটেলমেণ্টের চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে যাহা লিখিত থাকে থাকে আইনমতে তাহাই নির্ভূল ধরিবার বিধান আছে। সুতরাং যাহা লিখিত হয় তাহা ন্যায় বা অন্যায় যে মতেই লিখিত হউক না কেন তাহা যথা সময়ে সংশোধন না করিয়া লইলে ভবিষ্যতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে; এই জন্যই রেকর্ডে প্রকৃত অবস্থা যাহাতে লিখিত হয় তজ্জন্য সকলেই চেষ্টা করেন। প্রকৃত স্বত্ব লিখিত না হইলে কি ক্ষতি হয় তাহা নিম্নে বলা হইতেছে। রায়তকে মধ্যস্বত্বাধিকারী লিখিত হইলে রায়তের সুবিধাও আছে এবং অসুবিধাও আছে। মধ্যস্বত্বাধিকারীর সম্পত্তি নিজ ইচ্ছামত হস্তান্তর করা যাইতে পারে; কিন্তু মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে। রায়তের খাজনা যে হারে বৃদ্ধি হইতে পারে মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হারে বৃদ্ধি হইতে পারে। রায়তের সহিত ভূম্যধিকারীর কোন চুক্তি হইলে তাহা সর্ব্বত্রই প্রজা স্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মত হওয়া আবশ্যক; নতুবা উক্ত চুক্তি কদাচ বলবৎ হয় না; রেজেষ্ট্রী কৃত দলিল থাকিলেও হয় না; কিন্তু মধ্যস্বত্বাধিকারীর সহিত ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি হয় তাহা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক

আইনের বিধানের বহির্ভূত হইলেও স্থল বিশেষে বলবৎ হয়। মনে কর যদু একজন মধ্য স্বত্বাধিকারী এবং তাহার মধ্যস্বত্ব মধ্যে ৫০০/০ বিঘা জমী আছে এবং তজ্জন্য তিনি ২০০৲ টাকা খাজনা দেন। যদি যদু উক্ত মধ্যস্বত্বীয় জমী ৫০ জন প্রজাকে প্রতি বিঘা ২৲ টাকা হারে খাজনার পত্তন করিয়া বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা খাজনা আদায় করিতে থাকেন এবং উক্ত খাজনা আদায় জন্য যদি তাঁহার বৎসরে ২০০৲ টাকা খরচ পড়ে তাহা হইলে ভূম্যধিকারী ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া ১০০০৲ টাকা হইতে সরঞ্জমী খরচ ২০০৲ টাকা বাদ দিয়া বক্রী ৮০০৲ টাকার মধ্যে ৮০৲ টাকা মধ্য স্বত্বাধিকারীর মুনফা রাখিয়া অবশিষ্ট ৭২০৲ টাকা পর্য্যন্ত উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন; অর্থাৎ যে স্থলে ২০০৲ টাকা খাজনা দিতে হইত সেই স্থলে ৭২০৲ টাকা খাজনা দিতে হয়। সুতরাং রায়ত মধ্যস্বত্বাধিকারী রেকর্ড হইলে তাহার সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই বেশী হয়; কাজেই কোন রায়ত মধ্যস্বত্বাধিকারী হইতে চাহে না এবং ঐরূপ অন্যায় রেকর্ড হইলে ১০৫ ক ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া স্বত্বলিপি সংশোধনের মোকর্দ্দমা করেন।

রায়ত মধ্যস্বত্বাধিকারী রেকর্ড হইলে স্বত্বলিপি সংশোধন জন্য রায়তকে মূলে কি উদ্দেশ্যে জমী বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করিতে হয়; আমলনামা পাট্টা বা কবুলতি থাকিলে ঐরূপ প্রমাণ করা খুবই সহজ হয়; তাহা না থাকিলে বহুকাল পূর্ব্বের বন্দোবস্ত প্রমাণ করা বড়ই সুকঠিন হয়। যে স্থলে মূল বন্দোবস্ত কালের কোন দলিল না পাওয়া যায় তথায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া প্রজা রায়ত কি মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহা নির্ণয় করিতে হয়। ঐরূপ স্থলে যে ব্যক্তি মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া লিখিত হইয়াছেন তিনি

কৃষিজীবী ব্যক্তি হইলে বিরোধির জমী পূর্ব্বে তাঁহারা খাষে চাষাবাদ হইবার প্রমাণ পাওয়া গেলে, দেশাচার মতে তাঁহাকে রায়ত বলিয়া গণ্য করিবার নিয়ম থাকিলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার পরবর্ত্তিকালের আচরণের প্রমাণ পাইলে যথা জমী হস্তান্তর হইবার পর ভূম্যধিকারী বরাবর নিজ ইচ্ছামত নজর সেলামী লইয়া প্রজা স্বীকার করা দেখা গেলে, প্রজা জমীতে ইষ্টক ঘর প্রস্তুত, বাগান রোপণ, পুষ্করিণী খনন, প্রভৃতি কার্য্য করিবার কালে ভূম্যধিকারী বাধা দিয়া থাকিলে যে সময়ে জমার সৃষ্টি হইয়াছিল তৎপূর্ব্ব হইতে জমিতে প্রজা পত্তন না থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে, প্রথম বন্দোবস্ত কালে জমী জঙ্গলময় থাকিলে বন্দোবস্তি জমীর পরিমাণ এক ব্যক্তির চাষাবাদের পক্ষে সম্ভবপর হইলে (যথা ৫০/০ বা ১০০/০ বা ২০০/০ বিঘা) মুল বন্দোবস্তকালে গ্রহীতা কৃষিজীবী ব্যক্তি থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রজা মধ্যস্বত্বাধিকারী না হইয়া রায়তই বটে এইরূপ সাব্যস্ত হইতে পারে। যিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া লিখিত হয়েন তিনি যদি কৃষিজীবী না হয়েন, বিরোধীয় জমী যদি বরাবর প্রজা পত্তন থাকায় প্রমাণ পাওয়া যায়, দেশাচার মতে যদি তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবার নিয়ম থাকে, ভূম্যধিকারীর অনুমতি ব্যতিরেকেও উক্ত জমী যদি বরাবর হস্তান্তর যোগ্য হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়; বিরোধির জমী হস্তান্তরের দলিল রেজেষ্ট্রী কালে যদি ল্যাণ্ড লর্ডের ফি দাখিল হওয়ারও ভূম্যধিকারী তাহা গ্রহণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়, মূল বন্দোবস্তকালে বন্দোবস্ত গ্রহীতা কৃষিজীবী ব্যক্তি না থাকার প্রমাণ যদি পাওয়া যায়, মূলে যে পরিমাণ জমী বন্দোবস্ত লওয়া হয় তাহার পরিমাণ যদি একজনের চাষ আবাদের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে (যথা ৫০০/০ বা ৭০০/০

বা ১০০৮/৩ বা ১২০০/৩ বিঘা) প্রজা প্রকৃতপক্ষে মধ্যস্বত্বাধিকারী থাকাই সাব্যস্ত হইবে।

রায়ত মধ্যস্বত্বাধিকারী লিখিত হইলে যেরূপ আপত্তির কারণ ঘটে মধ্যস্বত্বাধিকারী রায়ত লিখিত হইলেও সেইরূপ আপত্তির কারণ ঘটে; রায়তের অধীন রায়ত কোর্ফা রায়ত; মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীনে রায়ত কোর্ফা রায়ত নহে। সুতরাং মধ্যস্বত্বাধিকারী যদি রায়ত বলিয়া লিখিত হয় তাহা হইলে তাহার অধীন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তও কোর্ফা রায়ত হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ঐরূপ ঘটিলেও রেকর্ড সংশোধন জন্য বিবাদ ও মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয় ও প্রমানাদি লইয়া প্রকৃত বিষয় নির্ণয় হয়। প্রমাণ উপরোক্ত মতেই দিতে হয়।

(খ) মকররী-প্রজা।

সকল প্রজারই মকররী হইবার বিশেষ সাধ। মধ্যস্বত্বাধিকারীরা যে সকল অধিকার আছে মোকররী প্রজা মত্রেরই অনেকাংশে ঐ সকল অধিকার আছে অধিকন্তু তাহার একটী প্রবল ও মূলবান অধিকার আছে; মধ্যস্বত্বাধিকারী দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, দখলি স্বত্বশূন্য রায়ত, কোর্ফা রায়ত প্রভৃতি অন্য সকল শ্রেণী প্রজারই খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু মকররী প্রজার খাজনা কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না; এইজন্য প্রজাপক্ষ মকররী হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করেন; এবং এই জন্যই ভূম্যধিকারী সর্ব্বদাই তাহাতে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। নাখেরাজের বিবাদ অপেক্ষাও মকরীর বিবাদ গুরুতর হয়; কিন্তু নাখেরাজ প্রমাণ করা যত কঠিন মকরীর প্রমাণ করা তত কঠিন নহে। আমাদের দেশের অধিকাংশ জমীই বহু কাল পূর্ব্ব হইতে এক্কই অপরিবর্ত্তিত হারে খাজনা আদায়ে ভোগ

দখল হইয়া আসিতেছে; সুতরাং প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার বিধান মতে ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত হারে খাজনা আদায় দেখাইয়া মকররী হওয়া কঠিন হয় না এবং ভূম্যধিকারী পক্ষের ঐরূপ দাবীর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়াও সহজ হয় না এই সকল কারণেই প্রজাপক্ষ হইতে প্রায় মকররীর দাবী উপস্থিত হয়।

স্বত্বলিপিতে প্রজা মকররী বলিয়া লিখিত হইলে ভূম্যধিকারী তাহা ভ্রমাত্মক থাকা সাব্যস্থ করিয়া স্বত্বলিপি সংশোধন করিবার জন্য প্রায়ই দরখাস্ত করেন। মকররী লিখিত না হইলে মকররী হইবার জন্যও স্বত্বলিপি সংশোধন করিবার জন্য উপযুক্ত স্থলে প্রজা পক্ষও ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করিতে পারেন বটে, কিন্তু ঐরূপ দরখাস্ত করিবার কারণ খুব কম বটে। ভূম্যধিকারী পক্ষ মকররী কর্ত্তন করাইবার দরখাস্ত করিলে প্রজাপক্ষকে জবাব দাখিল করিয়া ভূম্যধিকারীরা দাবী মিথ্যা সাব্যস্থ করিবার ও মকররী বজায় রাখিবার জন্যই প্রায় অধিকাংশ স্থলে মোকর্দ্দমা চালাইতে দেখা যায়।

স্বত্বলিপিতে প্রজাকে মকররী লিখিত থাকিলে এবং ভূম্যধিকারী তাহা ভ্রমাত্মক থাকা সাব্যস্থ করিবার জন্য মোকর্দ্দমা করিলে প্রজা প্রকৃত পক্ষে মকররী বটে কি না ইহারই বিচার হয়। ঐ সকল স্থলে ভূম্যধিকারীকেই প্রথম প্রমাণ দিতে হয়। ভূম্যধিকারী স্বেচ্ছায় মকররী করিয়া না দিলে কেহ মকররী হইতে পারে না—ইহাই সাধারণ নিয়ম; সুতরাং যদি জমী সৃষ্টি-কালের মৌখিক বা দলিলাত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রকৃত বিষয় নির্ণয় করা কঠিনও হয় না কিন্তু যে সকল জমা বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে

তাহা কোন সময়ে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় পাওয়া যায় না; বহু কালের লোক বা দলিল কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং ভূম্যধিকারী জোত মকররী করিয়া দিয়াছেন কি দেন নাই তাহা জানা যায় না, ঐরূপ স্থলে প্রজাপক্ষ একই অপরিবর্ত্তিত হারে ২০ বৎসর কাল খাজনা আদায় দেখাইয়া ৫০ ধারার বিধান মতে সহজেই জোত মকররী করিয়া লয়; কিন্তু এস্থলে একটী বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত হারে খাজনা আদায় দেখাইয়া ৫০ ধারার বিধান মতে মকররী হওয়া গেলেও ঐরূপ মকররী হওয়া সম্বন্ধে বাধাও আছে। এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার পূর্ব্বে ৫০ ধারার বিধানের মর্ম্ম সকলের জানা আবশ্যক; এজন্য নিম্নে ৫০ ধারার বিধানের আবশ্যকীয় অংশের স্থুল মর্ম্ম দেওয়া হইল :—

৫০ ধারা। (ক) কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রায়ত বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই অপরিবর্ত্তিত খাজনার জমী ভোগ করিতে থাকিলে তাহার খাজনার পরিবর্ত্তন হইবে না।

(খ) মোকর্দ্দমা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনার জমী ভোগ দখল হইতে থাকিলে উক্ত জমী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই অপরিবর্ত্তিত খাজনার ভোগ দখল হওয়া ধরা হইবে; কিন্তু যদি ঐ জমী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে প্রথম বন্দোবস্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে ২০ বা ৫০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় ভোগদখল দেখা গেলেও তাহা আর মকররী হইবে না।

(ক) ও (খ)।

সুতরাং ৫০ ধারার প্রকরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যে সকল জমী (রায়তী জমী বা মধ্যস্বত্বীয় জমী) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় ভোগ দখল হয় কেবল মাত্র তাহারই খাজনা পরিবর্ত্তন (অর্থাৎ বৃদ্ধি বা কমি) হইতে পারে না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে কোন জমা চলিয়া আসিতেছে তাহা স্থির করা প্রায়ই কঠিন হয় (১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে; এক্ষণে ১৯২৫ সাল; এই ১৩০ বা ১৩১ বৎসরের লোক কেহ বাঁচিয়া নাই; এই দীর্ঘকাল মধ্যে কত মহাল হস্তান্তর হইয়াছে; অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, পারিবারিক দুর্ঘটনায় অনেক দলিলপত্রও নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং মৌখিক বা দলিলাৎ প্রমাণ দ্বারা সুদীর্ঘ কালের বন্দোবস্ত প্রমাণ করা যায় না। কাজেই কোন জমী কি সর্ত্তে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাও জানা যায় না। এই জন্যই ৫০ ধারার (২) প্রকরণে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনার জমী ভোগদখল দেখা গেলেই উক্ত জমী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় ভোগদখল করা অনুমান করা হইবে এবং উক্তরূপ অনুমানের বলেই প্রজারা খাজনা পরিবর্ত্তনযোগ্য নহে (অর্থাৎ মকররী) ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইবে। সুতরাং ৫০ ধারার (২) প্রকরণের বিধান মতে ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় জমী ভোগ দখলের প্রমাণ দেখাইয়া যে মোকররী হওয়া যায় তাহা কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করা হয় মাত্র; ঐরূপ প্রমাণ অকাট্য প্রমাণ নহে; কারণ তাহা অনুমাণ মাত্র, সুতরাং

ভূম্যধিকারী যদি এইরূপ প্রমাণ প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে যদিও ঐ জমী ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে তথাপি তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই অপরিবর্ত্তিত হারে ভোগ দখলী জমী নহে; অর্থাৎ ঐ জমী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ঐ জমার অস্তিত্ব ছিল না; তাহা হইলে ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত হারে খাজনায় ভোগ দখল দেখাইয়াও আর মকররী হওয়া যাইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ১৩০। ১৩১ বৎসর অতীত হইয়াছে; সুতরাং ১৭৯৩ সালের পরিবর্ত্তে ১৮৯৩ সালে বন্দোবস্ত হইলে এবং তদবধি একই অপরিবর্ত্তিত হারে খাজনার ভোগদখল হইলে ও ২০ বৎসরের অধিক কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় ভোগদখল করা হয়; কিন্তু ১৮৯৩ সালে বন্দোবস্ত হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমার সৃষ্টি হওয়া সাব্যস্ত হয়; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে জমা প্রচলিত থাকিলে তাহারই খাজনা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না এইরূপ বিধান আছে কিন্তু তৎপরে বন্দোবস্ত হইলে খাজনা পরিবর্ত্তন হইতে না পারিবার কোন বিধান কোন আইনে নাই; সুতরাং ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত খাজনার জমী ভোগদখল দেখাইয়া প্রজা প্রথমতঃ মকররী সাব্যস্থ হইতে পারে বটে এবং স্বত্ব-লিপিতে তাহাকে মকররী লিখিত হয় বটে কিন্তু ১০৫ক ধারার মোকর্দ্দমায় যদি ভূম্যধিকারী উক্ত জমা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পর সৃষ্টি হওয়া প্রমাণ করিতে পারেন তাহা, হইলে প্রজার আর মকররী থাকিবে না; উক্ত "মকররী" শব্দ কর্ত্তন হইয়া যাইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের মৌখিক বা দলিলাত প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন হয় বটে কিন্তু একবারে অসম্ভব হয় না। অনেক বড় জমীদারের মহাফেজ খানায় ১৫০।২০০ বৎসর বা ততোধিক কালের দলিল পাওয়া যায়। ঐ সকল দলিলের বলে মকররী কর্ত্তন করা যায়! মকররী কর্ত্তন করিবার জন্য পাট্টা, কবুলতি, জমা ওয়াশি বাকী, চিঠা, জমাবন্দি, মুড়িচেক প্রভৃতি কাগজ বিশেষ কার্য্যে লাগে। ওয়াশিল বাকীতে মহালের সমস্ত জমার বিবরণ থাকে; যদি বিরোধিয় জমা তাহাতে উল্লেখ না থাকে তবে উক্ত জমা ওয়াশিল বাকী যে সনের হয় ঐ সময়ে বিরোধীয় জমার অস্থিত্ব ছিল না ইহা অনুমান করা যাইতে পারে; মহাল সম্বন্ধে কোন সরকারী জরীপ হইয়া থাকিলেও উক্ত জরিপী চিঠায় বিরোধীয় জমীর উল্লেখ না থাকিলে তদ্দারাও বিশেষ প্রমাণ হয়; বিশ্বাসযোগ্য বে-সরকারী চিঠার দ্বারাও ঐরূপ প্রমাণ হইতে পারে। বিরোধীয় জমার জমী খরিদ বিক্রয় কালের কোবালয় ঐ জমীকে মকররী বলিয়া লিখিত না হইয়া থাকিলে তদ্বারাও অনেক প্রমাণ হয়; বিরোধিয় জমার জমী দান বিক্রয়াদির পর নজর দিয়া খারিজ দাখিল হইয়া থাকিলে তদ্বারাও অনেক প্রমাণ হয়;

পুষ্করিণী খনন, বাগান রোপণ ভূম্যধিকারীর অনুমতি মতে হইয়া থাকিলে তদ্দারাও মকররী না থাকায় পোষক প্রমাণ হয়; থাক নক্সায় আবাদী ও অনাবাদী স্থান দেখান থাকিলে তদ্দারাও প্রমাণের পোষকতা হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমী জঙ্গময় থাকার প্রমাণ দ্বারাও পরবর্ত্তিকালে বন্দোবস্ত হওয়ায়ও জমা সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ হয়। অবস্থা বিশেষে অন্যান্য নানা প্রকার প্রমাণও দেওয়া যায়। মোট কথা বিরোধীয় জমা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়

প্রচলিত ছিল না ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে "মকররী" কর্ত্তন হইবে। কিন্তু এস্থলে আর একটী বিষয়ও সমানভাবে সকলের স্মরণ রাখিতে হইবে। কেবলমাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে জমা প্রচলিত থাকিলেই মকররী হইবে না; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে জমা প্রচলিত থাকা চাই এবং একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় ভোগ দখল হওয়া চাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে জমা প্রচলিত থাকে এবং একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে তাহাই মকররী হইবে। যদি কোন জমা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে প্রচলিত থাকা সত্যই হয় কিন্তু যদি তাহার খাজনা কখন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে জমা প্রচলিত হইলেও তাহা মকররী হইবে না। অর্থাৎ (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে জমা প্রচলিত থাকা এবং (২) বরাবর তাহার খাজনা একই থাকা অর্থাৎ কখনও কমি বেশী না হওয়া এই দুইটী বিষয় যে জমা সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে তাহাই মকররী; সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত জমার খাজনার কমি বেশী প্রমাণ করাইয়াও "মকররী" কর্ত্তন করা যাইবে। জমা ওয়াশিল বাকী, কড়য়া, মুড়িচেক, প্রভৃতির দ্বারাও গোমস্তার দাখিলী জমা খরচ দ্বারা জমার কমবেশী প্রমাণ করা যায়; ঐ সমস্ত আদায়ী কাগজের আদায় প্রমাণ জন্য মৌখিক সাক্ষ্যও দিতে হয়, এবং তাহা দেওয়া সর্ব্বত্র অসম্ভবও হয় না; পুরাতন গোমস্তা, পাটোয়ারী প্রভৃতি জীবিত থাকিলে তাঁহাদের দ্বারা বা তাহাদের হাতের লেখা চিনে এরূপ লোক দ্বারা ঐ সকল কাগজ প্রমাণ করা যায়। ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকালের কাগজ হইলে মৌখিক সাক্ষ্যও লাগে না। ঐ সকল কাগজ যাঁহার জিম্মাই

থাকা উচিৎ তাঁহার জিম্মায় থাকা প্রমাণ করিতে পারিলে মৌখিক এজেহার দ্বারা হাতের লেখা প্রমাণ করিবারও আবশ্যক হয় না। মকররী খণ্ডন জন্য ভূম্যধিকারী পক্ষ হইতে প্রায়ই জমা ওয়াশীল বাকী কড়য়া মুরী চেক প্রভৃতি আদায়ী কাগজ দেখান হয়; ঐ সকল আদায়ী কাগজ দেখান হয়; ঐ সকল আদায়ী কাগজ ব্যতীত অন্য প্রকারে বহু দিনের বন্দোবস্তী জমার ইতিহাস কেহ বলিতে পারে না; সুতরাং ঐ সকল আদায়ী কাগজই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী পক্ষের একমাত্র সম্বল হয়; তজ্জন্য এস্থলে সকলেরই একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। জমা ওয়াশিল বাকী মুড়িচেক কড়চা প্রভৃতি মূল্যবান কাগজ বটে কিন্তু তাহা আইন মতে প্রমাণ করা আবশ্যক; ঐ সকল কাগজ যে সকল ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হয় যদি তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তিকে আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল কাগজ প্রমাণ করাইতে হইবে; নতুবা প্রমাণ সম্বন্ধীয় আইনের ৩৪ ধারা মতে তাহা আইন মতে প্রমাণে ব্যবহৃত হইবে না; যদি ঐ সকল ব্যক্তিকে আনিয়া এজেহার দেওয়ান বহু ব্যয়সাধ্য বা অসম্ভব হয় তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তিকে ঐ সকল কাগজ যাহারা লিখিতে দেখিয়াছে বা যাহারা ঐ সকল ব্যক্তির লেখা চিনে তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল আদায়ী কাগজ তজদিক করিয়া এথামে ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ যাহারা ঐ সকল জমা ওয়াশিল বাকী; কড়চা, প্রভৃতি আদায়ী কাগজ লিখিয়াছেন তাঁহারা যদি জিবীত না থাকেন তাহা হইলে ঐ সকল কাগজ প্রমাণ করিবার আবশ্যক হইবে না।

প্রমাণ সম্বন্ধীয় আইনের ৩২ (২) ধারা মতে যাহা মৃত ব্যক্তির উক্তি বলিয়া তজদিক হইয়া প্রমাণে ব্যবহার হইবে; শেষোক্ত ক্ষেত্রে

জনৈক সাক্ষী বা জন্ম মৃত্যু রেজেষ্টারী দ্বারা ঐ সকল আদায়ী কাগজের লেখকের মৃত্যু প্রথমে প্রমাণ করাইয়া তৎপরে তাহাদের লিখিত কাগজ তজদিক করাইলেই আইন সঙ্গত কার্য্য করা হইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের কথা প্রমাণ করা সর্ব্বত্র প্রায়ই সম্ভব হয় না বলিয়াই একই অপরিবর্ত্তিত খাজনায় ২০ বৎসরের চেক দেখাইতে পারিলেই জমা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত ইহা আইন মতে ধরিয়া লওয়া হয়; আইনের এই বিধানটী প্রজা পক্ষের বিশেষ অনুকুল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রজা ২০ বৎসরের চেক দেখাইলেই তখন ভূম্যধিকারী পক্ষকেই আইনের উক্ত অনুমান প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিতে হয় এবং ঐরূপ প্রমাণ খণ্ডন জন্য ভূম্যধিকারীকে বিশেষ অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়। ভূম্যধিকারী ঐরূপ দেখাইতে পারিলে তখন প্রজা পক্ষকেও ভূম্যধিকারীর প্রমাণ মিথ্যা সাব্যস্থ করিবার জন্য আবশ্যকীয় প্রমাণ দিতে হয়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; যদি ভূম্যধিকারী এরূপ দেখান যে বিরোধিয় জমা ১৮৯৩ সালে প্রথম বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা হইলে প্রজাপক্ষকে দেখাইতে হইবে যে ১৮৯৩ সালের পূর্ব্বেও ঐ জমা প্রচলিত ছিল; ভূম্যধিকারী যদি এই রূপ দেখান যে ১৮৯০ সালে জমার কমবেশী হইয়াছে তাহা হইলে প্রজাকে দেখাইতে হইবে যে ঐ সময় কোন কমবেশী হয় নাই অথবা কমবেশী মিথ্যাও প্রতারণা মূলক অথবা নাম মাত্র; ঐরূপ দেখাইতে পারিলে ভূম্যধিকারীর প্রমাণ অগ্রাহ্য হইয়া মকররী বজায় থাকিবে; নতুবা থাকিবে না।

খাজনায় কমিবেশী হইলে "মকররী" কোন মতে বজায় থাকিবে না ইহা সত্য হইলে এ সম্বন্ধে আরও একটী আবশ্যকীয় বিষয় সকলের

জানা আবশ্যক। জমার জমীর কমিবেশী হইলেও খাজনায় কমি-বেশী হইতে পারে; জমী ঠিক থাকা স্বত্বেও খাজনার কমিবেশী হইতে পারে। জমীর কমি বেশী জন্য খাজনায় কমিবেশী হইলে তদ্বারা মকররী নষ্ট হয় না; অন্য কারণে খাজনার কমিবেশী হইলেই মকররী নষ্ট হয়।

খাজনার কমবেশী দেখা গেলে জমা মকররী সাব্যস্ত হইতে পারে না বটে কিন্তু নামমাত্র পরিবর্ত্তন দ্বারা মকররী নষ্ট করা যায় না; খাজনায় কেবলমাত্র ৴৩ এক আনা তিন পাই পরিবর্ত্তন দেখা গেলে ঐরূপ পরিবর্ত্তন গ্রাহ্য না করিয়া প্রজাকে মকররী ধরা হইবে (৭ উঃ রিঃ ২৮২), ৬০৲ টাকা খাজনার স্থলে ৬১৲ টাকা দেখা গেলে উক্ত ১৲ টাকা বৃদ্ধি গ্রাহ্য না করিয়া প্রজাকে মকররী ধরা হইবে (৪ উঃ রিঃ ৩৩) কিন্তু ২৫৲ টাকা ১২ কড়া ১২ ক্রান্তি স্থলে ২৫৴০ টাকার খাজনা প্রমাণ হওরায় উক্ত প্রকার পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রজা আর মক-ররী হইতে পারে না এরূপ সিদ্ধান্ত আছে (৪ ইঃ কেঃ ৫৫৩); ঐরূপ ১১৸৴০ টাকা স্থলে ১৩৷০ টাকা খাজনার দ্বারাও মকররী নষ্ট হইয়াছে (৭ উঃ রিঃ ৪৪); কিন্তু খাজনার সহিত সামান্য বে-আইনী আবুয়াব আদায় প্রমাণ হইলেও মকররী নষ্ট হইবে না (২ উঃ রি ৯৩) এক তরফা ডিক্রীর দ্বারাও পরিবর্ত্তন সন্তোষজনক রূপে প্রমাণ হওয়া ধরা হয় না (২ উঃ রিঃ ৩২৬) প্রজাকে কোন সময় বাধ্য হইয়া বৃদ্ধি খাজনা দিতে হইয়া থাকিলে তদ্বারাও মকররী নষ্ট হয় না। (৫ উঃ রিঃ ৩২); কিন্তু জমা বৃদ্ধির ডিক্রীর পর উক্ত ডিক্রী অনুযায়ী খাজনা আদান প্রদান না হইলেও মকররী নষ্ট হইবে (২ উঃ রিঃ ৬৯); কিন্তু নগদ খাজনা ফসল খাজনায় পরিবর্ত্তিত হইলেই মকররী নষ্ট হইবে না (১২ উঃ রিঃ ১৪)। কোন জমার জমীর কতকাংশ চাষাবাদের অযোগ্য হওয়ার কারণে যদি কোন খাজনা

কমি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে তদ্বারা মকররী স্বত্ব নষ্ট হইবে না (২১ উঃ রিঃ ৪০১) ; কিন্তু প্রজা পরগণার হার অনুযায়ী বৃদ্ধি খাজনা দিতে বাধ্য হইবে কবুলতিতে এইরূপ স্বত্ব থাকিলে ২০ বৎসর কাল একই হারে খাজনা আদায় দ্বারা মকররী হইবে না (২৪ কঃ উঃ ৩২২) ; ২০ বৎসর কাল একই হারে খাজনা আদায় দেখাইবার জন্য প্রত্যেক বৎসরের দাখিলা দেখাইবার আবশ্যকও নাই দুই চারি-খানি হারাইয়া গেলেও ক্ষতি নাই (২৭ কঃ উঃ ৭৪০) যে সময়ের দাখিলা দেখাইতে পারা যায় না ঐ সময়ে খাজনার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী পক্ষ আপত্তি করিলে ভূম্যধিকারীকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে জমা প্রচলিত থাকে ঐ জমা সম্বন্ধে পরবর্ত্তীকালে কোন পাট্টা কবুলতি হইয়া থাকিলেও উক্ত পাট্টা কবুলতি দ্বারা নূতন জমা বন্দোবস্ত হওয়া প্রমাণ হইবে না বা মকররী নষ্টও হইবে না নূতন পাট্টা কবু-লতি হইলেও সাবেক খাজনাই বাহাল আছে এইরূপ দেখাইতে পারি-লেই প্রজা মকররী সাব্যস্ত হইবে (৮ উঃ রিঃ ১২৯) অনেক সময় ভূম্যধিকারী পক্ষ হইতে দাখিলী আদায়ী কাগজে এরূপ দেখা যায় যে ১০৲ ধাকা জমা স্থলে ১০॥০ টাকা ৫।৭।১০ বৎসর যাবৎ লিখিত আছে ; হয়ত তাহা ২।৪ বার আদায়ও দেখান আছে এবং তৎপরে আবার ১০৲ টাকা জমাই দেখান আছে ; ঐরূপ কাগজ খুবই সন্দেহ জনক ; প্রায়ই তাহার উপর নির্ভর করিয়া হাকিমগণ মকররী খণ্ডন করেন না ; ঐ সকল ক্ষেত্রে ১০৲ টাকা স্থলে ১০॥০ টাকা জমা ধার্য্য হওয়ারও তাহা কার্য্যতঃ আদায় হওয়ার বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হয় ; অনেক ক্ষেত্রে ১০৲ টাকা স্থলে ১০॥০ টাকা জমা দেখান থাকে কিন্তু তাহা আদায় দেখাইতে পারেন না ; ঐরূপ কাগজী

ব্যাপার দ্বারা মকররী খণ্ডন হয় না; প্রজা বৃদ্ধি খাজনা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে ইহা দেখাইতে না পারিলে কেবলমাত্র আদায়ী কাগজ দেখাইলে ফল হইবে না (গ্রাণ্ট বঃ হরি বহার ১৮ কঃ লঃ জঃ ৭৬) অনেক সময় ভূম্যধিকারী পক্ষ আসল জমার উপর কিছু কিছু করিয়া (যথা ১৫৲ টাকা জমার উপর ৸৶০ আনা বা ৮০৲ টাকা জমার উপর ১৲ টাকা) খোসকবুলা বলিয়া প্রজার নিকট আদায় করেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ঐরূপ আদায় হওয়া প্রমাণ করিয়া উক্ত খোস-কুবলা আদায় দ্বারা বৃদ্ধি জমা আদায় হওয়া সাব্যস্ত করিয়া মকররী খণ্ডনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐরূপ আদায় দ্বারা জমা বৃদ্ধি হওয়া সাব্যস্ত হইবে না বা মকররী খণ্ডন হইবে না। যদি উক্ত ৸৶০ আনা বা ১৲ টাকা খোস কুবলা বলিয়া পৃথক ভাবে আদায় না হইয়া আসল জমার সহিত একত্রিত হয় অর্থাৎ চেকে আসল জমা ১৫৲ টাকা ও খোস কবুলা ৸৶০ আনা মোট ১৫৸৶০ টাকা অথবা আসল জমা ৮০৲ টাকা ও খোস কবুলা ১৲ টাকা মোট ৮১৲ টাকা এইরূপ ভাবে জমা ও খোস কবুলা পৃথক পৃথক ভাবে আদায় না হইয়া যদি মোট জমা ১৫৸৶০ বা ৮১৲ টাকা বলিয়া আদায় হইত, তাহা হইলে জমা বৃদ্ধি গণ্য করা হইত ও মকররী খণ্ডন করা যাইত। তাহা না হওয়ায় উক্ত খোস কবলা দ্বারা জমা বৃদ্ধি হওয়াতো সাব্যস্ত হইবেই না, অধিকন্তু উক্ত খোস কবুলাও বজায় রাখা যাইবে না; কারণ খাজনার অতিরিক্ত যাহা কিছু প্রজার নিকট আদায় করা হয়, তাহার যে নাম দেওয়াই হউক না, তাহা আইন মতে বে-আইনী আবুয়াব ও অনাদায়-যোগ্য; উক্ত আবুয়াব ২০।১০০ বৎসর আদায় করা হইলেও উক্ত আবুয়াব আইন-সঙ্গত হইবে না। উক্ত আবুয়াবের উপর খাজনার টাকার ন্যায় সেস্ আদায় হইলেও উক্ত আবুয়াব

আইনসঙ্গত হইবে না। হক শস্তনী বলিয়া অনেক সময় খাজনার উপর কিছু কিছু আদায় করা হয়; পৃথক ভাবে আদায় হইলেও তাহা বে-আইনী আবুয়াব; কিন্তু বার বাট্টা বে-আইনী আবুয়াব নহে। পূর্ব্বে এদেশে সিক্কা টাকা (যাহাকে গেঁড়ী টাকাও বলে) প্রচলিত ছিল এবং উক্ত টাকাতেই খাজনা দিতে হইত; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং ১৮৩৫ সাল হইতে অন্য এক প্রকার টাকা প্রচলিত করেন, কোম্পানীর টাকার মূল্য সিক্কা টাকা হইতে প্রতি টাকায় ⁄১।— ক্রান্তি কম, এজন্য ভূম্যধিকারীগণ খাজনা আদায় করিবার কালে টাকা প্রতি ⁄১।— ক্রান্তি অতিরিক্ত ধরিয়া লইতেন; উক্তরূপ অতিরিক্ত পাওনা প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধি খাজনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এবং বৃদ্ধি খাজনা বলিয়া কখনও তাহা আদায় করাও হয় নাই; সুতরাং ঐরূপ অতিরিক্ত বা বার বাট্টা আদায় দ্বারা মকররী খণ্ডন হইবে না; কিন্তু ১৮৩৬ সালের পর যে সকল জমার সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ সকল জমায় বাট্টা আদায় হইলে বে-আইনী আবুয়াব হইবে।

(গ)

যে স্থলে প্রচলিত আইন মতে মকররী স্বত্বীয় জমীর রেজেষ্টরী করিবার বিধান আছে তথায় কোন জমা ঐরূপ রেজেষ্ট্রী করিয়া না রাখিলে পরবর্ত্তী কালে ঐ জমা সম্বন্ধে ৫০ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের বিধান মতে মকররী অনুমান করা হইবে না॥

(ঘ)

কোন একটী জমার জমী পৃথক হইয়া দুই বা ততোধিক জমার সৃষ্টি হইলেও মকররী নষ্ট হয় না। মনে কর ২৫⁄০ বিঘা জমীর কাত ২৫৲ টাকায় একটী জমা আছে। যদি ঐ জমা বিভাগ হইয়া ৫⁄০ বিঘার কাত ৫৲ টাকায় একটী ও ১০⁄০ বিঘার কাত ১০৲ টাকায়

একটী ও ৭/০ বিঘার কাত ৭৲ টাকায় একটী ও ৩/০ বিঘার কাত ৩৲ টাকায় একটী, মোট ৪টী জমার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও মকররী নষ্ট হইবে না। যদি উক্ত ৪টী জমা সৃষ্টি হওয়ায় ৫/০ বিঘার কাত ৫৲ টাকা ও ১০/০ বিঘার কাত ১৫৲ টাকা ও ৭/০ বিঘার কাত ৩৲ টাকা ও ৩/০ বিঘার কাত ২৲ টাকা জমার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও মকররী নষ্ট হইবে না অর্থাৎ হারাহারী পড়তামত খাজনা ধার্য্য হইবার আবশ্যক নাই। মোট জমা ঠিক থাকিলেই মকররী ঠিক থাকিবে (৩ উঃ রিঃ ১৩২); কিন্তু এই নিয়ম কেবলমাত্র রায়তী জমী সম্বন্ধে খাটীবে; একটী মধ্য-স্বত্ব পৃথক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হইলে তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

(ঙ)

মিয়াদী মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে ৫০ ধারায় (ক) ও (খ) প্রকরণের বিধান খাটিবে না; কিন্তু বে-মেয়াদী মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে খাটিবে।

(৬) (৭) (৮) জোতের জমী ভোগ দখল ব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্বত্ব বা দায়িত্ব।

প্রজা যে জমীর জন্য খাজনা দেন, তাহা ভোগ দখল করিতে তাঁহার অধিকার তো থাকিবেই; কিন্তু তাহা ছাড়া অনেক সময় প্রজার আনুসঙ্গিক অন্যান্য অধিকার ও স্বামিত্ব থাকিতে দেখা যায় এবং ঐরূপ অধিকার ও স্বামিত্ব থাকাও স্বাভাবিক, তাহা না থাকিলে পরস্পরের জমী জমা ভোগ দখল করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবই হয় না। মনে কর রামের জমীর পার্শ্বে শ্যামের জমী এবং রামের জমীর নীচে পুষ্করিণী আছে ও শ্যামের জমীতে জল সেচন করিতে হইলে রামের জমী দিয়া করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এস্থলে

রাম যদি তাহার জমী দিয়া শ্যামকে জল লইয়া যাইতে না দেন, তাহা হইলে শ্যামের জমীতে অনেক সময় শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না; কিন্তু রামের জমীর উপর নালা কাটিয়া জল লইয়া গেলে রামের ক্ষতি হয়; সুতরাং রামের আপত্তি করিবার সঙ্গত কারণও থাকে, কিন্তু যদি শ্যাম রামের জমীর উপর দিয়া বরাবর জল সেচন করিয়া থাকে, তাহা হইলে রামের ঐরূপ জল সেচনে বাধা দিবার অধিকার থাকে না। এক্ষেত্রে রামের বিরুদ্ধে শ্যামের একটী স্বত্ব আছে এবং রামের শ্যামকে উক্ত স্বত্ব পরিচালনা করিতে দিবার দায়িত্ব আছে; ঐরূপ এক জনের জমির উপর দিয়া অন্য এক জনের যাতায়াতের পথ থাকে; একের পুষ্করিণীতে অন্যের ঘাট থাকে, ভূম্যধিকারীর খাস জঙ্গল হইতে প্রজাগণের রন্ধন করিবার কাষ্ঠ কাটিবার অধিকার থাকে; খাস নদীর গর্ভ হইতে ঘুটীং তুলিবার অধিকার থাকে; খাস ডাঙ্গায় গরু চরাইবার অধিকাম থাকে; বসত বাটীর জন্য মাটী তুলিবার অধিকার থাকে; ঐরূপ নানা প্রকারের স্বত্ব ও দায়িত্ব থাকিতে দেখা যায়। ঐরূপ দায়িত্ব ও স্বত্ব প্রজার বিরুদ্ধে প্রজার বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার, প্রভৃতি নানা প্রকারের হইতে পারে। যেস্থলে ঐরূপ স্বত্ব বা দায়িত্ব থাকে তথায় তাহা স্বত্ব লিপিতে রেকর্ড করা হয়। ইহাকে সেটেলমেণ্টে স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ বলে।

ঐরূপ স্বত্ব যাঁহার অনুকূলে লিখিত হয় তাঁহার লাভ হয় এবং যাঁহার বিরুদ্ধে লিখিত হয় তাঁহার ক্ষতি হয়। আবার যাঁহার অনুকূলে ঐরূপ স্বত্ব লিখিত হওয়া উচিৎ তাঁহার অনুকূলে তাহা লিখিত না হইলে তাঁহার ক্ষতি হয়; সুতরাং স্বত্ব লিপিতে যাহারও অনুকূলে বা বিরুদ্ধে ঐরূপ স্বত্বের কথা লিখিত হইলে বা না যাঁহার

ক্ষতি হয় তিনি ১০৫ ক ধারা মতে মোকর্দ্দমা স্থাপিত করিয়া ঐ বিষয়ের বিচার মিমাংসা করাইয়া লইতে পারেন; ঐরূপ মোকর্দ্দমা যিনি স্থাপিত করেন তাঁহাকেই নিজ দাবীর পোষকতায় প্রথমে প্রমাণ দিতে হয়; তৎপরে অপরপক্ষকে উক্ত প্রমাণ খণ্ডন জন্য প্রমাণ দিতে হয়।

মৌখিক বা দলিলাৎ উভয় প্রকার প্রমাণ দ্বারা ঐরূপ মোকর্দ্দমার বিচার মীমাংসা হয় এবং বিচারে যাহা সাব্যস্ত হয়, তাহা চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে হাকিম নোট করিয়া দেন। যিনি যে সম্পত্তির মালিক ঐ সম্পত্তির নিম্নতলস্থ পাতাল পর্য্যন্ত ও উপরিতলস্থ আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই তাঁহার অধিকার; ঐ সম্পত্তির উপর অন্য কাহারও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই; সুতরাং একের পুষ্করিণীর জল অন্যে সেচন করিতে, একের পুষ্করিণীতে অন্যে ঘাট্ করিতে, একের জমীর উপর দিয়া অন্যে যাতায়াত করিতে সাধারণতঃ পারে না; কিন্তু যাঁহার পুষ্করিণী বা জমী তিনি যদি ঐরূপ কার্য্য করিতেঁ অনুমতি দেন এবং ঐরূপ অনুমতি মতে যদি বরাবর এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন অধিকার পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রথমোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐরূপ অধিকার পরিচালনা করিবার স্বত্ব জন্মে; কিন্তু যদি ঐরূপ অনুমতি না থাকে, তাহা হইলে আইনানুসারে অনেক সময় ঐরূপ অধিকার জন্মে। যদি শ্যাম ২০ বৎসরকাল বিনা বাধায় স্বত্বের দাবীতে অবারিত ভাবে ও প্রকাশ্য ভাবে রামের পুষ্করিণীর জল নিজ জমীতে সেচন করিয়া থাকেন; তাহা হইলে উক্ত ২০ বৎসর অন্তে আর রাম শ্যামকে জল সেচনে বাধা দিতে পারেনা; দ্বাদশ বর্ষ-কাল বিরুদ্ধ দখল দ্বারা যেমন একের সম্পত্তি অন্যের হইয়া

যায় তেমনি ২০ বৎসর কাল কোন অধিকার পরিচালনা করিলে উক্ত সময় অন্তে এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটী স্বত্ব জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ অধিকার বিনা বাধায় পরিচালনা করা চাই ও প্রকাশ্য ভাবে ও স্বীয় স্বত্বের দাবীতে পরিচালনা করা চাই; নতুবা ২০ বৎসর বা ৪০ বৎসর পরিচালনা দ্বারাও স্বত্ব জন্মিতে পাবে না। সুতরাং যে স্থলে ব্যবহার স্বত্ব সম্বন্ধে ১০৫ ক ধারা মতে দরখাস্ত হয় তথায় অনুমতি বা ২০ বৎসরের দখল প্রমাণ করিতে হয়; নতুবা ফল পাওয়া যায় না। আদালতের রায় ফয়সালা অপর পক্ষের দলিলাৎ স্বীকারোক্তি জমিদারী কাগজ ও মৌখিক প্রমাণ দ্বারা এই সকল মোকর্দ্দমায় আপনাপন দাবী প্রমাণ করিতে পারা যায় যে সময় দাবী-দারের ঐরূপ অধিকাব পরিচালনা করিবার আবশ্যক হইয়াছিল তখনই ঐরূপ অধিকাব পরিচালনা করা হইয়াছিল ইহা প্রমাণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা অনিষ্ট হইতে পাবে; দাবীদারের ঐরূপ অধিকার পরিচালনা করিবার আবশ্যক হওয়া স্বত্বেও তাহা করা হয় নাই এরূপ দেখাইতে পারিলে বিপক্ষ পক্ষের সুবিধা হয়। ব্যবহাব স্বত্ব সম্বন্ধীয় আইনের বিধান জটীল; ক্ষুদ্র পুস্তকে সমুদয় আলোচনা করা সম্ভব নহে। এই সকলক্ষেত্রে উকীলের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

(৯) ১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারা।

১০৫ ধারা বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে কিন্তু ১০৫ (ক) ধারা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। ইহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত বলিয়া ১০৫ (ক) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে অর্থাৎ ১০৫ (ক) ধারা প্রচলিত

হইবার পর যে সকল বিষয় কেবলমাত্র ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় বিচার হইতে পারিত তন্মধ্যে অনেক বিষয় ১০৫ (ক) ধারার সাহায্যে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা তেই বিচার হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া একই বিষয়ের জন্য ১০৫ ক ধারার একটী ও ১০৬ ধারার একটী, দুইটী মোকর্দ্দমা হইতে পারিবে না; দুই ধারা মতে দুইটী মোকর্দ্দমা করিয়া দিয়া একই বিষয়ের দুইবার বিচার করাইয়া লইতে পারা যাইবে না; ১০৫ ক ধারা মতে যে বিষয়ের বিচার জন্য মোকর্দ্দমা করা হইবে বা যে বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে তৎসম্বন্ধে আর ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা হইবে না; ঐরূপ ১০৬ ধারা মতে যে বিষয়ের মোকর্দ্দমা হইবে বা যে বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে তৎসম্বন্ধে আর ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমা চলিবে না। তবে এ সম্বন্ধে এখনও একটী সুবিধা আছে। ১০৫ ধারার মোকদ্দমা চূড়ান্ত রূপে প্রচারিত স্বত্বলিপির সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে ও ১০৬ ধারাও মোকর্দ্দমা উক্ত তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে রুজু করিতে হয়; যদি কোন কারণে কোন বিষয় সম্বন্ধে ১০৫ ক ধারা মতে মোকদ্দমা করিতে ভুল হইয়া যায় তবে ১০৬ ধারা মতে ঐ বিষয় সম্বন্ধে মোকদ্দমা রুজু করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদিও একই বিষয়ের জন্য ১০৫ (ক) ও ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা রুজু হইয়া যায় তাহা হইলেও একটী খারিজ করিয়া দিলে অপরটী চালান যাইতে পারে।

একই বিষয়ের জন্য ১০৫ ক ধারা ও ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা চলিতে পারে না বটে কিন্তু পক্ষগণ যদি এক না হয়েন তাহা হইলে চলিতে পারে। মনে কর রামের পুষ্করিণী হইতে শ্যামের জল সেচ-নের অধিকার আছে; যদি উক্ত বিষয় স্বত্বলিপিতে রেকর্ড না হইয়া

থাকে তাহা হইলে শ্যাম উক্ত বিষয় নোট করাইবার জন্য ১০৫ ক বা ১০৬ধারা মতে রামের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারেন ; শ্যাম ১০২ ক ধারা মতে রামের বিরুদ্ধে ঐরূপ মোকর্দ্দমা রুজু করিলে ঐ বিষয় জন্য শ্যাম রামের বিরুদ্ধে ১০৬ ধারা মতে আর মোকর্দ্দমা করিতে পারিবেন না ; ঐরূপ শ্যাম ১০৬ ধারা মতে রামের বিরুদ্ধে ঐ বিষয় জন্য মোকদ্দমা করিলে আর ১০৫ ক ধারা মতে শ্যামের মোকর্দ্দমা করা চলিবে না ; ১০৫ ক বা ১০৬ এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী ধারা মতে শ্যামকে মোকদ্দমা করিতে হইবে ; কিন্তু যদুবও যদি রামের উক্ত পুষ্করিণী হইতে জল সেচনের অধিকার থাকে এবং তাহা স্বত্বলিপিতে নোট না হওয়ার জন্য যদি যদুকেও মোকর্দ্দমা করিতে হয় তাহা হইলে যদু ১০৫ ক ধারা বা ১০৬ ধারার যে কোন ধারা মতে রামের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে পারেন ; এক্ষেত্রে যদি শ্যাম রামের বিরুদ্ধে ১০৫ ক ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া থাকেন তাহা হইলেও যদু রামের বিরুদ্ধে ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিতে পারেন ; শ্যাম ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া থাকিলেও যদু ১০৫ ক ধারা মতে মোকদ্দমা করিতে পারেন। যদিও শ্যামের কৃত মোকর্দ্দমা ও যদুর কৃত মোকর্দ্দমার বিরোধির বিষয় একই হয় অথবা বিচার্য্য বিষয় একই হয় তাহা হইলেও বাদী এক না হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ধারা মতে একই বিচারের জন্য মোকদ্দমা করার বাধা ঘটে না। কিন্তু যদি শ্যাম ১০৫ ক ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিবার পর শ্যামের স্বত্ব যদি হরিকে অশায় তাহা হইলে হরি শ্যামেরই স্থলাভিষিক্ত হইবে এবং শ্যামের ন্যায় তাহারও ঐ বিষয়ের জন্য আর ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করা চলিবে না। অর্থাৎ যিনি মোকর্দ্দমা করেন তাঁহার নিকট হইতে দান বিক্রয় প্রভৃতি হস্তান্তর মূলে বা তাঁহার রা-

ধিকারী সূত্রে যিনি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন তিনি তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর স্থলাভিষিক্ত হইবেন অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর যে অধিকার ছিল না তাঁহারাও সে অধিকার থাকিবে না। এস্থলে সকলেরই একটী আবশ্যকীয় বিষয় জানা আবশ্যক; ১০৫ ও ১০৫ ক ধারা মতে যে হুকুম হয় তাহাও দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে (ঐ ঐ ধারা মতে মোকর্দ্দমার বিচার হইয়া রায় প্রকাশিত হইলে উক্ত রায় অনুযায়ী পৃথক কোন ডিক্রী তৈয়ার হয় না; একটী শিডিউল বা তপশীল প্রস্তুত হয়; উক্ত তপশীলই ডিক্রী এবং উহা প্রস্তুতের তারিখই ডিক্রীর তারিখ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দেওয়ানী আদালতের ন্যায় জয়ী পক্ষ খরচা মায় উকীল ফিএর ডিক্রী পাইয়া থাকেন ডিক্রী জারী করিয়া খরচ আদায় হইবে।

সেটেলমেণ্ট আদালতে সেটেলমেণ্ট হাকিমের নিকটেই ঐরূপ ডিক্রীদারের দরখাস্ত করিয়া টাকা আদায় হইবে। যদি উক্ত আদালতে উঠিয়া যায় তাহা হইলে অন্য কোনও রাজস্ব কর্ম্মচারী বা যিনি রেকর্ডের ভার প্রাপ্ত থাকেন (প্রায়ই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব) তাঁহার নিকটে খরচার জন্য ডিক্রীজারী করিয়া টাকা আদায় করা যাইবে। এস্থলে আরও একটী বিষয় সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যে বিষয় সম্বন্ধে একবার ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমায় অথবা ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে কেবল মাত্র তাহাই যে আর ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় অথবা ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমায় বিচার হইতে পারিবে না এরূপ নহে; যদি ১০৫(ক) ধারা মতে স্থাপিত বা ১০৬ ধারা মতে স্থাপিত কোন মোকর্দ্দমার বিচার শেষ না হইয়া থাকে তথাপি ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমার অথবা ১০৬ ধারার

মোকর্দ্দমার যে ইস্যু বা প্রশ্নের বিষয় উপস্থিত হইয়া বিচার প্রতীক্ষায় আছে তাহার পর্য্যন্ত বিচার আর ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় বা ১০৫ বা ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমায় হইতে পারিবে না; অর্থাৎ ১০৫ (ক) ও ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াই থাকুক বা চলতি অবস্থাতেই থাকুক একই ইস্যু বা প্রশ্নের বিচার দুই ধারার মোকর্দ্দমায় দুই বার হইতে পারিবে না। ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমা চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যেও ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা উক্ত তারিখ হইতে ৩মাস মধ্যে মত রুজু করিতে হয়; সুতরাং ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা ১০৫ (ক) ধারার পরেও রুজু হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া দুই মাস মধ্যে রুজু করা ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমার বিচার যে ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে হইতে পারে না এরূপ নহে; সুতরাং একই বিষয়ের জন্য ১০৫ (ক) ধারা মতে একটী ও ১০৬ ধারা মতে একটী মোকর্দ্দমা রুজু করিলে যে কোন একটী মোকর্দ্দমা অপরটীর পূর্ব্বে বিচার হইতেও পারে বা না হইতেও পারে; একই সময় একই ইস্যু উভয় ধারা মতে স্থাপিত উভয় মোকর্দ্দমাতেই বিচার প্রতীক্ষায় থাকিতেও পারে। সর্ব্ব শেষে একটী কথা জানা আবশ্যক। যদি ১০৫ বা ১০৫ (ক) ধারা মতে দরখাস্ত হইবার পর স্বত্বলিপিতে খাজনা পরিবর্ত্তন হইবার কোন কারণ না থাকা হাকিম সাব্যস্ত করেন তাহা হইলে উক্ত দরখাস্ত বা মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ হইবে না; যে খাজনা স্বত্বলিপিতে লিখিত থাকে তাহাই ন্যায্য ও সঙ্গত খাজনা বলিয়া ধার্য্য হইবে এবং উক্তরূপ হুকুমই ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে। এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ১০৫ বা ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমা করিয়া পুনরায় নূতন নালিশ করিবার অনুমতি না লইয়া

উক্ত মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইলে বা উক্ত মোকর্দ্দমা খারিজ হইলে ঐ সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে আর মোকর্দ্দমা চলিবে না (আবেদা খাতুন বঃ মাজুরালি ২৪কঃ উঃ ১০২০) নূতন নালিশের অনুমতি সহ উঠাইয়া লইলেও মোকর্দ্দমা চলিবে কি না সন্দেহ (বেচারাম বঃ পূর্ণচন্দ্র ২৮কঃ উঃ ৪৪ নোট)

আপীল।

১০৫ ও ১০৫ (ক) ধারামতে সেটেলমেণ্ট আদালতে যে সকল মোকর্দ্দমার বিচার হয় তাহা সেটেলমেণ্ট আফিসার বা সহকারী সেটেলমেণ্ট অফিসার (রাজস্ব কর্ম্মচারী) করেন বটে ; কিন্তু তাহার আপীল শুনিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্পেশ্যাল জজ নিযুক্ত করেন ; প্রায় জেলার জজ সাহেবকে ঐরূপ পদে নিযুক্ত করা হয় ; রাজস্ব কর্ম্মচারীর রায়ের বিরুদ্ধে তপশীল প্রস্তুতের তারিখ হইতে ৩০ দিন মধ্যে আপীল করিতে হইবে। স্পেশ্যাল জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারা যায়। ৯০ দিন মধ্যে ঐরূপ আপীল করিতে হইবে। ১০৫ ও ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমায় সেটেলমেণ্ট হাকিমের রায় সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিবার জন্য রায়ের তারিখ হইতে ১২ মাস মধ্যে গভর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ভাবে ভারপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকটও দরখাস্ত করিতে পারা যায় ; কিন্তু স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল হইয়া কোন নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে উক্ত আপীলে যাহা সাব্যস্ত হয় পুনরালোচনা কালে তাহার ব্যাঘাত করিতে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতা নাই। স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল দায়ের থাকা কালেও কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর ঐরূপ পুনরালোচনা করিবার অধিকার নাই। ঐরূপ

পুনরালোচনা হইলে পক্ষগণকে তাহার নোটীশ দিতে হইবে; বিনা নোটীশে পুনরালোচনা হইতে পারে না।

১০৫ তথা ১০৫(ক) ধারানুসারে হুকুমের বিরুদ্ধে প্রথমে স্পেশ্যাল জজের নিকট ও দ্বিতীয় বারে হাইকোর্ট আপীল করা চলে বটে কিন্তু সকল প্রকার মোকৰ্দ্দমায় ও সকল ক্ষেত্রেই হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপীল চলে না। কোনক্ষেত্রে আপীল চলে ও কোনক্ষেত্রে চলে না ইহা নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে সুকঠিন; তবে মোটামুটি এই জানিয়া রাখিতে হইবে, যে যে সকল মোকৰ্দ্দমায় কেবল মাত্র খাজনা ধার্য্য হয় ঐ সকল মোকৰ্দ্দমায় সেটেলমেণ্টের হাকিমের হুকুমের বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল জজের নিকট মাত্র আপীল চলে; হাইকোর্টে আপীল চলে না। অন্য সকল প্রকার মোকৰ্দ্দমার প্রথম ও দ্বিতীয় দুই আপীল চলে।)

মনে কর ভূম্যধিকারী রাম প্রজা শ্যামের বিরুদ্ধে ১০৫ তথা ১০৫ (ক) ধারামতে দরখাস্ত করিয়া প্রজার খাজনা ৫৲ টাকা স্থলে ৫৷৷০ টাকা ন্যায্য ও সঙ্গত বলিয়া ধার্য্য করিয়া লইবার জন্য সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকৰ্দ্দমা করিয়া ডিক্রী পাইল বা পাইল না; এক্ষেত্রে রাম বা শ্যাম উভয়ের মধ্যে যিনি পরাজিত হয়েন তিনিই স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল করিতে পারিবেন; কিন্তু এই মোকদ্দমার হাইকোর্টে আপীল চলিবে না; স্পেশ্যাল জজ যাহা সাব্যস্ত করিয়া দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

কিন্তু যদি ভূম্যধিকারী রাম প্রজা শ্যামের একটী জমীকে মাল বলিয়া রেকর্ড করাইয়া থাকেন এবং প্রজা শ্যাম তজ্জন্য ১০৫ তথা ১০৫ (ক) ধারা মতে মোকৰ্দ্দমা করিয়া তাহা নাখেরাজ সাব্যস্ত করেন তাহা হইলে সেটেলমেণ্ট হাকিমের এই হুকুমের বিরুদ্ধে প্রথমে

স্পেশ্যাল জজের নিকট ও তৎপরে হাইকোর্ট আপীল চলিবে।

কেবলমাত্র খাজনা ধার্য্যের জন্য মোকর্দ্দমা হইলে তৎসম্বন্ধে হাইকোর্টে আপীল চলে না বটে, কিন্তু যদি কোন মোকর্দ্দমায় সেটেলমেণ্ট আদালতের বিচারাধিকার আছে কিনা এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ মোকর্দ্দমা কেবলমাত্র খাজনা ধার্য্য জন্য মোকর্দ্দমা হইলেও তাহার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল চলিবে; যে জমীর খাজনা ধার্য্য জন্য মোকর্দ্দমা হয় উক্ত জমী বাস্তু জমী ও তৎসম্বন্ধে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান খাটে না এবং তৎজন্য উক্ত জমী সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা সেটেলমেণ্ট আদালতের বিচার করিবার অধিকার নাই এরূপ আপত্তি উঠিলে উক্ত মোকর্দ্দমারও হাইকোর্ট আপীল চলিবে। স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল হইলে উক্ত আপীলের মোকর্দ্দমার বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সহকারে তদ্বির করা কর্ত্তব্য। ধার্য্য দিনে আপীলকারীর অনুপস্থিত জন্য বা নোটীশ জারীর খরচা না দেওয়ার জন্য আপীল খারিজ হইলে বা আপীল মোকর্দ্দমার এক তরপা নিষ্পত্তি হইলে ঐ ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে আর হাইকোর্টে আপীল চলে না।

১০৫ বা ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমা রুজু হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিচার হইতে পারে না; ঐ বিচার শেষ হইতে ৬ মাস ৮ মাস ১০ মাস সময় পর্য্যন্ত লাগে; ইতিমধ্যে অনেক সম্পত্তি আদালত সাহায্যে বা আপোষে হস্তান্তর হয়; ঐ সকল ক্ষেত্রে পূর্ব্বাধিকারী বা হস্তান্তরকারীর নামেই মোকর্দ্দমা হয়; ঐ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি সম্পত্তি হস্তান্তর হয়, তাহা হইলে হস্তান্তর গৃহীতা ঐ সকল মোকর্দ্দমায় পক্ষভুক্ত ন

থাকিলেও তাহাকে ১০৫ বা ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দার বিচারফলে বাধ্য হইতে হইবে। সাবেক প্রজার নামে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা দায়ের থাকাকালে একটী সম্পত্তি ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক নিলাম হইয়াছিল এবং নিলাম ইস্তাহারে গুজস্তা জমা অর্থাৎ সাবেক খাজনাই লিখিত ছিল; কিন্তু তথাপি ক্রেতা ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমায় ধার্য্য বৃদ্ধি খাজনা দিতে বাধ্য ইহাই হাইকোর্টে কর্ত্তৃক সাব্যস্ত হইয়াছে (রসিকচন্দ্র বঃ শ্যামকুমার ৪৬ ইং কেঃ ১৩৬) কিন্তু একটী মোকর্দ্দমায় ১০৫ ধারা মতে খাজনা বৃদ্ধি হইবার পর ভূম্যধিকারী সম্পত্তি নিলাম করান ও নিলাম ইস্তাহারে গুজস্তা জমা অর্থাৎ সাবেক খাজনা লিখিয়া দেন; এস্থলে ক্রেতা বৃদ্ধি খাজনা দিতে বাধ্য না হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। (কিরণচন্দ্র বঃ নিরদভূষণ ১৯১৯।৩০শে জুলাই নিষ্পত্তি।)

কোটফী।

১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমায় দেওয়ানী আদালতের ন্যায় দাবীর উপর কোটফী দিতে হইবে। এক্ষণে দেওয়ানী আদালতে ৫৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর জন্য প্রতি ৫৲ টাকা বা তাহার কোন অংশের জন্য ।৵০ আনা হিসাবে ও ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ৫৲ টাকা বা তাহার কোন অংশের জন্য ।|০ আনা হিসাবে ও ১০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ১০০৲ টাকা বা তাহার কোন অংশের জন্য ১৵০ হিসাবে কোটফি দিতে হয়; ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমাতেও ঐরূপভাবে কোর্টফি দিতে হইবে। ১০৫ ধারা মতে কেবলমাত্র খাজনা ধার্য্য জন্য দরখাস্ত করিলেও অনেক ক্ষেত্রে উক্তরূপে খাজনা ধার্য্য করি-

বার কালে আনুসঙ্গিক এমন বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হইতে পারে যে তাহা ১০৫ ধারা মতে পূর্ব্বে বিচার করা চলিত না; কিন্তু এক্ষণে ১০৫ (ক) ধারার সাহায্যে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমাতেই তাহা বিচার করা চলে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; যদি ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিবার পর ১০৫ (ক) ধারা মতে বিচার্য্য বিষয়েরও মীমাংসা করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমায় যে ৸০ আনয় কোর্টফী দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমার জন্য অতিরিক্ত কোর্টফী দিতে হইবে এবং তাহা দেওয়ানী আদালতের মোকর্দ্দমার দাবীর উপর যেরূপ নিয়মে কোর্টফী দেওয়া হয় সেইরূপ নিয়মে দিতে হইবে; কিন্তু কুত্রাপি ২০৲ টাকার অতিরিক্ত দিতে হইবে না।

দোবারা দোষ।

১০৬ ধারায় নিম্নে বিশদভাবে বলা হইয়াছে; ঐ স্থল পাঠ করিলে সকল বিষয় জানা যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

১০৬ ধারা।

১০৫ (ক) ধারা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না; ১৯০৭ সালে উক্ত ধারা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে; যে সকল বিষয়ের জন্য পূর্ব্বে ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা করা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না সেই সকল বিষয়ের মধ্যে অনেক বিষয় এক্ষণে ১০৫ (ক) ধারার সাহায্যে ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমাতেই বিচার হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ১০৬ ধারার কোন আবশ্যকতা নাই এরূপ কেহ মনে করিবেন না; ১০৬ ধারায় যত প্রকারের মোকর্দ্দমা রুজু করা হয় ১০৫ (ক) ধারার সাহায্যে ঐ প্রকার সকল মোকর্দ্দমার বিচার হইতে পারে এরূপও কেহ মনে করিবেন না। ১০৫ (ক) ধারায় যে ৬টী ইস্যুর বিচার হইতে পারিবে বলিয়া উল্লিখিত আছে (১০৫ ক ধারা দেখ) উক্ত ইস্যু কয়টীর বিচার জন্য ১০৫ (ক) ধারা মতেও মোকর্দ্দমা করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ ৬টী ইস্যু ব্যতীত অন্য কোন ইস্যুর বিচার ১০৫ (ক) ধারা মতে হইতে পারে না; অর্থাৎ ১০৫ (ক) ধারার সমস্ত ইস্যুর বিচার ১০৬ ধারা মতে হইতে পারে কিন্তু ১০৬ ধারায় সমস্ত ইস্যুর বিচার ১০৫ (ক) ধারা মতে হইতে পারে না।

এস্থলে আরও একটী বিষয় জানা আবশ্যক। ১০৫ (ক) ধারা মতে রেকর্ডের ভুল সংশোধন জন্য মোকর্দ্দমা করা চলে; কিন্তু যদি কেহ রেকর্ডের ভুল সংশোধন অন্তে খাজনা ধার্য্য জন্য মোকর্দ্দমা করিতে ইচ্ছা করেন এবং ঐরূপ ভুল সংশোধন জন্য ১০৫ (ক) ধারা মতে মোকর্দ্দমা করা চলিলেও তাহা না করিয়া ১০৬ ধারা মতেই

মোকর্দ্দমা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ভুল সংশোধন জন্য ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা ও খাজনা ধার্য্য জন্য ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিতে হইবে অর্থাৎ একই জমী সম্বন্ধে একটী ১০৬ ধারার ও একটী ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা করিতে হইবে। ঐরূপ দুইটী মোকর্দ্দমা করিলেও তাহার বিচার একত্রে হইতে পারে। সুতরাং যে ইস্যুর বিচার ১০৫ (ক) ধারা মতে হইতে পারে তাহার জন্য ১০৬ ধারা মোকর্দ্দমা না করিয়া ১০৫ ধারার তথা ১০৫ (ক) ধারা মোকর্দ্দমা করাই সুবিধাজনক।

১০৬ ধারা মতে যে সকল বিষয়ের বিচার হইতে পারে তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের বিচার ১০৫ (ক) ধারা মতে হইতে পারে বটে; কিন্তু যে সকল বিষয়ের সহিত খাজনা ধার্য্যের কোন সম্পর্ক নাই ঐ সকল বিষয়ের বিচার কেবলমাত্র ১০৬ ধারা মতেই হইবে। মনে কর রাম শ্যামের নিকট হইতে সন ১৩২৫ সালে একটা হস্তান্তরের অযোগ্য দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জোত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তাহাতে দখলীকার আছেন; সেটেলমেণ্টের সমুদয় কার্য্য বর্ত্তমান দখল ধরিয়াই করা হয়; সুতরাং স্বত্বলিপিতে রামের নামই লিখিত হইবে; যদি ভূম্যধিকারী যত্ন খরিদদার রামকে প্রজা স্বীকার না করেন এবং সত্ব লিপিতে রামের নাম লিখিত হওয়ায় তাঁহার আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া দখলীকার রামকে অনধিকারী সাব্যস্ত করাইবার ও উক্ত বিষয় স্বত্বলিপিতে নোট করাইবার জন্য মোকর্দ্দমা করিতে পারেন (১৪ কঃ উঃ ৮১২)। ঐরূপ মোকর্দ্দমার সহিত খাজনা ধার্য্যের কোন সম্পর্ক নাই; সুতরাং ঐরূপ মোকর্দ্দমা ১০৫ (ক) ধারা মতে আদৌ হইতে পারে না; ঐরূপ মোকর্দ্দমা কেবলমাত্র ১০৬ ধারা মতেই

হইতে পারে। (ঐরূপ সীমানা বিবাদের মোকর্দ্দমা ১০৬ ধারা মতে হইতে পারে কিন্তু ১০৫ ক ধারা মতে হইতে পারে না।) ১০৫ ও ১০৫ ক ধারা মতে যে সকল মোকর্দ্দমা হইতে পারে তাহা সমস্তই ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যেই হয়; ভূম্যধিকারী ও ভূম্যধিকারী মধ্যে বা প্রজায় প্রজায় মোকর্দ্দমা হইলে তাহা কেবল ১০৬ মতেই হইবে। অনেক সময় ১০৫ ক ও ১০৬ এই দুইটীর মধ্যে কোন ধারা মতে মোকর্দ্দমা করা উচিতৎ এরূপ সন্দেহও উপস্থিত হয়। ঐরূপ সন্দেহস্থলে ১০৬ ধারার মতে মোকর্দ্দমা করাই কর্ত্তব্য। ১০৫ (ক) ধারার মোকর্দ্দমাতে ১০৬ ধারার মত কোর্টফিও লাগে; সুতরাং ১০৬ ধারা মতে মোকর্কমা করাই নিরাপদ।

১০৫ (ক) ধারায় উল্লিখিত বিষয় ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের বিচার ১০৬ ধারা মতে হইতে পারিলেও ১০৬ ধারা মতে স্বত্বা স্বত্বের বিচার হইতে পারে না ইহা সকলেই বিশেষরূপ স্মরণ রাখিবেন; স্বত্বাস্বত্বের বিচার একমাত্র দেওয়ানী আদালতেই হইতে পারে; সেটেলমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষের কোন অবস্থাতেই ঐরূপ বিচার করিবার আদৌ কোন অধিকার নাই ১০৬ ধারা মতে স্থাপিত মোকর্দ্দমায় স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচারের সময়ের দখল দেখিয়াই বিচার নিষ্পত্তি করা হয় (১২ কঃ উঃ ৮); মনে কর রাম শ্যামের ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হইয়াছে; যদি যদু উক্ত বিষয় ভুল সাব্যস্ত করিবার ও রামের স্থলে তিনি নিজে ভূম্যধিকারী বলিয়া লিখিত হইবার জন্য ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা রুজু করেন তাহা হইলে রাম বা যদু এই উভয়ের মধ্যে কে শ্যামের প্রকৃতপক্ষে ভূম্যধিকারী হয়েন তাহা বিচার করিবার আবশ্যক হয়। ঐরূপ বিচার করিবার কালে রাম বা যদু উভয়ের

মধ্যে কে চূড়ান্ত প্রচারের সময় জমীতে দখলীকার ছিলেন অর্থাৎ শ্যামের নিকট খাজনা আদায় করিতেছিলেন তাহাই দেখা হইবে; যদি যদু প্রকৃতপক্ষে খাজনা পাইবার অধিকারীই হয়েন কিন্তু রাম তাহাকে অন্যায় মতে বেদখল করিয়া রাখেন এবং শ্যামের নিকট খাজনা আদায় করিতে থাকেন তাহা হইলেও রামকেই ভূম্যধিকারী সাব্যস্ত করা হইবে; যদুর প্রকৃত স্বত্ব থাকিলে (এবং উক্ত স্বত্ব তামাদী না হইলেও) ও ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা যদু কোন ফল লাভ করিতে পারিবে না; যদুকে স্বত্ব সাবস্ত জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে হইবে। (সীমানা বিচারের মোকদ্দমাতেও ঐরূপ চূড়ান্ত প্রচারের সময়ের দখল দেখিয়া বিচার নিষ্পত্তি করা হয়।) যাঁহার দখল আছে তিনিই এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া ফল পাইবেন; যাঁহার দখল নাই তাঁহার দখল পাইবার জন্য ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা চলিবে না (১৫ কঃ উঃ ৯৭৪)

১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় স্বত্বাসত্বের বিচার হইতে পারে না; কিন্তু অনেক সময় ন্যায় বিচারার্থ স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিবার আবশ্যকতা হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ নিজে বিচার না করিয়া ঐ সকল মোকর্দ্দমা বিচারার্থ দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দেন; ১০৬ ধারায় ঐরূপভাবে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার বিধানও আছে।

১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া রেকর্ডে ভুল আছে বলিলেই হইবে না; কোন বিষয় ভ্রমাত্মক কেবল মাত্র এইরূপ প্রচার করিবার জন্যও মোকর্দ্দমা চলিবে না; উক্ত ভুল কি প্রকারের ভুল ও কি প্রকারে তাহা সংশোধিত হইবে তাহাও বলিয়া দিতে হইবে;

নতুবা মোকর্দ্দমা অচল হইবে (দ্বিজেন্দ্রনাথ কঃ আপতাবুদ্দিন ২১ কঃ উঃ ৪৯২)

১০৬ ধারা সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় জানিবার পূর্ব্বে ১০৬ ধারাটী কি তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। নিম্নে উক্ত ধারায় বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

১০৬ ধারা। **কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন স্বত্ব-লিপিতে যে কোন কথা লিখিয়াছেন কিম্বা উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত স্বত্বলিপি হইতে যে কোন কথা বাদ দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইল, ঐ বিবাদ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যেই হউক কিম্বা একই মহালের বা পরস্পার নিকটবর্ত্তী মহালগুলির ভূম্যধিকারীদের মধ্যেই হউক, কিম্বা প্রজ ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজাসম্বন্ধ আছে কি না এই বিষয় লইয়াই হউক, কিম্বা কোন ভূমি খাজনা না দিয়া ভোগ করা হইলে তাহা তদ্রূপে ভোগ করা উচিত কি না এই বিষয় লইয়াই হউক অথবা অন্য কোন বিষয় লইয়াই হউক ঐরূপ বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্ত এই ভাগানুযায়ীকে সমস্ত আনু-ষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত স্বত্বলিপি এই আইনের ১০৩ ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাসের**

মধ্যে কোন সময়ে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে আবেদন পত্র দাখিল করিয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐরূপ বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

কিন্তু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎ কার্য্যোপলক্ষে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হয় রাজস্ব কর্ম্মচারী তদধীনে বিশেষ কোন মোকর্দ্দমা বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকর্দ্দমা কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং যে ইস্ত এই ভাগানুসারে খাজনার বন্দোবস্তের নিমিত্ত কার্য্যানুষ্ঠানে একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে সকল পক্ষগণের অধীনে তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ দাবী করেন সেই সকল পক্ষের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ও মূলতঃ ইস্থ থাকিয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে আছে, যেস্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ১০৫ ক ধারানুসারে সেই ইস্থর বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে কিম্বা ইতি-পূর্ব্বে বিচার চলিতেছে সেইস্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী এই ধারানুযায়ীকে কোন মোকর্দ্দমায় তাহার বিচার করিবেন না।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।

(২) ঐ বিবাদ যে সকল জমী সম্পর্কীয় যে স্থলে সেই সকল জমী এমন সকল স্থানে অবস্থিত থাকে যাহার পৃথক পৃথক স্বত্বলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে সে স্থলে (১) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের কাল যে শেষ স্বত্বলিপিতে ঐ সকল জমী সম্পর্কীয় কথা থাকে তাহার চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ধরিতে হইবে।

উপরে যে সকল অনুবাদ দেওয়া হইল তাহা অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য; ইংরাজী ভাষার বঙ্গানুবাদ প্রায়ই ঐরূপ দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকে। সকলের বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে সরল ও শুদ্ধ বাঙ্গালায় ক্ত ধারার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

১০৬ধারা—পাঠ করিলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানা যায়—

(১) চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে যাহা লিখিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অর্থাৎ তাহা ভুল বলিয়া আপত্তি থাকিলে তাহা সংশোধনার্থ এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

(২) উক্ত স্বত্বলিপিতে কোন আবশ্যকীয় কথা লিখিতে বাদ পড়িয়া থাকিলে তাহা লিখাইয়া লইবার জন্য মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

(৩) উপরোক্ত মোকর্দ্দমা ভূম্যধিকারীর ও প্রজার মধ্যে অথবা ভূম্যধিকারী ও ভূম্যধিকারী মধ্যে অথবা প্রজায় প্রজায় হইতে পারে।

(৪) রাজা-প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না এই বিষয় লইয়াও ঐরূপ মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

(৫) কোন ভূমী মাল কি নাখেরাজ ইহা লইয়াও ঐরূপ মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

(৬) উপরোক্ত বিষয় অর্থাৎ (৪) ও (৫) দফার উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্ত বিষয় লইয়াও ঐরূপ মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

(৭) স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে ঐরূপ মোকদ্দমা করিতে হইবে।

(৮) দেওয়ানী মোকর্দ্দমার আর্জ্জীর ন্যায় কোটফী দিয়া ঐরূপ মোকর্দ্দমা কথিতে হইবে।

(৯) রাজস্বকর্ম্মচারী ঐরূপ মোকর্দ্দমার বিচার করিবেন।

(১০) কোন মোকর্দ্দমা বা কোন শ্রেণীর মোকর্দ্দমা দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হুকুম থাকিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ মোকর্দ্দমা বা ঐ শ্রেণীর মোকর্দ্দমা নিজে বিচার না করিয়া ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।

(১১) ১০৫ (ক) ধারানুসারে স্থাপিত মোকর্দ্দমায় যে যে পক্ষগণ মধ্যে যে যে বিষয়ের একবার বিচার হইয়া গিয়াছে অথবা যে যে বিষয়ের বিচার এখনও বিচারাধীন আছে তৎসম্বন্ধে উক্ত পক্ষগণমধ্যে আর ১০৬ ধারায় মোকর্দ্দমা হইতে পারিবে না। এস্থলে পক্ষ বলিতে যাঁহারা স্বয়ং পক্ষ থাকিয়া মোকর্দ্দমা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের নিকট দান বিক্রয়াদির হস্তান্তরসূত্রে বা উত্তরাধিকারীসূত্রে যাঁহারা উক্ত পক্ষগণের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।

(১২) যে সকল জমী লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় ঐ সকল জমী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হইলে এবং উক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে যে স্বত্বলিপিটী সর্ব্বশেষ প্রস্তুত হয় উক্ত স্বত্বলিপির সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে মোকর্দ্দমা করিতে পারা যাইবে।

১০৬ ধারায় যে যে বিষয়ের বিধান আছে তাহা উপরে বলা হইল। এক্ষণে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিম্নে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে। কিন্তু প্রথমেই একটী বিষয় জানা আবশ্যক। ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমা কোন অংশীদার ভূম্যাধিকারী একা রুজু করিতে পারিবেন না কিন্তু ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা সকল সরীক একত্রে বা যে কোন সরিক একাই রুজু করিতে পারেন।

(১) চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে লিখিত বিষয় সংশোধন।

চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপিতে ভূম্যধিকারীর নাম ও অংশ জমীতে দখলীকারের নাম ও অংশ, প্রজার শ্রেণী, জমী মাল কি নাখেরাজ খাজনা, সেস্ স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ, জমীর উত্তর সীমানার দখলীকারের নাম, ও জমির পরিমাণ, দখলীকারের নিজ দখলী জমীর বিবরণ ও উক্ত দখলীকারের অধীনস্থ দখলীকার ব্যক্তির খতিয়ান নম্বর প্রভৃতি লিখিত হয়। ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটীর বা একাধিক বিষয়ের ভুল আছে

বলিয়া কাহারও আপত্তি থাকিলে তিনি এই ধারামতে মোকর্দ্দমা করিয়া উপযুক্ত-প্রমাণ দিলে উক্ত ভূল সংশোধন করা হয়। যে ভুল সংশোধন করা হয় তাহা কর্ত্তন করা হয় না; কোন বিষয়ে ভুল থাকা সাব্যস্ত হইলে তাহাই স্বত্বলিপিতে হাকিম নোট করিয়া দেন ও দস্তখত করেন; এই প্রকারে রেকর্ড সংশোধন হয়। ভুল নানা প্রকারে হইতে পারে; যে প্রকারের ভুল হয় সেই প্রকারের প্রমাণ দিতে হয়; যে ভুল সংশোধন করিবার জন্য দরখাস্ত করা হয় তাহা সেটেলমেণ্টের নিয়মানুযায়ী ভুল হওয়া চাই; নতুবা সংশোধন হয় না; ভুল সংশোধনের নাম করিয়া সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতার অতীত কার্য্য করাইয়া লওয়া যায় না। মনে কর রাম কৃষ্টপুর মহালের প্রকৃত ভূম্যধিকারী এবং তাঁহার স্বত্বই আইন সঙ্গত প্রকৃত স্বত্ব; কিন্তু শ্যাম রামকে জোরপূর্ব্বক উক্ত মহাল হইতে বেদখল রাখিয়া স্বয়ং দখলীকার আছেন। এস্থলে স্বত্বলিপিতে ভূম্যধিকারীর ঘরে শ্যামের নাম লিখিত হইলে তাহা যে প্রকৃতপক্ষে ভুল তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ শ্যাম প্রকৃতপক্ষে ভূম্যধিকারী নহেন এবং কৃষ্টপুর মহালে তাঁহার কোন স্বত্ব নাই; কিন্তু সেটেলমেণ্ট কেবলমাত্র বর্ত্তমান দখল ধরিয়াই করা হয়; সুতরাং সেটেলমেণ্টের নিয়মে শ্যামের নাম ভূম্যধিকারীর ঘরে লিখিয়া কোন ভুল হয় নাই। এরূপক্ষেত্রে ১০৬ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া ভুল সংশোধন করা যায় না। জমীর সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম; যিনি দখলীকার তাঁহার নামই লিখিত হইবে; যদি তিনি হস্তান্তরের অযোগ্য দখলীস্বত্ব ক্রয় করিয়া দখলীকার থাকেন এবং ভূম্যধিকারী তাঁহাকে প্রজা স্বীকার না করেন তথাপি তাঁহার নাম লিখিত হইবে; ভূম্যধিকারীর তাহাতে আপত্তি থাকিলেও ঐরূপ ক্রেতার নাম

রেকর্ড হইতে বাদ পরিতে পারিবে না; তবে ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করিলে এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া উক্ত খরিদদারকে অনধিকারী সাব্যস্ত করাইতেও তাহা স্বত্বলিপিতে নোট করাইতে পারেন। কিন্তু ঐরূপ মোকর্দ্দমা করিবার প্রায়ই আবশ্যক হয় না; ক্রেতাকে জমী হইতে উচ্ছেদ করিয়া খাস দখলের মোকর্দ্দমা করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।)

খাজনার পরিমাণে ভুল আছে বলিয়াও অনেক সময় মোকর্দ্দমা হয়। অনেক ভূম্যধিকারী খাজনার সহিত "খোস কবুলা" প্রভৃতি নাম দিয়া বে-আইনী আবুয়াব আদায় করেন। ঐরূপ আবুয়াব খাজনা নহে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বুঝিবার দোষে তাহা খাজনার সহিত একত্রিভূক্ত হইয়া খাজনা বলিয়া রেকর্ড হইয়া যায়; এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া প্রমাণ দিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হয়। অনেক ভূম্যধিকারী টাকা প্রতি আইন নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত যথা টাকা প্রতি /০ এক আনা হিসাবে সেস্ আদায় করেন; ঐরূপ সেস্ রেকর্ড হইলে তাহাও সংশোধন করিতে হয়।

জমীর উত্তর সীমানার দখলীকারের নাম লইয়াও অনেক সময় মোকর্দ্দমা হইতে পারে। মনে কর প্রজা রামের ৫/০ বিঘা জমীর কাত ৫৲ টাকার একটী জমা আছে এবং উক্ত জমার জমী একই দাগে অবস্থিত; যদি উক্ত ৫/০ বিঘা জমীর উত্তরে রামের একটী নাখেরাজ পুষ্করিণী থাকে এবং ভূম্যধিকারী যদি তাহা "খাস খামার" বলিয়া লিখাইয়া লয়েন তাহা হইলে রামের তাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। এরূপক্ষেত্রে ৫/০ বিঘা জমী সম্বন্ধে ভুল নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। উক্ত পুষ্করিণী সম্বন্ধে ভূম্যধি-

কায়ী অন্য প্রজাও দাঁড় করাইতে পারেন; তাহাতেও রামের ক্ষতি হইতে পারে।

প্রজার নিজ দখলী জমীর পরিমাণ কম হইয়া তাঁহার অধীনস্থ প্রজার জমী বেশী করিয়া লিখিত হইলেও প্রজার ক্ষতি হইতে পারে। এক কথায় স্বত্বলিপিতে যে যে বিষয় লিখিত হয় তাহার প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই ক্ষতির কারণ ঘটিতে পারে; কাজেই বিবাদ ও মোকর্দ্দমা হইতে পারে। যেখানে যেরূপ ঘটনা উপস্থিত হয় সেইখানে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া নিজ নিজ স্বার্থরক্ষা করা কর্ত্তব্য। এরূপ না করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতির যথেষ্ট আশঙ্কা আছে; কারণ স্বত্বলিপিতে যাহা লিখিত হয় তাহা পরবর্ত্তীকালে বরাবর নির্ভুল বলিয়াই আইনানুসারে অনুমান করা হয়; সুতরাং কোন ভুল থাকিলেও তাহা অনেক সময় আইন মতে নির্ভুল দাঁড়াইয়া যায় এবং তাহার প্রতিকার করিবার কোনও আশা থাকে না। তবে সেটেলমেণ্ট আদালতে চূড়ান্তরূপে প্রচারিত স্বত্বলিপির সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে মোকর্দ্দমা না করিলে যে অন্য উপায় নাই এরূপ নহে, ঐরূপ সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ৬ বৎসর মধ্যে দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়াও রেকর্ড সংশোধন করা যায়; কিন্তু তৎপরে আর রেকর্ড সংশোধনের উপায় থাকে না; তখন মিথ্যাও সত্য হইয়া যায়। এ স্থলে আর একটী বিষয় জানা আবশ্যক; স্বত্বলিপিতে লিখিত বিষয় যে ভুল কেবল মাত্র ইহাই সাব্যস্ত করিবার জন্য এই ধারামতে মোকর্দ্দমা করা চলে না; উহা কি প্রকারের ভুল ও কি ভাবে তাহা সংশোধন হইবে তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে।

(২) স্বত্বলিপিতে কোন বিষয় লিখিতে বাদ পড়িয়া থাকিলে—

অনেক সময় অনেক আবশ্যকীয় কথা বাদ পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গের কথা লিখিতেই বাদ পড়িতে দেখা যায়; কারণ ঐ সকল কথা যে লিখাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য ইহা অনেকেই জানেন না। ঐরূপে বাদ পড়িলে এই ধারামতে মোকর্দ্দমা করিয়া আবশ্যকীয় কথা রেকর্ডে লিখাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যাহা বাদ পড়ে তাহা লিখাইবার মোকর্দ্দমা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে কোন বিবাদ বাধে না বা সহজেই তাহা নিষ্পত্তি হইয়া যায় বা মোকর্দ্দমা এক তরফা হয় এরূপ মনে করিবেন না। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ মোকর্দ্দমায় গুরুতর বিবাদ বাধিয়া যায়। মনে কর প্রজা রামের জমীতে ভূম্যধিকারী শ্যামের খাস খামারী পুষ্করিণী হইতে সেঁচ পায়, যদি উক্ত বিষয় লিখিতে বাদ পড়িয়া থাকে এবং তজ্জন্য রাম মোকর্দ্দমা করে এবং শ্যাম তাহাতে আপত্তি দেয় তবে গুরুতর বিবাদ বাধিয়া যায়।

(৩) ভূম্যধিকারী ও প্রজায় অথবা ভূম্যধিকারী ও ভূম্যধিকারীতে অথবা প্রজায় প্রজায় মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

কেবলমাত্র ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকর্দ্দমা হইলে তাহা ১০৫ ধারা তথা ১০৫ (ক) ধারা মতেও চলিতে পারে; কিন্তু প্রজায় প্রজায় বা ভূম্যধিকারী ও ভূম্যধিকারীতে মোকর্দ্দমা হইলে তাহা কেবলমাত্র ১০৬ ধারা মতেই হইতে পারে; ঐ সকল

মোকর্দ্দমার কেবলমাত্র বর্ত্তমান দখল দেখিয়াই বিচার নিষ্পত্তি করা হয়; কাহারও সত্ত্বের সম্বন্ধে কোন বিচার করা হয় না।

এই ধারা মতে দখল পাইবার জন্যত মোকর্দ্দমা করা চলে না; স্বত্ব সাব্যস্তপূর্ব্বক দখল পাইবার মোকর্দ্দমা তো চলেই না।

ভূম্যধিকারী ও ভূম্যাধিকারীতে অনেক সময় সাধারণতঃ দুই প্রকারের মোকর্দ্দমা হইতে দেখা যায়। মনে কর কৃষ্টপুর ও শ্যামপুর দুইটী মহালেরই সেটেলমেণ্ট হইয়াছে এবং রাম কৃষ্টপুর মহালের ও হরি শ্যামপুর মহালের ভূম্যধিকারী এবং যদু রামের প্রজা বলিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হইয়াছে, যদি হরির তাহাতে আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি এই ধারামতে দরখাস্ত করিয়া যদু রামের প্রজা না হইয়া তাঁহারা প্রজা বলিয়া লিখিত হইবার ও ঐভাবে রেকর্ড সংশোধন করিবার জন্য মোকর্দ্দমা করিতে পারেন। এরূপ স্থলে রাম ও হরি এই দুইজনের মধ্যে কে প্রকৃত পক্ষে যদুর নিকট বর্ত্তমানে খাজনা আদায় করিতেছেন তাহার প্রমাণ লইয়া যাঁহার খাজনা আদায় করা প্রমাণ হয় তাঁহাকেই ভূম্যধিকারী সাব্যস্ত করা হয়। ইহা এক প্রকারের মোকর্দ্দমা।

কিন্তু যদি রাম ও হরি দুই ভ্রাতা হয়েন এবং উভয়েই এক মহাল কৃষ্টপুরের অংশীদার ভূম্যধিকারী হয়েন এবং যদি যদু উভয় ভ্রাতারই প্রজা বলিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হইয়া থাকে এবং হরির এরূপ আপত্তি থাকে যে, স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে রাম ও হরির মধ্যে মহাল বিভাগ বণ্টন হইয়া সমগ্র কৃষ্টপুর মহাল হরির অংশে পড়িয়াছে এবং শ্যামপুর মহাল রামের অংশে পড়িয়াছে তাহা হইলে এক্ষেত্রে বিভাগের বণ্টনের প্রমাণ লইয়া মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইতে পারে

এবং হরিই যত্নর একমাত্র ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হইয়া রেকর্ড সংশোধন হইতে পারে।

প্রজাগণ মধ্যেও ঐরূপ দুই প্রকারের মোকর্দ্দমা হইতে পারে; ঐরূপ হইলে তাহাও উপরোক্ত মতে বিচার নিষ্পত্তি হইবে।

ভূম্যধিকারী ও ভূম্যধিকারীতে বা প্রজায় প্রজায় বা ভূম্যধিকারী ও প্রজায় নানা প্রকারের নানা মোকর্দ্দমা হইতে পারে; সকল প্রকার মোকর্দ্দমার কথা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বত্বলিপিতে লিখিত কোন বিষয় ভুল করিয়া আপত্তি করিলে বর্ত্তমান দখল অনুযায়ী তাহা ভুল থাকা প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবে; স্বত্বের প্রমাণ দিলে কোন ফল হইবে না। ভূম্যধিকারী বা প্রজা যাহার নাম কোন জমী সম্বন্ধে স্বত্বলিপিতে লিখিত হয় তিনিই স্বত্বলিপি প্রস্তুতকালে খাজনা আদায় দ্বারা বা খাস দখলে উক্ত জমীতে দখলীকার আছেন ইহাই বুঝায়; তাঁহার প্রকৃত স্বত্ব থাকিতেও পারে; তিনি অন্যায় বে-আইনী মতে দখলীকার হইতেও পারেন বা না হইতেও পারেন; যে মতেই হউক জমীতে দখলীকার থাকিলেই স্বত্বলিপিতে তাঁহার নাম লিখিত হইবে এবং যিনি তাহাতে আপত্তি করিয়া মোকর্দ্দমা করিবেন তাঁহাকেও নিজ দখলের প্রমাণ দিতে ও স্বত্বলিপিতে লিখিত ব্যক্তির দখল না থাকা সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার নিজ নাম লিখাইয়া স্বত্বলিপি সংশোধন করাইয়া লইতে হইবে।

(৪) রাজা প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না —

এই বিষয় লইয়াও উক্তরূপ মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

স্বত্বলিপিতে যে ব্যক্তিকে কোন জমীর ভূম্যধিকারী বলিয়া লিখিত হয় তিনি প্রকৃত পক্ষে উক্ত জমির ভূম্যধিকারী না হইয়া অন্য কোন এক ব্যক্তি উক্ত জমির ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজাপক্ষ অথবা দাবীদার অন্য ভূম্যধিকারী পক্ষ এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত জমীর খাজনা আদায় হয় কি না এবং কোন ব্যক্তি আদায় করিয়া থাকেন তাহার প্রমাণ লওয়া হয়; খাজনা আদায় না হইলে কত দিন হইতে হয় না ও কেন হয় না তাহারও প্রমাণ দিতে হয়; (জমী চাকরাণ হইতে পারে) প্রমাণে যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই স্বত্বলিপিতে নোট হয়। এ সম্বন্ধে ১০৫ (ক) ধারায় নিম্নে বিশদভাবে বলা হইয়াছে সুতরাং এস্থলে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না। চাকরাণ হইলে যে ব্যক্তি প্রজার নিকট কার্যের আঞ্জাম্ পাইয়া থাকেন তিনিই ভূম্যধিকারী সাব্যস্ত হইবেন।

(৫) কোন জমী মাল বা নাখরাজ ইহা লইয়াও মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

এ বিষয়ে ১০৫ (ক) ধারার নিম্নে বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

(৬) (৪) ও (৫) দফার লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় লইয়াও মোকর্দ্দমা হইতে পারে।

মনে কর রামের ৫০/০ বিঘা জমী আছে এবং তন্মধ্যে ৩০/০ বিঘা রামের খাস দখলে আছে এবং ২০/০ বিঘা জমী প্রজার নিকট

পত্তন আছে। যদি রামের খাস দখলী ৩০/০ বিঘা মধ্যে ১০/০ বিঘা জমী প্রজার নিকট পত্তন থাকা জমী মধ্যে রেকর্ড হইয়া যায় তবে প্রজা পক্ষ রেকর্ডের বলে উক্ত ১০/০ বিঘা জমী দখল করিয়া লইতে পারে; ইহাতে রামের বিশেষ ক্ষতি; এরূপ ক্ষেত্রে রামকে এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া রেকর্ড সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। ঐরূপ প্রজার নিকট পত্তন থাকা ২০/০ বিঘা জমী মধ্যে যদি ৫/০ বিঘা জমী রামের খাস দখলী জমী বলিয়া রেকর্ড হয় তাহা হইলে প্রজা পক্ষকেও এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। মনে কর রামের ১০/০ বিঘা জমির কাত ১০৲ টাকায় একটীও ২০/০ বিঘা জমির কাত ২০৲ টাকার একটী এই দুইটী জমা আছে এবং ১০৲ টাকার জমার অন্তর্গত ২/০ বিঘা জমী ও ২০৲ টাকায় জমার অন্তর্গত ৪/০ বিঘা জমী পাশাপাশি অবস্থিত এবং তজ্জন্য শ্যাম চাষ আবাদের সুবিধার নিমিত্ত মাঝের আইল সরাইয়া দিয়া ১ দাগে ৬/০ বিঘা জমী করিয়াছে। যদি স্বত্ব লিপিতে উক্ত ৬/০ বিঘা জমী এক দাগে রেকর্ড হইয়া ১০৲ টাকায় কি ২০৲ টাকায় জমার মধ্যে যে কোন একটী জমার সামিল হইয়া লিখিত হইয়া থাকে তবে তাহাতে শ্যামের ভবিষ্যতে ক্ষতি হইতে পারে; সুতরাং শ্যামের এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

আরও মনে কর যদুর জমির পার্শ্বে হরির জমী এবং উভয় জমীর মধ্যস্থলে একটী মূল্যবান বৃক্ষ আছে এবং তাহা যদুর জমির সামিলে যদুর খতিয়ানে উঠিয়াছে; যদি হরির তাহাতে আপত্তি থাকে তবে তিনি এই ধার মতে মোকর্দ্দমা করিতে পারেন। যদি উক্ত বৃক্ষ প্রকৃত পক্ষে যদুর জমির উপরেই অবস্থিত হয় কিন্তু হরি একা বরা-

বর তাহাতে দখলকার থাকেন তাহা হইলেও হরি উক্ত বিষয় খতি-য়ানে লিখাইয়া লইবার জন্যও মোকর্দ্দমা করিতে পারেন। অনেক সময় ভূম্যধিকারিগণ বে-আইনী সেস্ আদায় করেন; যদি ঐরূপ বে-আইনী সেস স্বত্ব-লিপিতে রেকর্ড হইয়া থাকে তাহা হইলে তজ্জন্যও এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করা যইতে পারে। অনেক সময় ভূম্যধিকারীও প্রজার মধ্যে **নল বিবাদ** বা মাপকাটী লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে প্রায়ই ১৮ ইঞ্চিতে ১ হাত ও উক্ত হাতের ৪ হাতে কাঠা ধরিয়া জমী বন্দোবস্ত হইতেছে; সেটেলমেণ্টও ঐরূপ ১৮ ইঞ্চি হাফের গাপ প্রচলিত; কিন্তু পূর্ব্বে ১৮ ইঞ্চির হাত বা উক্ত হাতের ৪ হাতে /১ কাঠার মাপ প্রচলিত ছিল না; ২০ ইঞ্চি বা ২২ইঞ্চিতে এক হাত ও উক্ত হাতের ৪ হাতে বা ৫ হাতে এক কাঠার মাপ প্রচলিত ছিল এবং ঐরূপ মাপ অনুযায়ীই জমী বন্দোবস্ত হইত; অনেক স্থলে "হাতা কান্দা" অর্থাৎ কাঁধ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ধরিয়া ১ হাত ধরা হইত ও উক্তরূপ হাতের ৪ হাত ও ৫ হাতে ১ কাঠা ধরিয়া জমি বন্দোবস্ত হইত; (কোন কোন স্থলে কালেক্টরীতে পূর্ব্বকালে প্রচলিত হাত কাটীর পরিমাণ রক্ষিত থাকে; কিন্তু তাহা চূড়ান্ত প্রমাণ নহে; তবে কতক বটে; থাকবস্ত মাপের হাত কাটীও কতক প্রমাণ বটে) সুতরাং পূর্ব্বের প্রচলিত হাতের মাপের এক বিঘা জমী বর্ত্তমানে প্রচলিত মাপের হাতে মাপ করিলে জমিতো বৃদ্ধি হইবেই; ঐরূপ জমী বৃদ্ধির জন্য ভূম্যধিকারীগণ প্রায়ই বৃদ্ধি খাজনার দাবী করেন; ঐরূপ দাবী উপস্থিত হইলে প্রথম জমী বন্দোবস্তকালে কিরূপ হাত কাটীর কত হাতের কাটার মাপ হইয়াছিল ইহা স্থির করা আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান ধারা মতে হাত কাটির

উক্তরূপ বিবাদেরও বিচার হয়। (এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ১০৫ ধারার নিম্নে মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিবরণে বলা হইয়াছে; পরিশিষ্টভাগে ৫২ ধারার বিধানের নিম্নেও বলা হইয়াছে ঐ ঐ স্থান দ্রষ্টব্য)

যদি পূর্ব্বে সীমানা বিবাদের কোন মোকর্দ্দমা করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে ১০৬ ধারা মতে সীমানা বিবাদেরও মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে। ঐরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচারের সময় জমিতে কাহার দখল তাহাই দেখিয়া বিচার নিষ্পত্তি করা হয়; তদ পূর্ব্বের বা পরের দখল গ্রাহ্য করা হয় না; (কালি শুন্দরী দেব্যা মঃ গিরিজা শঙ্কর ১৫ কঃ উঃ ৯৭৪); যদি কাহারও জমিতে স্বত্ব থাকে কিন্তু দখল না থাকে কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি বিনা স্বত্বে জমীতে দখলীকার থাকেন তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির অনুকূলেই বিচার নিষ্পত্তি হইবে। যাঁহার স্বত্ব আছে কিন্তু দখল নাই তাঁহার দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করাই কর্ত্তব্য। যদি বিবাদী স্থান পতিত, জঙ্গলময়, বিল খাল প্রভৃতি হয় এবং তাহার উপর কোনও পক্ষের দখল থাকা দেখা না যায় তাহা হইলে থাক নক্সা, রেভিনিউ সার্ভে নক্সা স্বত্বের দলিল প্রভৃতির দ্বারা দখল দেখাইতে হয়; এরূপ ক্ষেত্রে যাহার স্বত্ব তাহারই দখল ধরা হয়।

অবস্থা বিশেষে আরও নানা প্রকার মোকর্দ্দমা হইতে পারে, সকল কথা বলা সম্ভবপর নহে। তবে মোট কথা এই যে স্বত্বলিপি সম্বন্ধে কোন প্রকারের কোন আপত্তি থাকিলে তাহার প্রতিকার জন্য এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিতে হইবে; কিন্তু ঐ সকল মোকর্দ্দমা যেন স্বত্বসাব্যস্ত বা দখল প্রাপ্তি জন্য না হয়।

(খ) স্বত্ব লিপির চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে ঐরূপ মোকর্দ্দমা করিতে হইবে।

যে তারিখে হাকিম চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটে দস্তখত করেন তাহাই চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ; ঐ তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিবার দরখাস্ত দিতে হইবে নতুবা তামাদী হইবে; কিন্তু উক্ত ৩ মাস মধ্যে যদি ছুটী থাকে তবে তাহা বাদ পাওয়া যাইবে।

মনে কর ১০ই জানুয়ারী তারিখে চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটে হাকিমের দস্তখত হইয়াছে; এক্ষেত্রে ১০ই এপ্রিল মধ্যে এই ধারা মতে মোকর্দ্দমার দরখাস্ত দিতে হইবে; কিন্তু ১০ই জানুয়ারী হইতে ১০ই এপ্রিল মধ্যে যদি ১২টী রবিবার ও ৪ দিন গুডফ্রাইডের ছুটী ও দুই দিন শিবরাত্রির ছুটী থাকে তবে ১২+৪+২=১৮ দিন অতিরিক্ত সময় পাওয়া যাইবে অর্থাৎ ২৮শে এপ্রিল তক দরখাস্ত দাখিল করিলেও তাহা তামাদি হইবে না (১৫ কঃ উঃ ৫০ নোট)

(গ) দেওয়ানী আদালতের আর্জির ন্যায় কোর্টফি দিয়া ঐরূপ মোকর্দ্দমা করিতে হইবে।

দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে হইলে দাবীর উপর যেরূপ ভাবে কোর্টফি দিয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হয় এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিতে হইলেও সেইরূপ ভাবে কোর্টফি দিতে হইবে। কোর্টফি আইন সংশোধন হইবার পর এক্ষণে ৫৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর জন্য প্রতি ৫৲ টাকা বা তাহার কোন অংশের

জন্য ।৵০ আনা হিসাবে ও ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ৫৲ টাকা বা তাহার কোন অংশের জন্য ॥০ আনা হিসাবে ও ১০০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ১০৲ টাকা বা তাহার কোন অংশের জন্য ১৵০ টাকা হিসাবে ও ১৫০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ও ঐরূপ প্রতি ১০৲ টাকার বা তাহার কোন অংশের জন্য ১৵০ হিসাবে কোর্টফি দিতে হয়; এই ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিতে হইলে ও ঐরূপ হিসাবে কোর্টফী দিতে হইবে; কিন্তু ২০৲ টাকার অতিরিক্ত কোর্টফী কোন ক্ষেত্রেই দিতে হইবে না।

মনে কর দেওয়ানী আদালতে ২৪০৲ টাকা দাবীর একটী মোকর্দ্দমা করিতে হইবে; এক্ষেত্রে ২৭৲ টাকার কোর্টফি দিতে হইবে; কিন্তু উক্তরূপ দাবীর জন্য সেটেলমেণ্ট আদালতে ২০৲ টাকার অতিরিক্ত কোর্টফী দিতে হইবে না; ২০৲ টাকার কোর্টফীই সেটেলমেণ্ট আদালতের চরমসীমা। কিন্তু ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা দেওয়ানী আদালতের বিচারার্থ পাঠান হইলে যদি ঐ মোকর্দ্দমাতে রেকর্ড সংশোধন ছাড়া অন্য প্রকার প্রতিকারের প্রার্থনা থাকে তাহা হইলেও ২০৲ টাকার অতিরিক্ত কোর্টফী অর্থাৎ দেওয়ানী আদালতের নিয়মানুযায়ী কোর্টফি দিতে হইবে (চণ্ডিচরণ বঃ মনোরঞ্জন ১৭ কঃ লঃ ৪১৬)। ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় তদ্বিরের দরখাস্ত জন্য দেওয়ানী আদালতের ন্যায় ৫০৲ টাকার কম দাবীর জন্য ৵০ আনা হিসাবে ও তদতিরিক্ত দাবীর জন্য ৸০ আনা হিসাবে কোর্টফী লাগিবে। ইহা ছাড়া ওকালতনামা ও তলবানার পৃথক কোর্টফী লাগিবে। (এ সম্বন্ধে পশ্চাতে মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধীয় বিবরণও দ্রষ্টব্য)।

(৯) রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐরূপ মোকর্দ্দমার বিচার করিবেন।

১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় দেওয়ানী আদালতের ন্যায় কোর্টফী দিতে হয়; ঐরূপ মোকর্দ্দমার বিচার প্রণালী দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধানমত হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি তাহা দেওয়ানী হাকিমের দ্বারা বিচার না হইয়া গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীর দ্বারা বিচার হইয়া থাকে। মুনসেফ, সাব জজ, জজ, ইহাঁরা দেওয়ানী হাকিম ম্যাজিষ্ট্রেট, সাব ডেপুটী, ডেপুটী ইহাঁরা রাজস্ব কর্ম্মচারী; কিন্তু প্রয়োজন হইলে অনেক মুনসেফকে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতা দিয়া তাঁহাকে সেটেলমেণ্টের কার্য্যে পাঠান হয় এবং তথন তিনি রাজস্ব কর্ম্মচারী বলিয়াই গণ্য হয়েন।

(১০) স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হুকুম থাকিলে কোন মোকর্দ্দমা বা কোন শ্রেণীর মোকর্দ্দমা রাজস্ব কর্ম্মচারী দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।

ডেপুটী, সব ডেপুটী প্রভৃতি রাজস্ব কর্ম্মচারিগণই প্রায় সেটেলমেণ্টের হাকিমের কার্য্য করেন এবং প্রায় তাঁহাদের নিকটই ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার হয়; কিন্তু ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় অনেক সময় এরূপ জটীল প্রশ্ন উঠে যে তাহার বিচার মুনসেফ, সব-জজ প্রভৃতি দেওয়ানী আদালতের হাকিমগণের দ্বারাই ভাল হয়; এইজন্য ঐ সকল মোকর্দ্দমা বিচার জন্য রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্তৃক দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার বিধান আছে কিন্তু ঐ সকল মোকর্দ্দমা দেওয়ানী আদালতে বিচার হইলেও ঐ সকল মোকর্দ্দমায় যে

সকল প্রশ্নের বিচার রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্তৃক হইতে পারিত না দেওয়ানী আদালতেও ঐ সকল মোকর্দ্দমায় সেরূপ কোন প্রশ্নের বিচার হইতে পারিবে না। মনে কর ১০/০ বিঘায় একটী জমী আছে এবং ঐ জমী রামের নামে রেকর্ড হইয়াছে যদি শ্যাম ঐ জমি সম্বন্ধে নিজের নাম রেকর্ড করাইতে ইচ্ছা করেন এবং তজ্জন্য সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া রামের নাম কর্ত্তন করাইয়া রেকর্ড সংশোধন করিবার জন্য দরখাস্ত করেন এবং সেটেলমেণ্ট হাকিম কর্তৃক সেটেলমেণ্ট কোর্টে তাহার বিচার হয় তাহা হইলে উক্ত জমী রামের দখলে নাই তাহা শ্যামের দখলে আছে ইহাই শ্যামকে প্রমাণ করিতে হইবে; যদি শ্যাম তাহা না করিয়া নিজ স্বত্ব প্রমাণ করিয়া স্বীয় স্বত্বের বলে দখল পাইবার ডিক্রী পাইতে ও রেকর্ডে নিজ নাম লিখাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি ঐরূপ ডিক্রী পাইবেন না; কারণ সেটেলমেণ্টে কাহারও স্বত্বের বিচার করা হয় না; কাহার দখল তাহারই বিচার করা হয়। এক্ষণে যদি শ্যামের কৃত উক্ত ১০৬ ধারায় মোকর্দ্দমা সেটেলমেণ্টের হাকিম নিজে বিচার না করিয়া তাহা এই ধারার বিধান মতে কোন মুনসেফী আদালতে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তথায়ও শ্যামকে নিজ দখল প্রমাণ করিতে হইবে; উক্ত মোকর্দ্দমায় উক্ত আদালতে শ্যাম নিজ স্বত্বও দখল পাইবার অধিকার থাকা প্রমাণ করিলেও দখল পাইবার ডিক্রী পাইবেন না; অর্থাৎ ১০৬ ধারা মতে স্থাপিত মোকর্দ্দমা সেটেলমেণ্ট কোর্টে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্তৃক বিচার হইলেও যে প্রকার প্রশ্নের বিচার হইতে পারিবে উক্ত মোকর্দ্দমা দেওয়ানী আদালতে প্রেরিত হইয়া তথায় বিচার হইলেও সেই প্রকার প্রশ্নেরই বিচার হইতে পারিবে, তাহার অতিরিক্ত কোন

প্রশ্নের বিচার হইতে পারিবে না (১৭ কঃ উঃ ৭৫০) যদি শ্যাম ১০৬ ধারা মতে সেটলমেণ্ট আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা না করিয়া বরাবর মুনসেফী আদালতে স্বত্বের মোকর্দ্দমা করিতেন তাহা হইলে একই আদালতে একই মুনসেফের নিকট উক্ত মোকর্দ্দমায় স্বত্ব সাব্যস্তের ও দখলের ডিক্রী পাইতে পারিতেন ; কিন্তু সেটেলমেণ্ট আদালতে প্রথমে মোকর্দ্দমা করাতেই তাঁহার উক্তরূপ সুযোগ নষ্ট হইয়া যায় ॥

এটী একটী বিশেষ গোলমালের কথা। একই জমী সম্বন্ধে একই আদালতে একই হাকিমের নিকট বিচার ; কিন্তু প্রথমে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা দাখিল হইলে এমন অপরাধ হয় যে প্রথমে বরাবর দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিলে সকল প্রশ্নের বিচার পাওয়া যায় কিন্তু প্রথমে সেটেলমেণ্টের আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করিলে দেওয়ানী আদালতে গিয়াও আর সকল প্রশ্নের বিচার পাওয়া যায় না। এই জন্যই চণ্ডিচরণ বঃ মনোরঞ্জনের মোকদ্দমায় মাননীয় ব্রেট ও রিচার্ডসন সাহেব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে সেটেলমেণ্ট ১০৬ ধারা মতে স্থাপিত মোকর্দ্দমা দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হইলে দেওয়ানী আদালতের হাকিম সেটেলমেণ্ট আদালতের হাকিম যাহা বিচার করিতে পারিতেন কেবলমাত্র তাহাই বিচার করিতে পারিবেন এরূপ নহে ; অর্থাৎ দেওয়ানী আদালতে প্রকৃত বিচার জন্য যাহা যাহা বিচার করিতে হয় তাহাই করিতে পারিবেন (১৭ কঃ লঃ ৪১৬)

সেটেলমেণ্ট হাকিম কর্ত্তৃক ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল করিতে হয় ; কিন্তু

দেওয়ানী আদালতে প্রেরিত (মুনসেফী আদালত,) ঐ সকল মোকৰ্দ্দমার বিচারের বিরুদ্ধে সব জজের নিকটও আপীল বিচার হয় (২৭ কঃ লঃ ২৮১)

১০৬ ধারা মতে স্থাপিত কোন মোকৰ্দ্দমা ঐ ধারার বিধান মত দেওয়ানী আদালতে পাঠান হইলে দেওয়ানী আদালত তাহার বিচার করিয়া রেকর্ড সংশোধনের ডিক্রী দিলে উক্ত আদালতেই উক্ত বিষয় রেকর্ডে নোট হইবার জন্য কালেক্টার সাহেব বরাবর সংবাদ দিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী কালেক্টার সাহেব কর্ত্তৃক বিচার ফল রেকর্ডে নোট হয়।

(১১) ১০৫ (ক) ধারা মতে যে প্রশ্নের বিচার হয় ১০৬ ধারা মতে আর তাহার বিচার হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের বিচার কেবল মাত্র ১০৬ ধারা মতে হইতে পারিত এক্ষণে তন্মধ্যে অনেক বিষয়ের বিচার ১০৫ (ক) ধারার সাহায্যে ১০৫ ধারার মোকৰ্দ্দমাতেই হইতে পারে; কিন্তু একই প্রশ্নের বিচার জন্য একবার একটী ১০৫ (ক) ধারার মোকৰ্দ্দমা করিয়া তজ্জন্য আবার একটী ১০৬ ধারার মোকৰ্দ্দমা করা যায় না; ঐরূপ যে প্রশ্নের বিচার একবার ১০৬ ধারার মোকৰ্দ্দমায় হইয়া যায় ঐ একই প্রশ্নের বিচার পুনরায় ১০৫ (ক) ধারা মতে হইতে পারে না। ১০৫ (ক) ধারা মতে স্থাপিত কোন মোকৰ্দ্দমার বিচার যদি শেষ না হইয়া থাকে তাহা হইলেও উক্ত মোকৰ্দ্দমায় যে প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে এবং বিচার হইবার প্রতীক্ষায় আছে তাহার জন্য আর ১০৬ ধারা চলিবে না। আর ১০৬ ধারার মোকৰ্দ্দমায় বিচার যদি শেষ না হইয়া থাকে তাহা

হইলেও উক্ত মোকর্দ্দমায় যে প্রশ্ন উথাপিত হইয়া বিচার প্রতীক্ষার আছে তাহারও বিচার ১০৫ (ক) ধারা মতে হইতে পারিবে না।

(১২) ভিন্ন ভিন্ন স্থলে অবস্থিত জমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বলিপি (১০৫ ক ধারার নিম্নে দেখ)

সোলেনামা।

১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা শোলে সূত্রে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে পারা যায় কিন্তু শোলেনামার স্বত্ব আইন সঙ্গত ও হাকিমের অনুমোদিত হওয়া চাই; কেবলমাত্র উভয় পক্ষ রাজী হইলেই হইবে না; হাকিমেরও রাজী হওয়া চাই।

খারিজ।

এই ধারা মতে স্থাপিত মোকর্দ্দমা খারিজ হইয়া গেলেও তজ্জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করা চলিবে (পার্ব্বতী বঃ তুলসী ১৮ কঃ উঃ ৬০৪); নূতন নালিশের অনুমতি না হইয়া উক্তরূপ মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইলেও দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। (আইজুদ্দিন মিঞা বঃ প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর ৪৮ কঃ ৩৫৯)।

মূল্য নির্দ্ধারণ।

১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমায় দাবীর উপর দেওয়ানী আদালতের ন্যায় একই নিয়মে কোর্টফী দিতে হয়; ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমাতেও ঐরূপ ভাবে দাবীর উপর দেওয়ানী আদালতের ন্যায় কোর্টফী দিতে হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু কোন ক্ষেত্রে দাবীর মূল্য

কত ধরিতে হইবে ইহা এক জটীল প্রশ্ন; এই জন্যই প্রত্যেক সেটেলমেণ্টে কিরূপ মোকর্দ্দমার দাবীর মূল্য কিরূপ হইবে তৎ সম্বন্ধে সেটেলমেণ্ট অফিসার স্বয়ং একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাঁধিয়া দেন এবং উক্তরূপ নিয়মানুযায়ী দাবীর মূল্য ধরিয়া কোর্টফি দিয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হয়; স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় ঐরূপ মূল্য খাজনার ৫ গুণ ১০ গুণ বা ১৫ গুণ যেখানে যেরূপ হিসাবে মূল্য ধার্য্য করা সেটেলমেণ্ট অফিসার উপযুক্ত বোধ করেন সেইখানে সেইরূপ স্থির করিয়া দেন। মকররী দাবীর মোকর্দ্দমায় জমী মকররী করিয়া দিতে ভূম্যধিকারী যেরূপ নজর বা সালামী সাধারণতঃ পাইয়া থাকেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দাবীর মূল্য নির্দ্ধারণ হয়; জমীর হস্তান্তর যোগ্যতা সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী খারিজ দাখিল করিয়া দিতে যে চৌথ বা সেলামী সাধারণতঃ পাইয়া থাকেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়; নাখেরাজ দাবীর জন্য সমশ্রেণীর জমীর স্থানীয় বাজারদর অনুযায়ী কত মূল্য ও লাখেরাজ জমির কত মূল্য তাহা স্থির করিয়া উভয়ের মূল্য মধ্যে যে টাকার পার্থক্য থাকে তাহাই নাখেরাজ দাবীর মূল্য ধরা হয়। মনে কর কোন স্থানে জমার জমী প্রতি বিঘা ১০০৲ টাকা হিসাবে সাধারণতঃ বিক্রয় হয় এবং ঐ শ্রেণীর নাখেরাজ জমি প্রতি বিঘা ১৫০৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় হয়; তাহা হইলে এ স্থলে নাখেরাজ দাবীর মূল্য প্রতি বিঘা ৫০৲ টাকা ধরিয়া তদনুযায়ী কোর্টফি দিয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হইবে অর্থাৎ ঐস্থলে ৩৸০ টাকার কোর্টফী লাগিবে। অন্যান্য প্রকার দাবীর জন্য অবস্থা বিবেচনায় মূল্য স্থির করিয়া দাবী স্থির করিতে ও তদনুযায়ী কোর্টফি দিতে হইবে।

যে বিষয় লইয়া পক্ষগণ মধ্যে একবার একটী মোকর্দ্দমা হইয়া

দোবারা দোষ।

(ডিক্রী বা ডিসমিস যাহাই হউক না কেন) একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে ঐ বিষয় লইয়া উক্ত পক্ষগণ মধ্যে বা উক্ত পক্ষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার বা হস্তান্তর সূত্রে যাঁহারা মালিক হয়েন তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর কোন মোকর্দ্দমা চলিতে পারে না দ্বিতীয়বার উক্ত একই বিষয় লইয়া একই পক্ষগণ বা তাহাদের নিকট হইতে যাঁহারা সম্পত্তি পান তাঁহারা পুনরায় মোকর্দ্দমা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমা আইন মতে দোবারা দোষে ডিস মিস হইবে। ১০৫ তথা ১০৫ ক ও ১০৬ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতের হুকুম দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় গণ্য হয়; সুতরাং যে বিষয় লইয়া সেটেলমেণ্ট আদালতে ঐ ঐ ধারা মতে মোকর্দ্দমা হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পক্ষগণ মধ্যে একবার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে (ডিক্রী বা ডিসমিস যাহাই হউক না কেন) উক্ত বিষয় লইয়া উক্ত পক্ষগণ বা তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার বা হস্তান্তর সূত্রে যাঁহারা মালিক হয়েন ঐ সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে আর দ্বিতীয়বার মোকর্দ্দমা হইতে পারিবে না। সেটেলমেণ্টে মোকর্দ্দমা করিয়া পরাজিত হইয়া পুনরায় দেওয়ানী আদালতে একই বিষয় লইয়া আর মোকর্দ্দমা করা চলিবে না; যদিও সাধারণতঃ ১০৫ তথা ১০৫ ক ও ১০৬ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট মোকর্দ্দমা করিবার পর একই বিষয় লইয়া আর দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা চলে না তথাপি এরূপ অনেক মোকর্দ্দমা আছে যাহাতে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমার পর পুনরায় দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলে; এ সম্বন্ধে আইনের কূটতর্ক বড়ই সূক্ষ্ম ও কঠিন; সাধারণের বুঝিবার জন্য মোটামুটী দুই একটী উদাহরণ দেওয়া হইল।

১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্য জন্য মোকর্দ্দমার বিচার করিবার কালে প্রজাকে রেকর্ডে যে শ্রেণীর প্রজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে প্রজা প্রকৃতপক্ষে সেই শ্রেণীর প্রজা কি অন্য শ্রেণীর প্রজা (রেকর্ডে তাহাকে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট লিখিত আছে; প্রজা প্রকৃত পক্ষে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কি মকররী প্রজা) ইহার তদন্ত করিবার অধিকার সেটেলমেণ্ট হাকিমের আছে; যদি হাকিম উক্ত বিষয়ে তদন্ত করিয়া বিচার নিষ্পত্তি করেন তাহা হইলে ঐ বিষয় লইয়া আর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলিবে না; দোবারা দোষে মোকর্দ্দমা অচল হইবে (বিপিন কৃষ্ট বঃ হরিদাস ২৭ কঃ লঃ ২১০); জমী মাল কি নাখে-রাজ এ বিষয় লইয়া ১০৫ ধারার মোকর্দ্দমার তদন্ত হইয়া বিচার নিষ্পত্তি হইয়া প্রজা প্রমাণ দিতে না পারিবার জন্য জমী মাল সাব্যস্ত হইয়া তাহার খাজনা ধার্য্য হইলে উক্ত জমী নাখেরাজ সাব্যস্ত করি-বার জন্য দেওয়ানী আদালতে আর মোকর্দ্দমা চলিবে না (অপূর্ব্ব কৃষ্ট বঃ শ্যামাচরণ ২৪ কঃ উঃ ২২৩); ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা হইয়া জমির পরিমাণ বৃদ্ধি জন্য খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধির মোকর্দ্দমা খারিজ হইয়া গেলে পুনরায় ঐজন্য আর মোকর্দ্দমা চলিবে না (আবেদা খাতুন বঃ মাজুরাসী চৌধুরী ২৪ কঃ উঃ ১০২০); রাজা প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না এ সম্বন্ধে ১০৬ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে একবার মোকর্দ্দমা হইয়া গেলে তৎসম্বন্ধে আর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলিবে না (যতীন্দ্রনাথ বঃ আজিজার রহমান ৭১ ইঃ কেঃ ৩০৭) কিন্তু স্বত্ত্ব সাব্যস্তপূর্ব্বক দখল প্রাপ্তি জন্য ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা হইলে উক্ত বিষয় লইয়া পুনরায় দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলিবে (অশ্বিনীকুমার বঃ সারদা চরণ ২৪ কঃ লঃ ৭৯) কারণ স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বা দখল দেওয়াইতে সেটেলমেণ্ট হাকিমের অধিকার নাই;

সুতরাং ১০৬ ধারা মতে উক্ত মোকর্দ্দমা করা ভুল; কারণ তাহা চলিতে পারে না। ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্যের মোকর্দ্দমায় প্রজা কোন শ্রেণীর প্রজা ইহার তদন্ত না হইয়া খাজনা ধার্য্য হইলে প্রজা কোন শ্রেণীর প্রজা ইহা সাব্যস্ত করিবার জন্য দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলিবে (মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর বঃ আহম্মদ হোসেন ২১ কঃ উঃ ১০০৪) উক্ত মোকর্দ্দমার ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০ম অধ্যায় অনুসারে অর্থাৎ সেটেলমেণ্ট আমলে (১০ম অধ্যায় অনুসারেই বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট হইতেছে) যে সমস্ত ব্যাপারও বিচার হইয়াছে তাহা প্রতারণা মূলক ইহা সাব্যস্ত করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা চলিবে।

আপীল।

১০৬ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে সেটেলমেণ্ট হাকিমের বিচারের বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল জজের নিকটও উক্ত জজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপীল চলিবে; ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার ফল অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতের ন্যায় ডিক্রী তৈয়ারী হয় এবং উক্ত ডিক্রী দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় গণ্য ও বলবৎ হয়; ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমায় জয়ী পক্ষ মায় উকিল ফিঃ খরচার ডিক্রীও পাইয়া থাকেন, ১০৫ ও ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমার খরচার ন্যায় ডিক্রীজারী করিয়া উক্ত খরচা আদায় করা যাইবে; সেটেলমেণ্ট আদালতেই ডিক্রী জারী হইবে; উক্ত আদালত উঠিয়া গেলে কালেক্টারীতে ডিক্রী জারী হইবে। উক্ত ডিক্রীর তারিখ হইতে ৩০ দিন মধ্যে স্পেশ্যাল জজের নিকটও স্পেশ্যাল জজের রায়ের বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল করিতে হইবে।

১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার ন্যায় ১০৫ ও ১০৫ ক ধারায় মোক-

র্দ্দমায় হুকুমের বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল জজের নিকট ও তৎপরে হাইকোর্টে আপীল চলে বটে ; কিন্তু যে সকল মোকর্দ্দমায় কেবলমাত্র খাজনা ধার্য্য হয় ঐ সকল মোকর্দ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র স্পেশ্যাল জজ পর্য্যন্তই আপীল চলে ; তাহার আর হাইকোর্ট আপীল চলে না ; কিন্তু অপর সকল প্রকার মোকর্দ্দমায় একবার স্পেশ্যাল জজের নিকট ও আর একবার হাইকোর্টে আপীল চলে ; কিন্তু যে সকল মোকর্দ্দমায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল চলে ঐ সকল মোকর্দ্দমার বিচার করিবার কালে হাইকোর্ট যদি স্পেশ্যাল জজের হুকুমের কোন পরিবর্ত্তন করেন এবং ঐরূপ হুকুম পরিবর্ত্তন জন্য খাজনারও পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে উক্ত খাজনা পরিবর্ত্তন জন্য হাইকোর্ট উক্ত মোকর্দ্দমা আর নিম্ন আদালতে অর্থাৎ স্পেশ্যাল জজের নিকট পাঠাইবেন না , হাইকোর্ট স্বয়ংই উক্ত খাজনা ধার্য্য করিয়া দিবেন ; মনে কর যে শ্যাম মধ্যস্বত্বাধিকারী কি স্থিতিবান প্রজা ইহা স্থির করিবার জন্য ও তদনুযায়ী খাজনা ধার্য্য জন্য ভূম্যধিকারী রাম প্রজা শ্যামের বিরুদ্ধে ১০৬ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে এক মোকর্দ্দমা করিয়া ঐ মোকর্দ্দমা স্পেশ্যাল জজের নিকট পর্য্যন্ত আপীল করিল এবং আপীলে স্পেশ্যাল জজের বিচারেও শ্যাম স্থিতিবান প্রজা সাব্যস্ত হইল ; এবং তদনুযায়ী খাজনা ধার্য্য হইল ; এই মোকর্দ্দমা কেবলমাত্র খাজনা ধার্য্য জন্য মোকর্দ্দমা নহে ; শ্যাম কোন শ্রেণীর প্রজা তাহাও এই মোকর্দ্দমার বিচার্য্য বিষয় বটে ; সুতরাং ইহার হাইকোর্টে আপীল চলিবে। এক্ষণে যদি রাম স্পেশ্যাল জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন এবং হাই কোর্টের বিচারে শ্যাম মধ্যস্বত্বাধিকারী সাব্যস্ত হয়েন তাহা হইলে হাইকোর্ট শ্যামের খাজনা ধার্য্য জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা আর স্পেশ্যাল জজের

নিকট না পাঠাইয়া স্বয়ংই তাহার খাজনা ধার্য্য করিয়া দিবেন (সকল শ্রেণীর প্রজার খাজনা ধার্য্য সম্বন্ধে একই নিয়ম নহে; প্রজার শ্রেণী বিভাগের উপর তাহার খাজনা বৃদ্ধি কমি নির্ভর করে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এক্ষেত্রে গ্রাম স্থিতিবান প্রজা হইলে তাহার খাজনা প্রতি টাকায় ৵০ আনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইতে পারে না; কিন্তু মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে তদতিরিক্ত বৃদ্ধি হইতে পারে; সুতরাং স্পেশ্যাল জজ স্থিতীবান সাব্যস্ত করিয়া তদনুযায়ী যে খাজনা ধার্য্য করেন হাইকোর্ট মধ্যস্বত্বাধিকারী সাব্যস্ত করিলে তদপেক্ষা বেশী খাজনা ধার্য্য হইতে পারে।)

নল বিবাদের মোকর্দ্দমায় কেবল মাত্র নল বা হাত কাটীর পরিমাণ কত এই বিষয় লইয়া মোকর্দ্দমা হইলে তৎসম্বন্ধে সেটেলমেণ্ট হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে আদৌ আপীল চলে না (নরহরি বঃ হরি চরণ ২৬ কঃ ৫৫৬); কিন্তু হাত কাটীর পরিমাণ কত; প্রজার দখলে কত জমী আছে, বৃদ্ধি জমীর জন্য প্রজা বৃদ্ধি খাজনা দিতে বাধ্য কি না এই সকল বিষয় লইয়া মোকর্দ্দমা হইলে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় আপীল চলিবে (মথুরামোহন বঃ উমা সুন্দরী ২৫ কঃ ৩৪)

চতুর্থ অধ্যায়।

১০৮।১০৮ক।১০৯।১১০।১১১।১১৩।১১৫ ধারা।

১০৫ তথা ১০৫ ক ধারা মতে মোকর্দ্দমা ও তৎসম্বন্ধীয় আনু-সঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হইয়াছে ; ঐরূপ ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা সম্বন্ধেও তৃতীয় অধ্যায়ে সবিশেষ বলা হই-য়াছে ; ১০৫ ও ১০৫ ক ধারার মোকর্দ্দমায় ও ১০৬ ধারার মোক-র্দ্দমায় সেটেলমেণ্ট আদালতের হাকিম বা রাজস্ব কর্ম্মচারী যে হুকুম বা রায় প্রচার করেন তাহার বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল বা বিশেষ জজের নিকটে আপীল ও কোন কোন বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল করিতে পারা যায় ইহাও বিশদভাবে বলা হইয়াছে ; কিন্তু ১০৫ ও ১০৫ ক ও ১০৬ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট হাকিমের হুকুমের বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল করিয়া উক্ত হাকিমের হুকুম খণ্ডন করাই যে একমাত্র উপায় এরূপ কেহ মনে করিবেন না। স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল না করিয়াও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০৮ ধারা মতে উপারতন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়াও ১০৫ ও ১০৫ ক ও ১০৬ ধারার হুকুম খণ্ডন করা যাইতে পারে। কেহ ১০৮ ধারা মতে ঐরূপ দরখাস্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে ১০৫ ও ১০৫ ক ও ১০৬ ধারার হুকুমের তারিখ হইতে ১২ মাস মধ্যে ঐরূপ দরখাস্ত করিতে হইবে ; নতুবা তামাদি দোষে দরখাস্ত অচল হইবে। ১০৮ ধারা মতে দরখাস্তের বিচার করিবার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কোন কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে বিশেষ ভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয় ; যাঁহাকে বিশেষ ভাবে ঐরূপ ক্ষমতা

দেওয়া হয় তাঁহার নিকটই ১০৮ ধারা মতে দরখাস্ত করিতে হয়; বিশেষভাবে ঐরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী ছাড়া অন্য কোন রাজস্ব কর্ম্মচাবীর ১০৮ ধারার দরখাস্তের বিচার করিবার অধিকার নাই। যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ঐরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় তিনি নিজে ১০৫ বা ১০৫ ক বা ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার করিয়া থাকিলেও তাঁহার নিজের উক্ত বিচারের বিরুদ্ধেও তিনি ১০৮ ধারা মতে পুনর্ব্বিচার করিতে পারিবেন; অন্য কোন হাকিম ১০৫ বা ১০৫ ক বা ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার করিয়া থাকিলে তাঁহার বিচারের বিরুদ্ধেও পুনর্ব্বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি ১০৫ বা ১০৫ ক বা ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত আপীল দায়ের থাকা কালে আর ১০৮ ধারা মতে দরখাস্তের বিচার হইবে না; ১০৮ ধারা মতে দরখাস্ত হইলে তৎ সম্বন্ধে পক্ষগণকে নোটীশ না দিয়াও উক্ত দরখাস্তের বিচার করা চলিবে না। ১০৫ বা ১০৫ ক বা ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমায় স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল হইয়া তাহার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলেও ১০৮ ধারা মতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া তাহার বিচার করাইতে পারা যায় কিন্তু রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিচার বা হুকুম দ্বারা স্পেশ্যাল জজের বিচারের বা হুকুমের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিবে না অর্থাৎ স্পেশ্যাল জজের হুকুমের কিছুমাত্র নড়চড় হয় এরূপ হুকুম রাজস্ব কর্ম্মচারী দিতে পারিবেন না।

১০৮ ধারা মতে দরখাস্তের রাজস্ব কর্ম্মচারী যে বিচার করেন, তাহার বিরুদ্ধেও আবার স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল করা যায়। চূড়ান্ত প্রচারের পর ১০৫ ও ১০৫ ক ও ১০৬ ধারা মতে

মোকর্দ্দমা হইলে উক্ত মোকর্দ্দমার বিচারের বিরুদ্ধেই যে কেবলমাত্র রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট ১০৮ ধারার দরখাস্ত চলে এরূপ নহে; ১০৫ ও ১০৫ ক ও ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা আদৌ না করিয়াও রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট ১০৮ ক ধারার মতে রেকর্ড সংশোধন জন্য দরখাস্ত করা চলে; কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ১২ মাস মধ্যে ১০৮ ক ধারায় দরখাস্ত করিতে হইবে; নতুবা তামাদি দোষে দরখাস্ত অচল হইবে; ঐরূপ মোকর্দ্দমাতেও অপর পক্ষকে নোটীশ দিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রেও সকল মোকর্দ্দমায় ১০৮ ক ধারায় হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধেও স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল করা যায়।

১০৮ ক ধারা পূর্ব্বে ছিল না; ১০৮ ধারা মতেও পূর্ব্বে রাজস্ব কর্ম্মচারীর পুনর্ব্বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু ইহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ থাকিয়া যাইত; তজ্জন্যই বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে ঐ ঐরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ১০৫ ও ১০৫ ক ও ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার প্রথম বিচারের পর অথবা ঐ ঐ ধারা মতে মোকর্দ্দমার বিচার ফলের বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল করিয়া উক্ত আপীব বিচার নিষ্পত্তি হইবার পর ১০৮ ধারা মতে পুনরায় রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট ভ্রম প্রমাদ সংশোধন জন্য দরখাস্ত করা চলে এবং ১০৫ বা ১০৫ ক বা ১০৬ ধারা মতে কোন মোকর্দ্দমা না করিয়াও ১০৮ ক ধারা মতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করা চলে।

১০৮ ধারা মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন বিষয়ের বা প্রশ্নের বিচার করিতে পারিবেন না এরূপ কোন বাধা আইনে নাই; সুতরাং ঐ ধারামতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হাকিমের সকল প্রকার

প্রশ্নেরই বিচার করিবার ক্ষমতা আছে (পার্ব্বতী বঃ তুলসী চৌধুরী ১৮ কঃ লঃ ১২৫) শোলেনামা সূত্রে কোন ডিক্রী হইয়া থাকিলে বা এক তরফা ডিক্রী হইয়া থাকিলে ১০৮ ধারায় হাকিম ঐ সকল বিচার ফল ও পুনরালোচনা করিতে পারেন কিন্তু ১০৮ ধারা মতে বিচার করিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত মালের জমীকে লাখেরাজ করিয়া দিতে পারেন না (শম্ভুচন্দ্র বঃ পূর্ণচন্দ্র ৩৫ কঃ ১৭৬)।

১০৮ ও ১০৮ ক ধারা মতে দরখাস্ত করিতে হইলে প্রত্যেক জমার জন্য ৸০ আনা হিসাবে কোর্টফি দিতে হইবে।

১০৫ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে ভূম্যধিকারী বা প্রজা পক্ষ দরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত ও সঙ্গত খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে পারেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু আদালতের বিচারে যে খাজনা ধার্য্য হয় তাহা কোন সময় হইতে দিতে হইবে ইহা জানা আবশ্যক। যে তারিখে খাজনা ধার্য্যের মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হয় ঐ তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি বৎসর হইতে ধার্য্য খাজনা আইন মতে আমলে আসিবে অর্থাৎ পরবর্ত্তি কৃষি বৎসর হইতে নূতন ধার্য্য খাজনা দিতে প্রজা বাধ্য হইবে; তৎপূর্ব্বে নূতন ধার্য্য খাজনা দিতে হইবে না বা ভূম্যধিকারী পক্ষ তাহা আদায় করিতে পারিবেন না।

আমাদের বঙ্গদেশে ১লা বৈশাখ হইতে কৃষি বৎসর আরম্ভ হয়। সুতরাং ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্যের কোন মোকর্দ্দমা যদি ১৩৩২ সালের ২রা বৈশাখ নিষ্পত্তি হয় তাহা হইলে ১৩৩৩ সাল হইতে প্রজা নূতন ধার্য্য খাজনা দিতে বাধ্য হইবে; যদি কোন মোকর্দ্দমা ১৩৩২ সালের ২৮শে মাঘ নিষ্পত্তি হয় অথবা ১৩৩২ সালের ২৯শে চৈত্র নিষ্পত্তি হয় তাহা হইলেও প্রজাকে ১৩৩৩ সাল হইতে নূতন

ধার্য্য থাজনা দিতে হইবে ; কিন্তু যদি কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজা পূর্ব্ব হইতে চুক্তি করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট থাজনা বলবৎ থাকিবে এইরূপ স্থির করিয়া থাকেন এবং উক্ত চুক্তি যদি আইন মতে পক্ষগণ মধ্যে বাধ্য ও বলবৎ হয় তাহা হইলে ১০৫ ধারামতে নূতন ধার্য্য থাজনা উক্ত নির্দ্দিষ্ট কাল কাল অতীত হইবার পর আমলে আসিবে ; কিন্তু সেটেলমেণ্টের হাকিম যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইবার পরও কিছুকাল পরে নূতন ধার্য্য থাজনা আমলে আসিবার হুকুম দেন তাহা হইলে উক্ত নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইবার অব্যবহিত পরেই নূতন ধার্য্য থাজনা আমলে না আসিয়া হাকিমের হুকুম মত সময় হইতেই আমলে আসিবে। মনে কর ১৩১০ সালে কোন জমীর থাজনা ৫৲ টাকা ছিল এবং সেটেলমেণ্টে আসিবার পূর্ব্বে ১৩১৮ সালে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয় পক্ষ লিখিত ও রেজেষ্ট্ররী কৃত চুক্তি করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিল যে ১৩১৯ সাল হইতে ১৩৩৪ সাল পর্য্যন্ত উক্ত জমীর বাবত প্রজা ৫।৵০ টাকা হিসাবে থাজনা দিবে ; যদি ঐ জমী সম্বন্ধে সেটেলমেণ্ট আমলে ১০৫ ধারা মতে মোকর্দ্দমা হইয়া ১৩২৫ সালে উক্ত জমীর থাজনা ৫॥৵০ টাকা ধার্য্য হয় তাহা হইলে প্রজাকে ১৩৩৫ সাল হইতে উক্ত ৫॥৵০ টাকা হারে থাজনা দিতে হইবে ; (কারণ ১৩৩৪ সাল পর্য্যন্ত কি থাজনা থাকিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে) ১৩২৫ সালের পরবর্ত্তী কৃষি বৎসর ১৩২৬ সাল হইতে দিতে হইবে না ; হাকিম ইচ্ছা করিলে ১৩৩৬ বা ১৩৩৮ সাল হইতে উক্ত ৫॥৵০ টাকা হারে থাজনা দিতে হইবে এরূপ হুকুমও দিতে পারেন ; তাহা দিলে ১৩৩৬ বা ১৩৩৮ সাল হইতেই নূতন ধার্য্য থাজনা ৫॥৵০ হারে প্রজাকে থাজনা দিতে হইবে ; তৎপূর্ব্বে দিতে হইবে না। এস্থলে

৫৲ টাকা স্থলে ৫।৵০ অর্থাৎ প্রতি টাকায় ৵০ আনারও কম বৃদ্ধি খাজনা স্থির হইয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে লিখিত ও রেজেষ্ট্রী কৃত চুক্তি পত্র হইয়াছিল ; সুতরাং উক্ত চুক্তি বে-আইনী ছিল না ; কাজেই তাহা গ্রাহ্য করিয়া হাকিম হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু যদি ৫৲ টাকা খাজনা স্থলে ৫৸০ টাকা খাজনা দিবার চুক্তি থাকিত অথবা আইন সঙ্গত বৃদ্ধি খাজনা দিবার কোন লিখিত ও রেজেষ্ট্রী কৃত চুক্তিপত্র না থাকিত অথবা চুক্তি মত ও আইনসঙ্গত বৃদ্ধি খাজনা উপর্য্যুপরি ৩ বৎসর আদায় না থাকিত তাহা হইলে উক্ত চুক্তি আদৌ গ্রাহ্য হইত না। মনে কর ভূম্যধিকারী রাম প্রজা শ্যামের খাজনা ১২৲ টাকা স্থলে চুক্তির দ্বারা ১৯ বৎসরের জন্য মৌখিক চুক্তির দ্বারা ১৩৲ টাকা স্থির করিয়া লইয়াছে। এ স্থলে রাম ১৯ বৎসর কাল ঐ খাজনা পাইত ; কিন্তু ঐ জমী সম্বন্ধে প্রজা শ্যাম ১০৫ ধারার মোকদ্দমা করায় যদি ঐ জমীর খাজনা হাকিম ১২॥০ টাকা ধার্য্য করেন তাহা হইলে এক্ষেত্রে ১৯ বৎসর অতীত হইবার পর ১২॥০ টাকা খাজনা আমলে আসিবে না ; ১০৫ ধারার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি বৎসর হইতেই ১২॥০ টাকা খাজনা আমলে আসিবে। এস্থলে কোন লিখিত ও রেজেষ্ট্রী কৃত চুক্তি না থাকায় মৌখিক চুক্তি গ্রাহ্য না হইয়া হাকিমের হুকুমই বলবৎ হইবে। ইহাই ১১০ ধারার বিধান।

১০৫ ধারা মতে যে খাজনা রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নূতন করিয়া ধার্য্য হয় তাহা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসর হইতে বলবৎ হইবে বটে কিন্তু কতদিন যাবত তাহা বলবৎ থাকিবে তাহারও বিধান প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে আছে। ঐরূপ না থাকিলে অন্যায় হইত ; কারণ আজ যদি প্রধান খাদ্যশস্যের দর ৩৲ টাকা মণ থাকে এবং ১০ বৎসর পরে

যদি উক্ত খাদ্যশস্যের দর ৪৲ টাকা মণ হয় তাহা হইলে ভূম্যধিকারীর পুনরায় বৃদ্ধি খাজনা পাইবার অধিকার জন্মে; ঐরূপ আজ যদি তাহার দর ২৲ টাকা মণ হয় তাহা হইলে প্রজারও খাজনা কমি পাইবার অধিকার জন্মে। সুতরাং ১০৫ ধারা মতে যে খাজনা ধার্য্য হয় তাহা যদি চিরকালের জন্য স্থির থাকিবার বিধান থাকিত তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীর এবং কোন ক্ষেত্রে প্রজার ক্ষতি হইত; এই জন্যই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১১৩ ধারার এই-রূপ বিধান করা হইয়াছে যে যে তারিখ হইতে ১০৫ ধারা মতে ধার্য্য খাজনা বলবৎ হইবে সেই তারিখ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের বা মধ্য স্বত্বাধিকারীর খাজনা আর পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না; যে সকল কোর্ফা প্রজা দখলী স্বত্ব লাভ করি-য়াছে তাহাদের ধার্য্য খাজনাও পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না; এবং যে সকল প্রজা দখলী স্বত্ব শূন্য প্রজা অথবা যে সকল কোর্ফা প্রজা দখলী স্বত্ব লাভ করিতে পারে নাই তাহাদের খাজনা ৫ বৎসর কাল পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না। সুতরাং উপরোক্ত ১৫ বৎসর বা ৫ বৎসর অতীত হইলে ঐ ঐ শ্রেণীর প্রজার খাজনা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে; (এক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত বলিতে খাজনা বৃদ্ধি বা কমি দুই-ই বুঝাইবে); কিন্তু ভূম্যধিকারীর চেষ্টায় বা অর্থে জমীর উন্নতি হইলে বা জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি বা কমি হইলে তজ্জন্য খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইতে পারিবে; এরূপক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের নিয়ম খাটিবে না; রায়তের বিনা দোষে জমীর উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে তজ্জন্যও ১৫ বা ৫ বৎসরের কম সময় মধ্যেও খাজনা কমি পাওয়া যাইতে পারিবে; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে বৃদ্ধি বা কমি হইবে না। যে প্রজার খাজনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে কখনও

পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহার খাজনা কখনও পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না এবং উক্ত প্রজা মকররী প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এবং যে প্রজা ২০ বৎসর কাল একই অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে খাজনা আদায় দেখাইতে পারিবে তাহার খাজনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে চলিয়া আসিতেছে ইহাই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারা মতে অনুমান করিয়া উক্ত প্রজাকে মকররী প্রজা সাব্যস্ত করা হয় ইহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু যে জমীর সেটেলমেণ্ট হইয়া যায় উক্ত জমী সম্বন্ধে সেটেলমেণ্টের পর উক্ত ৫০ ধারার বিধান আর খাটিবে না; মনে কর স্বত্বলিপিতে রাম দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে; সেণ্টেলমেণ্ট সংক্রান্ত সকল কার্য্য মায় ১০৫ ও ১০৫ ক ও ১০৬ ধারায় মোকর্দ্দমা শেষ হইয়া যাইবার পর যদি রামের ভূম্যধিকারী রামের বিরুদ্ধে খাজনা বৃদ্ধি পাইবার দাবীতে দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করেন তাহা হইলে রাম সেটেলমেণ্টের পূর্ব্বেকার ২০ কি ৩০ কি ৫০ বৎসরের জন্য একই অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে খাজনা আদায় প্রমাণ করিয়া প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার বলে আর মকররী রায়ত বলিয়া দাবী করিতে ও তাহার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবে না; সেটেলমেণ্টে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই মান্য করিয়া লইয়া অর্থাৎ রামকে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা গণ্য করিয়া রামের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে; কিন্তু যদিও প্রজা ২০ বৎসর কি ততোধিক সময়ের জন্য একই ভাবে খাজনা আদায় দেখাইয়া ৫০ ধারার বলে মকররী হইতে পারিবে না তথাপি প্রজা যদি অন্য কোন উপায়ে ইহা দেখাইতে

পারে যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমল হইতে একইভাবে খাজনা আদাই দিয়া আসিতেছেন তাহা হইলে তিনি মকররী রায়ত হইতে পারিবেন (জানকী কৌর বঃ হিরানন্দ পাঁড়ে ৫৮ ইঃ কেঃ ২৫);

প্রায় ১৩২ বৎসর হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে; উক্তরূপ দীর্ঘকালের চেক দাখিলা প্রায়ই কেহ দেখাইতে পারে না; তজ্জন্যই ২০ বৎসরের চেক দাখিলা দেখাইলেই অন্যরূপ বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই খাজনায় জমি ভোগ করা অনুমান করা হয়; সেটেলমেণ্ট হইবার পর আর ঐরূপ অনুমান হইতে পারিবে না এবং উক্তরূপ অনুমানের বলে কাহাকেও মকররী রায়ত গণ্য করা হইবে না; তবে কেহ যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পাট্টা কবুলতি আমলনামা ফর্দ্দী প্রভৃতি দেখাইয়া স্পষ্ট ভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে জমার সৃষ্টি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তিনি সেটেলমেণ্ট হইবার পরও উক্তরূপ প্রমাণের বলে মকররী রায়ত হইতে পারিবেন; যদি কোন প্রজা স্বত্বলিপিতে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা বলিয়া লিখিত হয়েন এবং ঐরূপ লেখার বিরুদ্ধে ১০৫ বা ১০৫ ক বা ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা না করেন তাহা হইলেও ১০৫ বা ১০৫ ক বা ১০৬ ধারার কার্য্য শেষ হইবার পর তিনি আর ৫০ ধারার অনুমানের ফল পাইবেন না; যদি উক্ত প্রজা ১০৫।১০৫ ক বা ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা করিয়াও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা সাব্যস্ত হয়েন তাহা হইলেও তিনি ৫০ধারার অনুমানের ফল ভোগ করিতে পারিবেন না; ঐরূপ ১০৮ ও ১০৮ ক ধারা মতে মোকর্দ্দমা না করিলেও ১০৮ ও ১০৮ ক ধারার কার্য্য শেষ হইবার পর ৫০ ধারার অনুমানের ফল পাইবেন

না ; ১০৮ ও ১০৮ ক ধারার মোকর্দ্দমা করিয়া পরাজিত হইলেও ৫০ ধারার অনুমানের ফল পাইবেন না।

এক কথায় স্বত্বলিপি চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হইবার পর উক্ত স্বত্ব লিপিতে লিখিত বিষয় সংশোধন জন্য ১০৫।১০৫ ক। ১০৬।১০৮। ১০৮ ক ধারা মতে যে সকল ব্যবস্থা আছে ঐ সকল ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বত্বলিপি সংশোধন করিতে হইবে ; ঐ সকল ধারার মোকর্দ্দমা না করিলেও উক্তরূপ মোকর্দ্দমা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইবার পর আর ৫০ ধারার অনুমান খাটীবে না ; ঐ সকল ধারা অনুযায়ী মোকর্দ্দমা করিয়া পরাজিত হইলে তো খাটিবেই না। প্রজা স্বত্ব বিষয়ক আইনের ১১৫ ধারার ইহাই বিধান। সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫ ১০৫ ক।১০৬।১০৭।১০৮ ধারা মতে যে সকল প্রতিকার পাইবার জন্য মোকর্দ্দমা করা চলে ঐ ঐ বিষয়ের জন্য দেওয়ানী আদালতেও মোকর্দ্দমা করা চলে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ ঐ ধারা মতে স্থাপিত মোকর্দ্দমায় সেটেলমেণ্টের হাকিম যে বিচার করেন উক্ত বিচার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় একই রূপ বলবৎ ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; সুতরাং ঐ সকল মোকর্দ্দমা স্থাপিত হইয়া তাহার বিচার হইবার পর দেওয়ানী আদালতে উক্ত একই বিষয় লইয়া আর মোকর্দ্দমা করা চলে না; দোবরা দোষে উক্ত মোকর্দ্দমা অচল ও ডিস মিস হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে ভূম্যধিকারী বা প্রজা পক্ষ সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া (১) নূতন মালিশের অনুমতি সহ তাহা উঠাইয়া লয়েন অথবা (২) অনুমতি না লইয়াই মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লয়েন অথবা (৩) মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিনে হাজির না হইয়া মোকর্দ্দমা খারিজ করিয়া দেন ; যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের পক্ষে এক বিপদ আছে ; যদি ১০৫।১০৫ ক।

১০৬।১০৭।১০৮ ধারা মতে মোকর্দ্দমা স্থাপন করা হয় তাহা হইলে অনুমতিসহ বা বিনানুমতিতে তাহা যেন উঠাইয়া লওয়া না হয় অথবা গড় হাজির হইয়া মোকর্দ্দমা যেন খারিজ করা না হয়।

মোকর্দ্দমা যদি রুজুই করা হয় তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত তাহা যত্ন করিয়া চালানই কর্ত্তব্য; কারণ সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫। ১০৫ ক।১০৬।১০৭।১০৮ ধারা মতে একবার মোকর্দ্দমা স্থাপিত করিবার পর তাহার বিচার না হইলেও আর তাহা উঠাইয়া লইয়া লাভ নাই; প্রজাস্বত্ত্ববিষয়ক আইনের ১০৯ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫।১০৫ ক।১০৬।১০৭।১০৮ ধারা মতে মোকর্দ্দমা রুজু করিবার পর আদালতের অনুমতি লইয়া উক্ত মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইলেও আর তজ্জন্য পুনরায় দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলিবে না; অনুমতি না লইয়া উঠাইয়া লইলেও তজ্জন্য দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলিবে না; গড় হাজির হইয়া মোকর্দ্দমা খারিজ করিয়া দিলেও দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলিবে না (পূর্ণচন্দ্র বঃ নরেন্দ্র নারায়ণ ২৯ কঃ উঃ ৩৫৫); সুতরাং ঐ ঐ ধারা মতে মোকর্দ্দমা স্থাপিত করিলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত চালানই কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি সেটেলমেণ্ট আদালতে ঐ ঐ ধারা মতে আদৌ কোন মোকর্দ্দমা করা না হয় তাহা হইলে দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১১১ ধারা অনুসারে স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে খাজনা বা প্রজার শ্রেণী বা জমির পরিমাণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া ঐরূপ কোন মোকর্দ্দমা চলিবে না; তৎপরে চলিবে; ৩ মাস মধ্যে ঐরূপ মোকর্দ্দমা হইলে উক্ত মোকর্দ্দমার বিচার স্থাপিত থাকিবে এবং ৩ মাস উত্তীর্ণ হইবার পর উক্ত মোকর্দ্দমার বিচার হইবে (হিরাকৌর বঃ লছমন গোপ ১৯ কঃ উঃ ১১৪১)

১০৫।১০৫ ক। ১০৬।১০৭।১০৮ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা স্থাপিত করিয়া তাহা না চালাইলেও দেওয়ানী আদালতে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আর মোকর্দ্দমা করা চলে না বটে; কিন্তু যে বিষয় সাব্যস্ত করিয়া লইবার জন্য ঐ ঐ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা করা হইয়াছিল কোন মোকর্দ্দমায় উক্ত বিষয়ের আপত্তি করিয়া জবাব দিবার পক্ষেও জবাব দিয়া বিচার পাইবার পক্ষে বাধা ঘটিবে না (রাজেন্দ্র বঃ কলিম ৪৯ কঃ ৮৫৭); মনে কর প্রজা রাম কোন জমী নাখেরাজ সাব্যস্ত করিয়া লইবার জন্য সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫ ক বা ১০৬ ধারা মতে মোকর্দ্দমা করিয়া আর তাহা চালাইল না; নূতন নালিশের অনুমতিসহ উক্ত মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইল অথবা অনুমতি না লইয়াই উঠাইয়া লইল অথবা গড় হাজির হইয়া তাহা খারিজ করিয়া দিল; ঐরূপ ক্ষেত্রে রাম উক্ত একই বিষয়ের জন্য অর্থাৎ উক্ত জমী লাখেরাজ সাব্যস্ত করিয়া লইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে আর মোকর্দ্দমা করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি রামের ভূম্যধিকারী শ্যাম উক্ত জমির খাজনা ধার্য্য জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করেন তাহা হইলে রাম স্বীয় জবাবে উক্ত জমী খাজনা ধার্য্যের অযোগ্য লাখেরাজ জমী বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবে এবং তাহার বিচারও করাইতে পারিবে।

১০৫।১০৫ ক।১০৬।১০৭।১০৮ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে কোন মোকর্দ্দমা না করিলে দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করা চলিবে ইহা উপরে বলা হইয়াছে এবং ঐরূপ মোকর্দ্দমার স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে করা চলিবে না তৎপরে চলিবে ইহাও উপরে বলা হইয়াছে; কিন্তু যদি স্বত্ব লিপির চূড়ান্ত হইবার পূর্ব্বেই দেওয়ানী আদালতে ঐরূপ কোন মোকর্দ্দমা

দায়ের হইয়া থাকে তাহা হইলে সেটেলমেণ্টের হাকিম ঐ একই বিষয় সম্বন্ধে ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমা হইয়া থাকিলে তাহার আর বিচার করিবেন না; ১০৫ ধারা মতে ন্যায্য ও সঙ্গত খাজনা ধার্য্য কালে যদি সেটেলমেণ্টের হাকিম ইহা দেখেন যে জমী খাজনা ধার্য্যের যোগ্য কি না বা রাজা প্রজা সম্বন্ধে আছে কি না বা বিরোধিয় জমী কোন মহালের অন্তর্গত ইহা লইয়া দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা দায়ের আছে অথবা ১০৬ ধারা মতেই কোন সেটেলমেণ্ট আদালতেই মোকর্দ্দমা দায়ের আছে তাহা হইলে সেটেলমেণ্টের হাকিম উক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা বা ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার নিষ্পত্তি না হওয়া তক ১০৫ ধারা মতে খাজনা ধার্য্য করিবেন না; কিন্তু উক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা বা ১০৬ ধারার মোকর্দ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া যাইলে তদনুযায়ী খাজনা ধার্য্য করিবেন; দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা হওয়ার কারণে যদি ১০৫ ধারার দরখাস্ত করিতে বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে ১০৫ ধারার দরখাস্ত না করিলেও তামাদি দোষ ঘটিবে না; তবে ৩ মাস মধ্যে একখান ১০৫ ধারার দরখাস্ত করিয়া রাখা এবং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির পর তাহার বিচার করাণই নিরাপদ। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১১১ খ ধারা মতে উপরোক্ত বিধান করা হইয়াছে।

স্বত্ব লিপির চূড়ান্ত প্রচারের পর উক্ত স্বত্বলিপির লিখিত বিষয় ভ্রমাত্মক বলিয়া বা অন্য কোন কারণে স্বত্বলিপির লিখিত বিষয় সংশোধন জন্য সেটেলমেণ্ট আদালতে যে যে মোকর্দ্দমা করিতে পারা যায় তাহা উপরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে; কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অধিকার স্থগিত

থাকে এবং কত দিনের জন্য স্থগিত থাকে তাহাও বলা হইয়াছে; সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা করিবার পর দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিবার এবং সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকর্দ্দমা না করিয়া দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিবার নিয়ম ও বিধান কিরূপ তাহাও উপরে বলা হইয়াছে, কিন্তু ঐসঙ্গে সকলে একথাও স্মরণ রাখিবেন যে চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে বা পরে কোন সময়েই স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য দেওয়ানী আদালতে কোন মোকর্দ্দমা করিতে কোন বাধা নাই, ঐরূপ সেটেলমেণ্টের চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে বা পরে গুজস্তা জমার বাবত বাকী খাজনার নালিশ করিতেও কোন বাধা নাই। স্বত্বলিপি চূড়ান্ত হইবার পর ১০৫।১০৫ক।১০৬ প্রভৃতি ধারা মতে মোকর্দ্দমা না করিয়া চূড়ান্ত প্রচারিত স্বত্ব লিপিতে লিখিত বিষয় সংশোধন জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করিতেও বাধা নাই; কিন্তু ৬ বৎসর মধ্যে ঐরূপ মোকর্দ্দমা করিতে হইবে; নতুবা তমাদি হইবে; ঐরূপ মোকর্দ্দমায় প্রায়ই ২০৲ টাকার কোর্টফি দিতে হয় এবং তজ্জন্য "বিজ্ঞাননী" ডিক্রী পাইবার জন্যই প্রায়ই মোকর্দ্দমা করিতে হয়।

স্বত্বলিপি চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হইবার পর কোন কোন বিষয়ে সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৫।১০৫ক।১০৬ প্রভৃতি ধারা মতে মোকর্দ্দমা করা সুবিধাজনক, কোন কোন্ বিষয়ে ১০৮।১০৮ক প্রভৃতি ধারা মতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট মোকর্দ্দমা করা সুবিধাজনক, কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা করা সুবিধাজনক, কোন ক্ষেত্রে দেওয়ানী চলে এবং কোন্ ক্ষেত্রে চলে না প্রভৃতি বিষয় অতি জটীল; ঐ সকল জটীল ও কূট তর্ক-বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচনা করা সম্ভবপরও নহে; আইন

ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য সর্ব্বসাধারণের সকলেই উক্ত জটীল প্রশ্নের সমাধানে অভ্যস্তও নহেন; বিশেষতঃ ১০৫।১০৫ক।১০৬।১০৮।১০৮ক প্রভৃতি ধারার মোকর্দ্দমায় উকীল নিযুক্ত করা ও উকিলের সাহায্যে মামলা মোকর্দ্দমা করা ব্যতীত অন্য সহজ সাধ্য উপায় নাই; স্থতরাং ঐ সকল জটীল প্রশ্ন সমূহে সকলেরই অভিজ্ঞ উকিলের পরামর্শ মত কার্য্য করা উচিৎ। দেওয়ানী ফৌজদারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে সকলেই সর্ব্বাগ্রে উকিল মোক্তারের নিকট যান; কিন্তু সেটেলমেণ্ট প্রায় সকলেই (অন্ততঃ ১০৩ক ধারা পর্য্যন্ত) নিজে নিজেই কার্য্য চালান বা আমিনের দ্বারাই কার্য্য চালান; প্রথম প্রথম নিজে বা আমীন দ্বারা কার্য্য চালান সকল-ক্ষেত্রে অস্থবিধাজনকও হয় না; কিন্তু তজদিক হইতে সকলের অভিজ্ঞ উকিলের পরামর্শ মত কার্য্য করা বা প্রয়োজন হইলে উকিল বাবুকে হাকিমের নিকট হাজির করান আবশ্যক; নতুবা এমন ক্ষতি হইতে পারে যাহা আর পরে সংশোধন করা যায় না অথবা বহু চেষ্টায় ও বহু ব্যয়ে সংশোধন হয়।

ফসল খাজনাকে নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তন।

"খাজনা" বলিলে যে কেবলমাত্র নগদ টাকায় দেওয়া খাজনাই বুঝাইবে তাহা নহে; জমী ভোগ দখল জন্য প্রজা যদি ফসল দেয় তাহা হইলে উক্ত ফসলই খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে; খাজনা হইতে হইলে যে নগদ টাকাই হইতে হইবে আইনে এরূপ কোন বিধান নাই। গয়া, সাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতি স্থানে বহু প্রজা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে ফসল দিয়া খাজনা দেয়, এতদ্দেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে (যদিও তাহা খুব কম) ঐরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐরূপ ফসল দ্বারা খাজনা দেওয়া প্রজা বা তাহার ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করিলে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৪০ ধারা মতে উক্ত ফসল খাজনা নগদে পরিণত করিয়া লইতে পারে; এ জন্য তজদিকের সময় বা ১০৩ (ক) ধারার সময় দরখাস্ত করিয়া তাহার বিচার করাইতে পারা যায়; উক্তরূপ বিচারের বিরুদ্ধে আপীল পর্য্যন্তও চলে, (১ম ভাগ ১৫৫ ও ১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); কিন্তু যদি কেহ পূর্ব্বে ঐরূপ দরখাস্ত না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি এই ধারা মতেও ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারেন; কিন্তু কেবলমাত্র দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাই ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারে; কোন ভাগীদার ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারে না (অক্ষয়কুমার পাল বঃ অক্ষয়কুমার বন্দো-পাধ্যায় ২৫ কঃ উঃ ৫৬ পৃষ্ঠা)

৪০ ধারায় আপত্তির বিচারকালে যদি হাকিম বিবেচনা করেন যে, ঐরূপ দরখাস্ত মঞ্জুর করিলে ভূম্যধিকারী বা প্রজার পক্ষে কষ্টকর হইবে তাহা হইলে তিনি উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন না। যদি ফসল খাজনার উপর ভূম্যধিকারীর সংসার খরচ নির্ভর করে এবং তিনি যদি পিতৃ-মাতৃহীন নাবালক বা স্ত্রীলোক হয়েন এবং তজ্জন্য চাষ আবাদ করিতে অপারক হয়েন অথবা যদি পতিত জমী ক্রমশঃ হাঁসিল করা হইতেছে, এরূপ দেখা যায় অথবা যদি প্রজা ঐ জমী অন্য অধীন প্রজাকে ফসল খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন অথবা যদি দরখাস্তকারী প্রজার উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর তাঁহার উপরিস্থ ভূম্যধিকারীকে ফসলে খাজনা দিবার নিয়ম থাকে তাহা হইলেও ফসল খাজনা নগদ খাজনায় পরিণত হইবে না। ফসল খাজনা নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তন করিবার সময় হাকিম নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন :—

(১) যে জমীর ফসল খাজনা নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তন করিবার দরখাস্ত হইয়াছে ঐ জমীর নিকটবর্ত্তী সম শ্রেণীর ও সমান সুবিধাবিশিষ্ট জমীর জন্য দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কি হারে খাজনা দেয়?

(২) গত ১০ বৎসরকাল ভূম্যধিকারী যে ফসল পাইয়াছেন তাহার গড়পরতা মূল্য কত? ১০বৎসরের প্রমাণ পাওয়া না গেলে তাহা অপেক্ষা কম সময়ের প্রমাণ লইয়াও খাজনা ধার্য্য হইতে পারে; কিন্তু যে কয় বৎসরের ফসলের মূল্যই দেখা হউক না কেন কোন বৎসরে কোন মূল্যবান ফসল উৎপন্ন জন্ম বা অজন্মা প্রভৃতি কারণ বশতঃ যদি উৎপন্ন ফসলের মূল্য অধিক হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত বিষয়ও হাকিম বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া খাজনা ধার্য্য করিবেন।

(৩) ফসল খাজনার প্রজার জমীতে ফসল উৎপাদনের সুবিধার জন্য ভূম্যধিকারীকে জল সেচনের বাবদ কোন খরচ বহন করিবার নিয়ম থাকিলে ফসল খাজনাকে নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তন করিবার সময় উক্ত খরচ পরে কে বহন করিবে তাহার প্রতিও হাকিম লক্ষ্য রাখিবেন।

(৪) ভূম্যধিকারী বা প্রজা জমীর কোন উন্নতি সাধন করিয়া থাকিলে তাহাও ধরা হইবে।

(৫) ফসল খাজনা পাইবার সময় ভূম্যধিকারীর যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাও বিবেচনা করিয়া খাজনা ধার্য্য হইবে। ফসল খাজনা নগদ খাজনায় পরিণত হইলে ভূম্যধিকারী নিকটবর্ত্তী সম শ্রেণীর সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর তুল্য খাজনাও পাইবেন এবং তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু পাইবেন। যদি ঐরূপ সমশ্রেণীর

জমীর খাজনার হার বিঘা প্রতি ২৲ টাকা হয় এবং ভূম্যধিকারী যে ফসল পাইয়াছেন তাহার মূল্য গড়ে ৫৲ টাকা হয় তাহা হইলে ভূম্যধিকারী উক্ত ২৲ টাকাত পাইবেন এবং তদতিরিক্ত হাকিম যাহা ন্যায্য ও সঙ্গত বিবেচনা করেন তাহাও পাইবেন ; কিন্তু কোন প্রকার খরচ বাদ না দিয়া এক বৎসরের মোট উৎপন্ন ফসলের যে মূল্য হয় তাহার ½ অংশের অধিক খাজনা সাধারণতঃ ধার্য্য হইবে না। ফসল খাজনাকে নগদে পরবর্ত্তন করিবার সময় হাকিম মৌখিক ও দলিলাৎ প্রমাণ গ্রহণ স্থানীয় তদন্ত করিয়া খাজনার পরিমাণ ধার্য্য করিবেন এবং কোন বৎসর হইতে উক্ত খাজনা দিতে হইবে তাহাও স্থির করিয়া দিবেন। হাকিমের উক্ত হুকুমের বিরুদ্ধেও আপীল করিতে পারা যায়।

সমাপ্ত।

১নং পরিশিষ্ট।

বঙ্গদেশীয় প্রজাসত্ব বিষয়ক আইনের

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্যস্বত্বাধিকারী।

খাজনা বৃদ্ধি।

৬। যে মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত আছে নিম্ন লিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতীত তাহার খাজনা বৃদ্ধি যোগ্য হইবে না।

খাজনা বৃদ্ধি।

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে উহা ভোগদখল করা যায় তিনি দেশাচার মতে বা যে চুক্তি মতে উক্ত মধ্যস্বত্ব ভোগ করা হয় উক্ত চুক্তির সর্ত্তানুসারে উক্ত মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান ; কিম্বা

(খ) উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী উক্ত মধ্য স্বত্বের অন্তঃর্গত জমী হ্রাস ব্যতীত অন্য কারণে খাজনা হ্রাস করিয়া লওয়ায় দাবী কৃত খাজনা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ঐরূপ বৃদ্ধি খাজনা জমী হইতে আদায় হইতে পারে।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে; ঐ সময়ে কোন মধ্যসত্ব প্রচলিত ছিল তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বর্ত্তমানে সাব্যস্ত করা প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না; ঐরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিশেষ আবশ্যকও হয় না। বহু দিন হইতে মধ্যস্বত্ব প্রচলিত আছে প্রমাণ হইলেই তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতেই প্রচলিত আছে এইরূপ ধরা হয় (আনন্দচন্দ্র বঃ কুঞ্জবিহারী ৮কঃ লঃ ১৭৭) দশশালা বন্দোবস্তের সময় মধ্যস্বত্ব প্রচলিত থাকা দেখাইতে পারিলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত থাকা ধরা হয় (বামাসুন্দরী বঃ রাধিকা চৌধুরাণী ১৩উঃ বিঃ ১১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উক্ত মধ্যসত্ব রেজেষ্টারী করা হইয়াছে দেখাইবারও কোন আবশ্যক নাই।

চিরস্থায়ী মধ্য সত্বের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার থাকিলে ঐরূপ বৃদ্ধি পাইবার জন্য পূর্ব্বে প্রজাকে কোন নোটীশ দিবার আবশ্যক নাই; বিনা নোটীশেই মোকর্দ্দমা রুজু করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থানীয় কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া বৃদ্ধি খাজনার ডিক্রী পাইলে মোকর্দ্দমা রুজুর পরবর্ত্তি কৃষি বৎসর হইতে বৃদ্ধি খাজনা পাওয়া যাইবে এবং শেষ চারিমাস মধ্যে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া ডিক্রী পাইলে তাহার আরও এক বৎসরপর হইতে বৃদ্ধি খাজনা পাওয়া যাইবে (১৫৪ ধারা দেখ) কিন্তু আদালত উচিৎ বোধ করিলে আরও পরবর্ত্তি সময় হইতে বৃদ্ধি খাজনা পাইবার নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন। বাকী খাজনারও খাজনা বৃদ্ধির দাবী একত্রে একই মোকর্দ্দমায় করিতে পারা যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত অনেক মধ্যসত্ত্বের খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অনেকগুলির বৃদ্ধি হয় নাই। যে গুলির বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা পুনরায় বৃদ্ধি করিতে (ক) বা (খ) ধারামতে কোন প্রমাণ দিবার আবশ্যক হয় না; যে গুলির বৃদ্ধি হয় নাই তাহাও এক্ষণে বর্ত্তমান আইনের ৫০ ধারা মতে আর বৃদ্ধি হইতে পারে না; সুতরাং ৬ ধারার বিধানে বর্ত্তমানে কোন ফল হয় না।

ক্রমে ক্রমে খাজনা হ্রাস হইয়া থাকিলে তজ্জন্যও (খ) ধারানুসারে ভূম্যধিকারী বৃদ্ধি খাজনা পাইতে পারেন (নবকৃষ্ট বঃ তারামণি ১২ উঃ বিঃ ৩২০); কোন সময় ও কি কারণে প্রজা খাজনা হ্রাস পাইয়াছে এবং তজ্জন্য বৃদ্ধি খাজনা দিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা ভূম্যধিকারীকে স্পষ্ট দেখাইতে হইবে (নবকৃষ্ট বঃ মজামুদ্দিন ১৯ উঃ বিঃ ৩৩৮)।

জমি বৃদ্ধির জন্য ও মধ্য স্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে; ৬ ধারা ও ৫২ ধারা একত্রে ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধি যোগ্য কি না স্থির করিতে হইবে (৫২ ধারা দেখ)

খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবে না বলিয়া চুক্তি না থাকিলে ইজারাদারও খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন (দুর্গাপ্রসাদ বঃ জয় নারায়ণ ২কঃ ৪২৪) কিন্তু সরিক ভূম্যধিকারী পারেন না (যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী বঃ প্রসন্নকুমার ১৫কঃ উঃ ৭৪) কিন্তু যদি মূল এষ্টেট বিভক্ত হয় এবং উক্তরূপ বিভাগ বণ্টনের জন্য প্রত্যেক বিভক্ত অংশের মালিকের অধীনে পৃথক পৃথক মধ্যসত্ত্বের সৃজন হয় তাহা হইলে প্রত্যেক বিভক্ত অংশের মালিক বৃদ্ধি খাজনার জন্য নালিশ করিতে পারিবেন (হেমচন্দ্র বঃ কালিপ্রসন্ন ২৬ কঃ ৮৩২)

যে সকল মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে প্রচলিত নাই এবং যাহার খাজনা ও চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে ঐ সকল মধ্যসত্ত্বের খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন বিধান করা হয় নাই। কিন্তু ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তি অনুসারে ঐ সকল মধ্যসত্বের খাজনা বৃদ্ধির অযোগ্য না হইলে ঐ সকল মধ্যসত্ত্বের খাজনা বৃদ্ধি হইবার পক্ষে আইন মতে কোন বাধা দেখা যায় না (বামাসুন্দরী বঃ রাধিকা চৌধুরাণী ১উঃ বিঃ ১৭২)

কোন মধ্যসত্ব দলিল ব্যতীত সৃষ্টিহইতে পারে না (কাশীশ্বরী বঃ হরিনাথ ৪০ইঃ কেঃ ১০০)

মধ্য স্বত্ত্বের খাজনা বৃদ্ধির সীমা

৭। (১) কোন মধ্যস্বত্ত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধির যোগ্য হইলে ও তৎসম্বন্ধে পক্ষগণ মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে উক্ত চুক্তি মানিয়া সমশ্রেণীয়া অন্যান্য মধ্য স্বত্ত্বাধিকারীর দেয় দেশাচার সঙ্গত চলিত খাজনার হার পর্য্যন্ত উক্ত মধ্য স্বত্ত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ক্রমশঃ খাজনা বৃদ্ধির হুকুম দিবার ক্ষমতা

৮। হঠাৎ একবারে খাজনা বৃদ্ধি করিলে প্রজার কষ্ট হইবে আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে উক্ত আদালত ক্রমে ক্রমে খাজনা বৃদ্ধি হইবার আদেশ দিতে পারেন; অর্থাৎ ডিক্রীকৃত হার পর্য্যন্ত সম্পুর্ণরূপে বৃদ্ধি না হওয়া তক প্রতি বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

টীকা।

দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা সম্বন্ধে ও ৩৬ ধারায় এইরূপ বিধান আছে।

৯। কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা আদালতের বিচারে বা চুক্তিমতে একবার বৃদ্ধি হইলে যে তারিখে ঐরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী পনের বৎসর মধ্যে আদালত কর্ত্তৃক আয় বৃদ্ধি হইবে না।

একবার বৃদ্ধি হইলে ১৫ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

টীকা।

খাজনা দুই প্রকারে বৃদ্ধি হইতে পারে ; (১) নালিশ দ্বারা আদালত সাহায্যে ও (২) আপোষে ; আপষে খাজনা বৃদ্ধি হইলে মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা ১৫ বৎসরের কম সময় মধ্যেও বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু আদালত সাহায্যে ১৫ বৎসরের কম সময় মধ্যে বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু দখলী বিশিষ্ট রায়ত সম্বন্ধে অন্য নিয়ম (২৯ ও ৩৭ ধারা দেখ)।

উপরোক্ত ধারায় খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছে ; খাজনা কমি সম্বন্ধে বিধান করা হয় নাই কিন্তু বর্ত্তমান আইনের ১১৩ ধারা মতে জমী কমি বেশী ও ৩৮ (ক) ধারার বিধানমতে ব্যতীত অন্য কোন কারণে রাজস্ব কর্ম্মচারীর দ্বারা ধার্য্য খাজনা ১৫ বৎসর মধ্যে কম বা বেশী কিছুই হইতে পারিবে না এইরূপ বিধান আছে। ৩৮ (ক) ধারায় জমির উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস ও প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্যহ্রাস জন্য খাজনা কমি পাইবার বিধান আছে।

খাজনা বৃদ্ধি।

২৭। যাবৎ কোন বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাবৎ দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত যখন যে খাজনা দেয় তাহাই তাহার ন্যায্য ও সঙ্গত খাজনা বলিয়া অনুমান কয়া হইবে।

টীকা।

২৪ ধারার বিধানানুসারে দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার জমীর জন্য ন্যায্য ও সঙ্গত হারে খাজনা যিতে বাধ্য; সুতরাং প্রজা বর্ত্তমানে যে হারে খাজনা দিতেছে তাহা ন্যায্য ও সঙ্গত না হইলে ভূম্যধিকারী বর্ত্তমান আইনের ইং ৩০নাং ৩৪ ধারার বিধান মতে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন; কিন্তু ঐরূপ বৃদ্ধি করিতে হইলে তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে ইং ৩০নং ৩৪ ধারায় উল্লিখিত কারণে বর্ত্তমান খাজনা ন্যায্য ও সঙ্গত নহে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারী ঐরূপ প্রমাণ করিতে না পারিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রজা যে খাজনা আদায় দেয় তাহাই ন্যায্য ও সঙ্গত খাজনা ধরা হইবে।

নগদা খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বাধা।

২৮। কোন দলিল স্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত নগদ টাকায় খাজনা দিলে তাহারা খাজনা বর্ত্তমান আইনের বিধান ব্যতীত অন্যরূপে বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

টীকা।

ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামত যখন তখন ও যে সে হারে খাজনা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ নষ্ট করিবার জন্যই উপরোক্তরূপ বিধান হইয়াছে।

বর্ত্তমানে মোকর্দ্দমা করিয়া আদালতের সাহায্য ব্যতীত বা প্রজার সহিত চুক্তি ব্যতীত ভূম্যধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করিবার অন্য উপায় নাই এবং আদালত সাহায্যে বা চুক্তিমুলে খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলেও তাহা আবার ২৯ ধারার বিধান মত হওয়া চাই ; তাহা না হইলে কোন বৃদ্ধিই আইনসঙ্গতও হইবে না এবং আদায় যোগ্যও হইবে না।

উপরোক্ত ধারা কেবল নগদ খাজনা সম্বন্ধেই খাটিবে ; ফসল খাজনা সম্বন্ধে বিধান ৪০ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।

চুক্তি মূল্যে খাজনা বৃদ্ধি।

২৯। কোন দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের নগদ খাজনা চুক্তির দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারে বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

(ক) উক্ত চুক্তি লিখিত ও রেজেষ্ট্রীকৃত দলীলদ্বারা করিতে হইবে।

(খ) রায়ত পূর্ব্বে যে খাজনা দিত তাহার উপর টাকা প্রতি দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(গ) চুক্তির দ্বারা যে খাজনা স্থির হইবে চুক্তির পর ১৫ বৎসর মধ্যে তাহা আর বৃদ্ধি হইতে পারিবে না :—কিন্তু

(১) যে সময়ের খাজনার জন্য দাবী করা হয় তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমাগত অন্যূন তিন বৎসর কাল যে হারে প্রকৃত পক্ষে খাজনা দেওয়া হইয়াছে উক্ত হারে খাজনা আদায় করিতে (ক) প্রকরণ মতে ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন বাধা হইবে না।

(২) ভূম্যধিকারীর দ্বারায় বা তাঁহার খরচে জমীর উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা থাকিলে এবং রায়তের অন্য কোন কারণে উক্তরূপ উৎকর্ষ সাধনের ফল ভোগে

অধিকার না থাকিলে এবং যদি উক্তরূপ উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৃদ্ধি খাজনা দিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে উক্ত চুক্তি সম্বন্ধে (খ) উপ ধারার বিধান খাটিবে না; কিন্তু উক্তরূপ উৎকর্ষ সাধন হইবার পর তজ্জন্য বৃদ্ধি খাজনা দিতে হইবে এবং উক্তরূপ উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে রায়তের কোন ক্রুটী ধরা যাইতে না পারিলে যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত উৎকর্ষ সাধনের কার্য্য স্থায়ী হয় এবং জমিতে বস্তুতঃ আশানুরূপ সুফল দান করে তত দিন পর্য্যন্তই দিতে হইবে।

(৩) যদি রায়ত ভূম্যধিকারির সুবিধার জন্য কোন বিশেষ ফসল উৎপাদন করেন বলিয়া বিশেষ অল্পাহারে খাজনায় জমি ভোগ দখল করিতে পাইয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত ফসল উৎপাদনের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে রায়ত যে খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ করেন তাহা দিতে স্বীকার করিলে (খ) উপ ধারা মতে তাহা দেওয়ার পক্ষে কোন বাধা হইবে না।

টীকা।

চুক্তিমূলে দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা গেলেও উক্ত চুক্তি যথেচ্ছামত করা যায় না; উপরোক্ত ধারায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে ঠিক সেই মত চুক্তি হওয়া চাই; তাহা না হইলে উক্ত চুক্তি রায়তের বিরুদ্ধে বলবৎ হইবে না এবং নালিশ দ্বারা চুক্তিমত বৃদ্ধি খাজনা আদায় করাও যাইবে না।

যে চুক্তিমূলে খাজনা বৃদ্ধি করা হয় তাহা প্রথমতঃ লিখিত ও রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা হওয়া আবশ্যক। লিখিত চুক্তি না থাকিলে প্রকৃত চুক্তি কি তাহা স্থির করা যায় না; রেজেষ্ট্রী না হইলে মূর্খ

রায়ত প্রকৃত পক্ষে কোন দলিল সম্পাদন করিয়াছে কি না তাহাও স্থির করা কঠিন হয়।

কেবল মাত্র লিখিত দলিল দ্বারা চুক্তি হইলেই উক্ত চুক্তি রায়-তের বিরুদ্ধে বাধ্য ও বলবৎ হইবে এরূপ নহে; যদি উক্ত দলিলে টাকা প্রতি ৵০ আনার অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে লিখিত দলিলের দ্বারা চুক্তি হইলেও তাহা বাতিল হইবে। টাকা প্রতি ৵০ আনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি অর্থাৎ ৶০ আনা বৃদ্ধি হইলে সমস্ত বৃদ্ধিরই বে আইনি হইবে; ৶০ আনা স্থলে /০ আনা বাদ দিয়া বক্রী ৵০ আনাও বজায় রাখা যাইবে না (কৃষ্ণধন বঃ ব্রজ গোবিন্দ ১কঃ উঃ ৪৪২) সুতরাং খাজনা বৃদ্ধির চুক্তি লিখিত দলিল দ্বারাও হওয়া চাই এবং বৃদ্ধির পরিমাণ টাকা প্রতি ৵০ আনা হওয়া চাই। টাকা প্রতি দুই আনা আইন সঙ্গত হইলেই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ৵০ আনা বৃদ্ধি করিতে হইবে এরূপ নহে; ৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে অর্থাৎ ৵০ আনার কম বা ৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ৵০ আনার অতিরিক্ত করা যাইবে না।

চুক্তির দ্বারা একবার খাজনা বৃদ্ধি হইলে উক্ত বৃদ্ধির তারিখ হইতে ১৫ বৎসর মধ্যে আর একেবারেই বৃদ্ধি করা যাইবে না; ১৫ বৎসর পরে পুনরায় বৃদ্ধি করা যাইবে (লিখিত ও রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা এবং টাকায় ৵০ আনা হিসাবে একবার খাজনা বৃদ্ধি হইবার পরে যদি পুনরায় লিখিত ও রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা টাকা প্রতি ৵০ আনা হিসাবে বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলেও উক্ত বৃদ্ধি বজায় রাখা যাইবে না; সুতরাং লিখিত দলিল দ্বারা টাকা প্রতি ৵০ আনা হিসাবে ও ১৫ বৎসর অন্তর যে বৃদ্ধি হয় তাহাই সর্ব্বতো

ভাবে রায়তের বিরুদ্ধে বাধ্য ও বলবৎ; উক্ত ৩টার কোনটীর অভাব হইলে তাহা বাধ্য ও বলবৎ নহে।

লিখিত ও রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা টাকা প্রতি ৵৹ আনা হিসাবে ১৫বৎসর অন্তর বৃদ্ধি হইলে ভূম্যধিকারী উক্ত বৃদ্ধি খাজনা পাইতে সম্পূর্ণভাবে অধিকারী হইবেন; কিন্তু যে স্থলে ঐরূপ কোন দলিল থাকে না তথায় ভূম্যধিকারী যে সময়ের জন্য যেরূপ বৃদ্ধি হারে খাজনা দাবী করেন যদি তাহার পূর্ব্বে ১০ বৎসর বা ৫ বৎসর অন্তর ৩ বৎসর কাল দাবীকৃত বৃদ্ধি হারে খাজনা আদায় করিয়া আসিতেছেন দেখা যায় তাহা হইলে উক্তরূপ আদরহারে খাজনা আদায় লইতে ভূম্যধিকারীর বাধা হইবে না এবং রায়তও তাহা দিতে বাধ্য হইবে কিন্তু ভূম্যধিকারী ১০ বৎসর বা ৫ বৎসর বা ৩ বৎসর যে হারে খাজনা আদায় করিয়া ছেন তাহা যদি সাবেক খাজনা অপেক্ষা টাকা প্রতি ৵৹ আনার অতিরিক্ত হয় তাহা হইলে ১০ বৎসর বা ৫ বৎসর বা ৩ বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক কালের আদায় দেখাইতে পারিলেও উক্ত বৃদ্ধি আইনসঙ্গত হইবে না এবং নালিশ দ্বারা উক্তরূপ বৃদ্ধি আদায় করাও যাইবে না (বিপিনবিহারী বঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ৩২ কঃ ৩৯৫) একবার বৃদ্ধির পর ১০ বৎসর পরে পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া উক্তরূপ বৃদ্ধি হারে ১০ বা ৫ বা ৩ বৎসর কাল বৃদ্ধি হারে খাজনা আদায় হইয়া থাকিলেও তাহা আইনসঙ্গত ও প্রজার বিরুদ্ধে বাধ্য ও বলবৎ হইবে না; উক্ত বৃদ্ধিতে প্রজাকে বাধ্য করিতে হইলে তাহা (খ) ও (গ) উপধারার বিধানসঙ্গত হওয়া চাই; নতুবা তাহা অসিদ্ধ।

(খ) উপধারা মতে রায়তের খাজনা টাকা প্রতি ৵৹ আনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি বে-আইনী হইলেও যে স্থলে ভূম্যধিকারীর

দ্বারায় বা তাঁহার খরচে জমীর উন্নতি হয় সে স্থলে রায়তের সহিত ভূম্যধিকারীর চুক্তি মতে রায়ত টাকা প্রতি ৵০ আনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি দিতে স্বীকার করিলেও উক্ত চুক্তি বে-আইনী হইবে না; কিন্তু ভূম্যধিকারীর কৃত উন্নতির ফল হওয়া চাই; নতুবা বৃদ্ধি খাজনার দাবী চলিবে না; সুফল হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত তাহা বজায় থাকিবে ততদিনই ভূম্যধিকারী বৃদ্ধি খাজনা পাইবেন; তাহার পরে আর পাইবেন না; কিন্তু উক্তরূপ উন্নতির জন্য চুক্তি মতে দেয় বৃদ্ধি খাজনা বাকী থাকিলে উক্ত বাকী খাজনা উন্নতির ফল নষ্ট হইবার পরও ভূম্যধিকারী আদায় করিতে পারিবেন কিন্তু উক্ত সুফল নষ্ট হওয়ার পরবর্ত্তি সময়ের জন্য আর বৃদ্ধির দাবী করিতে পারিবেন না। ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে জমির উন্নতি হইলেও যদি রায়ত অন্য কোন কারণে উক্ত উন্নতির ফলভোগে অধিকারী হয় তাহা হইলে ঐ কারণে কোন বৃদ্ধি খাজনার দাবী চলিবে না।

অনেক সময় প্রজা জমিতে নিজ ইচ্ছামত ফসল উৎপাদন করিতে পারে না; ভূম্যধিকারী যে ফসল উৎপাদন করিতে বলেন তাহাই উৎপাদন করিতে হয় এবং তজ্জন্য খুব অল্প খাজনায় জমি পায়। ঐরূপ ফসল উৎপাদনের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অর্থাৎ জমিতে নিজ ইচ্ছামত ফসল উৎপাদন করিতে পাইবার জন্য যদি প্রজা ভূম্যাধিকারীকে টাকা প্রতি ৵০ আনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি দিতে স্বীকার করে তাহা হইলে উক্ত বৃদ্ধি বেআইনী হইবে না। সাহেব ভূম্যধিকারীগণ নীল কুঠি করিয়া প্রজাকে জমিতে নীল উৎপাদন করাইত এবং তজ্জন্য অল্প খাজনায় জমি দিত; অনেক দেশীয় ভূম্যধিকারীও ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া-

ছিল। নীল উঠিয়া যাইবার পর ঐ সকল জমির খাজনা টাকা প্রতি ৵০ আনায় অনেক অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সকল ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী ও প্রজার চুক্তি মতে দেয় খাজনা বে-আইনী গণ্য হইবে না। ষোল আনায় ভূম্যধিকারীর ন্যায় অংশিদার ভূম্যধিকারী নিজাংশের খাজনা উপরোক্ত ধারা মতে চুক্তি দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারেন (রামচরণ বঃ একাদশী ১০ কঃ লঃ ৮৭);

খাজনা দুই প্রকার—নগদ ও ফসল; যে প্রকারের খাজনা সেই প্রকারে বৃদ্ধি হইলেই উপরোক্ত ধারা মতে চুক্তি হওয়া চাই; কিন্তু এক শ্রেণীর খাজনা অন্য শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হইলে তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত ধারা খাটিবে না। নগদ খাজনা ফসল খাজনার পরিবর্ত্তিত হইলে তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত ধারা খাটিবে না (হুসেন বঃ নাকা ছেঁদি ৩৩কঃ ২০০) কিন্তু নগদ খাজনার উপর কিছু ফসল খাজনা যোগ দিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিলে তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত ধারা খাটিবে (কিশোরীমোহন বঃ সোম উজির ৩৭ কঃ ৬১০); জমির খাজনা ১০ টাকা স্থলে ১২ বটুয়া ধান্য বা তৎপরিবর্ত্তে ১২৲ টাকা খাজনা দিবার চুক্তি থাকিলে তথায় উপরোক্ত ধারা খাটিবে (ব্রজবাসী বঃ রামশঙ্কর ২৩ কঃ লঃ ৬৩৫)।

জমি বৃদ্ধির জন্য খাজনা বৃদ্ধি হইলে উপরোক্ত ধারা আদৌ খাটিবে না। জমির খাজনার হার অথবা জমির পরিমাণ সম্বন্ধে প্রকৃত বিবাদ বাধিলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তি মতে যে খাজনা স্থির হয় তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত ধারা খাটিবে না (কেদারনাথ বঃ মনিন্দ্রচন্দ্র ১১ কঃ লঃ ১০৬) কিন্তু যে স্থলে কোন বিবাদ বর্ত্তমান নাই তথায় ভবিষ্যতে উপরোক্ত ধারার বিধানের বিপরীত ভাবে

খাজনা বৃদ্ধির চুক্তি হইলেও উক্ত চুক্তি বে আইনী হইবে (মনিন্দ্র চন্দ্র বঃ উপেন্দ্রচন্দ্র ৯ কঃ লঃ ৩৪৩)।

হস্তান্তরের অযোগ্য দখলী সত্বের হস্তান্তর গৃহীতা টাকা প্রতি ৶০ আনায় অতিরিক্ত বৃদ্ধি দিবার চুক্তি করিলে উক্ত চুক্তি বে-আইনী হইবে না (শরৎচন্দ্র বঃ শ্যামচাঁদ ৩৯ কঃ ৬৬৩) পশুচারণ ভূমি চাষী জমিতে পরিণত হওয়ায় প্রজা অতিরিক্ত খাজনা দিবার চুক্তি করিলে তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত ধারা খাটিবে না (রামেশ্বর সিংহ বঃ কালী সাহা ১কঃ লঃ ৭৮ এল) দুইটী জমা একত্র হইয়া একটী নূতন জমার সৃষ্টি হইলে তৎসম্বন্ধেও উপরোক্ত ধারা খাটীবে না (কৃষ্ণধন ঘোষ বং গোলাম মণ্ডল ৩৭ইঃ কেঃ ৮৬২) কিন্তু একটী জমা বিভিন্ন হইলেই নূতন জমার সৃষ্টি হইবে না (নফরচন্দ্র বঃ রহমান ৩৪ইঃ কেঃ ৪৫) যদি ভূম্যধিকারী ধার্য্য জমার সম্পূর্ণ আদায় না করিয়া কতকাংশ বাদ রাখিয়া বক্রী অংশ আদায় করেন এবং বর্ত্তমান কবুলতির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে সম্পূর্ণ আদায় হইবার চুক্তি থাকে তাহা হইলে উক্ত সম্পূর্ণ খাজনা পরে আদায় করিতে পারা যাইবে না; যাহা বরাবর আদায় হইয়াছে তাহাই আদায় হইবে (প্রদ্যোতকুমার বঃ চন্দ্রমোহন ৪৪ ইঃ কেঃ ৫৭৪) আদালতে শোলেনামা দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি হইলে ও তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত ধারা খাটিবে (শ্রীকৃষ্ণ বঃ শিববালক ৪৪ ইঃ কেঃ ৬৩৮) প্রজার জমার অন্তর্গত জমির মধ্যে চাষাবাদের যোগ্য জমি সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিবার ও চাষাবাদের অযোগ্য জমি চাষাবাদের যোগ্য হইলে তৎ সম্বন্ধে ও পরে উক্ত নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিবার চুক্তি থাকিলে তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত ধারা খাটিবে না (রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঃ গিরীধর দত্ত ১৯কঃ ৭৫৫) জমার একাধিক অংশীদার

থাকিলে তন্মধ্যে একজন অংশীদার সমস্ত জমার সম্বন্ধে কবুলতি দিলেও তিনি তাঁহার নিজাংশের অতিরিক্ত জমির জন্য খাজনা দিতে বাধ্য হইবে না (রামতারণ চট্টোপাধ্যায় বঃ আশমতুল্লা সেখ ৫কঃ উঃ CCXXIV) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার বিরুদ্ধে বৃদ্ধি খাজনা ধার্য্যের ডিক্রী পাওয়ার পর যদি প্রজার সহিত এইরূপ চুক্তি করেন যে কিছু দিনের জন্য তাহার নিকট হইতে কম হারে খাজনা লইবেন তাহা হইলে উক্ত সময় অন্তেও তিনি ডিক্রী কৃত হারে খাজনা আদায় পাইবেন না (নবীনচন্দ্র সরকার বঃ গৌড়চন্দ্র সাহা ৬কঃ ৭৫৯)।

মোকর্দ্দমা দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি

৩০। কোন দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নগদ টাকায় খাজনা দিয়া জোত ভোগ দখল করিলে বর্ত্তমান আইনে যেরূপ বিধান আছে তদনুযায়ী মোকর্দ্দমা করিয়া উক্ত রায়তের ভূম্যধিকারী নিম্নলিখিতরূপে এক বা একাধিক কারণে উক্ত রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন ; যথা :—

(ক) রায়ত যে হারে খাজনা দেয় তাহা সেই গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী গ্রামের সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এবং রায়তের ঐরূপ কম হারে জমী ভোগ করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই ;

(খ (বর্ত্তমান খাজনা চলিত থাকিবার সময়ে প্রধান উৎপান্ন খাদ্যশস্যের স্থানীয় দর গড়পড়রতা বৃদ্ধি হইয়াছে ;

(গ) বর্ত্তমান খাজনা চলিত থাকিবার সময়ে ভূম্যধিকারীর দ্বারায় বা তাঁহার খরচে জমীর উৎকর্ষ সাধন হইয়া রায়তের জমীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঘ) স্রোতের গতিতে রায়তের জমীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে ;

ব্যাখ্যা—"স্রোতের গতি" বলিতে যে স্থলে পূর্ব্বে জল সেচন সম্ভবপর ছিল না সে স্থলে নদীর গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা জলসেচন সম্ভবপর হইলে উক্ত গতি পরিবর্ত্তনও বুঝাইবে।

টীকা।

২৯ ধারার ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে কৃত যুক্তির দ্বারা কি নিয়মে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাই বলা হইয়াছে ; যদি রায়ত বৃদ্ধি খাজনা দিবার চুক্তি না করে তাহা হইলেও ভূম্যধিকারী মোকর্দ্দমা করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন। উপরোক্ত ধারায় মোকর্দ্দমা করিয়া খাজনা বৃদ্ধির নিয়ম বলা হইয়াছে।

যেখানে নগদ টাকায় খাজনা দেওয়া হয় কেবল মাত্র তথায় উপরোক্ত ধারা খাটিবে কিন্তু যদি কতক নগদ ও কতক ফসল দ্বারা খাজনা দেওয়া হয় তাহা হইলে তথায় উপরোক্ত ধারা খাটিবে না। (প্রিয়নাথ বঃ তারিনীচরণ ২৪ কঃ লঃ ৩৭৩)

উপরোক্ত ধারা মতে কেবল মাত্র যোল আনার ভূম্যধিকারী বা অংশীদার থাকিলে সকল অংশীদার একত্রে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন ; কোন অংশীদারের একা খাজনা বৃদ্ধির অধিকার নাই (যতিন্দ্রনাথ বঃ প্রসন্নকুমার ৩৮ কঃ ৭০২)।

প্রজা পৃথক পৃথক ভূম্যধিকারীকে পৃথক পৃথক কবুলতি দিয়া তাঁহাদের অংশের খাজনা পৃথক দিতে স্বীকার করিলেও অংশীদার ভূম্যধিকারীগণ পৃথক পৃথক মোকর্দ্দমা করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। (দুর্গাপ্রসাদ মাইতী বঃ জয়নারায়ণ হাজরা ৪ কঃ

৯৬) দেবত্তর সম্পত্তির একাধিক সেবাইত থাকিলে একজন সেবাইত খাজনা বৃদ্ধির মোকর্দ্দমা করিতে পারিবেন না; (আবদুল বঃ উমাকান্ত ১৯ক উঃ ২৬০) মোকর্দ্দমার দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে সমস্ত জমারই খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করিতে হইবে; কতক জমীর সম্বন্ধে বৃদ্ধির নালিশ চলিবে না। (বৈষ্ণনাথ দে বঃ সোম ঝিন ২ কঃ উঃ ৪৪) ইজারাদার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবে না এইরূপ চুক্তি না থাকিলে ইজারাদারও উপরোক্ত ধারামতে মোক-র্দ্দমা করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিবে। (দুর্গাপ্রসাদ মাইতি বঃ জয় নারায়ণ হাজরা ২ কঃ ৪৭৪) খাজনা বৃদ্ধির মোকর্দ্দমা করিবার পূর্ব্বে প্রজাকে কোন নোটীশ দিতে হইবে না।

রায়ত যে গ্রামের যে প্রকার জমি ভাগ করে সেই গ্রামের সেই প্রকার জমির বা তাহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের সেই প্রকার জমীর যেরূপ নিরিখ প্রচলিত আছে কোন রায়তের খাজনা তাহা অপেক্ষা কম থাকিলে ভূম্যধিকারী নালিশ করিয়া উক্ত প্রচলিত নিরিখ পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু ঐ ভাবে খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন স্থানের প্রচলিত নিরিখ কত তাহা প্রথমে আদালতকে স্থির করিতে হইবে এবং ডিক্রী দিতে হইবে। স্থানীয় অধিকাংশ প্রজা যে নিরিখে খাজনা দেয় তাহাই প্রচলিত নিরিখ (সাধু সিং বঃ রাম অনুগ্রহ লাল ৯ উঃ বিঃ ৮৩)।

ভিন্ন ভিন্ন নিরিখের গড় করিয়া যে নিরিখ পাওয়া যায় তাহা কিন্তু প্রচলিত নিরিখ নাহে (আয়ুধবিহারী বঃ দোস্ত মহম্মদ ২২ উঃ বিঃ ১৮৫)।

স্থানীয় প্রচলিত নিরিখ পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে কেবল মাত্র জমীর শ্রেণী বা কদর ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধি হইবে না।

একই শ্রেণীর জমী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকার জন্য ও জমীর খাজনার নিরিখের তারতম্য হইয়া থাকে ; কোন বড় সহর বা বাজারের নিকটবর্ত্তী জমীর যেরূপ আদর সহর বা বাজার হইতে বহু দূরবর্ত্তী জমীর সেরূপ আদর হয় না ; সুতরাং প্রচলিত নিরিখ পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি করিবার সময় উক্ত জমী কিরূপ স্থানে অবস্থিত তাহাও আদালত দেখিবেন।

যে স্থলে কোন প্রচলিত নিরিখ নাই এবং রায়তেরা ভিন্ন ভিন্ন জমী ভিন্ন ভিন্ন নিরিখে দখল করে তথায় সর্ব্বাপেক্ষা কম নিরিখই প্রচলিত নিরিখ বলিয়া আদালত ধরিতে পারিবেন। (আদালত খাঁ বঃ রঘুনাথপ্রসাদ তেয়ারী ১ কঃ উঃ ৩১০)।

প্রচলিত নিরিখ পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারীর খাজনা বৃদ্ধির অধিকার থাকলেও যদি প্রজা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অথবা পতিত স্থান বা জলাজমী হাঁসিল করিয়া তাহা চাষাবাদের যোগ্য জমিতে পরিণত করে তাহা হইলে উক্ত প্রজার উক্ত জমী কম নিরিখে ভোগ করিবার উপযুক্ত কারণ থাকে। ঐরূপ জমি বন্দোবস্তের কবুলতিতে প্রথম কিছু দিন কম নিরিখে ভোগ করিবার পর সম্পূর্ণ যে খাজনা দিবার চুক্তি থাকে উক্ত খাজনার নিরিখে প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা কম হইলেও তজ্জন্য ভূম্যধিকারী আর খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারে না (হরপ্রসাদ রায় বঃ চণ্ডিচরণ বৈরাগী ৯কঃ ৫০৫)।

এ দেশে অধিকাংশ স্থলেই বিঘা প্রতি নির্দ্দিষ্ট নিরিখ ধার্য্য করিয়া জমি বন্দোবস্ত হয় না ; অনেক সময় জমির মাপ পর্য্যন্ত করা হয় না ; জমির একটা আন্দাজী পরিমাণ ধরিয়া মোট জমির উপর একটা মোট খাজনা ধার্য্য করা হয় ; ঐ সকল স্থলে (ক) উপ ধারা

মতে প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা রায়তের খাজনা কম বলিয়া খাজনা ধার্য্য চলে না ; অনেক স্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর প্রজা (যেমন চামার) স্থানিয় প্রথানুসারে কম নিরিখে জমি ভোগ করিতে পায় ; অনেক প্রজাকে খাজনার সহিত ভূম্যধিকারীর আদেশ মত কোন নির্দ্দিষ্ট ফসল উৎপাদন করিতে হয়। ঐ সকল স্থলেও প্রজার কম নিরিখে জমি ভোগ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে ; সুতরাং ভূম্যধিকারী তাহাদের খাজনা প্রচলিত নিরিখ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারেন না।

প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও ভূম্যধিকারী প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন ; উক্ত মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিবার জন্য জেলার কালেক্টার সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রস্তুত দরের তালিকা দেখিয়া করিতে হয়। উক্ত দরের তালিকা সম্বন্ধে দেখা আদালতের একান্ত কর্ত্তব্য (নবীনচন্দ্র বঃ কুলচন্দ্র ৩৭কঃ ৭৪২) দরের তালিকা সম্বন্ধে ৩৯ ধারায় বিধান আছে। পাট, ইক্ষু, পাণ, তামাক প্রভৃতি মূল্যবান ফসলের দর ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধি হইবে না কারণ উহা প্রধান খাদ্য শস্য নহে এবং তাহা উৎ-পাদন করিতেও বহু ব্যয় হয়। প্রধান খাদ্য শস্যের অস্থায়ী দর বৃদ্ধি হইলেও তজ্জন্য খাজনা বৃদ্ধি হইবে না ; স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি হইলেই হইবে (ঠাকুরাণী রক্ষী বঃ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৩ উঃ বি ২৯) উচ্চভূমির ফসলের মূল্য দৃষ্টে উচ্চ ভূমির ও নিম্ন ভূমির ফসলের মূল্য দৃষ্টে নিম্ন ভূমির খাজনা বৃদ্ধি হইবে ; উচ্চ ভূমির ও নিম্ন ভূমির ফসলের মূল্য একত্র করিয়া তাহার গড়পড়তা দর ধরিয়া উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোন এক শ্রেণীর জমির খাজনা বৃদ্ধি করা চলিবে না (সঞ্জীবন বঃ গোলামচাঁদ ১পাঃ লঃ ৪০৯)।

ভূম্যধিকারী খরচ করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিলে তজ্জন্য বৃদ্ধি খাজনা পাইবেন; নদীর স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন হইয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলেও পাইবেন। যেখানে জল সেচনের কোন উপায় নাই তথায় ভূম্যধিকারী খাল বা পুষ্করিণী কাটাইলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়; নদীর গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা জমিতে পলি পড়িলে তদ্বারাও জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। ঐ ঐ স্থলে ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধি পাইতে অধিকারী।

জমির খাজনা বৃদ্ধি ও বাকী খাজনার জন্য একত্রে নালিশ করা চলে (শুদরা তেওয়ারী বঃ ব্রজনন্দন ৫ক, উ. ৮৮০) কিন্তু খাজনা বৃদ্ধির হেতু থাকিলে তজ্জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইলে উক্ত ডিক্রীর পরবর্ত্তি সময়ের খাজনাই বৃদ্ধি হারে পাওয়া যাইবে; ডিক্রীর পূর্ব্ববর্ত্তি সময়ের খাজনা বৃদ্ধি হারে পাওয়া যাইবে না। (ইজিল মল্লিক বঃ েলাই মল্লিক ২১কঃ লঃ ৩০৯)

মোকর্দ্দমা করিয়া যে যে কারণে খাজনা বৃদ্ধি পাওয়া যাইতে পারে উপরোক্ত ধারায় সাধারণ ভাবে তাহাই বলা হইয়াছে; নিম্নে ৩১ হইতে ৩৭ ধারায় প্রত্যেক প্রকারের বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশদভাবে বিধান করা হইয়াছে। উক্তরূপ বিধান অনুযায়ীই খাজনা বৃদ্ধি হইবে; নতুবা হইবে না।

শালিশ বিচার দ্বারা ও উপরোক্ত ধারা মতে খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী হইতে পারে (গঙ্গাচরণ রায় বঃ ষষ্ঠি মণ্ডল ৬ কঃ উঃ ৬১৪)।

৩১ : প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা কম নিরিখে

প্রচলিত নিরিখ ধরিয়া খাজনা দেওয়া হয় এই হেতুবাদে যে খাজনা বৃদ্ধির সম্বন্ধিয় স্থলে খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হয় নিয়ম। তথায় ঃ—

(ক) প্রচলিত নিরিখ নির্ণয় জন্য আদালত মোকর্দ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্ববর্ত্তি অন্যূন তিন বৎসর কাল সাধারণতঃ যে নিরিখে খাজনা আদায় হইয়া আসিতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং রায়ত যে হারে খাজনা দেন ও আদালত যাহা প্রচলিত নিরিখ নির্ণয় করেন এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলে খাজনা বৃদ্ধি হইবার ডিক্রী দিবেন না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানিয় তদন্ত ব্যতিরেকে প্রচলিত নিরিখ সন্তোষ জনকরূপে নির্ণয় করিতে পারা যাইবে না এইরূপ বোধ হয় তাহা হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯২ ধারা মতে (১৯০৮ সালের ৫ আইনের ২৬ হুকুম ৯ নিয়ম) কৃতবিধান অনুসারে গভর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এ বিষয়ে ক্ষমতা দেন তাঁহার দ্বারা উক্ত আইনের ২৫ অধ্যায় মতে (১৯০৮ সালের ৫ আইনের ২৬ হুকুম) স্থানিয় তদন্ত করিবার জন্য আদালত আদেশ করিতে পারিবেন।

(গ) খাজনার নিরিখ স্থির করিবার কালে রায়তের জাতি বিচার করিবার দেশাচার থাকা প্রমাণ না হইলে এই ধারা মতে রায়তকে কি নিরিখে খাজনা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার সময় তাহার জাতি বিচার করা হইবে না; এবং যদি এরূপ দেখা যায় যে দেশাচার মতে কোন কোন শ্রেণীর রায়তগণ সুবিধা জনক নিরিখে জমি ভোগ করে তাহা হইলে দেশাচার মতেই তাহাদের খাজনার নিরিখ নির্ণয় করা হইবে।

(ঘ) খাজনার প্রচলিত নিরিখ নির্ণয় করিবার কালে ভূম্যধিকারীর দ্বারা উৎকর্ষ সাধন জন্য যে বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা ধরা হইবে না।

(ঙ) কোন শ্রেণীর রায়তের জন্য (গ) দফনুসারে কোন সুবিধাজনক নিরিখ নির্ণয় হইয়া থাকিলেও তাহাও আদালত উচিত বোধ করিলে প্রচলিত নিরিখ নির্ণয় করিবার কালে বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে।

(চ) যদি কোন জোত থোক খাজনায় ভোগ করা দেখা যায় তাহা হইলে উক্ত জোতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যে জমী থাকে উক্ত প্রত্যেক প্রকারের জমীর জন্য সেই গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী গ্রামে যেরূপ নিরিখ প্রচলিত আছে উক্তরূপ নিরিখ অনুযায়ী উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমীর জমীর পরিমানের উপর খাজনা ধার্য্য করিয়া খাজনা নির্ণয় হইতে পারিবে।

টীকা।

পূর্ব্বে যাহাকে পরগণার হার বলিত তাহাই এক্ষণে প্রচলিত হার বলিয়া কথিত হয়। প্রত্যেক প্রজাই বিশেষ কোন কারণ না থাকিলেও পরগণার হারে বা প্রচলিত হারে খাজনা খাজনা দিতে বাধ্য; সুতরাং কোন প্রজার খাজনার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম থাকিলে ভূম্যধিকারী উক্ত প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

প্রচলিত নিরিখ পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারায়

বিধান থাকিলেও এই বিধানানুযায়ী কোন কার্য্য হয় না কারণ দুই একটী স্থান ব্যতীত দেশের অধিকাংশ স্থানেই প্রচলিত হার বলিয়া কোন হার নির্দ্দিষ্ট নাই ; এই জন্যই ১৮৯৮। ৩ আইন (বঙ্গাদশীয়) দ্বারা বর্ত্তমান আইন-সংশোধন কালে ৩১ (ক) ধারা নূতন সন্নিবেশিত করিয়া কোন নিরিখকে প্রচলিত নিরিখ ধরা হইবে তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মোকর্দ্দমা রুজুর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপর্য্যুপরি তিন বৎসরে সাধারণতঃ যে হারে খাজনা আদায় হইয়াছে তাহার সহিত রায়তের বর্ত্তমান দেয় খাজনার তুলনা করিয়া আদালত খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন তুলনায় বিশেষ পার্থক্য না থাকিলে খাজনা বৃদ্ধি হয় না (স্থানীয় তদন্ত না করিয়া প্রচলিত নিরিখ নির্ণয় করা না গেলে আদালত কমিশনার দ্বারা ঐরূপ তদন্ত করিয়া উক্ত কমিশনারের রিপোর্ট দৃষ্টে প্রচলিত নিরিখ স্থির করিয়া বিচার করেন ; প্রায়ই সবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঐরূপ তদন্ত করা হয় এবং যিনি তদন্তের প্রার্থনা করেন তাঁহাকেই ঐ খরচ দিতে হয়।

খাজনা বৃদ্ধি জন্য কাহারও জাতিবিচার করিবার কোন নিয়ম নাই ; সকল জাতিই একই হারে খাজনা দিতে বাধ্য। কিন্তু বঙ্গদেশ ও অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির অল্পহারে জমী ভোগ করিবার দাবী করেন ; ঐরূপ দাবী করিলে দাবীদারকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। প্রমাণে তাহাদের ঐরূপ দাবী করিবার

দেশাচার থাকিলে ঐ সকল জাতির প্রজার খাজনার বৃদ্ধি হয় না। ভূম্যধিকারী জমীর উন্নতি সাধন করিলে তজ্জন্য তিনি অবশ্যই খাজনা বৃদ্ধি পাইবেন ; নতুবা তিনি উদ্যোগ ও খরচ করিয়া জমীর উন্নতি করিবেন কেন ; কিন্তু ঐরূপ উন্নতির জন্য খাজনা বৃদ্ধি ধরিয়া প্রচলিত নিরিখ স্থির হইবে না ; কোন জাতীয় প্রজা দেশাচার মতে অল্পনিরিখে জমী ভোগ করিলে তাহা ধরিয়াও প্রচলিত নিরিখ স্থির হইবে , কিন্তু আদালত ইচ্ছা করিলে শেষোক্ত নিরিখ ধরিতে পারেন কিন্তু প্রথমোক্ত নিরিখ ধরিতে পারেন না।

জোতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমী থাকিলে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিরিখ ধরিয়া খাজনা ধার্য্য না থাকিলেও আদালত প্রমাণ লইয়া প্রত্যেক প্রকারের জমীর নিরিখ স্থির করিয়া উক্ত নিরিখ অনুসারে প্রত্যেক প্রকারের জমীর পরিমানের উপর খাজনা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

৩১ (ক)। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই ধারাটি কোন জেলায় বা তাহার অংশ বিশেষে প্রচলিত করিলে তথায় যখনই কোন গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী গ্রামের সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর খাজনার নিরিখ তদন্ত করিয়া ৩০ ধারার (ক) দফানুসারে কোন শ্রেণীর জমীর প্রচলিত নিরিখ কত তাহা স্থির করিতে হইবে তখনই ঐ সকল নিরিখের মধ্যে উচ্চতম যে নিরিখে এবং উক্ত উচ্চতম নিরিখ অপেক্ষা উচ্চতর যে নিরিখে অধিকাংশ জমী ভোগ করিতে দেখা যায় তাহাকেই প্রচলিত নিরিখ বলিয়া ধরা হইবে।

কোন কোন জিলায় কাহাকে প্রচলিত নিরিখ বলিয়া ধরা হইবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন গ্রামে সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমী নিম্নলিখিত নিরিখে ভোগ করা হয়:—

বিঘা		টাকা	আনা	পাই
১০০/	বিঘাপ্রতি	১৲	”	”
২০০/০	”	১৲	॥০	”
১৫০/০	”	১৲	৸০	”
১০০/০	”	২৲	”	”
১৫০/০	”	২৲	।০	”

মোট ৭০০/০

২।০ টাকা প্রচলিত নিরিখ নহে; যেহেতু মাত্র ১৫০/০ বিঘা জমী অর্থাৎ অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম জমী উক্ত নিরিখে ভোগ করা হয়। ঐরূপ ২৲ টাকাও প্রচলিত নিরিখ নহে; কারণ এখানেও অর্দ্ধেক অপেক্ষা কম জমী উক্ত হারে ও তদপেক্ষা অধিক হারে ভোগ করা হয়। ১৸০ টাকাই প্রচলিত নিরিখ কারণ ৪০০/০ বিঘা জমী অর্থাৎ অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক জমী ঐ হারে বা তদপেক্ষা অধিক হারে ভোগ করা হয়; এবং এই উচ্চতম হারেই বা এই উচ্চতম হার অপেক্ষা উচ্চতর হারেই অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক ভোগ করা হয়।

(খ) কোন গ্রামে সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমী নিম্ন-লিখিত নিরিখে ভোগ করা হয় :—

বিঘা		টাকা	আনা	পাই
১০০/০	প্রতিবিঘা	১৲	”	”
২৫০/০	”	১৲	।০	”
১৫০/০	”	১৲	॥০	”
১৫০/০	”	১৲	৸০	”
৫০/০	”	২৲	”	”

বিঘা ৭০০/০ মোট

এই স্থলে (ক) উদাহরণের লিখিত কারণে ১৲ টাকা ১৸০ টাকা বা ১॥০ টাকা প্রচলিত নিরিখ নহে ; কারণ কেবল মাত্র ৩৫০/০ বিঘা অর্থাৎ অর্দ্ধেক জমী ১॥০ টাকা হারে বা ১॥০ টাকা অপেক্ষা অধিক হারে ভোগ করা হয়। এস্থলে ১।০ টাকাই প্রচলিত নিরিখ কারণ অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক জমী ১।০ নিরিখে না তদপেক্ষা অধিক নিরিখে ভোগ করা হয় ; এবং ইহাই সেই উচ্চ-তম হার যে হারে বা যে হারাপেক্ষা উচ্চতর হারে অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি ভোগ করা যায়।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া কোন জেলা বা তাহার অংশ বিশেষ হইতে উপরোক্ত ১ দফার উল্লিখিত বিধান উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

টীকা।

উপরোক্ত ধারা এই আইনে পূর্ব্বে ছিল না ; ১৮৯৮।১ আইন (বঙ্গদেশীয়) দ্বারা উক্ত ধারা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। মাননীয়

হাইকোর্টের নজীর অনুযায়ী অধিকাংশ প্রজা যে নিরিখে খাজনা দেয় তাহাই প্রচলিত নিরিখ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। (সাধু সিংহ বঃ রাম অনুগ্রহ-লাল ৯ উঃ বিঃ ৮৩) প্রচলিত নিরিখ না থাকিলে এবং রায়তেরা ভিন্ন ভিন্ন নিরিখে খাজনা দিলে সর্ব্বাপেক্ষা কম নিরিখকেও প্রচলিত নিরিখ বলিয়া হাইকোর্ট কর্ত্তৃক সাব্যস্ত হইয়াছে (আলেপ খাঁ বঃ রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারী ১ কঃ উঃ ৩১০) কিন্তু উপরোক্ত ধারার মর্ম্ম ঐ সকল নজীরের অনুরূপ নহে; উপরোক্ত ধারায় প্রজার সংখ্যা ধরিয়া প্রচলিত নিরিখ স্থির না হইয়া জমীর কদর ধরিয়া প্রচলিত নিরিখ ধরিবার বিধান করা হইয়াছে। উপরোক্ত ধারার বিধান মতে মাত্র ১৴০ বিঘা জমীর নিরিখ ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রচলিত নিরিখ হইতে পারে। মনে কর কোন গ্রামে মাত্র ২০০৴০ বিঘা আছে; তন্মধ্যে একজন প্রজা ১৫০৴০ বিঘা জমী ৩॥০ টাকা নিরিখে ভোগ করে; একজন প্রজা ১৴০ বিঘা জমী ৩৲ টাকা নিরিখে ভোগ করে; বক্রী ৫ জন প্রজা ৪০৴০ বিঘা জমী ২৲ টাকা নিরিখে ভোগ করে; এস্থলে ১ জন প্রজা মাত্র ১৴০বিঘা জমী ৩৲টাকা নিরিখে ভোগ করিলেও উক্ত ৩৲টাকা নিরিখই প্রচলিত নিরিখ হইবে; কারণ ৩॥০ টাকা, ৩৲ টাকা ও ২৲ টাকা এই তিন প্রকার নিরিখের মধ্যে ৩৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ নিরিখে অর্দ্ধেকের অধিক জমী ভোগ করা দেখা যাইতেছে এবং ৩॥০ টাকা ৩৲ টাকা ও ২৲ টাকা এই তিন প্রকার নিরিখের মধ্যে যে উচ্চতম নিরিখে বা যাহা অপেক্ষা উচ্চতর নিরিখে অধিকাংশ জমী ভোগ করা দেখা যাইতেছে তাহাই ৩৲ টাকা।

উপরোক্ত ধারা নূতন সন্নিবেশিত হইলেও তাহা সর্ব্বত্র খাটে না; যে স্থলে উক্ত ধারা খাটিবে তাহা সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন

দিয়া স্থানীয় গভর্ণমেণ্টে স্থির করিয়া দেন ; যে স্থলে ঐ ধারা খাটাবে বলিয়া স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কোন বিজ্ঞাপন দেন নাই তথায় হাই-কোর্টের উপরোক্ত নজীর খাটিবে। ত্রিপুরা জেলা, উড়িষ্যা ও জিলা মুঙ্গের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট খাস মহাল তফির বাড়িয়ায় উপরোক্ত ধারা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তক প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে অন্য কোন স্থানে তাহা প্রচলিত হয় নাই।

প্রচলিত হার বৃদ্ধি করিবার সীমা

৩১। (খ) এই আইনের দশম অধ্যায় অনুসারে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অথবা এই আইনানুসারে স্থাপিত কোন মোকর্দ্দমায় দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক প্রচলিত নিরিখ এক-বার স্থির হইলে ৩০ ধারার (খ) দফায় ও ৩২ ধারায় লিখিত হেতুবাদ ব্যতীত ও পরিমাণের অতিরিক্ত নিরিখ বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

টীকা।

প্রচলিত নিরিখ নির্ণয় হইয়া প্রজার খাজনা উক্তরূপ নিরিখ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া একবার খাজনা ধার্য্য হইলে পুনরায় আর ঐ কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না ; উক্ত কারণে এক-বার খাজনা বৃদ্ধি করিয়া যদি পুনরায় তাহা বৃদ্ধি করিবার অধিকার ভূম্যধিকারীর থাকে তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে উক্ত একই কারণে ভূম্যধিকারী বারংবার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন ; ঐরূপ হইলে প্রজার অনিষ্ট হয়। এইজন্যই ঐরূপ সুযোগ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু যে জোতের খাজনা প্রচলিত নিরিখ পর্য্যন্ত একবার বৃদ্ধি হইয়াছে উক্ত জোতের খাজনা খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি বা ভূম্যধিকারীর

দ্বারা জমীর উন্নতি সাধন বা নদীর স্রোতের গতির পরিবর্ত্তন জন্য পুনরায় বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

দশম অধ্যায়ের বিধান সম্বন্ধে তথায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে।

মূল্য বৃদ্ধি হেতু খাজনা বৃদ্ধির নিয়ম।

৩২। যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি জন্য খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হয় তথায়:—(ক) আদালত মোকর্দ্দমা রুজু করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের গড়া দরের সহিত অন্য যে কোন দশ বৎসরের গড় দরের তুলনা করা সম্ভব বলিয়া বোধ করেন তাহারই তুলনা করিয়া দেখিবেন।

(খ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে দশ বৎসরের গড় দর লওয়া হয় তাহার সহিত শেষ দশ বৎসরের গড় দরের যেরূপ অনুপাত থাকে সাবেক খাজনার সহিত বর্দ্ধিত খাজনার সেইরূপ অনুপাত থাকিবে; কিন্তু এই অনুপাতের হিসাব করিবার কালে পরবর্ত্তী সময়ের গড় দর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গড় দর অপেক্ষা যে পরিমাণ অধিক হইবে তাহা হইতে এক তৃতীয় অংশ বাদ দিতে হইবে।

(গ) (ক) দফার উল্লিখিত মত দশ দশ বৎসরের গড় দর লইয়া তুলনা করা আদালতের বিবেচনায় সম্ভবপর না হইলেও আদালত তৎ পরিবর্ত্তে নিজ ইচ্ছামত তদপেক্ষা অল্প সময়ের গড়দরের তুলনা করিতে পারিবেন।

টীকা।

প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি জন্য কি পরিমাণে খাজনা বৃদ্ধি হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য (ক) দফায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে সেই ভাবে মোকর্দ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের গড় পড়তা দরের সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য দশ বৎসরের গড়পড়তা দরের তুলনা করিয়া বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিতে হইবে; কিন্তু যদি কোন কারণে ঐরূপ ভাবের ২০ বৎসরের গড়পড়তা দর স্থির করিতে না পারা যায় তাহা হইলে (গ) দফায় বিধান অনুসারে তদপেক্ষা কম সময়ের গড়পড়তা দর ধরিয়া ও খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান আইনের ৩৯ ধারা মতে জেলার কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের প্রধান খাদ্যশস্যের দরের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রেভিনিউ বোর্ডের মঞ্জুরী লইয়া সরকারী গেজেটে তাহা প্রচার করিবার বিধান আছে; সুতরাং উক্ত তালিকা দৃষ্টে উপরোক্ত ধারার বিধান মতে খাজনা বৃদ্ধির পরিমাণ অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে এবং যাহাতে তাহা স্থির করা যায় তজ্জন্যই ৩৯ ধারায় ঐরূপ বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি জন্য খাজনা বৃদ্ধির মোকর্দ্দমায় উপরোক্ত রূপে প্রস্তুত দরের তালিকা দৃষ্টেই আদালতের বিচার নিষ্পত্তি করিতে হইবে; দরের তালিকা না দেখিয়া বিচার নিষ্পত্তি করা বে আইনী (নবীনচন্দ্র ১৪ ক: উঃ

৯১৪) পক্ষগণ দরের তালিকা দাখিল না করিলেও আদালত স্বয়ং তাহা দেখিয়া লইয়া ডিক্রী দিবেন; নতুবা ভুল হইবে। (ক) দফায় যে দুই দশ বৎসরের কথা বলা হইয়াছে তাহা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হওয়া চাই; এক দশ বৎসরের কতকাংশ অন্য দশ বৎসরের মধ্যে থাকিতে পাইবে না; ঐরূপ ভাবের সময় ধরিয়া অনুপাতের হিসাব করিলে তাহা বে আইনী হইবে (আনন্দপ্রসাদ বঃ নিবারণী দাসী ১১ কঃ লঃ ৩৮০)

(খ) দফার অনুপাতের হিসাব করিবার সময় ⅓ বাদ দিবার বিধান আছে; শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শস্য উৎপাদনের খরচ যথা—গরুর দাম মুনিষের মজুরী প্রভৃতিরও বৃদ্ধি হয়; সুতরাং প্রজা শস্যের মূল্য বৃদ্ধিহেতু সম্পূর্ণ লাভ পায় না; সুতরাং অনুপাতে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি দিতে হইলে তাহার পক্ষে অবিচার করা হইবে; এই জন্যই চাষের খরচ বাবত ⅓ অংশ বাদ দিয়া বৃদ্ধি খাজনা ডিক্রী দিবার বিধান হইয়াছে (ঠাকুরাণী দাসি বঃ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৩ উঃ রিঃ ২৯) কিরূপে কি অনুপাতে করিয়া বৃদ্ধির পরিমান নির্ণয় করিতে হয় তাহার একটী উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

মনে কর রাম ভূম্যধিকারী ও শ্যাম একজন দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা এবং রামের অধীনে ১০/০ বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ১০৲ টাকা খাজনার একটি জমী রাখেন। এক্ষণে রাম খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দাবীতে ১৩২৫ সালের মাঘ মাসে শ্যামের উপর নালিশ

করিয়াছে; রাম কত টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারিবে এক্ষণে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। নিম্নলিখিত ভাবে উহা নির্ণয় হইবে :—

সাল	খাদ্যশস্য	টাকা	দর
১৩১৫	চাউল	১৲	১৪ সের
১৩১৬	"	"	১৫
১৩১৭	"	"	১৬
১৩১৮	"	"	১৭
১৩১৯	"	"	১৮
১৩২০	"	"	১৯
১৩২১	"	"	১৫
১৩২২	"	"	১৭
১৩২৩	"	"	১৩
১৩২৪	"	"	১৬
১০ বৎসর		১০৲ টাকা	১৬০ সের

উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে ইং ১৩১৫ নাং ১৩২৪ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের ১০৲ টাকার ১৬০ সের চাউল পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং উক্ত ১০ বৎসরের গড়পরতা দর ধরিলে ১৲ টাকায় ১৬ সের চাউল হয়; এমতে ৴১ সের চাউলের মূল্য গড়ে ৴০ আনা হয়।

ঐরূপ হিসাবে।

সাল	খাদ্যশস্য	টাকা	দর
১৩০৫	চাউল	১৲	২৮ সের
১৩০৬	"	"	৩০ "
১৩০৭	"	"	৩২ "
১৩০৮	"	"	৩৪ "
১৩০৯	"	"	৩৬ "
১৩১০	"	"	৩৮ "
১৩১১	"	"	৩০ "
১৩১২	"	"	৩৪ "
১৩১৩	"	"	২৬ "
১৩১৪	"	"	৩২ "
১০ বৎসর		১০৲ টাকা	৩২০ সের

ইং ১৩০৫সন নাং ১৩১৪ এই ১০বৎসরের গড়পরতা প্রতি টাকায় ৩২ সের চাউল পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ৴১ সের চাউলের দাম ৵১০ আনা হয়।

এক্ষণে মোকর্দ্দমা রুজুর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসরের অর্থাৎ ইং ১৩১৫ নাং ১৩২৪ সালের গড়পরতা দর তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১০বৎসরের অর্থাৎ ইং১৩০৫ নং ১৩১৪সালের গড়পরতা দর অপেক্ষা কত অধিক তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হইবে; ইং ১৩১৫ নং ১৩২৪ সালের প্রতি সেরের গড়পরতা দর ⁄০ আনা হইতে ইং ১৩০৫ নং ১৩১৪ সালের প্রতি সেরের গড়পরতা দর ৵১০ আনা বাদ দিলেই তাহা পাওয়া যাইবে; ঐরূপ বাদ দিলে প্রতি সেরে ৵১০ আনা হিসাবে

পাওয়া যাইবে ; উক্ত ৷১০ আনার ⅙ অংশ অর্থাৎ ২ পাই হয় ; ৵০ আনা হইতে অর্থাৎ ১২ পাই হইতে ২ পাই বাদ দিলে ১০ পাই পাওয়া যায় ; এক্ষণে এই ১২ পাইয়ের সহিত ১০ পাইএর যে অনুপাতে সাবেক খাজনার সহিত বৃদ্ধি খাজনার সেই অনুপাত হইবে ; সাবেক খাজনা ১০৲ টাকা ধরা হইয়াছে ; সুতরাং বৃদ্ধি খাজনা ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

১০৲ টাকা খাজনা স্থলে ১২৲ টাকা হইলে প্রতি টাকায় ৵০ আনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইবে ; খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি জন্য ঐরূপ বৃদ্ধি হইলে তাহা বে-আইনী হইবে না।

ভূম্যধিকারী কর্তৃক জমীর উন্নতি সাধন হেতু খাজনা বৃদ্ধির নিয়ম।

৩৩ ; (১) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কর্তৃক জমীর উন্নতি সাধন হইয়াছে বলিয়া খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হয় তথায় (ক) বর্ত্তমান আইনানুসারে উক্ত প্রকার উন্নতি সাধনের বিষয় রেজেষ্টারী করা না হইলে আদালত খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

(খ) খাজনা বৃদ্ধির পরিমান স্থির করিবার কালে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(১) উক্ত উন্নতি সাধন দ্বারা জমীর উৎপাদিকাশক্তি কি পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইতে পারে।

(২) উন্নতি সাধন করিতে কি পরিমান খরচ পড়িয়াছে।

(৩) উক্ত উন্নতি সাধন কার্য্যকরী করিতে হইলে চাষের খরচ কিরূপ পড়ে।

(৪) উক্ত জমীর বর্ত্তমান খাজনা কত এবং তদুপরি কি পরিমাণ অতিরিক্ত খাজনা দিবার শক্তি আছে।

(২) উন্নতি সাধনের আনুমানিক ফল না হইলে বা ফল বন্ধ হইলে প্রজা বা তাহার স্বার্থভোগী উত্তরাধীকারী প্রার্থনা করিলে বর্ত্তমান ধারা মতে প্রচারিত ডিক্রীর বিষয় পুনরায় বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

টীকা—

ভূম্যধিকারীর চেষ্টায় বা খরচের জমীর উন্নতি সাধন হইলে তজ্জন্য ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধি পাইতে পারেন; রায়ত লিখিত ও রেজেষ্টরীকৃত দলীল দ্বারা চুক্তি করিয়া আপোষে ঐরূপ বৃদ্ধি দিতে পারেন (২৯ ধারা), আপোষে ঐরূপ বৃদ্ধি না দিলে ভূম্যধিকারী আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়াও ঐরূপ বৃদ্ধির ডিক্রী করিতে পারেন। কিন্তু চুক্তি মূলে বা মোকর্দ্দমার দ্বারা যে রূপেই খাজনা বৃদ্ধি হউক না কেন জমীর উন্নতি সাধনের জন্য খাজনা বৃদ্ধি পাইতে হইলে ভূম্যধিকারীকে সর্ব্বাগ্রে উক্ত উন্নতি সাধনের বিষয় বর্ত্তমান আইনের ৮০ ধারা মতে জেলার কালেক্টার সাহেব বা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া উক্ত উন্নতি সাধনের বিষয় কালেক্টরীতে রেজেষ্টরী করিয়া লইতে হইবে; উক্তরূপ রেজে-ষ্টরী না করিলে আপোষে বা মোকদ্দমা দ্বারা কোন প্রকারেই খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না (গুরুনাথের বাঃ কেশবর সাহু ১ পাঃ লঃ ৮০) রেজেষ্টারী করিবার পূর্ব্বে মোকর্দ্দমা করিতে বাধা নাই কিন্তু ডিক্রীর পূর্ব্বে রেজেষ্টারী হওয়া চাই; নতুবা ডিক্রী হইবে না।

কূপ, পুষ্করিণী, জল প্রণালী খনন, জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, জল নিঃসারণের ব্যবস্থা করণ; উক্ত পরিষ্কার, জলসেচনের সুযোগ

করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা জমীর উন্নতি সাধন হয় (৮০ ধারা) রায়ত উন্নতি সাধনের কামনা করিলেই যে খাজনা বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে। এরূপ নহে; উন্নতি সাধনের ফল হইবার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিলেই খাজনা বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে; কিন্তু উন্নতি সাধন করিতে ভূম্যধিকারীরই বা কত ব্যয় হইয়াছে এবং উক্ত উন্নতি সাধনের ফল ভোগ করিতে হইলে রায়তেই বা চাষাবাদের খরচা কত পড়িবে এবং জমীর বর্ত্তমান খাজনাই বা কত ও তাহার উপর আর কত বৃদ্ধি খাজনা জমী হইতে আয় হইতে পারে তাহা সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া আদালত ডিক্রী দিবেন। জমীর বর্ত্তমান খাজনার হার খুব উচ্চ থাকিলে ভূম্যধিকারীর উন্নতি সাধনের জন্য তিনি খাজনা বৃদ্ধি না পাইতেও পারেন নতুবা উন্নতি সাধনে প্রজার উপকার না হইয়া অপকারই হইতে পারে।

উন্নতি সাধন জন্য ভূম্যধিকারী একবার খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী পাইলেও উক্ত ডিক্রী চিরকালের জন্য বাহাল থাকিবে না। উন্নতি সাধন যতদিন ফল দান করিতে থাকিবে কেবল মাত্র ততদিনই ভূম্যধিকারী বৃদ্ধি খাজনা পাইবেন (রমানাথ বঃ জোতকুমার ১১ কঃ লঃ ১) যদি উক্ত উন্নতি সাধনের আনুমানিক ফল না ফলে অথবা কিছুদিন ফল হইবার পর তাহা বাদ হইয়া যায় তাহা হইলে প্রজা বা প্রজার নিকট হইতে যে ব্যক্তি তাহার স্বত্ব ও স্বার্থ প্রাপ্ত হয় তাঁহারা আদালতে দরখাস্ত করিয়া উক্ত ডিক্রীর রদ করিতে পারিবেন। জমী হস্তান্তর যোগ্য হইলে প্রজার নিকট হইতে খরিদ দান বা উইল সূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তিরও ঐ ডিক্রি রদ করিবার অধিকার থাকিবে।

৩৪। যে স্থলে স্রোতের গতিতে জমীর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি পাইয়াছে এই হেতুবাদে খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হয়—

স্রোতের গতিতে জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিহেতু খাজনা বৃদ্ধির নিয়ম।

(ক) উৎপাদিকা শক্তি অস্থায়ী বা নৈমিত্তিক ভাবে বৃদ্ধি হইলে আদালত তাহা ধর্ত্তব্য বোধ করেন না;

(গ)· যে পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি আদালত ন্যায্য ও সঙ্গত বোধ করেন সেই পরিমাণে বৃদ্ধি দিতে পারিবেন, কিন্তু জমীর উৎপন্নের নিকট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দিতে পারিবেন না।

টীকা।

স্রোতের গতিতে জমীতে পলি পড়িয়া অনেক জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়; এস্থলে ভূম্যধিকারী বা প্রজা কাহারও কোন চেষ্টা বা খরচ করিতে হয় না; কিন্তু তথাপি এজন্য ও ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধি পাইতে পারেন; কিন্তু যে পরিমাণে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহার সমস্ত ফলই একা ভূম্যধিকারী পাইবেন না; অর্দ্ধেক প্রজা ও অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারী পাইবেন; কিন্তু উৎপাদিকাশক্তি সামান্য কিছু দিনের জন্য বৃদ্ধি হইলেই ভূম্যধিকারী চিরদিনের জন্য খাজনা বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিবেন না; চিরদিনের জন্য খাজনা বৃদ্ধি পাইতে হইলে চিরদিনের জন্য বা দীর্ঘকালের জন্য উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি হওয়া চাই (খাজা আবদুলগণি বঃ জুট সেখ ২২ উঃ রিঃ ৩৫০)। অস্থায়ী ভাবে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে খাজনা বৃদ্ধিই হইতে পারিবে না।

৩৫। পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা সমূহে যেরূপ বিধানই থাকুক না কেন সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যাহা অন্যায় ও অসঙ্গত বোধ হইবে আদালত কোন মোকদ্দমায় ঐরূপ কোন খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রি দিবেন না।

মোকর্দ্দমা দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি নায্য ও সঙ্গত হইবে।

টীকা।

প্রচলিত নিরিখের কম নিরিখ থাকিলে, প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে ভূম্যধিকারীর দ্বারায় জমীর উন্নতি সাধন হইলে বা স্রোতের গতিতে জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইলে ভূম্যধিকারীর আদালতে নালিশ করিয়া প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিবার অধিকার থাকিলেও যদি কোন কারণে খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রি দেওয়া আদালত অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ করেন তাহা হইলে ইং ৩০ নাং ৩৪ ধারায় খাজনা বৃদ্ধির বিধান থাকিলেও আদালত ঐ সকল ধারায় লিখিত কোন কারণে খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রি দিবেন না।

৬৩। ৩৬। আদালত খাজনা বৃদ্ধির হুকুম দিবার সময় যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, ডিক্রিকৃত সম্পূর্ণ বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে আদায় হইলে রায়তের পক্ষে কষ্টকর হইবে তাহা হইলে উক্ত বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে করা হইবে আদালত এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন; অর্থাৎ প্রতি বৎসর ক্রমে ক্রমে খাজনা বৃদ্ধি হইয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে ডিক্রীকৃত সম্পূর্ণ বৃদ্ধিতে দাঁড়াইবে।

ক্রমে ক্রমে খাজনা বৃদ্ধির হুকুম দিবার ক্ষমতা

ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিবার বাধা

৩৭। (১) খাজনার নিরিখ প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা কম এই হেতুবাদে, কিম্বা দর বৃদ্ধির হেতুবাদে কোন জোতের খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা রুজু করিবার তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী পনর বৎসর মধ্যে যদি ঐ জোতের খাজনা ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখের পরে কৃত কোন চুক্তির দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে অথবা উপরোক্ত পনের বৎসর মধ্যে ৪০ ধারা মতে, খাজনা নগদান করা হইয়া থাকে বা পূর্ব্বোক্ত হেতু বা তদনুরূপ কোন হেতু ধরিয়া বর্ত্তবান আইন মতে বা বর্ত্তমান আইন দ্বারা রহিত কোন আইন মতে খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী হইয়া থাকে কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া ঐরূপ মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা আর গ্রাহ্য হইবে না।

১৮২৮ সালের ১৪ আইন

(২) এই ধারায় উল্লিখিত কোন কথা দ্বারা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৭৩ ধারায় বিধানের কোন ব্যত্তিক্রম হইবে না (ছঃ ২৩ িঃ ১, ১৯০৮ সালের ৫ আইম)

টীকা।

১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখে বর্ত্তমান আইনের পাণ্ডুলিপি আইন কর্ত্তাদিগের সভায় পেষ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং ১৮৮৫ সালের ১লা নবেম্বর হইতে এই আইন প্রচলিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি সভায় পেষ হইবার পরই এই অইনের মর্ম্ম ভূম্যধিকারিগণ জানিতে পারিয়া এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই রায়তগণের সহিত খাজনা বৃদ্ধির চুক্তি করিতে আরম্ভ করেন; ঐরূপ করিতে

পারিলে ভূম্যধিকারিগণ ১৮৮৩।২রা মার্চ্চ তারিখের পরে কৃত চুক্তি দ্বারা একবার খাজনা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় বৃদ্ধির ডিক্রি করিতে পারিতেন; উক্ত রূপ সুযোগ নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই ২রা মার্চ্চ তারিখের পরে কৃত চুক্তি হইতেও ১৫ বৎসর মধ্যে পুনরায় খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না এইরূপ বিধান হইয়াছে। কিন্তু ২রা মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে কৃত চুক্তি মূলে নালিশ করিয়া ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধি পাইলেও প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা কম নিরিখ থাকার হেতুবাদে বা খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধির হেতুবাদে ১৫ বৎসরের মধ্যে খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করিতে পারিবেন (আর, মিত্র, বঃ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ১৮৯১)

একবার খাজনা বৃদ্ধির পর সঙ্গত সময় মধ্যে আর খাজনা বৃদ্ধি হওয়া উচিত নহে। এই জন্যই চুক্তি মূলে একবার খাজনা বৃদ্ধি হইলে বা মোকদ্দমা দ্বারা একবার খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রি হইলে ১৫বৎসর মধ্যে আর ঐরূপ বৃদ্ধির দাবী চলে না। ফসল খাজনা ৪০ ধারা মতে নগদ খাজনার পরিবর্ত্তন হইলে ও ১৫বৎসর মধ্যে আর খাজনা বৃদ্ধির দাবী চলে না। খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিয়া বৃদ্ধির ডিক্রী পাইলে যেমন ১৫ বৎসর মধ্যে আর বৃদ্ধির মোকদ্দমা চলে না সেইরূপ খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিয়া তাহার বিচার হইয়া মোকদ্দমা ডিসমিস হইলেও আর ১৫ বৎসর মধ্যে এইরূপ মোকদ্দমা চলে না; কিন্তু ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের হুঃ ২৩ নিঃ ১ অনুসারে নূতন নালিশের অনুমতি সহ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে ১৫ বৎসরের মধ্যে পুনরায় বৃদ্ধির নালিশ চলে। বৃদ্ধি খাজনায় ডিক্রী করিয়া সাবেক হারে খাজনা লইলেও ডিক্রী প্রাপ্ত বৃদ্ধির দাবী ত্যাগ করা হয় না (লডার বঃ বিনোদলাল ঘোষ ৬ উঃ

রিঃ ৩৭) যে চুক্তি মূলে খাজনা বৃদ্ধির পর ১৫ বৎসর মধ্যে আর খাজনা বৃদ্ধি চলে না উক্ত চুক্তি আইন সঙ্গত চুক্তি হওয়া আবশুক। একবার খাজনা বৃদ্ধি হইলে পর ১৫বৎসর মধ্যে ঠিকাদারের সহিত চুক্তি মূলে পুনরায় খাজনা বৃদ্ধি হইলে ঠিকাদারের সহিত কৃত চুক্তির পর ১৫ বৎসর মধ্যে জমিদার খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করিতে পারেন (ভূদন মাহাতুন বঃ ওয়াজহুন্নেসা ৪৪ই ২৯২ পাটনা) প্রচলিত নিরিখ কম থাকিলে বা প্রধান খাগু শস্তের মূল্য বৃদ্ধি হইলে ভূম্যধিকারী তজ্জন্ত চুক্তিমূলে বা মোকদ্দমা দ্বারা একবার বৃদ্ধি পাইলে ১৫ বৎসরের মধ্যে আর বৃদ্ধি পাইবেন না। উপরোক্ত ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে; কিন্তু ভূম্যধিকারীরকৃত উন্নতি সাধন জন্ত বা নদীর পতি পরিবর্ত্তন জন্ত ভূম্যধিকারী একবায বৃদ্ধি পাইলে ১৫ বৎসরের মধ্যে আর বৃদ্ধি পাইবেন না এরূপ কোন বিধান নাই।

খাজনা কমাইবার বিধান।

৩৮। যে দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত নগদ টাকায় খাজনা দিয়া থাকেন তিনি নিম্নলিখিত কারণে আপনার খাজনা কমাইবার জন্ত মোকদ্দমা করিতে পারেন এবং জোতের জমীর পরিমাণ কম হইলে খাজনা কম পাইবার যে বিধান পরে করা গিয়াছে তাহা ব্যতীত অন্ত কারণে করিতে পারেন না (যথা) :—

(ক) জোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমিয়া অথবা আকস্মিক বা ক্রমিক অন্ত কোন বিশেষ কারণে স্থায়ীভাবে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) বর্ত্তমান খাজনা প্রচলিত থাকা কালে স্থানীয়

প্রধান খাদ্য শস্যের গড়দর কমিয়া গিয়াছে এবং ঐরূপ কম দর কোন অস্থায়ী কারণে হয় নাই।

(২) এই ধারা মতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত যাহা ন্যায্য ও সঙ্গত বোধ করেন সেই পরিমাণ খাজনা কমাইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

টীকা।

যে প্রজা নগদ টাকায় খাজনা দেয় তাহার সম্বন্ধেই উপরোক্ত ধারা খাটিবে, যে ব্যক্তি ফসল দ্বারা খাজনা দেয় তাহার সম্বন্ধে খাটিবে না। বর্ত্তমান আইন প্রচলিত হইবার পর রায়ত উপরোক্ত ধারায় উল্লিখিত কারণে খাজনা কম করিয়া লইতে পারিবে না এইরূপ চুক্তি চলে না; ঐরূপ চুক্তি হইলেও তাহা বে-আইনী (১৭৮ ধারা)

প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা নিরিখ কম থাকিলে, প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে নদীর গতিতে জমীর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি পাইলে এবং ভূম্যধিকারী দ্বারায় জমীর উন্নতি সাধন হইলে ভূম্যধিকারী প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু প্রজা ঐ সমুদয় কারণেই খাজনা কম পাইতে পারে না: কেবলমাত্র জমীর উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে এবং প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য হ্রাস হইলে প্রজা খাজনা কম পাইতে পারে; কিন্তু উক্ত উর্ব্বরা শক্তি স্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়া যাই; অস্থায়ীভাবে উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হইলে যেমন জমীর খাজনা বৃদ্ধি হয় না সেইরূপ অস্থায়ীভাবে উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইলে খাজনাও কমে না। মূল্যও স্থায়ীভাবে হ্রাস হওয়া চাই, অস্থায়ী-ভাবে মূল্য বৃদ্ধি হইলে যেমন তজ্জন্য খাজনা বৃদ্ধি হয় না সেইরূপ

অস্থায়ীভাবে মূল্য কমিলে খাজনাও কমে না। রায়তের নিজ দোষে জমীর উর্ব্বরা শক্তি কমিলে তজ্জন্য রায়তের খাজনা কম পাইবার কোন অধিকার নাই। প্রচলিত নিরিখ অপেক্ষা কোন রায়তের নিরিখ বেশী থাকিলে তজ্জন্যও রায়তের খাজনা কমি পাইবার মোকদ্দমা করিবার অধিকার নাই বোধন মণ্ডল বঃ শিব কুমারী বর্ম্মণী ২১ উঃ বিঃ ৪০৫); ভূম্যধিকারী পক্ষ প্রতারণার কার্য্য করিয়াছে বলিয়াও খাজনা কম পাইবার মোকদ্দমা করিবার রায়তের অধিকার নাই ; কিন্তু ঐরূপ কার্য্যের জন্য রায়ত চুক্তি রদ করিবার মোকদ্দমা করিতে পারিবেন আলি বঃ আমল অহল্যা ৮ উঃ বিঃ ৫০৪)

রায়তের বিনা দোষে জমীর উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইলেই রায়ত খাজনা কমি পাইতে অধিকারী ; হঠাৎ কোন কারণে উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইলেও যেরূপ কমি পাইবেন ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইলেও সেইরূপ সেইরূপ কমি পাইবেন। উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইলে অর্থ ব্যয়ে ও পরিশ্রম দ্বারা তাহার প্রতিকার করা গেলেও তাহা স্থায়ী ভাবেই নষ্ট হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে (গৌরী পাটরা রিমি ২০ কঃ ৫৭৯)।

খাজনা কম পাইতে হইলে প্রজাকে তজ্জন্য পৃথক মোকদ্দমা করিতে হইবে ; বাকী খাজনায় মোকদ্দমায় জবাব দাখিল করিয়া খাজনা কম পাইবার দাবী চলিবে না।

দরের তালিকা।

৩৯। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন সেই সেই স্থানে যে সকল প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক

জেলার কালেক্টর সাহেব প্রতি মাসে বা তদপেক্ষা অল্পতর সময় অন্তে ঐ সকল খাদ্য শস্যের বাজার দরের সাময়িক তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা মঞ্জুর বা সংশোধন জন্য রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে কোন অতীতকাল সম্বন্ধে দরের তালিকা প্রস্তুত করাণ উপযুক্ত বোধ করেন তৎসম্বন্ধে আদেশ করিলে কালেক্টর সাহেব যে কোন স্থানের ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ যে তালিকা প্রস্তুত হইবে তাহা মঞ্জুর বা সংশোধন জন্য রেভেনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) এই ধারা মতে কালেক্টর সাহেব রেভিনিউ বোর্ডে দরের তালিকা পাঠাইবার এক মাস পূর্ব্বে যে স্থান সম্বন্ধে ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত হয় তথায় তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রচার করিবেন এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা যদি উক্ত এক মাস মধ্যে উক্ত তালিকায় বিরুদ্ধে কোন লিখিত আপত্তি দাখিল করে তাহা হইলে তিনি তাহা ও দরের তালিকার সহিত রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৪) দরের তালিকা রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক মঞ্জুর বা সংশোধন হইবার পর তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে; এবং ঐ তালিকা প্রকাশ হইবার পর যদি তাহাতে কোন স্পষ্ট ভুল দেখা যায় তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি লইয়া কালেক্টর সাহেব তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারা মতে প্রস্তুত সাময়িক দরের তালিকা হইতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসরে প্রচলিত গড় দরের তালিকা সঙ্কলন

করাইবেন, এবং তাহা প্রত্যেক বৎসর সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

(৬) বর্ত্তমান অধ্যায়ের বিধান অনুসারে মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি জন্ম খাজনার হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইবার মোকদ্দমায় আদালত এই ধারা মতে প্রকাশিত দরের তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিবেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আইন প্রচলিত হইবার পরবর্ত্তী কোন বৎসরের জন্য প্রস্তুত দরের তালিকায় যে দর দেখান হইয়াছে তাহা ঠিক বলিয়া অনুমান করিবেন এবং ঐরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৎসরের দরের তালিকায় যে দর দেখান হইয়াছে তাহাও ঠিক বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(৭) কোন স্থানে কি কি শস্য প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহার জন্যও এই ধারা মতে যে সকল কর্ম্মচারী দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনারল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিয়ম প্রণয়ণ করিবেন।

টিকা।

এই ধারা মতে মাসে মাসে বা তদপেক্ষা কম সময় যথা ১৫ দিন পর পর গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দরের তালিকা কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইবে এবং রেভিনেউ বোর্ডের দ্বারা মঞ্জুর হওয়ার পর তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

উক্ত দরের তালিকা হইতে গড় দর নির্ণয় করিয়া বৎসরান্তে তাহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইবে ও সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধির মোকদ্দমায় উক্ত দরের তালিকা দৃষ্টে বিচার নিষ্পত্তি হইবে; দরের তালিকা দৃষ্টে বিচার না করিলে ঐ বিচার ভুল হইবে (নবীন বঃ কুলচন্দ্র ৩৭ ক ৭৪২) পক্ষগণ দরের তালিকায় যাহা লিখিত থাকে তাহাতে সর্ব্বদাই নির্ভুল বলিয়া ধরিতে হইবে এরূপ নহে; যদি কেহ তাহাতে ভুল থাকা প্রমাণ করিতে পারেন তবে তাহা ভ্রমাত্মক ধরা হইবে। কিন্তু যদি ঐরূপ প্রমাণ না হয়, তবে তাহা নির্ভুল ধরিয়াই কার্য্য করা হইবে।

প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি জন্য খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় দরের তালিকা দৃষ্টেই মোকদ্দমা ডিক্রী বা ডিসমিস হয়, সুতরাং ইহা ভূম্যধিকারী ও প্রজার অবশ্য দ্রষ্টব্য বিষয়। সুতরাং দরের তালিকা প্রস্তুতকালে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উভয় পক্ষেরই বিশেষ কর্ত্তব্য, নতুবা ভবিষ্যতে তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই কাহারও না কাহারও ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষই এ সম্বন্ধে আদৌ কোন লক্ষ্য রাখেন না বা গ্রাহ্য করেন না। এই আইন পাশ হইবার পর হইতে বরাবরই ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভূাধিকারী বা প্রজা কোন পক্ষ হইতেই কোন আপত্তি পড়ে নাই।

এই ধারার উদ্দেশ্য সাধন জন্য একটী মহকুমা ধরিয়া দরের তালিকা প্রস্তুত করা হয়, প্রায়ই ডেপুটী কালেক্টর দ্বারা ঐ কার্য্য করান হয়, তাঁহার অভাবে কাননগো বা সবরেজেষ্ট্রার দ্বারাও ঐ তালিকা প্রস্তুত হয় এবং তাহা ১ মাসের জন্য হাটে,

কালেক্টরী আফিসে বা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে, থানায় ও মুন্সেফী কাছারীতে টাঙ্গাইয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করা হয় এবং তৎপর রেভিনিউ বোর্ডে মঞ্জুরী জন্য পাঠান হয়। এদেশে চাউল প্রধান খাদ্য শস্য বলিয়া এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়া আছে।

শস্যদ্বারা দেয় খাজনা নগদে পরিবর্ত্তন করণ।

শস্য দ্বারা দেয় খাজনা নগদে পরিবর্ত্তন করন।

৪০। (১) কোন দখলি স্বত্ব লিশিষ্ট রায়ত তাহার জোতের খাজনা শস্যের দ্বারায় কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্যের দ্বারায় কিম্বা শস্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিরিখে কিম্বা কিয়ৎ পরিমাণে ঐরূপ কোন একভাবে এবং কিয়ৎপরিমাণ নগদ টাকায় দিতে থাকিলে উক্ত রায়ৎ বা তাহার ভূম্যধিকারী উক্ত খাজনা নগদে পরিবর্ত্তেত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত দরখাস্ত কালেক্টর সাহেব বা মহকুমা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট বা এই আইনের দশম অধ্যায় অনুসারে জরীপ বা স্বত্বলিপি প্রস্তুত জন্য যে রাজস্ব কর্ম্মচারী সেটেলমেণ্ট অফিসার বা সহকারী সেটেলমেণ্ট অফিসার নামে নিযুক্ত হন তাঁহার নিকট বা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের দ্বারা এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট করা যাইতে পারিবে।

(৩) উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্ত হইবার পর উক্ত কর্ম্মচারী নগদ কত টাকা খাজনা বাবদ দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন এবং এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে, রায়ত শস্য দ্বারা বা

উপরোক্ত অন্য কোন প্রকারে তাহার খাজনা না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐরূপ নির্ণীত নগদ টাকায় খাজনা দিবেন।

(৪) নগদ খাজনা নির্ণয় করিবার কালে উক্ত কর্ম্মচারী নিম্ন-লিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(ক) সমতুল্য সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর জন্য নিকটবর্ত্তী দখলি স্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তেরা গড়ে যে টাকা খাজনা দিয়া থাকেন;

(খ) পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে অথবা তদপেক্ষা যে অল্পকালের সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সময় মধ্যে ভূম্যধিকারী কার্য্যতঃ যে খাজনা পাইয়াছেন তাহার গড়মূল্যের পরিমাণ;

(গ) শস্য দ্বারা খাজনা দিবার সময়ে ভূম্যধিকারীকে জলসেচন সম্বন্ধে কত খরচা দিতে হইত এবং খাজনা নগদে পরিবর্ত্তিত করায় ঐ খরচ সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত করা হয়;

রায়তের জোতের জমি সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর দ্বারায় বা রায়তের দ্বারায় যে উন্নতিসাধন হয় তাহা এবং ভূম্যধিকারীর দ্বারা ভূমির উন্নতিসাধন জন্য খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ৩৩ ধারায় নির্দ্দিষ্ট বিধান ;

(৫) উপরোক্ত আদেশ লিখিত হুকুম দ্বারা দিতে হইবে এবং যে যে কারণে ঐরূপ হুকুম হয় তাহা এবং যে সময় হইতে উক্ত হুকুম কার্য্যকরী হইবে তাহা উহাতে উল্লিখিত থাকিবে, এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের আদেশের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যেরূপভাবে আপীল হয় উপরোক্ত হুকুমের বিরুদ্ধেও সেইরূপভাবে আপীল হইতে পারিবে ;

(৬) যদি উপরোক্ত দরখাস্তে কোন আপত্তি পড়ে তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারী সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা মঞ্জুর করা

কর্ত্তব্য কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহা মঞ্জুর বা অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে অগ্রাহ্য করিবার কারণ উল্লেখ করিবেন।

টীকা।

এই ধারার ১ দফায় কাহারা দরখাস্ত করিতে পারে ও ২ দফায় কাহার নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে ও ৪ দফায় খাজনা বাবদ কত টাকা নগদ দিতে হইবে ও তাহা কি নিয়মে স্থির হইবে ও ৫ দফায় কি প্রকারে ও কিরূপ হুকুম হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্দেশে নগদ টাকায় খাজনা দিবার প্রথাই প্রচলিত, কিন্তু গয়া, সাহাবাদ এবং পাটনা অঞ্চলে শস্যের দ্বারা বা শস্যের অংশ দ্বারা খাজনা দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ সকল স্থানে জমীতে জল সেচন জন্য প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সমবেত চেষ্টার আবশ্যক হয়, ভূম্যধিকারীর সহিত জমীর ফসলের সম্পর্ক না থাকিলে ফসল উৎপাদন জন্য জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার চেষ্টা হইবে না; এই জন্য ঐ ধকল স্থানে ফসলের দ্বারা খাজনা দিবাব প্রথা আছে। শস্যের দ্বারা দেয় খাজনাকে ভাওয়ালী খাজনা বলে।

এই আইন প্রচলিত হইবার পর ভূম্যধিকারী বা প্রজার শস্যের দ্বারা দেয় খাজনা নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তিত করিবার দরখাস্তের অধিকার চুক্তি দ্বারা নষ্ট করা যাইতে পারিবে না (১৭৮ ধারা): কিন্তু যদি মূল্যে শস্য দ্বারা খাজনা দিবার চুক্তি থাকে তাহা হইলে ভূম্যধিকারী কয়েক বৎসর নগদ টাকায় খাজনা আদায় করিলেও তাঁহার মূল চুক্তিমত শস্যের দ্বারা খাজনা আদায় করিবার অধিকার নষ্ট হইবে না (সহবত আলী বঃ আবদুল আলী ৩ক উঃ ১৫১)

কেবলমাত্র দখলীসত্ব বিশিষ্ট প্রজারই এই ধারা মতে দরখাস্ত করিবার অধিকার আছে।

যে সময় হইতে নগদ টাকায় খাজনা দিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ঐরূপ নির্দ্দেশ না থাকিলে এতৎসম্বন্ধিয়া হুকুম কার্য্যকরী হইবে না; ঐরূপ স্থানে পক্ষগণকে চেষ্টা করিয়া সময় নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে (চৌধুরী রঘুনাথ বঃ ধারা ১৮কঃ ৪৬৯)

রেভিনিউ বোর্ডের এইরূপ আদেশ আছে যে, এই ধারা মতে দরখাস্ত করিলে যদি প্রতিপক্ষ শস্যের দ্বারা খাজনা দেওয়া হয় না বলিয়া আপত্তি করে তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে শস্যের দ্বারা বা নগদ টাকায় কি প্রকারে খাজনা দেওয়া হয় তাহার সম্বন্ধে তদন্তকারী কর্ম্মচারী মিমাংসা করিবেন এবং যদি শস্যের দ্বারাই খাজনা দেওয়া সাব্যস্ত করেন তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত খাজনা নগদে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেই হইবে; অনেক সময় রাজস্ব কর্ম্মচারীর মীমাংসা করিবার অধিকার কৌশলে নষ্ট করিবার জন্য উক্ত প্রকার মিথ্যা আপত্তি দেওয়া হয়; ঐরূপ চতুরতা বিফল করিবার জন্যই বোর্ড উক্তরূপ নিয়ম করিয়াছেন; কিন্তু খাজনা শস্যের দ্বারা বা নগদ টাকায় দেওয়া হয় কিনা এ সম্বন্ধে প্রকৃত বিবাদ থাকিলে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ৪০ ধারা মতে কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

এই ধারা মতে রাজস্ব আদালতের হুকুমের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা চলে না (লালা সালগ্রাম বঃ মহান্ত রামার্গির ৩ কঃ উঃ ৩১১) কিন্তু দেওয়ানী আদালতের প্রজার স্বত্ব ও শ্রেণীর সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার আছে (যদুনাথ বঃ প্রাণকৃষ্ণ ২৭ক বঃ ৫৬৯) একজন বর্গাদার সেটেলমেণ্টে স্থিতিবান প্রজা বলিয়া

লিখিত হইয়াছিল এবং চূড়ান্ত প্রচারের পর এই ধারা মতে তাহার দেয়। ফসল নগদ টাকায় পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল; উক্ত প্রজার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে ফসলের মোকদ্দমা করিলে উক্ত মোকদ্দমা চলিতে পারে এইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে (সেখ পোখন বঃ রজনীকমল ২৩ কঃ উঃ ৬১১) এস্থলে বর্গাদার কে অন্যায় মতে প্রজা গণ্য করায় দেওয়ানী আদালতের অধিকার নষ্ট হয় নাই; কারণ দেওয়ানী আদালতের স্বত্ব ও শ্রেণী সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার আছে। পূর্ব্ব মোকদ্দমায় খাজনা নগদ বা শস্যের দ্বারা দেওয়া হয় এ সম্বন্ধে বিচার করিয়া মীমাংসা হইলেও পরবর্ত্তী মোকদ্দমার পুনরায় তাহার বিচার হইতে পারিবে; দোবরা দোষ ঘটিবে না (কালি রায় বঃ প্রতাপনারারণ ৫ কঃ লঃ ৯২)

কবুলতিতে অনেক সময় প্রজা জমীর অধিকারীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য এবং তাহা না দিলে তাহার মূল্য বাবদ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার চুক্তি করে; ঐ সকল স্থানে প্রত্যেক কবুলতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া খাজনা প্রকৃত পক্ষে শস্যের দ্বার দেয় কি নগদ টাকার দেয় তাহা স্থির করিতে হয়। কোন কবুলতিতে ১২৮ আড়িধান্য কিম্বা তন্মূল্য বাবদ ৩২৲ টাকা দিবার চুক্তি ছিল এস্থলে খাজনা শস্যের দ্বারা দেয়, থাকা সাব্যস্ত হইয়াছে (আকবর আলী বঃ দুর্গা কৃপাসেন ১২ কঃ লঃ ৫৮৯) কোন কবুলিতে ৩৫৲ টাকা নগদ বা তৎপরিবর্ত্তে ৪ মাস ৫ শলি ধান্য দিবার চুক্তি ছিল এস্থলে খাজনা নগদ টাকায় দ্বারা দেয় থাকা সাব্যস্ত হইয়াছে (বিপ্রচরণ বঃ সুচাঁদ রায় ১২ কঃ লঃ ৫৯৫)

শস্যের দ্বারা দেয় খাজনা নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তিত হইলে কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে পুনরায় শস্যের দ্বারা

খাজনা দিতে বা লইতে পারে না ; কিন্তু শস্যের পরিবর্ত্তে সময়ে সময়ে অস্থায়ী ভাবে নগদ খাজনা লইলে পুনরায় শস্যের দ্বারা খাজনা পাইবার দাবী করিতে পারা যায় (দর্শন সিংহ বঃ কসিহান ৬ কঃ লঃ ৩৬৯)

শস্যের দ্বারা দেয় খাজনা নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তিত হইলে তাহা ২৯ বা ৪৩ ধারা মতে বৃদ্ধি খাজনা গণ্য হইবে না (গোবিন্দ মাদব বঃ বানারসী প্রসাদ ১৮ কঃ লঃ ৭৪) কিন্তু নগদ খাজনার উপর শস্য যোগ করিয়া খাজনা ধার্য্য হইলে ২৯ ধারা খাটিবে (কিশোরীমোহন বঃ সেথ উজির ৩৭ কঃ ৬১০)

শস্যের দ্বারা দেয় খাজনা নগদে পরিবর্ত্তিত করিবার সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে তাহা (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) দফায় স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; ঐ সকল অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করিয়া হাকিম নগদ খাজনার পরিমাণ স্থির করিবেন।

সেটেলমেণ্ট হইবার পূর্ব্বে লোকে এই ধারা মতে কার্য্য করিত না। এক্ষণে দেশে সেটেলমেণ্ট আসায় সকলে ইহা ভালরূপে জানিয়াও এবং এই ধারা মত দরখাস্ত হইতেছে ; সল খাজনা নগদে পরিবর্ত্তিত করিবার সময় কোন কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে সেটেলমেণ্ট বিভাগ কর্ত্তৃক বিশেষ নিয়ম করিয়া দেওয়া 'আছে। যদি ফসল খাজনার উপর ভূম্যধিকারীর সংসার খরচা নির্ভর করে এবং যদি তিনি পিতৃ-মাতৃহীন নাবালক বা স্ত্রীলোক হয়েন এবং তজ্জন্য চাষ করিতে অপারগ হয়েন অথবা পতিত জমী ক্রমশঃ হাঁসিল করা হইতেছে এরূপ দেখা যায় অথবা যদি প্রজা ঐ জমী অন্য অধীন প্রজাকে ফসল খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন অথবা যদি দরখাস্তকারী প্রজার

উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর তাঁহার উপরিস্থ ভূম্যধিকারীকে ফসলে খাজনা দিবার নিয়ম থাকে তাহা হইলে ফসল খাজনা নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তিত হইবে না। (মৎ প্রণীত সরল সেটেলমেণ্ট সহচর ১৬১ পৃষ্ঠা দেখ)

৪০ ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে কাহারও নিকট আপীল করিতে হইবে তাহা নিম্নে বলা হইল।

প্রথম আদালতে	আপীল করিবার মিয়াদ	প্রথম আপীল আদালত	আপীল করিবার মিয়াদ	দ্বিতীয় আপীল আদালত
ডেপুটী কালেক্টর	১৫ দিন	কালেক্টর	৩০ দিন	কমিশনার
কালেক্টর	৩০ দিন	কমিশনার	„	দ্বিতীয় আপীল নাই
সহকারী সেটেলমেণ্ট অফিসার	১৫ দিন	সেটেলমেণ্ট অফিসা	৩০ দিন	কমিশনার
সেটেলমেণ্ট অফিসর	৩০ দিন	কমিশনার	৩০ দিন	দ্বিতীয় আপীল নাই

যদিও আপীল করিবার মিয়াদ ১৫ দিন ও ৩০ দিন নির্দ্দিষ্ট আছে তথাপি ক্ষেত্র বিশেষে ও বিশেষ সন্তোষজনক কারণ থাকিলে ঐরূপ সময় অন্তেও আপীল দাখিল হইতে পারে।

৪০ক। পরিবর্ত্তিত খাজনা যতদিন বলবৎ থাকিবে। (১) ৪০ ধারা মতে শস্যের দ্বারা দেয় খাজনা নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তিত হইবার পর ভূম্যধিকারীর দ্বারা জমীর উন্নতি সাধন বা জমীর পরিমাণ পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্য কারণে পনর বৎসর মধ্যে আর তাহা বৃদ্ধি করা যাইবে না, জমীর পরিমাণ পরিবর্ত্তন বা ৩৮ ধারায় (১) প্রকরণের (ক) দফার নির্দ্দিষ্ট বিধান ব্যতীত তাহা ১৫ বৎসর মধ্যে কম করাও যাইবে না।

(২) ৪০ ধারায় ৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে যে তারিখ হইতে পরিবর্ত্তিত খাজনা আমলে আসিবে সেই তারিখ হইতে উক্ত পনের বৎসর গণনা করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দখলি স্বত্ব শূন্য রায়ত

বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রয়োজন

৪১। যে রায়তের দখলি সত্ব নাই এবং যাঁহারা বর্ত্তমান আইনে দখলিস্বত্ব শূন্য রায়ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবে।

টীকা।

মেয়াদি বন্দোবস্ত সূত্রে অথবা বৎসর বৎসর নূতন বন্দোবস্ত সূত্রে মালিকের নিজ জমী চাষ আবাদ হইলে তথায় এই অধ্যায়ের বিধান আদৌ খাটিবে না (১১৬ ধারা) উটবন্দি জমি সম্বন্ধেও এই অধ্যায়ের বিধান ঘটিবে না (১৮০ ধারা) এই অধ্যায়ের বিধান দখলি স্বত্ব শূন্য রায়ত সম্বন্ধে খাটিলেও ঐরূপ রায়ত সম্বন্ধে সকল বিধান এই অধ্যায়ে নাই যথা:—৭৯ ধারায় দখলি স্বত্ব শূন্য রায়তের জোতের উন্নতি করিবার অধিকার থাকিবার বিধান আছে; ঐরূপ অন্যান্য ধারাতেও দখলি স্বত্ব শূন্য রায়ত সম্বন্ধে অন্যান্য বিধান আছে।

দখলি স্বত্ব শূন্য রায়তের স্বত্ব সাধারণতঃ উত্তরাধিকারী ক্রমে ভোগ দখলের যোগ্য (মেদিনীপুর জমিদারী কোং ধঃ হৃষিকেশ ঘোষ ১৮ কঃ উঃ ৮২৮) দেশাচার থাকিলে ঐরূপ স্বত্ব হস্তান্তর ও উইল করাও যায় (১৮৩ ধারা) ঐরূপ অধিকার চুক্তি দ্বারা নষ্ট ও করা যায় না (১৭৮ ধারা) দখলি স্বত্ব শূন্য প্রজাও নিজ অধীনে প্রজা পতন করিতে পারে (৮৫ ধারা) এবং তাহার ঐরূপ অধি-

কার চুক্তি দ্বারা নষ্ট করা যায় না (১৭৮ ধারা) ঐরূপ প্রজার জমীতে কোন স্থান পয়স্থী হইয়া সংলগ্ন হইলে তাহাতে উক্ত প্রজার অধিকার জন্মিবে (আহাম্মদ বঃ তোহী ১৩ কঃ উঃ ২৬৭) কোন ব্যক্তি সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে অন্যায় মতে বেদখল রাখিয়া উক্ত সম্পত্তিতে স্বয়ং দখলীকার থাকিলে যে প্রজা উক্ত দখলীকারের নিকট জমী বন্দোবস্ত লয়েন তিনি যদি উক্ত দখলীকারের কারের প্রজা পত্তন করিবার অধিকার আছে বলিয়া সরল ভাবে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট বন্দোবস্ত লয়েন তাহা হইলে প্রকৃত মালিক তাহাকে উক্ত জমী হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না; কারণ ঐরূপ প্রজা দখলিস্বত্ব শূন্য প্রজা হইবে (বিনোদ বঃ কালু প্রামাণিক ২০ কঃ ৭০৮) কিন্তু প্রজাও যদি যোগ সাজসে ও প্রতারনায় লিপ্ত থাকে তাহা হইলে দখলি স্বত্ব শূন্য রায়তের অধিকার জন্মিবে না (উপেন্দ্রনাথ বঃ কবুতর খাঁ ১৩ কঃ উঃ ১৯২ পৃঃ)

জমীর পরিমাণ কম না হইলে অন্য কারণে দখলি স্বত্ব শূন্য প্রজা খাজনা কমাইবার দরখাস্ত করিতে পারে না (৫৫ ধারা) কিন্তু (গৌরাপাতরা বঃ রিলি ২০ কঃ ৫৭৯) মোকদ্দমার এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে যে শ্রেণীর রায়তই হউক না কেন খাজনা নির্দ্ধারণ কালে ৩৮ ধারায় বিধানের মর্ম্মের প্রতি সর্ব্বত্রই লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা উচিত; সেটেলমেণ্টে মাননীয় হাইকোর্টের এই নজির ধরিয়াই খাজনা নির্দ্ধারণ করা হয়। দখলিস্বত্ব শূন্য রায়ত ও নিজ অধীনে প্রজা বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কিন্তু ঐরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবে না এইরূপ চুক্তি থাকিলে পারেন না।

৪২। যে সময় কোন দখলি স্বত্ব শূন্য রায়তকে জমীর দখল ছাড়িয়া দেওয়া হয় ঐ সময় তাহার ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজনা দিবার চুক্তি জন্য তাহাকে ঐরূপ খাজনা দিতে হইবে।

দখলি স্বত্ব শূন্য রায়তের প্রাথমিক খাজনা।

টীকা।

প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যেরূপ চুক্তি হয় দখলি স্বত্ব শূন্য রায়তকে সেইরূপ চুক্তি অনুযায়ী খাজনা দিতে হইবে। যদি কবুলতিতে এইরূপ স্বত্ব থাকে যে প্রথম ৫ বৎসর ৩৲ টাকা হিসাবে ও তৎপর ৫৲ টাকা হিসাবে খাজনা দিতে হইবে তাহা হইলে প্রজাকে ঐরূপ চুক্তি অনুযায়ী বাধ্য হইতে হইবে (গণপত বঃ যশোধর ১৭ কঃ লঃ ৫৯০) দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত হইলে ঐরূপ চুক্তি চলিত না কারণ ২৯ (খ) ধারা অনুযায়ী টাকা প্রতি ৵০ আনায় অতিরিক্ত বৃদ্ধির যুক্তি বে-আইনী।

মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও দখলি স্বত্ব শূন্য প্রজা জমী ভোগ দখল করিতে থাকিলে ঐ ব্যক্তি মিয়াদ কাল মধ্যে যে খাজনায় ও যে সর্ত্তে জমী ভোগ দখল করিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও সেই খাজনায় ও সেই সর্ত্তে জমী ভোগ দখল করিতেছে ধরা হইবে।

ঐ প্রকার রায়তের কোন খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইয়া না থাকিলে ভূম্যধিকারী কেবলমাত্র ন্যায্য ও সঙ্গত খাজনা পাইবেন।

৪৩। রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল ব্যতিত অথবা ৪৬ ধারা মতে কৃত চুক্তি ব্যতীত অন্য প্রকারে কোন দখলি স্বত্ব শূন্য রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

খাজনা বৃদ্ধির নিয়ম

কিন্তু যে সময়ের খাজনার দাবী করা হয় তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যূন তিন বৎসর কাল প্রকৃত পক্ষে যে হারে খাজনা আদায় হইয়াছে ঐ হারে খাজনা আদায় করিতে ভূম্যধিকারীর কোন বাধা হইবে না।

চর জমী সম্বন্ধে এই ধারার টীকা বিধান খাটিবে না (জোহন্দর বক্স বঃ রামলাল ৩৭ কঃ ৪৪৯) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে যেরূপ নানা প্রকার বাধা আছে (২৯ ধারা) দখলি স্বত্ব শূন্য রায়ত সম্বন্ধে ঐরূপ কোন বাধা নাই; দখলিস্বত্ব শূন্য রায়তের খাজনা টাকা প্রতি ৵০ আনার অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি হইলেও বে-আইনী হয় না; ১৫ বৎসরের কম সময় মধ্যে দুইবার বৃদ্ধি হইলেও বে-আইনী হয় না; কিন্তু তথাপি দখলি স্বত্ব শূন্য রায়তের খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় চুক্তি রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা বা ৪৬ ধারায় বিধান মতে হইতে হইবে; অন্য প্রকারে হইতে পারিবে না। দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজনা ক্রমাগত ৩ বৎসর কাল যে হারে আদায় হইয়াছে সেই হারে আদায় করা যায়; কিন্তু যে হারে ৩ বৎসর কাল আদায় করা হয় তাহা যদি টাকা প্রতি ৵০ আনার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হারে আদায় করা হয় তাহা হইলে ৩ বৎসর বা ৩০ বৎসর আদায় দ্বারাও তাহা আইন সঙ্গত হইবে না এবং প্রজা তাহা দিতে বাধ্য হইবে না; কিন্তু দখলি স্বত্বশূন্য রায়ত সম্বন্ধে কোন বাধা নাই; তিন বৎসর কাল যে হারে আদায় হইয়াছে

তাহা টাকা প্রতি ৵০ আনার অতিরিক্ত হারে আদায় হইলেও তাহা বেআইনী হইবে না এবং প্রজা তাহা দিতে বাধ্য হইবে।

৪৪। বর্ত্তমান আইনের বিধানের অধীনে দখলিস্বত্ব শূন্য রায়ত নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে উচ্ছেদযোগ্য হইবে এবং অন্যরূপে হইবে না;—(যথা)—

যে যে কারণে দখলিস্বত্ব শূন্য প্রজা উচ্ছেদযোগ্য হইবে।

(ক) তিনি বাকী খাজনা দেন নাই এই হেতুতে;

(খ) তিনি জমী এরূপভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে তাহা প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যের অযোগ্য হইয়াছে কিম্বা তিনি এই আইন সঙ্গত এরূপ কোন বিধান ভঙ্গ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে কৃত চুক্তি ভঙ্গ জন্য তিনি উচ্ছেদ-যোগ্য হইয়াছেন এই হেতুতে;

(ঘ) ৪৭ ধারা মতে স্থিরীকৃত ন্যায্য ও সঙ্গত খাজনা দিতে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন অথবা যে কাল পর্য্যন্ত তিনি ঐরূপ খাজনা দিয়া জমী ভোগ করিতে স্বত্ববান সেই কাল অতীত হইয়াছে এই হেতুতে।

টীকা—

বাকী খাজনা না দেওয়া হেতু দখলিস্বত্বশূন্য রায়তকে জমী হইতে উচ্ছেদ করিতে পারা যাইলেও আদালতে ডিক্রী না করিয়া ঐরূপ উচ্ছেদ করা যায় না (৮৯ ধারা) ঐরূপ ডিক্রির পার ১৫ দিন মধ্যে বাকী খাজনায় টাকা ও আদালত ব্যয় দিলে উক্ত রায়ত আর উচ্ছেদ হইবে না (৬৬ ধারা)

প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যের অযোগ্য করা অর্থে রায়ত যে কারণে জমী বন্দোবস্ত লইয়াছে তাহার অন্যথা করা বুঝাইবে; মুলে চাষ বা বাগান করিতে জমী লইয়া তাহাতে ইটখোলা করিলে বা ইমারত প্রস্তত করিলে বা দোকান ঘর করিলে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যের অযোগ্য করা হয়। এই কারণে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে হইলে পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে (১৫৫ ধারা) নোটীশ পাইয়া প্রজা তাহার কৃতকার্য্যের প্রতিকার না করিলে আদালতে নালিশ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে। উচ্ছেদের ডিক্রির পরও প্রজা ক্ষতিপূরণ দিলে আর তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

যাহাদের রেজেষ্ট্রীকৃত কবুলতি দেওয়া থাকে তাহাদের উক্ত কবুলতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই উচ্ছেদ করা যায়; কিন্তু যাহাদের ঐরূপ কোন কবুলতি নাই বা রেজেষ্ট্রী কবুলতির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর ও যাহারা ৬ মাস কাল জমি ভোগ দখল করিতে পারে তাহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা আছে; তাহারা যতদিন খাজনা দেয়, জমীর অপব্যবহার করে না বা চুক্তি ভঙ্গ করে না বা আদালত যাহা ন্যাষ্য ও সঙ্গত বোধ করেন সেই খাজনা দেয় ততদিন তাহাদের উচ্ছেদ করা যায় না।

৪৬ ধারা মতে প্রজা ন্যাষ্য ও সঙ্গত খাজনা দিতে অস্বীকার করিলে উচ্ছেদ হইবে, কিন্তু তাহা দিতে স্বীকার হইলে ৫ বৎসরকাল ঐ হারে খাজনা দিয়া জমী ভোগ করিতে পাইবে, কিন্তু ৫ বৎসর-কাল মধ্যে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না, উক্ত ৫ বৎসর মধ্যে যদি দখলিস্বত্ব লাভ করে তাহা হইলে ৫ বৎসর পরেও উচ্ছেদ করা যাইবে না।

দখলিস্বত্বশূন্য রায়ত যতদিন জোতস্বত্ব থাকা অস্বীকার ও খাজনা দেওয়া বন্ধ না করে ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত রায়ত জমী হস্তান্তর করিলেও তাহাকে উচ্ছেদ করা যায় না (কাবিল সর্দ্দার বঃ চন্দ্রনাথ

নাগ চৌধুরী ২০ কঃ ৫৯০) রাজা প্রজা সম্বন্ধ অস্বীকার করিলেও উক্ত প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। ইজারাদার কর্তৃক স্থাপিত প্রজাকে ইজারাদারের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও উচ্ছেদ করা যায় না; উক্ত প্রজা ও দখলিস্বত্ব শূন্য প্রজা এই ধারার লিখিত হেতুবাদ ব্যতীত অন্য কারণ উক্ত প্রজা উচ্ছেদযোগ্য নহে (অটলচন্দ্র বঃ লক্ষ্মীনারায়ণ ১০ কঃ লঃ ৫৫); যে প্রজা ১০ বৎসরকাল জমী ভোগ করিতেছে উক্ত ব্যক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর ভোগ দখল করিয়া থাকিলেও অনধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে না; তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইলেও নোটীশ দেওয়া বা অন্যরূপে রাজা প্রজা স্বত্ব ধ্বংস হওয়া আবশ্যক (ডালগিস বঃ দামোদর নারায়ণ ৮ কঃ লঃ ৫৩৩)

জমীর অপব্যবহার জন্য ২ বৎসর চুক্তি ভঙ্গ জন্য ১ বৎসর মধ্যে ভূম্যধিকারীকে মোকদ্দমা করিতে হইবে; নতুবা তামাদি হইবে।

৪৫। রদ হইয়াছে।

৪৬। (১) ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধি দিবার চুক্তিপত্র রায়তকে অর্পণ না করিয়া এবং উক্ত রায়ত মোকদ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্বে তিন মাস মধ্যে উক্ত চুক্তি পত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে খাজনা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করা হেতুবাদ কোন দখলি স্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মোকর্দ্দমা রুজু করা যাইবে না।

খাজনা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করা হেতু উচ্ছেদের নিয়ম।

(২) কোনও ভূম্যধিকারী বর্ত্তমান ধারা মতে কোন রায়তকে চুক্তিপত্র অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কর্ম্মচারীকে এতদার্থ নিযুক্ত করেন তাঁহারই আফিসে

উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত তাহা দাখিল করিতে পারিবেন উক্ত আদালত বা কর্ম্মচারী অবিলম্বে তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রায়তের উপর জারী করাইবেন এবং তাহা ঐরূপ জারী হইলে বর্ত্তমান ধারায় উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাহা অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৩) ২ প্রকরণ মতে যে রায়তের উপর চুক্তি পত্র জারী করা হয় তিনি যদি তাহা সম্পাদন করিয়া দেন এবং জারীর তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে তাহা যে আফিস হইতে বাহির হয় তথায় দাখিল করেন তাহা হইলে উহা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের আরম্ভ হইতে বলবৎ হইবে।

(৪) ৩ প্রকরণ মতে রায়ত কর্ত্তৃক চুক্তিপত্র সম্পাদিত ও দাখিল হইলে যে আদালত বা আফিসে তাহা দাখিল হয় উক্ত আদালত বা অফিস অবিলম্বে তাহা সম্পাদিত ও দাখিল হওয়ার বিষয়ে ভূম্যধিকারীর উপর নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নোটীশ জারী করিবেন।

(৫) যদি উক্ত রায়ত ৩ প্রকরণ মতে উক্ত চুক্তিপত্র সম্পাদন ও দাখিল না করে তাহা হইলে বর্ত্তমান ধারার কার্য্যের জন্য তিনি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে।

(৬) এই ধারা মতে রায়তকে যে চুক্তিপত্র অর্পণ করা হয় রায়ত তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকর্দ্দমা রুজু করিলে উক্ত জোতের কি পরিমাণ খাজনা ন্যায্য ও সঙ্গত আদালত তাহা স্থির করিবেন।

(৭) যদি উক্ত রায়ত ঐরূপে স্থিরীকৃত খাজনা দিতে স্বীকার করে তাহা হইলে উক্তরূপ সম্মতির তারিখ হইতে ৫ বৎসরকাল

তিনি ঐ খাজনায় তাঁহার জোত দখল করিতে পাইবেন; কিন্তু উক্ত সময় মধ্যে যদি তিনি দখলি স্বত্ব লাভ করিতে না পারেন তাহা হইলে উক্ত সময় অন্তে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় লিখিত বিধান অনুসারে উচ্ছেদযোগ্য হইবেন।

(৮) যদি উক্ত রায়ত ঐরূপ স্থিরীকৃত খাজনা দিতে স্বীকার না করেন তাহা হইলে আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের ডিক্রি দিবেন।

(৯) কি পরিমাণ খাজনা ন্যায্য ও সঙ্গত হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য আদালত ঐ গ্রামের সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর জন্য রায়তগণ সাধারণতঃ কি হারে খাজনা দিয়া থাকেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(১০) এই ধারা মতে উচ্ছেদের ডিক্রি হইলে তাহা যে বৎসরে প্রচারিত হয় সেই বৎসরের শেষ হইতে বলবৎ হইবে।

টীকা।

যে স্থলে রেজেষ্ট্রীকৃত কবুলতি থাকে তথায় এই ধারা খাটিবে না। (আজিমদ্দিন বঃ সতীশ ১৭ ক উঃ c Xii) এই ধারামতে রায়তকে যে চুক্তিপত্র অর্পণ করা হইবে তাহা আদালত বা আফিসের সাহায্যে দিতে হইবে, অন্য কোন প্রকারে দিলে হইবে না।

সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর খাজনা দেখিয়া আদালতকে এই ধারা মতে খাজনা স্থির

করিতে হইবে, কিন্তু যদি ঐরূপ জমী না থাকে তাহার হইলে অন্যান্য বিষয়ের সাক্ষ্য লইয়া খাজনা স্থির হইবে (সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ ব: হাতিচরণ সাহা ২৭ ক: ৪৭৬)

ভূম্যধিকারীর দ্বারা অর্পিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেও রায়ত তদ্দ্বারা চিরদিনের জন্য জমী দখল ভোগ করিবার অধিকার পাইবেন না। চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে স্বীকার হইলে উক্ত স্বীকারোক্তির তারিখ হইতে ৫ বৎসর কাল মাত্র উক্ত জমী ভোগ করিতে পাইবেন; তৎপরে ভূম্যধিকারী তাহাকে জমী হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন; কিন্তু যদি উক্ত ৫ বৎসর কালের ভোগ দখল তৎপূর্ব্ব কালের ভোগ দখলের সহিত যোগ করিয়া উক্ত রায়তের দখলের কাল ১২ বৎসর পূর্ণ হয় তাহা হইলে উক্ত দখলি স্বত্ব শূন্য রায়ত আইন মতে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত হইয়া যাইবে এবং তখন আর তাহাকে ৪৪ (ঘ) ধারায় বিধান মতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

যে আদালতের জোতের জমীর বাকী খাজনায় নালিশের বিচার করিবার অধিকার আছে সেই আদালতে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক সম্পাদন জন্য চুক্তিপত্র দাখিল ও প্রজাকর্ত্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্র দাখিল হইবে এবং শমন জারীর ন্যায় তাহা ভূম্যধিকারী ও প্রজার উপর জারী হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়ত।

কোর্ফা রায়তের কাছে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করিতে পারা যাইবে তাহার সীমা।

৪৮। কোন কোর্ফা রায়তের নিকট নগদ টাকায় খাজনা আদায় হইলে তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজনা দেন তাহার উপর শতকরা নিম্নলিখিত হারের অধিক আদায় করিতে পারিবেন না, যথা :—

(ক) উক্ত কোর্ফা রায়ত রেজেষ্ট্রীকৃত পাট্টা বা চুক্তিপত্র মূলে খাজনা দিলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার উপর এবং

(খ) অন্যান্য স্থলে শতকরা পঁচিশ টাকার উপর।

টীকা।

রায়তের অধীনস্থ রায়তই যে কেবলমাত্র কোর্ফা রায়ত এরূপ নহে; কোর্ফা রায়তের অধীনস্থ রায়তও কোর্ফা রায়ত (৪ ধারা)। রায়ত সমুদয় জমার জমীতে কোর্ফা প্রজা পত্তন করিলেই এই ধারা থাকিবে; কিন্তু কতক জমী নিজে রাখিয়া বক্রি কতক জমীতে কোর্ফা প্রজা পত্তন করিলে এই ধারা খাটিবে না। (নিমচাঁদ বঃ জয়চন্দ্র ৩৯ কঃ ৮৩৯); রায়ত বা কোর্ফা রায়ত উভয়ের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ফসলে খাজনা দিলেও এই ধারা খাটিবে না; উভয়ের উভয়েই নগদ টাকায় খাজনা দিলে এই ধারা খাটিবে (কালারদ্দি বঃ মনমোহিনী ২৯ কঃ লঃ ২৩৫) কোর্ফা রায়ত বিঘা প্রতি একটী

নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিলেই এই ধারা খাটিবে; কিন্তু থোক খাজনা দিলে খাটিবে না।

যে স্থলে রেজেষ্ট্রীকৃত পাট্টা কবুলতি থাকে তথায় রায়ত নিজে যে খাজনা দেন তাহার উপর শতকরা ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অধিক খাজনায় কোর্ফা বিলি করিতে পারেন; যথায় ঐরূপ দলিল থাকে না তথায় ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত অধিক খাজনায় কোর্ফা তিনি করিতে পারেন; তদধিক খাজনায় কোর্ফা বিলি হইবে না; কিন্তু যদি শতকরা ৫০৲ টাকা ২৫৲ টাকায় অতিরিক্ত খাজনায় কোর্ফা বিলি হয় তাহা হইলে সমুদয় চুক্তিই বে-আইনী হইবে না; শতকরা ৫০৲ টাকা বা ২৫৲ টাকার অতিরিক্ত আইন মতে আদায় করা যাইবে না এই মাত্র; বে-আইনী বৃদ্ধিটুকু বাদ দিয়া আইন সঙ্গত বৃদ্ধি পর্য্যন্ত আদায় করা যাইবে (সীতানাথ বঃ বাসুদেব ২ কঃ ল ৫৪০)

কোর্ফা প্রজারও দেশাচার মতে দখলিস্বত্ব জন্মিতে পারে (১৮৩ ধারা) কিন্তু কোর্ফা প্রজার স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারা যায় না; ঐরূপ হস্তান্তর হইলে রায়তকে ৪৯ ধারা মতে নোটীশ না দিয়াও উচ্ছেদ করিতে পারেন (আমিরুন্নিশা বঃ জিন্নত আলি ১৯ কঃ উঃ ৪৩) কোর্ফা স্বত্ব দেওয়ানী আদালতের ডিক্রিতে নিলামে বিক্রয় বিক্রয় হইলে উক্ত নিলাম রায়তের বিরুদ্ধে বলবৎ হইবে না দেওয়ানী আদালতের ডিক্রিতে প্রথমে কোন তৃতীয় ব্যক্তি কোর্ফা স্বত্ব নিলাম খরিদ করিবার পর যদি রায়ত ঐরূপ ডিক্রীতে পুনরায় তাহা নিলাম খরিদ করে তাহা হইলেও তিনি প্রথমে ক্রেতাকে জমী হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন (প্রমথভূষণ বঃ রামচন্দ্র ২২ কঃ লঃ ১২৪) কিন্তু দেওয়ানী আদালতের নিলাম বিক্রয় কালে কোর্ফা স্বত্ব বিক্রয়যোগ্য নহে বলিয়া কোর্ফা প্রজা আপত্তি করিতে পারে;

কিন্তু যদি কোন আপত্তি না হয় এবং নিলাম বিক্রয় হইয়া যায় তাহা হইলে কোর্ফা প্রজার বিরুদ্ধে তাহা বাধ্য ও বলবৎ হইবে। যদি কোন কোর্ফা প্রজা তাহার জোতের সমস্ত জমী বিক্রয় করিয়া কেবলমাত্র বসতের অংশটুকুতে দখলিকার থাকে এবং খাজনা দিবার বন্দোবস্ত না করে তাহা হইলেও রায়ত উচ্ছেদ করিতে পারিবে (ঈশানচন্দ্র বঃ বিশ্বিচন্দ্র ১৯ ক উঃ ১)

যদিও কোর্ফা প্রজার স্বত্ব আইন মতে হস্তান্তরযোগ্য নহে তথাপি যদি দেশাচার মতে কোর্ফা প্রজার দখলি স্বত্ব লাভ করিবার অধিকার থাকে তাহা হইলে যে কোর্ফা প্রজা ঐরূপ দখলিস্বত্ব লাভ করিয়াছে তাহার স্বত্ব দেশাচার মতে হস্তান্তর করিতে পারা যায় (অখিলচন্দ্র বঃ হোসেন আলি ১৮ কঃ ল ২৬২১)

কোর্ফা স্বত্ব আইনমতে উত্তরাধিকারী ক্রমে দখলের যোগ্য নহে (মেহের আলী বঃ কলাই খালাসী ১৯ কঃ উঃ ১১২৯) কিন্তু দেশাচার থাকিলে উত্তরাধিকারী ক্রমে ভোগ দখলের যোগ্য কিন্তু যদি কোন কোর্ফা প্রজা রেজেষ্ট্রীকৃত দলিলমূলে মিয়াদি বন্দোবস্ত সূত্রে জমী বন্দোবস্ত লয় তাহা হইলে উক্ত কোর্ফা প্রজার মৃত্যু হইলেও তাহার উত্তরধিকারীগণ মিয়াদকাল পর্য্যন্ত তাহা ভোগ দখল করিতে পাইবে (আবজান বিবি বঃ রহল আলি ২০ কঃ উঃ ৭৫৬) কিন্তু রেজেষ্ট্রীকৃত দখলিমূলে বন্দোবস্ত দ্বারাও ৯ বৎসরের অধিককালের মিয়াদে কোর্ফা বন্দোবস্ত করা যায় না (৮৫ ধারা)

কোর্ফা প্রজারও ভর্ত্তব্যের নালিশ করিবার অধিকার আছে (প্রসন্নকুমার বঃ জামালদ্দিন ১৮ কঃ উঃ ৩২৭) কোর্ফা প্রজা খাজনা বাকী ফেলিলে তজ্জন্য তাহার উপর ডিক্রী হইলে উক্ত ডিক্রীতে বাকী খাজনার ডিক্রীর ন্যায় জোত বিক্রয় করা যায় না।

(মনসর আলী বঃ আসরদ আলী ১৬ কঃ উঃ ৮৩১) রায়তের স্বত্ব বাকী খাজনায় নিলাম বিক্রয় হইলে এবং উক্ত রায়তের ভূম্যধিকারী স্বয়ং তাহা খরিদ করিলেও কোর্ফা রায়ত কোর্ফাই থাকিবে। (ইয়াকুব আলী বঃ মিয়াজান ৪৩ কঃ ১৬৪) দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত উপরিস্থ মধ্য স্বত্বাধীকারীর স্বত্ব ক্রয় করিলেও কোর্ফা প্রজা কোর্ফাই থাকিবে (অখিলচন্দ্র বঃ হোসেন আলী ১৮ কঃ লঃ ২৬২)

কোন রায়ত ৯ বৎসরের অধিক মেয়াদে কোর্ফা বিলি করিতে পারে না কিন্তু মতরয়ী রায়ত পারে (হরিমোহন বঃ অতুলকৃষ্ণ ১৯ কঃ উঃ ১১২৭)

জমীর পরিমাণ পরিবর্ত্তন জন্য খাজনার পরিমাণের পরিবর্ত্তন।

৫২। (১) প্রত্যেক প্রজা—

জমীর পরিবর্ত্তন জন্য খাজনার পরিবর্ত্তন।

(ক) যে পরিমাণ জমীর জন্য পূর্ব্ব হইতে খাজনা দিয়া আসিতেছে পরিমপণ করিয়া তাহার অতিরিক্ত জমী থাকা প্রমাণ হইলে উক্ত অতিরিক্ত জমীর জন্য উক্ত প্রজাকে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইবে ; কিন্তু যদি এইরূপ প্রমাণ হয় যে অতিরিক্ত জমীটুক পূর্ব্বে মধ্য স্বত্বের বা জোতের অন্তর্গত ছিল এবং তাহা শিকস্তিক্রমে বা অন্য প্রকারে নষ্ট হওয়া স্বত্বেও খাজনা কমান হয় নাই তাহা হইলে এই নিয়ম খাটিবে না ; এবং

(খ) পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমীর জন্য খাজনা দিয়াছে পরিমাপ করিয়া তাহার মধ্যস্বত্বের বা জোতের অন্তঃর্গত জমী তদপেক্ষা কম থাকা প্রমাণ হইলে উক্ত কম পরিমাণ জমীর জন্য প্রজা খাজনা কম পাইতে স্বত্ববান কিন্তু যদি এইরূপ প্রমাণ হয় যে পয়স্থী ক্রমে বা অন্য প্রকারে কোন জমী উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতে যোগ হওয়ার জন্য জমা বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং উক্তরূপ জমী বৃদ্ধি হেতু খাজনা বৃদ্ধি হয় নাই এবং উক্তরূপে বৃদ্ধি জমীটুকুই বর্ত্তমানে কম হওয়া দেখা যাইতেছে তাহা হইলে এই নিয়ম খাটিবে না।

(২) কি পরিমাণ জমীর জন্য পূর্ব্বে খাজনা দেওয়া হইয়াছে ইহা নির্ণয় করিবার জন্য যদি মোকর্দ্দমার কোন পক্ষ প্রার্থনা করেন তাহা হইলে আদালত উক্ত বিষয় নির্ণয় জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন :—

(ক) প্রজাস্বত্ব সৃষ্টিকালের অবস্থা ও নিয়ম যথা ঐ খাজনা মধ্যস্বত্ব বা জোতের অন্তর্গত সমগ্র জমীর মোট খাজনা বটে কি না ;

(খ) অতিরিক্ত জমীর জন্য মোট খাজনার উপর অতিরিক্ত খাজনা দিয়া বা প্রকারান্তরে ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারেও অনুমতি ক্রমে প্রজাকে অতিরিক্ত জমী ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে কি না।

(গ) প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি এইবার সময় যে মাপকাঠী ব্যবহৃত হইয়াছিল বা যাহা স্থান বিশেষে প্রচলিত তাহার সহিত তুলনায় মোকদ্দমা রুজু করিবার কালীন যে মাপকাঠী ব্যবহৃত হয় বা স্থান বিশেষে প্রচলিত থাকে তাঁহার দৈর্ঘ্য।

(৩) খাজনায় কি পরিমাণ টাকা যোগ করিতে হইবে তাহা নির্ণয় জন্য আদালত নিকটবর্ত্তী সমান দরের ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর জন্য সম শ্রেণীর প্রজাগণ কি হারে খাজনা দেয় তৎপ্রতি এবং মধস্বত্বাধিকারী হইলে উক্ত মধ্যস্বত্বের খাজনা সম্বন্ধে কি পরিমাণ লভ্য পাইতে স্বত্ববান তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যাহা অসঙ্গত বা অন্যায় হয় ঐরূপ খাজনা কোন ক্ষেত্রেই ধার্য্য করিবেন না।

(৪) মধ্যস্বত্ব বা জোতের বার্ষিক মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে যে পরিমাণে কম হইবে তাহা পূর্ব্বে দেয় খাজনায় যে অংশ হইবে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতের বর্ত্তমান খাজনাও পূর্ব্বাপেক্ষা সেইরূপ অংশ মত পড়তা করিয়া কমি দিতে হইবে, কিম্বা যে ভূমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া গেলে মধ্যস্বত্ব বা জোতের অন্তর্গত যে পরিমাণ জমী কম হইয়া যায় ঐ পরিমাণ জমী মোট জমীর যে অংশ হয় সেইরূপ অংশমত পড়তা করিয়া খাজনা কমি দিতে হইবে।

(৫) এই ধারা মতে স্থাপিত কোন মোকর্দ্দমায় যদি ভূম্যধিকারী কি প্রজা কোন জমীটুকু অতিরিক্ত তাহা স্থির করিয়া দিতে না পারেন তাহা হইলে ঐ জোত হইতে অতিরিক্ত জমী টুকু বাদ দিয়া বক্রী জমীর জন্য যে খাজনা দিতে হয় তাহার গড়পড়তা হার ধরিয়া ঐ হারে হিসাব করিয়া অতিরিক্ত জমীর খাজনা ধার্য্য হইবে।

(৬) এই ধারা মতে স্থাপিত কোন মোকর্দ্দমায় যে মাপের উপর নির্ভর করিয়া দাবী করা হয় যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা এরূপ প্রমাণ দেয় যে ঐরূপ মাপ করিবার সময় যে মহালে বা চিরস্থায়ী

মধ্য স্বত্ব মধ্যে বা তাহার অংশ বিশেষে ঐ মধ্য স্বত্ব বা জোত অবস্থিত উক্ত মহালে বা চিরস্থায়ী মধ্য স্বত্ব মধ্যে বা তাহার অংশ বিশেষে খাজনা ধার্য্য যোগ্য জমীর বন্দোবস্ত করিবার কালীন পরিমাণ ধরিয়াই বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা হইলে উক্ত মধ্য স্বত্ব বা জোত সম্বন্ধীয়া কোন পাট্টায় বা কবুলতিতে কিম্বা (যে স্থলে দাখিলাতেও থোকার অনুরূপ জমীর পরিমাণ লিখিত থাকে) থোকায় উক্ত মধ্য স্বত্বের বা জোতের যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা ঐ পাট্টায় কবুলতি বা থোকায় মাপ করিবার পর লিখিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমান করা হইবে।

টীকা।

প্রজা যে পরিমাণ জমী বন্দোবস্ত লয় তাহার অতিরিক্ত জমী দখল করিলে তাহাকে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইবে ও কম জমী দখল করিলে কম খাজনা দিতে হইবে, ইহাই এই ধারায় স্থূল মর্ম্ম হইতেছে।

কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীর অন্তর্গত জমী যে পরিমাণই হউক না কেন উক্ত সমগ্র জমীর জন্য যদি একটা নির্দ্দিষ্ট খাজনায় বন্দোবস্ত হইয়া থাকে এবং জমির পরিমাণ আন্দাজ মত ধরা হইয়া থাকে তাহা হইলে জমির পরিমান বেশী বা কম পাওয়া গেলে তজ্জন্য খাজনা বেশী বা কমি হইবে না।

(ক) ভূম্যধিকারির পতিত বা জঙ্গলময় ভূমি পার্শ্বে থাকিলে বা (খ) পয়োস্তী দ্বারা বা (গ) অন্য প্রজার জমী নিজ জমির সামীল করিয়া লইয়া প্রজার জমা বৃদ্ধি হইতে পারে এবং ঐরূপ

ভাবে জমী বৃদ্ধি হইলে প্রজাকে বৃদ্ধি খাজনা দিতে বাধ্য হইতে হইবে; অন্য ব্যক্তির জমা নিজ জমীর সামীল করিয়া লইয়া যে জমী বৃদ্ধি হয়, তাহা জমীদারের উপকারার্থেই হয়, অর্থাৎ উক্ত প্রজার মূল্য জমীতে প্রজাই স্বত্ব থাকা পর্য্যন্ত প্রজা তাহা ভোগ করিতে পারিবে; কিন্তু মূল জমীর প্রজাই স্বত্ব নষ্ট হওয়ার পর বৃদ্ধি জমীতেই প্রজার স্বত্ব নষ্ট হইবে (নদের চাঁদ সাহা বঃ মিঞাজান সোম ১০ ক ৮২০) অন্য ভূম্যধিকারীর জমী হইলেও ঐ নিয়ম। এই ধারা মতে খাজনা বৃদ্ধি বা কমি পাইতে হইলে মোকর্দ্দমা চলা কালেই জমী পরিমাপ করাইতে হইবে; জমীর বৃদ্ধির জন্য খাজনা বৃদ্ধির মোকর্দ্দমায় প্রজা জমী বৃদ্ধির স্বীকার করিলে বা জমী কমিয়া যাওয়ার জন্য খাজনা কমিবার মোকর্দ্দমায় ভূম্যধিকারী জমা কমিয়া যাওয়া স্বীকার করিলে ঐরূপ পরিমাপ করিতে হইবে না, নতুবা পরিমাপ করিয়া অতিরিক্ত জমা থাকা বা জমী কমিয়া যাওয়া প্রমাণ করিতেই হইবে। জমী বন্দোবস্ত কালে যে মাপকাটীতে পরিমাপ করিয়াছিল, সেই মাপকাটীতেই পরিমাপ করিয়া জমী বৃদ্ধি বা কম না হইলে খাজনা বৃদ্ধি বা কমি হইবে না। পূর্ব্বে দেশীয় প্রথায় পরিমাপ হইয়া থাকিলে এক্ষণে সার্ভে দ্বারা সূক্ষ্ম ভাবে পরিমাপ করিলেও জমী বৃদ্ধি বা কমি থাকা সাব্যস্ত হইবে না। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে দেশীয় প্রথায় আইন বাদ দিয়াও সার্ভে দ্বারা আইন ধরিয়া পরিমাপ করিবার নিয়ম; সুতরাং ঐ কারণে যে কম বেশী হয় তাহা ধর্ত্তব্য নহে। এই আইনের ৩০ ধারায় খাজনা বৃদ্ধির একরূপ ব্যবস্থা আছে; উক্ত ধারার বিধানের সহিত জমীর হ্রাস বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, জমার বৃদ্ধি না হইলেও উক্ত ধারামতে

খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু বর্ত্তমান ধারার বিধান অন্তরূপ ; এই ধারার বিধান মতে জমী বৃদ্ধি না হইলে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না ; কিন্তু একই জোতের জন্য ৩০ ধারা মতে খাজনা বৃদ্ধির ও এই ধারা মতে খাজনা বৃদ্ধির দাবী ও নালিশ চলিতে পারিবে এবং ঐরূপ দাবী একই মোকর্দ্দমায় করা যাইবে (সারদা চরণ বঃ ঈশ্বর তামলী—১১ কঃ উঃ ১১৫৪)

৩০ ধারা মতে কেবল মাত্র দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে কিন্তু এই ধারা মতে পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার, প্রভৃতি সকল প্রকার মধ্যসত্বাধিকারী ও মকররী স্থিতিবান, দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট, দখলী স্বত্ব শূন্য, কোর্ফা প্রভৃতি সকল প্রকার প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। ৩০ ধারা মতে খাজনা বৃদ্ধির নালিশ ষোলআনায় ভূম্যধিকারী বা সকল অংশীদার ভূম্যধিকারী করিতে পারেন ; কোন অংশীদার ভূম্যধি-কারীর একা ঐরূপ নালিশ করিবার অধিকার নাই, এই ধারামতেও খাজনা বৃদ্ধির নালিশ কেবল মাত্র ষোল আনার ভূম্যধিকারী বা সকল অংশীদার ভূম্যধিকারীই করিতে পারেন (গোপালচন্দ্র দাস বঃ উমেশ নারায়ণ চৌধুরী—১৭ কঃ ৬৯৫) কিন্তু অতিরিক্ত যে জমী টুকুর জন্য অতিরিক্ত খাজনার দাবী করা হয় তাহা যদি সাবেক জোতের অংশ না হয় ও সাবেক জোতের চৌহদ্দীর বাহির হয়, তাহা হইলে কোনও এক জন অংশীদার ভূম্যধিকারীও এই ধারামতে অতিরিক্ত খাজনার নালিশ করিতে পারেন ; যদি পাট্টায় এইরূপ স্বত্ব থাকে যে সমস্ত জমী আবাদযোগ্য হইলে ভূম্যধিকারী জমী পরিমাপ করিতে পারিবে এবং ঐরূপ পরিমাপ অন্তে জমীর পরিমান ১৫০/০ বিঘার অতিরিক্ত হইলে প্রজাকে

বিঘা প্রতি ৷৷৶৹ আনা নিরিখে খাজনা দিতে হইবে তাহা হইলে অংশীদার ভূম্যাধিকারীর ও সমগ্র জমীর জন্য নিজাংশের খাজনা বাবত অংশীদারকে মোকাবিলা বিবাদী করিয়া নালিশ করিতে বাধ্য হইবে না (দীনতারিনী বঃ ব্রাউটন ৩ কঃ উঃ ২২৫) যে পরিমান জমী বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার কিয়দংশ আবাদের অযোগ্য থাকার কারণে যদি তাহার খাজনা ধার্য্য না হইয়া বক্রী জমীর খাজনা ধার্য্য হয়, তাহা হইলে উক্ত জমী আবাদযোগ্য হইলে অংশীদার ভূম্যাধিকারী যাহার আদায় পৃথক ভাবে হইয়া থাকে তাঁহার একা নিজাংশের বাকী খাজনার জন্য নালিশ করিবার পক্ষে বাধা হইবে না (রামচন্দ্র বঃ গিরিধারী ১৯ কঃ ৭৫৫) অংশীদার ভূম্যধিকারী বরাবর প্রজা পৃথক কবুলতি দিয়া অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা দিতে স্বীকার করিলে অংশীদার ভূম্যধিকারীও এই ধারামতে নিজাংশের জন্য বৃদ্ধি খাজনার নালিশ করিতে পারিবেন। (গোবিন্দ বঃ হাসিবুল্লা ৭ কঃ উঃ ৬৭০) ৩০ ধারামতে মোকর্দ্দমার পূর্ব্ব-বর্ত্তী সময়ের বাকী খাজনার জন্য বৃদ্ধি হারে খাজনা পাওয়া যায় না, কিন্তু এই ধারামতে বকেয়া খাজনার জন্যও বৃদ্ধি হারে ডিক্রী পাওয়া যাইতে পারে (জগন্নাথ মাঝি বঃ জুম্মন আলী পাটয়ারী ২৯ কঃ ২৪৭); কোন জোতের অবিভক্ত অংশ সম্বন্ধেও এই ধারামতে অতিরিক্ত, খাজনার দাবী চলে না (হরনন্দন বঃ কেশো প্রসাদ ৪০ ইঃ কেঃ ৫৮৫) কোন পাট্টা কবুলতির চৌহদ্দী মধ্যে অতিরিক্ত জমী পাওয়া গেলেই ভূম্যাধিকারী অতিরিক্ত খাজনা পাইবেন না (মঞ্জুল আলী বঃ কৈলাসনাথ ৪৪ ইঃ কেঃ ২৪); উক্ত অতিরিক্ত জমী যে

প্রজার বন্দোবস্তী জমীর বহির্ভূত ইহা ভূম্যধিকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে। ঐরূপ অতিরিক্ত জমী প্রমাণ জন্য প্রজার সহিত মূলে কোন জমী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা অগ্রে স্থির করিতে হয় (কোন জমী মূলে প্রজার সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা স্থির করিবার জন্য পাট্টা বা কবুলতিতে যে চৌহদ্দী দেওয়া থাকে তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখা হয়। জমীর যে পরিমাণ আন্দাজ মতে দেওয়া হইয়াছিল তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হয় না (কাজী আবদুল বঃ বরদাকান্ত ১৫ উঃ রিঃ ২৯৪); যে স্থলে পাট্টায় "কম বেশী ১/০ এক বিঘা" এইরূপ লিখিত থাকে তথায় চৌহদ্দীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই উক্ত চৌহদ্দীর অন্তর্গত জমিই বন্দোবস্ত হইয়াছে—ধরা হইবে (শিবচন্দ্র বঃ ব্রজনাথ ১৪ উঃ রিঃ ৩০১); পাট্টায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন দাগের প্রতিদাগে যে পরিমাণ জমী উল্লিখিত থাকে পরবর্ত্তী সময়ে পরিমাপ দ্বারা ঐ সকল দাগের জমী অতিরিক্ত থাকা দেখা গেলেও প্রজা উক্ত সমগ্র জমীই তাহার জোতের সামীলে দখল করিতে স্বত্ববান (মুদিহুদ্দীন বঃ সন্দেষ ১২ উঃ রিঃ ৪৩৯) কিন্তু যদি চৌহদ্দীর সঠিক স্থিরতা না পাওয়া যায় তবে যে পরিমাণ জমীর উল্লেখ থাকে তাহাই মূলে প্রজার সহিত বন্দোবস্ত হওয়া ধরা হইবে (রামেশ্বর বঃ রামতারণ ১৪ কঃ উঃ ২৬৮); কিন্তু যদি জমীর চৌহদ্দী ও পরিমাণ উভয়ই বেশ পরিষ্কার ও নিঃসন্দেহভাবে পাওয়া যায় তাহা হইলে যেটী পক্ষগণের মতের অনুরূপ বলিয়া অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় সেইটীর প্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হইবে; ঐরূপ অভি-প্রায় অনুমান করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী অবস্থা ও পক্ষগণের

পরবর্ত্তী আচরণের প্রতিও দৃষ্টি করিতে হইবে (দুর্গাপ্রসাদ বঃ রাজেন্দ্র নারায়ণ ৩১ কঃ ২৯৩) কিন্তু যে স্থলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে জমী পরিমাপ করিয়াই জমীর পরিমাণ স্থির করা হইয়াছিল এবং ঐরূপ মাপের উপর নির্ভর করিয়াই খাজনা ধার্য্য করা হইয়াছিল তাহা হইলে কবুলতিতে জমীর চৌহদ্দী দেওয়া আছে বলিয়াই উক্ত চৌহদ্দীর অন্তঃভুক্ত জমিই প্রজার সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল এরূপ ধরা হইবে না ; উক্ত চৌহদ্দীর অন্তর্গত জমী বৃদ্ধি পাওয়া গেলে তজ্জন্য বৃদ্ধি খাজনা দিতে হইবে (লছমী নারায়ণ বঃ শ্রীরামচন্দ্র ১৫কঃউঃ৯২১) অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনার দাবী করিতে হইলে ভূম্যধিকারীকেই প্রজার দখলে অতিরিক্ত জমি থাকা প্রমাণ করিতে হইবে। ঐরূপ প্রমাণ করিবার জন্য মূলে কি পরিমাণ জমী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে। (রাজকুমার বঃ রাম লাল ৫ কঃ নং ৫৩৮) ; জমী বৃদ্ধির জন্য খাজনা বৃদ্ধি হইবে কি না ইহা অনেকটা পক্ষগণের অভিপ্রায় ও চুক্তির উপরই নির্ভর করে। কোন নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীর অন্তর্গত সমগ্র জমী তাহার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন যদি ভূম্যধিকারী একটা নির্দ্দিষ্ট খাজনায় বন্দোবস্ত দিয়া থাকেন ও প্রজা তাহা লইয়া থাকেন তবে ভবিষ্যতে খাজনা বৃদ্ধি হইবে না ; কিন্তু যদি ভূম্যধিকারী কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমী যথা ১০০/০ বিঘা ১৫০/০ বিঘা জমী বন্দোবস্ত দিয়া থাকেন তবে বন্দোবস্তের অন্তর্গত জমী পরে বৃদ্ধি হওয়া দেখা গেলে প্রজাকে তজ্জন্য খাজনা বৃদ্ধি দিতে হইবে (আকবর আলী বঃ হীরা বিবি ১৬ কঃ নঃ ১৮২) ; অতিরিক্ত জমীর জন্য ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত খাজনা পাইবার অধিকারী হইলেও প্রজার দখলে প্রজার স্বীকৃত

পরিমাণ অপেক্ষা বর্ত্তমানে পরিমাপ করিয়া অতিরিক্ত জমী পাওয়া গেলেই তজ্জন্য ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত খাজনা পাইতে পারিবেন না; জমী বন্দোবস্ত কালে একরূপ মাপকাটী ও বর্ত্তমানে অন্যরূপ মাপকাটী দ্বারা পরিমাপ করিয়া জমীর পরিমাণ বেশী দেখা গেলেই উক্তরূপ জমী বৃদ্ধি জন্য ভূম্যধিকারী বৃদ্ধি খাজনা পাইতে পারেন না; প্রজা যে পরিমাণ জমীর জন্য খাজনা দিতেছেন তাহা অপেক্ষা অধিক জমী দখল করিতেছে এবং প্রজা বর্ত্তমানে যে খাজনা দিতেছে তাহা প্রজার দখলী সমগ্র জমীর জন্য দেয় নহে ইহা প্রমাণ হইলেও জমী বন্দোবস্তকালিন যে মাপকাটী ব্যবহৃত হইয়াছিল বর্ত্তমানে সেই মাপকাটিতে পরিমাপ করিয়া জমী বৃদ্ধি হইতেছে ইহা প্রমাণ হইলে তবে ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত খাজনা পাইবেন (আলেপ খাঁ বঃ রঘুনাথ প্রসাদ ১ কঃ উঃ ৩১০); ভূম্যধিকারীর কাগজে লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা পরিমাণে জমী অধিক হইলেই খাজনা বৃদ্ধি হইবে না (গোরীকান্ত বঃ রিলী ২০কঃ ৫৭৯) অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা পাইতে হইলে ভূম্যধিকারীকে (১) মুল বন্দোবস্ত কালে জমীর পরিমাণ কত ছিল, (২) জমীর পরিমাণ ধরিয়াই মুল বন্দোবস্ত হইয়াছিল (চৌহদ্দী ধরিয়া নহে) (৩) কোন নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীর অন্তর্গত সমগ্র জমীর জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট থোক খাজনায় পত্তন হয় নাই (৪) মোকর্দ্দমার সময় পরিমাপ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা জমী বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে (রাজকুমার সাহা বঃ রামলাল সিংহ ৫ কঃ লঃ ৫৩৮); কিন্তু ঐরূপ পরিমাপ একই প্রকার হাতকাটীতে হওয়া চাই; ২২ ইঞ্চি হাতের মাপকাটীতে পরিমাপ করিয়া যে জমী ১০/০ বিঘা হয়,

১৮ ইঞ্চির হাতকাটীতে মাপ করিলে ঐ জমীর পরিমাণ তো বৃদ্ধি হইবেই; কিন্তু ঐরূপ বৃদ্ধি প্রকৃত বৃদ্ধি নহে এবং তজ্জন্য বৃদ্ধি খাজনাও ধার্য্য হইতে পারে না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ২০ ইঞ্চি, ২২ ইঞ্চি, ২৪ ইঞ্চি হাতের মাপকাটী প্রচলিত ছিল; এক্ষণে সেটেলমেণ্টে যে মাপ হয় তাহা ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপকাটীতে হইয়া থাকে এবং জমী বৃদ্ধির জন্য খাজনা বৃদ্ধির মোকর্দ্দমাও বাধিয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ ভাবে বৃদ্ধি জন্য খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না। মূলে কত জমী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা দেখাইতে না পারিলে ভূম্যধিকারী জমী বৃদ্ধি জন্য খাজনা বৃদ্ধি পাইবে না (ধ্রুপদ বঃ হরি ২৭ কঃ লঃ ৫৬২) প্রজার দখলে অতিরিক্ত জমী পাওয়া গেলে প্রজাগণ অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য বটে কিন্তু ঐরূপ বৃদ্ধি প্রকৃত বৃদ্ধি হওয়া চাই। মনে কর কোন প্রজা ১০/০ বিঘা জমী ১০ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত লইল এবং কিছু দিন পরে উক্ত ১০/০ বিঘা জমী মধ্যে ২/০ বিঘা শিকস্তি হইয়া গেল কিন্তু তজ্জন্য প্রজার খাজনা কমি হইল না; কিছু দিন পরে যদি উপরোক্ত মতে শিকস্তি ২/০ বিঘা পুনরায় পয়োস্তী হইয়া উক্ত জোতে সংলগ্ন হয় তবে তজ্জন্য খাজনা বৃদ্ধি হইবে না; কারণ উহা প্রকৃত পক্ষে মূল বন্দোবস্তের অতিরিক্ত জমী নহে; কিন্তু পয়োস্তী হইবার কালে যদি ২/০ বিঘা স্থলে ৩/০ বিঘা পয়স্তী হয় তবে প্রজাকে ১/ বিঘা জমীর জন্য খাজনা বৃদ্ধি দিতে হইবে। জমী বৃদ্ধি হইলে যেমন প্রজা অতিরিক্ত খাজনা দিতে বাধ্য তেমনি জমি কম হইলে প্রজা খাজনায় মুশনা বা কমি পাইতেও স্বত্ববান। এই আইনের ৩৮ ধারাতেও প্রজার খাজনা কমির বিধান আছে; জমীর উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া গেলে বা প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য স্থায়ীভাবে হ্রাস হইলে উক্ত ধারা মতে প্রজা খাজনার কমি পাইতে পারিবে বটে, কিন্তু

ঐরূপ কমি পাইবার জন্য প্রজাকে পৃথক মোকর্দ্দমা করিতে হয়; নতুবা কমি পাওয়া যায় না কিন্তু বর্ত্তমান ধারামতে খাজনা কমি পাইবার জন্য পৃথক মোকর্দ্দমা করিতেই হইবে এরূপ নহে; এই ধারামতে খাজনা কমি পাইবার জন্য পৃথক মোকর্দ্দমাও করিতে পারা যায় বা ভূম্যধিকারী বাকী খাজনায় মোকর্দ্দমা করিলে তাহাতে খাজনা কমি পাইবার মর্ম্মে জবাব দাখিল করিয়াও কমী পাইতে পারা যায় (গৌরকিশোর চন্দ্র বঃ বনমালী চৌধুরী ২২ উঃ বিঃ ১১৭); অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা পাইবার জন্য যেমন ভূম্যধিকারীকে মূল বন্দোবস্ত কালীন জমীর পরিমাণ কত ছিল, কিরূপ মাপকাটীতে পরিমাপ হইয়াছিল থোক খাজনায় পত্তন হইয়াছিল কি বিঘা হিসাবে নিরিখ ধরিয়া পত্তন হইয়াছিল, চৌহদ্দী ধরিয়া বন্দোবস্ত হইয়াছিল কিনা প্রভৃতি বিষয় প্রমাণ করিতে হয় তেমন জমী কমি জন্য খাজনা কমি পাইবার জন্য প্রজাকেও ঐ সকল বিষয় প্রমাণ করিতে হয়: নতুবা খাজনা কমি পাওয়া যায় না; দিয়াড়া জমীর প্রজা ১২ বৎসরের দখল দ্বারা দখলী স্বত্ব লাভ করিতে না পারিলে তাহারা এই ধারা মতে খাজনা কমি পাইবার দাবী চলে না (শ্রীনিবাসপ্রসাদ সিংহ বঃ রামশঙ্কর তেওয়ারী ১৮ কঃ উঃ ৫৯৮); কিন্তু যাহা দিয়াড়া জমী নহে তাহার প্রজা দখলী স্বত্ব শূন্য প্রজা হইলেও এই ধারা মতে খাজনা কমি পাইবে। প্রজার নিজের দোষে জমী কম হইলে তজ্জন্য প্রজা খাজনা কমি পাইতে পারে না (সীতারাম বঃ শ্যামচাঁদ ১৭ উঃ বিঃ ৪১৮) কিন্তু প্রজা যে ভূম্যধিকারীর নিকট বন্দোবস্ত লইয়া কোন জমী ভোগ করে যদি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রবল স্বত্ববান ভূম্যধিকারীর নিকট কোন ব্যক্তি ঐ জমী বন্দোবস্ত লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রজাকে উক্ত জমীর কতকাংশ হইতে বেদখল করে, তাহা হইলে

প্রজা উক্ত বেদখলী অংশ কমি যাওয়ায় তজ্জন্য খাজনা কমি পাইতে পারিবে (ইমামদ্দী বঃ কমলেশ্বরী ২১ কঃ ১০০৫); উক্ত মোকর্দ্দমায় ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে যদি কোন প্রজা জমীতে দখল পাইবার জন্য মোকর্দ্দমা করিয়া কতকাংশ সম্বন্ধে দখল পায় তাহা হইলেও উক্ত প্রজা বেদখলী অংশের জন্য খাজনা কমি পাইবে। যে জমী প্রজার সহিত ভূম্যধিকারী বন্দোবস্ত করিয়া দেয় প্রজা যদি উক্ত সমগ্র জমিতে দখল না পাইয়া কতবাংশ জমিতে দখল পায় তাহা হইলেও প্রজা খাজনা কমি পাইবে (শিবকুমারী বঃ বিপ্রদাস ১২ কঃ উঃ ৭৬৭); কিন্তু পাট্টায় উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা জমীর পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে কম আছে জানিয়াও বন্দোবস্ত লইলে প্রজা উক্তরূপ কমির জন্য খাজনা কমি পাইবে না (ত্রিপ বঃ কালীদাস মুখোপাধ্যায় উঃ বিঃ ১৮৬৪)

প্রজার জমী সাধারণতঃ শিকস্তী দ্বারা কমিয়া যায়; ল্যাণ্ড-একুইজিসন আইনানুসারে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেল রাস্তা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের রাস্তা, স্কুল, হাঁসপাতাল প্রভৃতি হিতকর কার্য্যের জন্য জমি গৃহীত হইলেও প্রজার জমি কমিয়া যায়; শিকস্তী দ্বারা জমি কম হইলে প্রজার খাজনা কমি পাইবার পক্ষে বিশেষ বাধা ঘটে না কিন্তু লোকহিতকর কার্য্যের জন্য গৃহীত জমির খাজনা কমি লইয়া প্রায়ই বিবাদ বাধে; লোকহিতকর কার্য্যের জন্য জমী গৃহীত হইলে তজ্জন্য জমীর মূল্য সায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়. ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয় পক্ষই উক্ত টাকা অংশ মত পাইয়া থাকেন; এরূপ স্থলে খাজনা কমি হইতে পারে কিনা তাহাই স্থির করিতে হয়; যদি সকলেই অংশ মত জমীর মূল্য ও ক্ষতিপূরণের টাকা লয়েন তবে প্রজা উপরোক্তরূপে গৃহীত জমীর জন্য খাজনা কমি পাইবে

(দিনদয়াল বঃ আকরু ৬ উঃ বিঃ ২৪) পত্তনীদার মূল্য ও ক্ষতিপূরণ পাইলেও খাজনা কমি পাইবে না (ভবানীনাথ চৌধুরী বঃ বগুরা জেলার কালেক্টর ৭ কঃ উঃ ১৩০) একটি কবুলতিতে সর্ত্ত ছিল যে রেল রাস্তা গুদামঘাট কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট জমী গ্রহণ করিলে জমিদার ও পত্তনীদার উক্তরূপে গৃহীত জমীর মূল্য ও ক্ষতিপূরণের টাকা অর্দ্ধেক করিয়া পাইবে ; উক্ত কবুলতিতে আরও সর্ত্ত ছিল যে পত্তনীদার শিকস্তী বা অন্য কোন বিষয়ের ওজর করিয়া কবুলতির সর্ত্ত মত স্থিরীকৃত জমা কম দিতে পারিবে না ; ঐরূপ ক্ষেত্রে পত্তনীদার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সাধারণ কার্য্যের জন্য গৃহীত জমীর খাজনা কমি পাইবে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে (উমা শঙ্কর বঃ তারিণীচন্দ্র ৯ কঃ ৫৭১) কিন্তু যদি জমিদার খাজনা কমি দিবেন না এইরূপ প্রকাশ করেন এবং পত্তনীদারকে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত জমীর মূল্য ও ক্ষতিপূরণ সমগ্র টাকা লইতে দেন তাহা হইলে অষ্টমে উক্ত পত্তনীদারের পত্তনী স্বত্ব বিক্রয় হইলে যিনি তাহা ক্রয় করেন তিনি যদি আগামী খাজনা কত তাহা জানিয়া ক্রয় করেন তাহা হইলে উক্ত ক্রেতা আর খাজনা কমি পাইবে না (পিয়ারীমোহন বঃ অধীরাজ ১০ কঃ লঃ ৫২৬) কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত জমীর জন্য জমিদার খাজনা কমি পাইলে পত্তনীদারও খাজনা কমি পাইবে এইরূপ স্বত্ব কোন কবুলতীতে থাকিলে পত্তনীদারও খাজনা কমি পাইবে (হীরেন্দ্রনাথ বঃ হরিবোল ১৮ কঃ উঃ ৮৬০) ; গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত কিম্বা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক জমী গৃহীত হইবার ২৪ বৎসর পরে খাজনা কমির দাবী করিলে যদিও উক্ত দাবী তামাদি হয় না তথাপি বিলম্বের জন্য প্রজা খাজনা কমি পাইবে না এইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে (রামনারায়ণ বঃ পুলিনবিহারী

২ কঃ লঃ রিঃ ৫) জমীর জন্য পত্তনীদারের খাজনা কমি পাইবার বিধান পত্তনী পাট্টায় না থাকিলে জমিদার উক্তরূপে গৃহীত জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণের টাকাও পাইবে না (বিপ্রদাস পাল বঃ শরচ্চন্দ্র ১৬ কঃ লঃ ২০৯)।

এই ধারা মতে সকল শ্রেণীর প্রজা মায় মধ্য স্বত্বাধিকারী জমী কম হইলে খাজনা কম পাইতে স্বত্ববান হইলেও যদি ভূম্যধিকারীর সহিত মধ্যস্বত্বাধিকারীর এইরূপ চুক্তি থাকে যে, জমী শিকস্তী হইলেও উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী খাজনা কমি পাইবে না তাহা হইলে মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা কমি হইবে না (এনাজতুল্যা বঃ এলাই বক্স উঃ বি ১৮৬৪); স্বল্পকাল স্থায়ী মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে শিকস্তী হইলেও খাজনা কমি হইবে না এইরূপ চুক্তি থাকিলে উক্ত মধ্য-স্বত্বেরও খাজনা কমি হইবে না (ষ্টেট সেক্রেটারী বঃ কমলকৃষ্ট ২২ কঃ নং ৪১ নোট); চিরস্থায়ী মকররী প্রজা শিকস্তী জন্য খাজনা কমি পাইবে না চুক্তি থাকিলে তাহার খাজনা কমি হইবে না (নন্দলাল বঃ কিয়ামুদ্দীন ৯ কঃ উঃ ৮৮৬); কিন্তু রায়ত সম্বন্ধে ঐ নিয়ম খাটিবে না ; যদি কোন ভূম্যধিকারী ও রায়ত মধ্যে এইরূপ চুক্তি হয় যে জমী কম হইলেও রায়ত খাজনা কমির দাবী করিতে পারিবে না তাহা হইলে উক্ত চুক্তি বর্ত্তমান আইন মতে বে-আইনী সাব্যস্তে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে (১৭৮ধারা দেখ)।

কোন জমী সম্বন্ধে একাধিক প্রজা থাকিলে সকলকেই খাজনা কামিয়া মোকদ্দমা করিতে হইবে ; একজনের একাকী ভাবে খাজনা কামিয়া দাবী চলিবে না (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বঃ রমণকৃষ্ট দত্ত ২৭ কঃ ৪১৭); কোন অংশীদার প্রজা এরূপ নালিশ করিলে তাহাকে ভূম্যধিকারীকে অন্য সকল অংশীদার প্রজাকে পক্ষ করিয়া মোকদ্দমা

করিতে হইবে জমী কম হওয়ার জন্য খাজনা কম পাইতে হইলে জমী প্রকৃত পক্ষে কম হওয়া চাই ; মনে কর ১০/০ বিঘা জমীর ১০৲ টাকা খাজনা ধরা আছে আরও ২/০ বিঘা জমীর পয়োস্তী হইয়া তাহাতে যোগ হইয়া ১২/০ বিঘা হইলে এবং প্রজা উক্ত ১২/০ বিঘা ভোগ করিতে লাগিল ; কিন্তু অতিরিক্ত ২/০ বিঘা জমির জন্য তাহাকে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইল না ; কিছুদিন পরে যদি উক্ত রূপে পয়োস্তী ২/০ বিঘা শিকস্তী হইয়া যায় তাহা হইলে তজ্জন্য প্রজার কোন খাজনা কম হইবে না ; কারণ এস্থলে বন্দোবস্ত জমীর কোন অংশ কম হয় নাই ; কিন্তু যদি ২/০ বিঘা স্থলে ৩/০ বিঘা শিকস্তী হইয়া প্রজার দখলে ৯/০ বিঘা থাকে তবে প্রজা ১/০ বিঘা জমীর জন্য খাজনা কম পাইবে। শিকস্তী জমীর জন্য প্রজা খাজনা কম পাইলেও উক্ত জমী পুনরায় পয়োস্তী হইয়া প্রজারা জোতে যোগ হইলে উক্ত জমী প্রজাই পাইবে ; খাজনা কম লওয়ার জন্য প্রজার জমী পয়োস্তী হইলে তাহাতে তাহার স্বত্ব লোপ করা হইবে না (অরুপচন্দ্র ধর বঃ কামিনীকুমার ১৮ কঃ উঃ ৩৬৯) ; কোন লাখেরাজ জমীতে পয়োস্তী জমী সংলগ্ন হইলে উক্ত লাখরাজদারই তাহা পাইবে কিন্তু তজ্জন্য লাখরাজদারকে ভুম্যধিকারীকে খাজনা দিতে হইবে (বৈদ্যনাথ ধর বঃ নন্দলাল ১৮ কঃ উঃ ১২০৬) জমি বৃদ্ধি হইলে খাজনা বৃদ্ধি হইবার বিধান এই ধারার (১) ক উপধারায় আছে ; কি হারে বা পরিমাণে উক্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবে তাহাও (৩) উপধারায় লিখিত হইয়াছে ; বৃদ্ধি জমীটুকু যেরূপ কদরের জমী ঐরূপ জমীর জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জমীর রায়তগণ যে হারে খাজনা দেয় বৃদ্ধি জমীরও সেই হারে খাজনা ধার্য্য হইবে ; মধ্য স্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করিবার কালে উক্ত মধ্য স্বত্বাধিকারী তাহার উক্ত-

মধ্য স্বত্বের অন্তর্গত অন্য জমী সম্বন্ধে যে হারে লভ্য পাইয়া থাকেন সেই হারে তাঁহার ভল্য বজায় রাখিয়া খাজনা ধার্য্য হইবে; যে ভাবেই খাজনা ধার্য্য হউক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই অসঙ্গত ও অন্যায্য খাজনা ধার্য্য হইবে না কিন্তু আদালত সকল ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত জমির জন্য পার্শ্ববর্ত্তী সম শ্রেণীর জমীর হারে খাজনা ধার্য্য করিতে বাধ্য নহেন; যে স্থলে এরূপ দেখা যায় যে ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা ধার্য্য না করিয়া প্রজাকে প্রায় ২৫ বৎসর কাল উক্ত অতিরিক্ত জমী ভোগ করিতে দিয়াছেন তথায় উক্ত অতিরিক্ত জমীর জন্য তত্তুল্য সম শ্রেণীর জমীর হারে খাজনা ধার্য্য হইবে না; উক্ত জোতের অন্য জমী যে হারে বন্দোবস্ত আছে সেই হারেই হইবে। (ইজেক মল্লিক বঃ কেলাই মল্লিক ২১ কঃ লঃ ৩০৯); বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে পয়োস্তী জমীর খাজনা জোতের অন্য জমীর খাজনার হারেই ধার্য্য হইবে (গোপাললাল বঃ কুমার আলি ৬ উঃ বিঃ ৮৫) কিন্তু বিশেষ কারণ থাকিলে অর্থাৎ পয়োস্তী জমী যদি ভাল দরের বা মন্দ দরের জমী হয় অথবা মুল জোত বন্দোবস্ত কালে নজর সেলামী দেওয়া থাকে তাহা হইলে জোতের অন্য জমির হারে পয়োস্তী জমীটুকুর খাজনা ধার্য্য হইবে না।

কি ভাবে খাজনা কমিয়া দেওয়া হইবে তাহার বিধানও (৪) উপধারায় আছে। জোত বা মধ্য স্বত্ব হইতে ১ এক বৎসরে যে উপস্বত্ব পাওয়া যায় তাহার মুল্যই উক্ত জোত বা মধ্য স্বত্বের বার্ষিক মূল্য; জমী কমিয়া গেলেই উক্ত উপস্বত্বের পরিমাণও কম হয় এবং তজ্জন্য বার্ষিক মূল্য কমও হয়; জমী কম হইবার পূর্ব্বে সমগ্র জোতের বা মধ্য স্বত্বের বার্ষিক মূল্য যাহা ছিল এবং খাজনা

যাহা ধার্য্য ছিল তাহার হিসাব করিয়া যে অনুপাতে খাজনা ধার্য্য থাকা দেখা যাইবে জমী কম হইবার পর উক্ত কম জমীর উপস্বত্বের বার্ষিক মূল্য সমগ্র জমীর মূল্য অপেক্ষা যে অনুপাতে কম হইবে উক্ত কম জমীটুকুর জন্য সমগ্র খাজনা হইতে সেই অনুপাতে কমি দিতে হইবে; মনে কর ১৬/০ বিঘা জমী আছে এবং উক্ত জমী হইতে বৎসরে গড়ে ১৬০৲ টাকার ফসল পাওয়া যায় এবং উক্ত ১৬/০ বিঘা জমীর জন্য ১০৲ টাকা খাজনা ধার্য্য আছে; সুতরাং ১৬০৲ টাকা উপস্বত্বের উপর ১০৲ টাকা অর্থাৎ মোট উপস্বত্বের মূল্যের টাকার উপর ১৬ ভাগের এক ভাগ টাকা খাজনা ধার্য্য আছে আর্থাৎ ১৲ টাকা উপস্বত্বের জন্য /০ আনা খাজনা দিতে হয়।

যদি উক্ত জোতের অন্তর্গত ৮/০ বিঘা শিকস্তী হইয়া যায় তাহা হইলে প্রজা উক্ত ৮/০ বিঘা জমীর উপসত্ত্বের মূল্য ৮০৲ টাকার জন্য টাকা প্রতি /০ আনা হিসাবে ৫৲ টাকা খাজনা কমি পাইবে। কিন্তু যে জমী শিকস্তী হইয়া গিয়াছে উক্ত জমীর বার্ষিক মূল্য সম্বন্ধে যদি সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে সমগ্র জোত হইতে যে পরিমাণ জমী কম হইবে তাহার অনুপাত ধরিয়া সমগ্র খাজনা হইতে সেই অনুপাতে খাজনা কমি দিতে হইবে অর্থাৎ ১২/০ বিঘা জমির ১২৲ টাকা খাজনার জোতের সিকি পরিমাণ জমী অর্থাৎ ৩/০ বিঘা জমী শিকস্তী হইলে ১২৲ টাকা খাজনার ৩৲ টাকা কমি হইয়া ৯/০ বিঘা জমির ৯৲ টাকা খাজনা ধার্য্য হইবে।

অতিরিক্ত জমীর জন্য কি হারে বা পরিমাণে অতিরিক্ত খাজনা ধার্য্য হইবে তাহা স্থির করিবার কালে কোন জমিটুকু অতিরিক্ত

তাহা ভূম্যধিকারীকে দেখাইয়া দিতে হইবে; কিন্তু যদি তাহা দেখান না যায় তবে এই ধারার (৫) উপধারা মতে উক্ত জোতের জমীর জন্য গড়ে যে নিরিখে খাজনা ধার্য্য থাকে অতিরিক্ত জমির জন্যও সেই নিরিখে খাজনা ধার্য্য হইবে; যে সকল ক্ষেত্রে পাট্টা বা কবুলতী বা জমীদারের থোকা বা মুড়ী চেকে জমির পরিমাণ লিখিত থাকে ঐরূপ ক্ষেত্রে যদি পরিমাণ করিয়া প্রজার দখলে অতিরিক্ত জমী পাওয়া যায় এবং উক্ত অতিরিক্ত জমীর জন্য যদি ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত খাজনা পাইবার দাবীতে নালিশ করেন তাহা হইলে যে সময়ে পরিমাপ করিয়া প্রজার দখলে অতিরিক্ত জমী পাওয়া গিয়াছে ঐ সময়ে নালিশী মহালে বা মধ্য সত্ব মধ্যে জমার জমী বন্দোবস্ত করিবার কালে (জমী পরিমাপ) করিয়াই বন্দোবস্ত হয় এইরূপ প্রথা থাকা প্রমাণ করিতে পারিলে পাট্টা কবুলতী বা থোকা ও মুড়ী চেকে জমীর যে পরিমাণ লিখিত থাকে তাহা আন্দাজী লিখিত না হইয়া পরিমাপ করিয়াই লিখিত হইয়াছিল আদালত এইরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। এবং পরিমাপে যে পরিমাণ জমী অতিরিক্ত হয় তাহার জন্য অতিরিক্ত খাজনার ডিগ্রী দিতে পারিবেন মূল বন্দোবস্ত কালে জমী মাপ করিয়া বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে এবং উক্ত বন্দোবস্ত কালীন মাপে যাহা পাওয়া যায় তাহা পাট্টা বা কবুলতি বা থোকা বা মুরী থেকে উল্লিখিত থাকিলে পরে যদি মাপ করিয়া উক্ত জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি দেখা যায় তবে প্রজা বন্দোবস্তের পর কোন রূপে অতিরিক্ত ভূম্যধিকারীর অতিরিক্ত খাজনা জমীটুকু নিজ জমীর সামীল করিয়া লইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না এবং পাইবার পক্ষেও বাধা ঘটে না কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল জমী জমা আছে তাহারা অধিকাংশই বহু পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে।

৫১ নং মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি।

সেটেলমেণ্ট আদালত।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ধারা মতে

আবেনন পত্র।

জিলা মোকদ্দমা নং · ···১৯২......সাল।

থানা বাদী (দরখাস্তকারী)

পরগণা

মৌজার নাম

ও নম্বর

হল্কা নং বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে :—

১। জেলা · ··· ··কালেক্টরীর······...নং তৌজীর মহালের অন্তর্গত···············মৌজার যোল আনা রকম···········স্বত্বের মালীক দরখাস্তকারী হইতেছেন, প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে দরখাস্তকারী তাহাতে দখলীকার আছেন।················ দরখাস্তকারী খাজনা পৃথক ভাবে আদায় হইয়া আসিতেছে।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মতে উক্ত মৌজার রেকড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত ····· ··তারিখে তাহার সাটিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে প্রতিপক্ষ এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের লিখিত মত ······ নং খতিয়ানে······ ···একর ও··············ডেসিমেল জমীতে মধ্যস্বত্বাধিকারী স্বরূপে দখলীকার থাকা ও উক্ত মধ্যস্বত্বের বর্ত্তমান দেয় খাজনা বার্ষিক ষোল আনায় ······টাকা থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। দরখাস্তকারীর মহালে যখন যে জমী বন্দোবস্ত হয় তাহা পরিমাপ হইয়া বন্দোবস্ত হইবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং উপরোক্ত জমী দরখাস্তকারীর মহালে প্রচলিত ১৮ ইঞ্চি হাতের ৮০ হাত রশির মাপের ··· বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ষোল আনায় ·········· টাকা খাজনায় দরখাস্তকারীর সেরেস্তায়··· ···············নামে প্রচলিত মধ্যস্বত্বীয় জমী হয়।

৫। প্রতিপক্ষ যে হারে খাজনা দিতেছেন উক্ত হার সেই গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট জমীর জন্য কিম্বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সেই প্রকার ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট জমীর নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজনা আদায় হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা কম ও উক্ত প্রতিপক্ষের উক্ত কম হারে উক্ত জমী ভোগ করিবার উপযুক্ত কোন কারণ নাই এবং প্রতিপক্ষ উক্ত জমী হইতে যে পরিমাণ লভ্য পাইয়া থাকেন তাহাতে প্রতিপক্ষের দখলী জমীর জন্য বার্ষিক···········টাকা খাজনা ধার্য্য হওয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত হয়। ইহা ছাড়া প্রতিপক্ষ অন্যায় ও অবৈধমতে ও প্রতারণামূলে ও যোগসাজসে দরখাস্তকারীর অজ্ঞাতসারেও বিনানুমতিতে প্রতিপক্ষের ন্যায্য প্রাপ্য জমী

অপেক্ষা অতিরিক্ত জমী দখল করিতেছে এবং তজ্জন্যও প্রতিপক্ষ অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা দিতে বাধ্য।

৬। উপরোক্ত হেতুবাদে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট যে পরিমাণ খাজনা পাইতে স্বত্ববান তাহা তৎসহ দাখিলী সিডিউলের ...... কলমে লিখিত হইল। উক্ত সিডিউল এই দরখাস্তের একাংশ গণ্য হইবে।

৭। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে :—

(ক) এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের.... কলমে লিখিত খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) দরখাস্তকারীর দাখিলী সিডিউলের .... কলমের লিখিত মত খাজনা আদালত ন্যায্য ও উপযুক্ত সাব্যস্ত না করিলে প্রমাণও অবস্থানুযায়ী আদালতের সুবিচারে যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত সুবিবেচিত হয় তদনুযায়ী প্রতিপক্ষের দখলী জমীর বাবদ নায্য ও উপযুক্ত খাজনা নির্দ্ধারিত করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জমীর বাবদ মিন প্রফিটের ডিক্রী হয়।

(ঘ) ভাবীকালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচা মায় সুদের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকর্দ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটীমূলে দরখাস্তকারী অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

২নং—মধ্যস্বত্বাধিকারীর মকররী খণ্ডন ও খাজনা বৃদ্ধি।

সেটেলমেণ্ট আদালত।

জিলা
থানা
পরগণা
মৌজার
নাম ও
নম্বর
হলকা নং

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ও ১০৫ (ক) ধারামতে আবেদনপত্র
মোকর্দ্দমার নং······১৯২ সাল
বাদী (দরখাস্তকারী)

বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই :—

১। জেলা ·····কালেক্টরীর ·····নং তৌজীর মহালের অন্তর্গত ······মৌজারবোল আনা রকম ··স্বত্বের মালিক দরখাস্তকারী হইতেছেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে দরখাস্তকারী তাহাতে দখলীকার আছেন। ·····দরখাস্তকারীর খাজনা পৃথক ভাবে আদায় হইয়া আসিতেছে।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধানমতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত ·····তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে প্রতিপক্ষ এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের লিখিত মত···নং খতিয়ানে ········একর ও····· ডেসিমেল জমীতে মকররী মধ্যস্বত্বাধিকারীস্বরূপে দখলীকার থাকা ও উক্ত মধ্যস্বত্বের বর্ত্তমান দেয় খাজনা বার্ষিক ষোল আনায় ···.. ···টাকা থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। দরখাস্তকারীর মহালে যখন যে জমী বন্দোবস্ত হয় তাহা পরিমাপ হইয়া বন্দোবস্ত হইবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং উপরোক্ত ·····...বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ষোল আনায় ···· টাকা খাজনায় দরখাস্তকারীর সেরেস্তায়····· নামে প্রচলিত সাধারণ ও গড় মকররী মধ্যস্বত্বীয় জমী হয়, উহা মকররী স্বত্বীয় জমী নহে। উক্ত মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধি হইবার যোগ্য।

৫। প্রতিপক্ষ যে হারে খাজনা দিতেছেন উক্ত হার সেই গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট জমীর জন্য কিম্বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সেই প্রকারেরও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট জমীর নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজনা আদায় হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা কম ও উক্ত প্রতিপক্ষের উক্ত কম হারে উক্ত জমী ভোগ করিবার উপযুক্ত কোন কারণ নাই এবং প্রতিপক্ষ উক্ত জমী হইতে যে পরিমাণ লভ্য পাইয়া থাকেন তাহাতে প্রতিপক্ষের দখলী জমীর জন্য বার্ষিক··· টাকা খাজনা ধার্য্য হওয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত হয়। ইহা ছাড়া প্রতিপক্ষ অন্যায় ও অবৈধ মতে ও প্রতারণামূলেও যোগসাজশে দরখাস্তকারীর অজ্ঞাতসারেও বিনানুমতিতে প্রতিপক্ষের ন্যাষ্য প্রাপ্য জমী অপেক্ষা অতিরিক্ত জমী দখল করিতেছে এবং তজ্জন্যও প্রতিপক্ষ অতিরিক্ত জমীর জন্য অতিরিক্ত খাজনা দিতে বাধ্য।

৬। উপরোক্ত হেতুবাদে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট যে

পরিমাণ খাজনা পাইতে স্বত্ববান তাহা এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের ——কলমে লিখিত হইল। উক্ত সিডিউল এই দরখাস্তের একাংশ গণ্য হইবে।

৭। আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্ট ফি ধার্য্য জন্ত মকররী খণ্ডনের মূল্য · টাকা ধরিয়া তদুপরি কোর্ট ফি দেওয়া হইল।

অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে :—

৮। (ক) এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের লিখিত মত...নং খতিয়ানের লিখিত···একার ও·· ডেসিমেল জমীতে প্রতিপক্ষের মকররী স্বত্ব না থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয় ও তদর্থে রেকর্ড সংশোধন করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের···কলমের লিখিত খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) দরখাস্তকারীর দাখিলী সিডিউলের · কলমের লিখিত মত খাজনা আদালতে ন্যায্য ও উপযুক্ত সাব্যস্ত না করিলে প্রমাণও অবস্থানুযায়ী আদালতের সুবিচারে যাহা নায্য ও উপযুক্ত সুবিবেচিত হয় তদনুযায়ী প্রতিপক্ষের দাখিলী জমীর বাবত নায্য ও উপযুক্ত খাজনা নির্দ্ধারিত করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জমীর বাবদ মিন প্রফিটের ডিক্রী হয়।

(ঙ) ভাবীকালের সুদ সহ সমস্ত আদালত খরচা যায় সুদের ডিক্রী হয়।

(চ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকর্দ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটী মূলে দরখাস্তকারী অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(৩ নং মধ্য স্বত্বাধিকারীর সকরমী সাব্যস্ত কারণ)

সেটেলমেণ্ট আদালত

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ও ১০৫

(ক) ধারা মতে আবেদনপত্র।

জিলা মোকদ্দমার নং——১৯২——সাল।

বাদী (দরখাস্তকারী)

থানা

পরগণা

মৌজার নাম

ও নম্বর

হল্কা নং বিবাদী (প্রতিপক্ষ

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে :—

১। জেলা———— ———কালেক্টরীর——তৌজীর মহালের অন্তর্গত————মৌজার ষোল আনা রকম————স্বত্বের মালিক প্রতিপক্ষ হইতেছেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে প্রতিপক্ষ তাহাতে দখলীকার আছেন।——প্রতিপক্ষের খাজনা পৃথক ভাবে আদায় হইয়া থাকে।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত ··তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে দরখাস্তকারী নিম্নের পর্চীনের লিখিতমত···—নং খতিয়ানে——একর——ডেসিং মল

জমীতে সাধারণ মধ্যস্বত্বাধিকারী স্বরূপে দখলীকার থাকাও উক্ত জমী বার্ষিক ষোল আনা রকমে——টাকা খাজনায় সাধারণ মধ্য স্বত্বীয় থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। উক্ত জমী প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মধ্যস্বত্বীয় জমী নহে। উহা প্রকৃতপক্ষে মকররী মধ্যস্বত্বীয় জমী হয়। প্রতিপক্ষ অন্যায় ও অবৈধমতে প্রতারণামূলে ও যোগসাজসে এবং তৎকালীন সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে ভুল বুঝাইয়া উক্ত জমী সাধারণ মধ্যস্বত্বীয় জমী থাকা রেকর্ড করাইয়াছেন। উক্তরূপ রেকর্ড ভ্রমাত্মক হইয়াছে; এমতে তাহা সংশোধনান্তে দরখাস্তকারীর জমী মকররী মধ্যস্বত্বীয় থাকা রেকর্ড হইবার যোগ্য।

৫। আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্টফি ধার্য্য জন্য মকররী সাব্যস্তের মূল্য······টাকা ধরিয়া তদুপরি কোর্টফি দিয়া এই নালিশ হইল।

৬। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে :—

(ক) দরখাস্তের উল্লিখিত················নং খতিয়ানের লিখিত...·········একরও ··· ···ডেসিমেল জমী দরখাস্তকারীর মকরীর মধ্যস্বত্বীয় থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) ভাবীকালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচা মায় সুদের ডিক্রী হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকর্দ্দমার অবস্থানুসারে দরখাস্তকারী অন্য বা অতিরিক্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল—

খতিয়ান নং	দাগ নং	পরিমাণ

(৪নং—মধ্যস্বত্ব কর্ত্তনও রায়ত সাব্যস্ত করন)

——সেটেলমেণ্ট আদালত।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ও ১০৫ (ক) ধারামতে আবেদন পত্র।

মোকর্দ্দমা নং————১৯২———সাল

জিলা

নানা — বাদী (দরখাস্তকারী)

থরগণা

পমৌজার — বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

নাম ও

নং—

হলকা নং

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে :—

১। জেলা————কালেক্টরীর নং————তৌজীর মহালের অন্তর্গত————মৌজার ষোল আনা রকম——স্বত্বের মালিক প্রতিপক্ষ হইতেছেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে প্রতিপক্ষ তাহাতে দখলীকার আছেন।——প্রতিপক্ষের খাজনা পৃথকভাবে আদায় হইয়া আসিতেছে।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধানমতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত ···——···——তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে দরখাস্তকারী নিম্নের তপশীলের লিখিত মত ·········· নং খতিয়ানে ········ ···

একর.........ডেসিমেল জমীতে মধ্যস্বত্বাধিকারীরূপে দখলীকার থ কা ও উক্ত জমী বার্ষিক ষোল আনা রকমে————টাকা খাজনায় মধ্যস্বত্বীয় জোত স্বত্বীয় থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। উক্ত জমী প্রকৃতপক্ষে মধ্যস্বত্বীয় জমী নহে। উক্ত প্রকৃতপক্ষে রায়তী স্বাধীয় জোত হয়। প্রতিপক্ষ অন্যায় ও অবৈধমতে প্রতারণামূলে ও যোগসাজসে এবং তৎকালীন সেটেল- মেণ্ট কর্তৃপক্ষকে ভুল বুঝাইয়া উক্ত জমী মধ্যস্বত্বীয় বলিয়া রেকর্ড করিয়াছে। উক্ত রূপ রেকর্ড ভ্রমাত্মক হইয়াছে; এমতে তাহা সংশোধনান্তে দরখাস্তকারীর জমী রায়তী স্বত্বীয় থাকা রেকর্ড হইবার যোগ্য।

৫। আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্টফি ধার্য্য জন্য মধ্যস্বত্ব খণ্ডনের মূল্য————টাকা ধরিয়া তদুপরি কোর্টফি দিয়া নালিশ হইল।

৬। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে :—

(ক) দরখাস্তের উল্লিখিত————নং খতিয়ানের লিখিত ————একর ও————ডেসিমেল জমী দরখাস্তকারীর রায়তী স্বত্বীয় টাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) ভাবীকালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচ মায় সুদের ডিক্রী হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকর্দ্দমার আসানুসারে আইন ও ইকুইটী মূলে দরখাস্তকারী অন্য বা অতিরিক্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল

খতিয়ান নং————দাগ নং————পরিমাণ

(৫নং—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার খাজনা বৃদ্ধি)

— ——সেটেলমেণ্ট আদালত।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ধারা মতে আবেদনপত্র।

জিলা
থানা
পরগণা
মৌজার
নাম ও
নম্বর
হলকা নং

বাদী (দরখাস্তকারী)

বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে :—

১। জেলা———কালেক্টরীর———নং তৌজীর মহালের অন্তর্গত———মৌজার যোল আনা রকম———স্বত্বের মালিক দরখাস্তকারী হইতেছেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাদে দরখাস্তকারী তাহাতে দখলীকার আছেন। ———দরখাস্তকারীব খাজনা পৃথকভাবে আদায় হইয়া আসিতেছে।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধানমতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত———তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে প্রতিপক্ষ এতৎসহ দাখিলা সিডিউলের লিখিত মত———নং রাইয়তী খতি-

স্থানে————একর ও————ডেসিমল জমীতে দখলীকার থাকা ও উক্ত জমীর বর্ত্তমান দেয় খাজনা বার্ষিক ষোল আনায়————টাকা থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। দরখাস্তকারীর মহালে যখন যে জমী বন্দোবস্ত হয় তাহা পরিমাপ হইয়া বন্দোবস্ত হইবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং উপরোক্ত জমী দরখাস্তকারীর মহালে প্রচলিত ১৮ ইঞ্চি হাতের ৮০ হাত রশির মাপের————বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ষোল আনায়————টাকা খাজনায় দরখাস্তকারীর সেরেস্তায়————নামে প্রচলিত স্থিতিবান রাইয়তী স্বত্বীয় জোতের জমী হয়।

৫। নিম্নের লিখিত হেতুবাদে প্রতিপক্ষের দেয় রেকর্ড অব রাইটের লিখিত বর্ত্তমান খাজনা বৃদ্ধি হইবার যোগ্য :—

(ক) প্রতিপক্ষের দেয় বর্ত্তমান খাজনা প্রচলিত থাকা কালে স্থানীয় উৎপন্ন প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(খ) প্রতিপক্ষ যে হারে খাজনা দিতেছেন উক্ত হার সেই গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট জমীর নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে রায়তেরা খাজনা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা কম ও উক্ত প্রতিপক্ষের উক্ত কম হারে উক্ত জমী ভোগ করিবার উপযুক্ত কোন কারণ নাই।

(গ) প্রতিপক্ষের দখলী জমীর উৎপাদিকা শক্তি স্রোতের গতিতে বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) প্রতিপক্ষের বর্ত্তমান দেয় খাজনা প্রচলিত থাকা কালে দরখাস্তকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে প্রতিপক্ষের জমীর

যে উৎকর্ষসাধন হইয়াছে ও তাহাতে প্রতিপক্ষের ভোগকৃত জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঙ) প্রতিপক্ষ অন্যায় ও অবৈধমতে ও প্রতারণামূলে ও যোগসাজসে দরখাস্তকারীগণের অজ্ঞাতসারে ও বিনানুমতিতে প্রতিপক্ষের নিজ জোতের জমী অপেক্ষা অতিরিক্ত জমী দখল করিতেছে।

(৬) উপরোক্ত হেতুবাদে দরখাস্তকারীগণ প্রতিপক্ষের নিকট যে পরিমাণ খাজনা পাইতে স্বত্ববান্ তাহা এতৎসহ দাখিলা সিডউলের————কলমে লিখিত হইল। উক্ত সিডিউল এই দরখাস্তের একাংশ গণ্য হইবে।

৭। **অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন :—**

(ক) এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের————কলমে লিখিত খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) দরখাস্তকারীর দাখিলী সিডিউলের—— ——কলমে লিখিত মত খাজনা আদালত ন্যায্য ও উপযুক্ত সাব্যস্ত না করিলে প্রমাণ ও অবস্থানুযায়ী আদালতের সুবিচারে যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত সুবিবেচিত হয় তদনুযায়ী প্রতিপক্ষের দখলী জমীর বাবত ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা নির্দ্ধারিত করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জমীর বাবত মিন প্রফিটের ডিক্রী হয়।

(ঘ) ভাবীকালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচ মায় সুদের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকদ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটী মূলে দরখাস্তকারী অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(৬ নং মকররী খণ্ডন ও খাজনা বৃদ্ধি)

সেটেলমেণ্ট আদালত

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ও ১০৫

(ক) ধারা মতে আবেদনপত্র

জিলা মোকদ্দমার নং···· ১৯২ ····সাল।

থানা বাদী (দরখাস্তকারী)

পরগণা

মৌজার নাম

ও নম্বর

হল্কা নং বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে :—

১। জেলা ·····কালেক্টরীর · নং তৌজীর মহালের অন্তর্গত ·····মৌজার ষোল আনা রকম .. স্বত্বের মালিক দরখাস্ত-কারী ···· হয়েন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে তাহাতে দরখাস্তকারী ..দখলীকার আছেন।······দরখাস্তকারীর খাজনা পৃথক ভাবে আদায় হইয়া আসিতেছে।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলি· কেশন হইয়াছে ও গত...তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে প্রতিপক্ষ এতৎসহ দাখিলি সিডিউলের লিখিত মত নং---রায়তী খতিয়ানে······একর ও ······ডেসিমেল জমীতে মকররী স্বত্বে দখলিকার থাকা ও উক্ত জমীর

বার্ষিক ষোল আনায়……টাকা খাজনায় মকররী মৌরসী জোত স্বত্বীয় জমী থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। দরখাস্তকারীর মহালে যখন যে জমী বন্দোবস্ত হয় তাহা পরিমাপ হইয়া বন্দোবস্ত হইবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং উপরোক্ত জমী দরখাস্তকারীর মহালে প্রচলিত ১৮ ইঞ্চি হাতের ৮০ হাত রশীর মাপের… · বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ষোল আনায় ·· টাকা খাজনায় দরখাস্তকারীর সেরেস্তায় ·· নামে প্রচলিত হস্তান্তরের অযোগ্য স্থিতিবান রাইয়তী স্বত্বীয় জোতের জমী হয়, উহা মকররী স্বত্বীয় জোতের জমী নহে। উক্ত জমীর খাজনা বৃদ্ধি হইবার যোগ্য।

৫। নিম্নের লিখিত হেতুবাদে প্রতিপক্ষের বর্ত্তমানে দেয় রেকর্ড অব রাইটের লিখিত বর্ত্তমান খাজনা বৃদ্ধি হইবার যোগ্য।

(ক) প্রতিপক্ষের দেয় বর্ত্তমান খাজনা প্রচলিত থাকা কালে স্থানীয় উৎপন্ন প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

(খ) প্রতিপক্ষ যে হারে খাজনা দিতেছেন উক্ত হার সেই গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট জমীর নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে রাইয়তেরা খাজনা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা কম ও উক্ত প্রতিপক্ষের উক্ত কম হারে উক্ত জমী ভোগ করিবার উপযুক্ত কোন কারণ নাই।

(গ) প্রতিপক্ষের দখলী জমীর উৎপাদিকা শক্তি স্রোতের গতিতে বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) প্রতিপক্ষের বর্ত্তমান দেয় খাজনা প্রচলিত থাকা কালে দরখাস্তকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে প্রতিপক্ষের জমীর যে উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে তাহাতে প্রতিপক্ষের জমীর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঙ) প্রতিপক্ষ অন্যায় ও অবৈধ মতে প্রতারণা মূলে ও গোপনা·

জলে ও দরখাস্তকারীর অজ্ঞাতসারে ও বিনানুমতিতে প্রতিপক্ষের নিজ জোতের জমী অপেক্ষা অতিরিক্ত জমী দখল করিতেছে।

৬। উপরোক্ত হেতুবাদে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট যে পরিমাণ খাজনা পাইতে স্বত্ববান তাহা এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের......কলমে লিখিত হইল। উক্ত সিডিউল এই দরখাস্তের একাংশ গণ্য হইবে।

৭। আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্ট ফি ধার্য্য জন্য মকররী খণ্ডনের মূল্য......টাকা ধরিয়া তদুপরি কোর্ট ফি দেওয়া হইল।

৯। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যেঃ—

(ক) এতৎসহ দাখিলি সিডিউলের লিখিত মত.. নঃ রায়তি খতিয়ানের লিখিত...একর ও...ডেসিমল জমীতে প্রতিপক্ষের মকররী স্বত্ব না থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয় ও তন্মর্ম্মে রেকর্ড সংশোধন করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) উক্ত জমী সাধারণ স্থিতিবান রায়তী স্বত্তীয় জোতের জমী থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের—কলমের লিখিত মত খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) দরখাস্তকারীর দাখিলী সিডিউলের · কলমের লিখিত খাজনা আদালত ন্যায্য ও উপযুক্ত সাব্যস্থ না করিলে প্রমাণ ও অবস্থানুসারে আদালতের সুবিচারে যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচিত হয় তদনুযায়ী প্রতিপক্ষের দখলি জমীর বাবদ ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা নির্দ্ধারিত করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) ভাবী কালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচ মায় সুদের ডিক্রি দিতে হয়।

(চ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকদ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটি মূলে দরখাস্তকারী অন্য বা অতিরিক্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

(৭নং—লাখেরাজ খণ্ডন ও খাজনা ধার্য্য করন)

———সেটেলমেণ্ট আদালত।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ও ১০৫ (ক) ধারামতে আবেদন পত্র।

মোকর্দ্দমা নং————১৯২———সাল

জেলা

থানা

পরগণা

মৌজার নাম ও নং—

হলকা নং

বাদী (দরখাস্তকারী)

বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে :—

১। জেলা————কালেক্টরীর নং————তৌজীর মহালের অন্তর্গত————মৌজার ষোল আনা রকম————স্বত্বের মালিক দরখাস্তকারী হইতেছেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায় ও খাসে তাহাতে দরখাস্তকারী দখলীকার আছেন।——

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধানমতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত ————তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে প্রতিপক্ষ এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের লিখিত মত .... নং খতিয়ানে ... ...

একর .... ডেসিমেল জমীতে দখলীকার থাকা ও উক্ত জমী প্রতিপক্ষের নাখেরাজ স্বত্বীয় জমী থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। উক্ত জমী দরখাস্তকারী মহালে প্রচলিত ১৮ ইঞ্চি হাতের ৮০ হাত রশীর মাপের——বিঘা জমী হয় ও তাহা দরখাস্তকারীর মহালের অন্তর্গত মালের জমী হয়, তাহা নাখেরাজ জমী নহে বা তৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কখনও নাখেরাজের দাবী হয় নাই বা প্রতিপক্ষের উক্ত জমী সম্বন্ধে নাখেরাজের দাবী পূর্ব্ব কখনও জানা যায় নাই প্রতিপক্ষ তৎকালীন সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে ভুল বুঝাইয়া ও প্রতারণা মূলে অন্যায় ও অবৈধ মতে ও যোগ সাজোসে উক্ত জমী নাখেরাজ থাকা রেকর্ড করাইয়া লইয়াছে। উক্ত রূপ রেকর্ড হওয়া ভ্রমাত্মক হইয়াছে। এমতে তাহা সংশোধনান্তে প্রতিপক্ষের জমী মহালের মালের জমী থাকা সাব্যস্ত হইয়া তজ্জন্য ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য হইবার যোগ্য।

৫। প্রতিপক্ষের দখলি জমীর জন্য প্রতিপক্ষ উক্ত জমীর সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর হারে খাজনা দিতে আইন ও ন্যায় মতে বাধ্য। প্রতিপক্ষের দখলি জমীর জন্য যে পরিমাণ খাজনা ধার্য্য হওয়া উচিত তাহা এতৎসহ দাখিলি সিডিউলের——কলমে লিখিত হইল। উক্ত সিডিউল এই দরখাস্তের একাংশ গণ্য হইবে।

৬। আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্টফি ধার্য্য জন্য নাখেরাজ খণ্ডনের মূল্য———টাকা ধরিয়া তদুপরি কোর্টফি দেওয় হইল।

৭। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে :—

(ক) এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের লিখিত মত··· ..···নং

খতিয়ানের লিখিত…একার ও ডেসিমেল জমীতে প্রতিপক্ষের নাখেরাজ স্বত্ব না থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) উক্ত জমী খাজনা ধার্য্য যোগ্য ও মহালের মালের জমী থাকা সাব্যস্থ করিতেও তন্মর্ম্মে রেকর্ড সংশোধন করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) উক্ত জমীর বাবদ এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের…… কলমের লিখিত মত খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্থে তাহা ধার্য্য করিতে ও প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে উক্ত খাজনা দিতে বাধ্য থাকা সাব্যস্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) দরখাস্তকারীর দাখিলী সিডিউলের…কলমের লিখিত মত খাজনা আদালত ন্যায্য ও উপযুক্ত সাব্যস্ত না করিলে প্রমাণও অবস্থানুসারে আদালতের সুবিচারে যাহা উপযুক্ত ও নায্য বিবেচিত হয় তদনুযায়ী প্রতিপক্ষের দাখিলী জমীর বাবত নায্য ও উপযুক্ত খাজনা নির্দ্ধারিত করিতে ও প্রতিপক্ষ উক্ত খাজনা দরখাস্তকারীকে দিতে বাধ্য থাকা সাব্যস্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) সমস্ত আদালত খরচা মায় ভাবীকালের সুদের ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

(চ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকর্দ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটী মূলে দরখাস্তকারী অন্য যে কোন প্রতিকার পাঠাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।



(৮-নং খাজনা ধার্য্যযোগ্য জমীর খাজনা ধার্য্য কারণ)

সেটেলমেণ্ট আদালত

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ও ১০৫

(ক) ধারা মতে আবেদনপত্র।

জিলা মোকদ্দমার নং——১৯২——সাল।

বাদী (দরখাস্তকারী)

থানা

পরগণা

মৌজার নাম

ও নম্বর

হল্কা নং

বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে :—

১। জেলা—— ——কালেক্টরীর——তৌজীর মহালের অন্তর্গত——মৌজার ষোল আনা রকমের——স্বত্বের মালিক দরখাস্তকারী হইতেছেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে দরখাস্তকারী তাহাতে দখলীকার আছেন।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলি-

সিডিউল

(খাজনা ধার্য্য যোগ্য জোত)

জিলা
থানা
পরগণা
মৌজার নাম ও নম্বর
হলকা নং

দরখাস্তকারী…………………বঃ প্রতিপক্ষ……………… ……অন্য

খতিয়ান নম্বর	প্রতি পক্ষের নাম ও ঠিকানা	জমির পরিমাণ ও বিবরণ			যে হারে খাজনা ধার্য্য হইবে	মোট কত খাজনা ধার্য্য হইবে	মন্তব্য
		প্লট নম্বর	জমীর রকম	পরিমাণ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

আমি শ্রী……………………………এতদ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে উপরোক্ত দরখাস্ত মায় সিডিউলের লিখিত সমস্ত বিবরণ আমার উৎকৃষ্ট অবগতি ও বিশ্বাস মতে সত্য। অদ্য………তারিখে……… মোকামে অত্র সত্যতা পাঠে সহি করিলাম। ইতি ……

শ্রী……… ………

কেশন হইয়াছে ও গত…তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে প্রতিপক্ষ এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের লিখিত মত——————নং রাইয়তী খতিয়ানে——একর ও——ডেসিমেল জমীতে দখলকার থাকা ও উক্ত জমী খাজনা ধার্য্যযোগ্য মালের জমী থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। দরখাস্তকারীর মহালে যখন যে জমী বন্দোবস্ত হয় তাহা পরিমাপ হইয়া বন্দোবস্ত হইবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং উপরোক্ত জমি দরখাস্তকারীর মহালে প্রচলিত ১৮ ইঞ্চি হাতের ৮০ হাত পাশির মাপের——একর ও——ডেসিমেল জমী হয়।

৫। প্রতিপক্ষের দখলী জমীর বাবত প্রতিপক্ষ উক্ত জমীর সমতুল্য ও সমান সুবিধা বিশিষ্ট জমীর হারে খাজনা দিতে আইন ও ন্যায় মতে বাধ্য। প্রতিপক্ষের দখলী জমীর জন্য যে পরিমাণ খাজনা ধার্য্য হওয়া উচিত তাহা এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের—কলমে লিখিত হইল। উক্ত সিডিউল এই দরখাস্তের একাংশ গণ্য হইবে।

অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে ঃ—

(ক) এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের… কলমে লিখিত খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্থে তাহা ধার্য্য করিতে ও প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে উক্ত খাজনা দিতে বাধ্য থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) দরখাস্তকারীর দাখিলী সিডিউলের ···· কলমের লিখিত মত খাজনা আদালত ন্যায্য ও উপযুক্ত সাব্যস্ত না করিলে প্রমাণও অবস্থানুসারে আদালতের সুবিচারে যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত সুবিবেচিত হয় তদনুযায়ী প্রতিপক্ষের দখলী জমীর বাবদ নায্য ও উপযুক্ত খাজনা নির্দ্ধারিত করিতে এবং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে উক্ত খাজনা দিতে বাধ্য থাকা সাব্যস্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) যে কোন প্রকারে খাজনা নির্দ্ধারিত হয় উক্ত নির্দ্ধারিত খাজনা ১৩৩—সুরু বৈশাখ হইতে অথবা আদালত যে সময় হইতে উচিত বোধ করেন সেই সময় হইতে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে দিতে বাধ্য থাকা সাব্যস্থে তন্মূলক ডিক্রী হয়।

(ঘ) প্রতিপক্ষের দখলী জমীর বাবত দরখাস্তকারীর নায্য প্রাপ্য মিন প্রফিটের ডিক্রী হয়।

(ঙ) ভাবীকালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচার ডিক্রী হয়।

(চ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকর্দ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটীমূলে দরখাস্তকারী অন্য অতিরিক্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(৯নং—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার খাজনা কমি)

———সেটেলমেণ্ট আদালত।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ধারা মতে আবেদনপত্র।

মোকর্দ্দমার নং ———১৯২ সাল।

জিলা

থানা

পরগণা

মৌজার

নাম ও

নম্বর

হলকা নং

বাদী (দরখাস্তকারী)

বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারির নিবেদন এই যে :—

১। জেলা—————কালেক্টরীর————নং তৌজীর মহালের অন্তর্গত—————মৌজার ষোল আনা রকম——
——স্বত্বের মালিক প্রতিপক্ষ হয়েন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে প্রতিপক্ষ তাহাতে দখলীকার আছেন।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধানমতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত—————তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে দরখাস্তকারী এতৎসহ দাখিলি সিডিউলের লিখিত মত———নং রায়তী খতি-

স্থানে·····একর ও·····ডেসিমেল জমীতে দখলিকার থাকা ও উক্ত জমীর বর্ত্তমান দেয় খাজনা বার্ষিক ষোল আনায়·····টাকা থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। উক্ত জমী———ইঞ্চি হাতের———হাত রশির মাপের ——বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ষোল আনায়·····টাকা খাজনায় প্রতিপক্ষের সেরেস্তায়····· নামে প্রচলিত স্থিতিবান রাইয়তী স্বত্বীয় জোতের জমী হয়।

৫। নিম্নের লিখিত হেতুবাদে দরখাস্তকারীর রেকর্ড অব রাইটের লিখিত বর্ত্তমান খাজনা কম হইবার যোগ্য।

(ক) রথাস্তকারীর বিনা ক্রটীতে জোতের জমী চিরস্থায়ীরূপে অপকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

(খ) দরখাস্তকারীর নিজ জোতের জমী অপেক্ষা কম জমী দরখাস্তকারীর দখলে থাকা দেখা যাইতেছে।

৬। উপরোক্ত হেতুবাদে প্রতিপক্ষ যে পরিমাণ খাজনা পাইতে হকদার তাহা এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের····· কলমে লিখিত হইল। উক্ত সিডিউল এই দরখাস্তের একাংশ গণ্য হইবে।

৭। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে :—

(ক) এতৎসহ দাখিলী সিডিউলের——কলমের লিখিত খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) ভাবীকালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচায় ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকর্দ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটীমূলে দরখাস্তকারী অন্য বা অতিরিক্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

সিডিউল

(খাজনা ধার্য্য যোগ্য জোত)

জিলা
থানা
পরগণা
মৌজার নাম ও নম্বর
হলকা নং

দরখাস্তকারী........................বঃ প্রতিপক্ষ.......................

খতিয়ান নম্বর	প্রতি পক্ষের নাম ও ঠিকানা	জমির পরিমাণ ও বিবরণ			যে হারে খাজনা ধার্য্য হইবে	মোট কত খাজনা ধার্য্য হইবে	মন্তব্য
		প্লট নম্বর	জমীর রকম	পরিমাণ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

আমি শ্রী.................................এতদ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে উপরোক্ত দরখাস্ত মায় সিডিউলের লিখিত সমস্ত বিবরণ আমার উৎকৃষ্ট অবগতি ও বিশ্বাস মতে সত্য। অদ্য ....তারিখে ....মোকামে অত্র সত্যতা পাঠে সহি করিলাম। ইতি

শ্রী.......................

(১০ নং মকররী সাব্যস্থ করণ।)

সেটেলমেণ্ট আদালত

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ও ১০৫

(ক) ধারা মতে আবেদনপত্র

জিলা মোকদ্দমার নং···· ১৯২ · ···সাল।

থানা . বাদী (দরখাস্তকারী) ·························

পরগণা।

মৌজার নাম

ও নম্বর বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

হল্কা নং

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে ঃ—

১। জেলা ·····কালেক্টরীর····· নং তৌজীর মহালের অন্তর্গত······মৌজার ষোল আনা রকম··· . স্বত্বের মালিক প্রতিপক্ষ হইতেছেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে তাহাতে প্রতিপক্ষ দখলীকার আছেন।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে, ও গত...তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে দরখাস্তকারী নিম্নের তপশিলের লিখিত মত ·...নং খতিয়ানে ···একর ও··········· ডেসিমেল জমীতে স্থিতিবান রায়তী স্বত্বে দখলিকার থাকা ও উক্ত

জমী বার্ষিক গোল অ না রকমে .... টাকা খাজনায় সাধারণ স্থিতিবান রায়তী জোত স্বত্তীয় থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। উক্ত জমী প্রকৃত পক্ষে সাধারণ স্থিতিবান রায়তী জোত স্বত্তীয় জমি নহে। উহা প্রকৃত পক্ষে মকররী মৌরসী জোত স্বত্তীয় হয়; উক্ত জমীর একই অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় খাজনায় ও নিরীখে দশ শালা বন্দোবস্তের বহু পূর্ব্ব হইতে ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে। প্রতিপক্ষ অন্যায় ও অবৈধ মতে ও প্রতারণা মূলে ও গোস খাজনে ও তৎকালীন সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে ভুল বুঝাইয়া উক্ত জমী সাধারণ স্থিতিবান রায়তী স্বত্তীয় জোত বলিয়া রেকর্ড করাইয়াছে। উক্তরূপ রেকর্ড হওয়া ভ্রমাত্মক হইয়াছে; এমতে তাহা সংশোধনান্তে দরখাস্তকারীর জমী মকররী মৌরসী জোত স্বত্তীয় থাকা রেকর্ড হইবার যোগ্য।

৫। আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্ট ফি ধার্য্য জন্য মকররী সাব্যস্তের মূল্য টাকা ধরিয়া তদনুযায়ী কোর্ট ফি দিয়া এই নালিশ হইল।

৬। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে :—

(ক) দরখাস্তের উল্লিখিত ....নং খতিয়ানের লিখিত...একর ...ডেসিমেল জমী দরখাস্তকারীর সাধারণ স্থিতিবান রায়তী জোত স্বত্তীয় না থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) উক্ত জমী দরখাস্ত করিয়া মোকররী মৌরসী জোত স্বত্তীয় থাকা সাব্যস্ত করিতে ও তন্মধ্যে রেকর্ড সংশোধন করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) দাবীকালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচা মায় সুদের ডিক্রী হয়।

(ঘ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকদ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটি মূলে দরখাস্তকারী অন্য বা অতিরিক্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল

খতিয়ান নং————দাগ নং————পরিমাণ————

(১১ নং নাখেরাজ সাব্যস্থ করন।)

সেটেলমেণ্ট আদালত।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের

১০৫ (ক ধারা মতে আবেদন পত্র।

জিলা মোকর্দ্দমা নং ·····১৯২......সাল।

থানা বাদী (দরখাস্তকারী)

পরগণা

মৌজার নাম :

ও নম্বর

হল্কা নং বনাম বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে :—

১। জেলা ····কালেক্টরীর·······..নং তৌজীর মহালের অন্তর্গত ··········· ···মৌজার ষোল আনা রকম············স্বত্বের মালীক প্রতিপক্ষ হয়েন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে তাহাতে প্রতিপক্ষ দখলীকার আছেন।················· প্রতিপক্ষের খাজনা পৃথক ভাবে আদায় হইয়া আসিতেছে।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান মতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত ········তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উল্লিখিত মৌজার রেকর্ড অব রাইটে দরখাস্তকারীর স্বত্বায় ও দখলি নিম্নের তপশিলের লিখিত মত......নং খতিয়ানে ··

একর…… ডেসিমেল জমী কর ধার্য্যের যোগ্য জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। উক্ত জমী প্রকৃত পক্ষে দরখাস্তকারীর নাখেরাজ স্বত্বীয় জমী হয় এবং দ্বাদশ বর্ষের বহু উর্দ্ধকাল হইতে তাহা স্বসত্বে ও প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধ স্বত্বে ও প্রতিপক্ষগণের জ্ঞাতসারে নাখেরাজ স্বত্বের দাবীরতে ও বিনা খাজনায় তাহা ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে; উক্ত জমী মহাশয়ের মালের জমী নহে বা তাহা কর ধার্য্যের যোগ্য নহে। প্রতিপক্ষ তৎকালীন সেটেলমেণ্ট কর্তৃপক্ষকে ভুল বুঝাইয়া ও প্রতারণা মূলে ও অন্যায় ও অবৈধ খোস সাজলে উক্ত জমী কর ধার্য্য যোগ্য মালের জমী থাকা রেকর্ড করাইয়া লইয়াছে; উক্তরূপ রেকর্ড হওয়া ভ্রমাত্মক হইয়াছে, এমতে তাহা সংশোধনাস্তে দরখাস্তকারীর জমী নাখেরাজ জমী থাকা সাব্যস্ত হইবার যোগ্য।

৫। আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্টফি ধার্য্য জন্য নাখেরাজ সাব্যস্তের মূল্য ……টাকা ধরিয়া তদনুযায়ী কোর্টফি দিয়া এই নালিশ হইল।

৬। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে :—

(ক) দরখাস্তের উল্লিখিত……………নং খতিয়ানের লিখিত………… একরও …… ডেসিমেল জমী কর ধার্য্যের যোগ্য না থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) উক্ত জমী দরখাস্তকারীর নাখেরাজ স্বত্বীয় থাকা সাব্যস্ত করিতে ও তমর্ম্মে রেকর্ড সংশোধন করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) ভাবীকালের সুদসহ সমস্ত আদালত খরচা মায় সুদের ডিক্রী হয়।

(ঘ) আদালতের ন্যায় বিচারে ও মোকর্দ্দমার অবস্থানুসারে আইন ও ইকুইটী মূলে দরখাস্তকারী অন্য বা অতিরিক্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(১২নং—অনধিকারী সাব্যস্থ করন।)

সেটেলমেণ্ট আদালত।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৫ ও ১০৫ (ক) ধারামতে আবেদন পত্র।

মোকর্দ্দমার নং······১৯২···সাল।

জিলা
থানা
পরগণা
মৌজার
নাম ও
নম্বর
হলকা নং

বাদী (দরখাস্তকারী)

বনাম

বিবাদী (প্রতিপক্ষ)

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই :—

১। জেলা··· ··কালেক্টরীর ·· · নং তৌজীর মহালের অন্তর্গত·········মৌজার······· ·যোগ আনা রকম ·········...স্বত্বের মালিক দরখাস্তকারী হইতেছেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ে ও খাসে দরখাস্তকারী তাহাতে দখলীকার আছেন। ·····দরখাস্তকারীর খাজনা পৃথকভাবে আদায় হইয়া আসিতেছে।

২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধানমতে উক্ত মৌজার রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত হইয়া তাহার ফাইনাল পাবলিকেশন হইয়াছে ও গত····· তারিখে তাহার সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। উক্ত রেকর্ড অব রাইটের .....খতিয়ানের লিখিত...... একর ও ......ডেসিমেল জমীতে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীগণের অধীনে দখলীকার থাকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপরোক্ত খতিয়ানের লিখিত জমী দরখাস্তকারীগণের সেরেস্তার প্রচলিত...... ...নামীয় ... বিঘা জমীর কাত বার্ষিক রোল আনায়......টাকার হস্তান্তরের অযোগ্য সাধারণ স্থলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতের জমী হয়। প্রতিপক্ষ মূল প্রজার ওয়ারীশ নহেন বা উক্ত জমী সম্বন্ধে তাহাকে প্রজা স্বীকার করা হয় নাই। উক্ত জমী সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ অনধিকার ট্রেসপাসার মাত্র। এক্ষণে বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট আমলে প্রতিপক্ষ উক্ত জমীতে দখলীকার থাকা ও তাহা খরিদ করা প্রকাশ পাইতেছে। প্রতিপক্ষের খরিদ দরখাস্তকারী স্বীকার ও বিশ্বাস করেন না; ঐরূপ কোন খরিদ হইয়া থাকিলেও তাহা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে বাধ্য ও বলবৎ নহে।

৪। অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে:—

(ক) ... নং খতিয়ানের লিখিত ... একর ও......ডেসিমেল জমী হস্তান্তরের অযোগ্য সাধারণ স্থলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতের জমী থাকা সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) উক্ত জমী সম্বন্ধে প্রতিপক্ষকে অনধিকারী ট্রেসপাসার থাকা সাব্যস্থ করতঃ তাহা রেকর্ডে নোট করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) ভাবীকালের সুদসহ সমস্ত মোকর্দ্দমা খরচা মায় সুদের ডিক্রি দিতে হয়।

(ঘ) আদালতের ন্যায় বিচারে আইন ও ইকুইটি মূলে দরখাস্তকারী অন্য বা অতিরিক্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার যোগ্য হয়েন তাহার ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

২নং পরিশিষ্ট।

১০৫ ও ১০৫ (ক) ও ১০৬ ধারা মতে কয়েকটী আর্জ্জির মুসাবিদা এই ভাগে দেওয়া হইল ঐ ঐ ধারা মতে নানা প্রকার আর্জি হইতে পারে। সকল প্রকার আর্জির মুসাবিদা দেওয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নহে। যে সকল আর্জি সাধারণতঃ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কয়েকটীর মুসবিদা দেওয়া হ'ল। ইহাতেও অধিক অংশ কার্য্য হইবে। নমুনার আর্জির ফাঁকগুলি পূরণ করিয়া লইতে পারিলেই বহু প্রকারের আর্জি তাহার দ্বারা প্রস্তুত হইবে। একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইতে পারিলে আরও বহু প্রকার আর্জি প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। ১০৬ ধারার মাত্র একটী আর্জির মুসাবিদা দেওয়া হইল; ১০৬ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট আদালতে অনেকে মোকর্দ্দমা করিতে ইচ্ছা করে না; বিশেষতঃ খাঁটি ১০৬ ধারার আর্জির সাধারণভাবে মুসাবিদা দেওয়া হইতে পারে না। ঐ আর্জি উকীলের দ্বারা প্রস্তুত করান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।



৩নং পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয় প্রজস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধানমতে নানা কারণে ভূম্যধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি পাইবার অধিকার জন্মে। কিন্ত সাধারণতঃ খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি জন্য খাজনা বৃদ্ধির পাইতেই অধিকাংশ নালিশ হইয়া থাকে এবং ঐ কারণে খাজনা বৃদ্ধি পাওয়া অনেক সহজ ও নিরাপদ। ঐ প্রকারে খাজনা বৃদ্ধি পাইতে হইলে ২০ বৎসরের খাদ্যশস্যের মূল্য ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী হয়। সাধারণের পক্ষে ২০ বৎসরের মূল্য তালিকা সংগ্রহ করা কঠিন, তজ্জন্য এই ভাগে তাহা সন্নিবেশিত করা হইনা কলিকাতা গেজেট হইতে ইহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।
